পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত
বাংলা পাণ্ডুলিপির বর্ণনামূলক তালিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা-১০০০

ডিসেম্বর-২০০৬

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বাংলা পাণ্ডুলিপির বর্ণনামূলক তালিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা-১০০০

ডিসেম্বর-২০০৬

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগৃহীত
ও
সংরক্ষিত বাংলা পাণ্ডুলিপির
বর্ণনামূলক তালিকা

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগৃহীত
বাংলা পাণ্ডুলিপির বর্ণনামূলক তালিকা

সংকলক

সৈয়দা ফরিদা পারভীন
উপ-গ্রন্থাগারিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

শাহীন সুলতানা
উপ-গ্রন্থাগারিক(রিসার্চ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

ও

সৈয়দ আলী আকবর
সহকারী গ্রন্থাগারিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

ভূমিকা

খন্দকার ফজলুর রহমান
গ্রন্থাগারিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

মুখবন্ধ

অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ
উপদেষ্টা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
পাণ্ডুলিপি শাখা-২০০৬

প্রকাশক:
গ্রন্থাগারিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
ঢাকা-১০০০

প্রথম মুদ্রণ জানুয়ারী-২০০৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃক গ্রন্থসত্ব সংরক্ষিত

কম্পোজ: পাণ্ডুলিপি শাখা

প্রচ্ছদ: পাণ্ডুলিপি শাখা

মূল্য টাকা-৩০০.০০
ডলার $ ১৫.০০

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি শাখায় সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সি, উর্দু, আরবি, হিন্দি, মৈথিলি প্রভৃতি ভাষায় রচিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পাণ্ডুলিপির এক বিশাল ভান্ডার রক্ষিত আছে। এইগুলি বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন। পাণ্ডুলিপি শাখা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচিত পাঠক ও গবেষকদের সামনে এগুলো তুলে ধরার জন্য নিরন্তন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ইতোপূর্বে পাণ্ডুলিপি শাখা হতে বাংলা পাণ্ডুলিপির দু'টি, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ছয়টি, মাইক্রোফিল্মকৃত পাণ্ডুলিপির একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ সব বর্ণানুক্রমিক প্রকাশনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে পাণ্ডুলিপির উপর কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা দেশ ও বিদেশের গবেষক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

বর্তমান প্রকাশনা বাংলা 'পাণ্ডুলিপি পরিচিতি' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উক্ত শাখার একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রথম প্রকাশ। এতে বাংলা ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপির বর্ণনামূলক পরিচিতি উপস্থাপিত হয়েছে। পুথি সম্পর্কে এখানে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে যা গবেষণায় অধিকতর সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গ্রন্থটি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিদরদী গবেষকদের কাজে আসলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

৩১ মার্চ ২০০৭

(ডঃ শামসুদ্দিন আহমদ)
উপদেষ্টা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় প্রায় ত্রিশ হাজারের অধিক প্রাচীন দুস্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপি এ দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রত্নবিদ্যার নির্দশন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাণ্ডুলিপির এই বিশাল সংগ্রহ শুধুমাত্র বাংলাদেশেরই নয় এটি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বৃহৎ সংগ্রহ ভান্ডার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয় যা আজও অব্যাহত আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখা থেকে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি সমূহ পরিচায়ন(Identification) করে বর্ণানুক্রমিক ইনডেক্স প্রকাশ করা হয়। আজ পর্যন্ত প্রায় ২০(বিশ) হাজার বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপির ইনডেক্স প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বাংলা ভাষায় দুই খন্ড এবং সংস্কৃত ভাষায় সাত খন্ড প্রকাশিত হয় যা দেশে এবং উন্নত বিশ্বের গ্রন্থাগার ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে সমাদৃত হয়ে আসছে। ঐ ইনডেক্স সমূহের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

1. An alphabetical Index of Bengali Manuscripts-Part-I-Part-II.
2. An alphabetical Index of Sanskrt Manuscripts Part-I-Part-VII.

এই সমস্ত বর্ণনামূলক ইনডেক্সে পাণ্ডুলিপি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যেমন- গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, টিকাকার বা লিপিকরের নাম, পত্রসংখ্যা, রচনাকাল, সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, উপাদান, বিষয় পরিমাপ ইত্যাদি।

পাঠক গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার সুবিধার্থে এবং গবেষণাকাজকে অধিকতর উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাণ্ডুলিপি শাখার কর্মকর্তাদের সহায়তায় বর্ণনামূলক পাণ্ডুলিপির ইনডেক্সের (Alphabetical index) পরিবর্তে বর্তমানে বর্ণনাত্মক পাণ্ডুলিপি ইনডেক্স (Descriptive index) প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আরো বিস্তৃত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'পাণ্ডুলিপি পরিচিতি' নামে বর্তমানে প্রকাশিত বর্ণনাত্মক ইনডেক্সটিতে ৩০৯টি পাণ্ডুলিপির তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই ইনডেক্সে অর্ন্তভূক্ত পাণ্ডুলিপি সমূহের সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

পাণ্ডুলিপি ক্রমিক সংখ্যা	দান বা ক্রয়ে প্রাপ্ত	যারা দান করেছেন/যাদের নিকট থেকে ক্রয় করা হয়েছে তাঁদের নাম ও স্থান
DU6-DU13	দান	উমেশচন্দ্র ভট্টচার্য - ঢাকা
DU20A	দান	লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী - ঢাকা
DU71-DU76 DU78-DU82	ক্রয়	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী - ঢাকা
DU101-DU102	ক্রয়	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী - ঢাকা
D343-E	ক্রয়	শিবদাস ভট্টচার্য - ঢাকা
DU350	দান	আনন্দ গোপাল - ঢাকা

পাণ্ডুলিপি ক্রমিক সংখ্যা	দান বা ক্রয়ে প্রাপ্ত	যারা দান করেছেন/যাদের নিকট থেকে ক্রয় করা হয়েছে তাঁদের নাম ও স্থান
DU4-DU5	ক্রয়	হরিধন কাব্যতীর্থ - সিলেট
DU881	দান	-সিলেট
DU899-DU900	দান	সুরেন্দ নাথ চক্রবর্তী/ রাধানাথ চক্রবর্তী - বগুড়া
DU108-A	ক্রয়	গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী - বগুড়া
DU124-B-C	ক্রয়	মহেষচন্দ্র চক্রবর্তী - বগুড়া
DU126,DU145, DU153-F	ক্রয়	গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী - বগুড়া
DU189-C,DU200-I DU200-O	ক্রয়	রোহিনিচন্দ্র ভট্টচার্য - বগুড়া
DU970	দান	তারাচন্দ্র ভট্টচার্য - বগুড়া
DU18	দান	নকুলেশ্বর চক্রবর্তী - রংপুর
DU21	দান	দুর্গাকান্ত চক্রবর্তী - রংপুর
DU22	দান	জনাব হেমায়েতউদ্দিন আহমেদ- বরিশাল
DU15-DU16	দান	মনোরঞ্জন চক্রবর্তী - ফরিদপুর
DU219-DU253	ক্রয়	শিথিস চন্দ্র সর্ববিদ্ধ - খুলনা
DU254-DU216	ক্রয়	পশুপতি চ্যাটার্জি - বর্ধমান
DU19	দান	মি.ইউ.সি. ভট্টাচার্য - মাদ্রাজ
DU559	ক্রয়	বাবু হেমেন্দ্রনাথ দত্ত BL-চট্টগ্রাম
DU23-DU70	ক্রয়	বাবু মুরারিমোহন চৌধুরী-মেদেনিপুর
DU71-DU107	ক্রয়	বাবু মুরারিমোহন চৌধুরী-মের্দেনিপুর
DU203-DU218	ক্রয়	বাবু মুরারিমোহন চৌধুরী-মেদেনিপুর
DU14	দান	বাবু মুরারিমোহন চৌধুরী-মেদেনিপুর

"পাণ্ডুলিপি পরিচিতি"তে অন্তর্ভূক্ত সবগুলি পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংলা হরফে এবং বাংলা ভাষায় লিখিত এবং অনুলিপিকৃত। এই তালিকায় বিভিন্ন বিষয়ের পাণ্ডুলিপি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে: যেমন-পূরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, মন্ত্র, তন্ত্র, জ্যোতিষ, উপখ্যান, ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ ও আয়ুরবেদিক শাস্ত্র।

এই বর্ণনাত্মক ইনডেক্স সংকলনের জন্য পান্ডুলিপি শাখার উপ-গ্রন্থাগারিক মিসেস শাহীন সুলতানাকে পান্ডুলিপি কমিটি থেকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ইনডেক্সটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তাঁকে এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন পাণ্ডুলিপি শাখার উপ-গ্রন্থাগারিক মিসেস সৈয়দা ফরিদা পারভীন এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক সৈয়দ আলী আকবর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এ পর্যন্ত যে সব পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হিসেবে গদেবষকদের নিকট বিবেচিত হবে বলে আশা করছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই ইনডেক্স দেশ ও বিদেশে গবেষকদের কাজে আসবে এবং মধ্যযুগীয় সহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

খন্দকার ফজলুর রহ্মান
গ্রন্থাগারিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষক ও ছাত্র ছাত্রীদের গবেষণা কাজকে উৎসাহিত ও সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে বর্ণনামূলক বাংলা গ্রন্থপঞ্জি 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পরিচিতি' প্রকাশিত হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের প্রথম থেকে যে সকল পান্ডুলিপি বাংলা সেগুলেকেই এই গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পান্ডুলিপি পরিচিতির প্রথম পুথিটির সংখ্যা ঢা.বি.পু সংখ্যা-৪ এবং শেষ পান্ডুলিপির সংখ্যা ঢা.বি.পু সংখ্যা-১১০৬/E। এতে মোট ৩০৯টি পান্ডুলিপির পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই তুলটকাগজ বা Hand made paper-এ লেখা। তুলট কাগজের বর্ণ তামাটে এবং কাগজ বেশ নরম। কিছু কিছু কলের কাগজ (Mill paper) এর পুথিও এ গ্রন্থে রয়েছে।

শতাধিক বর্ষের পুরোনো পান্ডুলিপির অনেকগুলির অবস্থাই অত্যন্ত জীর্ণ। তবে বেশ কিছু ভাল (Good condition) পান্ডুলিপিও এগ্রন্থে রয়েছে । উপকরণ(Material) ও অবস্থার (condition) পাশাপাশি লিপিকারের হাতের লেখা ও বর্ণ বিন্যাস পদ্ধতিতে একই বৈশিষ্ঠ্য বিদ্যামান। যেমন একই বর্ণ একেক লিপিকর একেক ভঙ্গিতে লিখিছেন এবং একই বর্ণ ভিন্ন শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে।

আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে প্রাচীন সময়ের অনেক পুথির হাতের লেখা আধুনিক লেখার বেশ কাছাকাছি, অন্যদিকে অনেক অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের লেখাও প্রাচীন লেখার মতো জটিল। এ বিষয়টি মূলত লিপিকরের হাতের লেখার পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে।

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হলো বানান পদ্ধতি। একই বানান একই শতাব্দীতে বা ভিন্ন শতাব্দীতে একেক লিপিকর একেক পদ্ধতিতে লিখেছেন। উদাহরণ হিসেবে কবি কৃষ্ণদাস আচার্য্যের নামের উল্লেখ করা যায়। 'কৃষ্ণদাস আচার্য্য' এই বানানটি কেউ কেউ একসাথে লিখিছেন কেউবা কৃষ্ণদাসের পর সামান্য ফাঁকা রেখে আচার্য্য লিখিছেন। এই অবস্থায় পুথির পাঠ অংশে মূল পুথিতে যে বানানটি রয়েছে সে বানানটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা বা টীকা অংশে বানানের আধুনিক রূপটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

বইয়ের শেষ অংশে পরিশিষ্ট 'ক'তে সংক্ষিপ্ত বিষয়পঞ্জি সংযোজিত হয়েছে। যাতে পাঠক বইটির বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা নিতে পারবেন। বইয়ের শেষ অংশ পরিশিষ্ট 'খ' ও 'গ'তে বিষয়সূচি ও লেখকসূচি সন্নিবেশিত হয়েছে। যাতে পাঠক তার নির্বাচিত বিষয় বা লেখকের অংশ সহজেই খুজে বের করতে পারেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাষা ও লিপি অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতার আবরণ ভেদ করে পাঠক গবেষকদের কাছে গ্রন্থটি সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রণয়নে যতেষ্ট সর্তকতা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ ক্রুটি থেকে যেতে পারে। এই বিষয়টি পরবর্তী সংস্করণে অধিকতর যত্নশীল হওয়ার প্রতিশ্রুতি রইল।

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-	১	একাদশীর পাঁচালি-	৩৩
পদামৃতসমুদ্র-	৪	নন্দবিদায়-	৩৪
নৈষধপুস্তক-	৫	মনসার ভাসান-	৩৫
সন্ন্যাসগ্রহণ-	৬	লক্ষীমঙ্গল-	৩৬
গোবিন্দমঙ্গল-	৭	অঙ্গদরায়বার-	৩৭
সভারঞ্জন-	৮	রামায়ণ(আদ্যখণ্ড)-	৩৮
কালিকাপুরাণ-	৮	সহস্রগিরিধর-	৩৯
পদ্মাপুরাণ-	১০	সত্যপীরের পাঁচালি-	৪০
রাধাকৃষ্ণপ্রেমবর্ণনা-	১১	সুধন্যারস্তব-	৪১
বৈষ্ণবপদ-	১৬	সূর্য্যবংশেরউৎপত্তিকথা-	৪২
সত্যনারায়ণের কথা-	১২	তিনলক্ষপীরেরপাঁচালি-	৪৩
লক্ষীচরিত্র-	১২	সিতবসন্তপুস্তক-	৪৪
বচন-	১৩	রামায়ণ(উত্তরকাণ্ড)-	৪৬
সুধন্বাসংহার-	১৪	কালিকাপুরাণ-	৪৭
বৈষ্ণবমাহাত্ম-	১৪	সত্যপীরের পাঁচালি-	৪৮
বৈদ্যকসূচী-	১৫	মনিহরণকৃষ্ণবিজয়-	৪৯
পৌরাণিককাব্য-	১৬	সত্যনারায়ণের পুঁথি-	৫১
সিমন্তহরণ-	১৬	ইতিহাসপুস্তক-	৫২
আপদউদ্ধার-	১৭	কৃষ্ণঅবতার-	৫৩
স্বরূপপ্রকাষবর্ণন-	১৭	রামচরিত্র-	৫৫
পত্র-	১৮	বিদ্যাসুন্দর কাব্য-	৫৬
শ্রীমদভাগবতগীতা-	১৯	ব্যবস্থা কবিতা-	৫৭
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-	২০	মহাভারত(আদিপর্ব্ব)-	৫৮
উজ্জ্বলকিরণ-	২১	মহাভারত(সভাপর্ব্ব)-	৫৯
সিবরামেরযুদ্ধ-	২২	মহাভারত(বনপর্ব্ব)-	৬১
লক্ষ্মির চরিত্র-	২৩	মহাভারত(বিরাটপর্ব)-	৬২
কপিলামঙ্গল-	২৩	মহাভারত(উদ্যোগপর্ব)-	৬৩
সত্যনারায়ণের পাঁচালি-	২৪	মহাভারত-	৬৪
সত্যপীরের কথা-	২৫	মহাভারত(দ্রোণপর্ব)-	৬৫
শিবরামেরযুদ্ধ-	২৬	মহাভারত(শল্যপর্ব)-	৬৬
মহাভারত(উদ্যোগপর্ব)-	২৬	মহাভারত(গদাপর্ব,সৌপ্তিকপর্ব,ঐশিকপর্ব)	৬৬
মহাভারত(বিরাটপর্ব্ব)-	২৭	মহাভারত(স্ত্রীপর্ব)-	৬৭
মহাভারত(ভীষ্মপর্ব্ব)-	২৮	ইন্দ্রজালবিদ্যা-	৬৮
মহাভারত(কর্ণপর্ব্ব)-	২৯	বিষ্ণুচক্রমাহাত্ম্য-	৬৯
মহাভারত(শল্যপর্ব্ব)-	৩০	কাব্য-	৭০
মহাভারত(সভাপর্ব্ব)-	৩১	রামায়ন(সুন্দরকাণ্ড)-	৭১
মহাভারত(বনপর্ব্ব)-	৩২	বিষঝাড়ামন্ত্র-	৭২
মহাভারত(শান্তিপর্ব্ব)-	৩২	হাড়মালা(হরগৌরিসংবাদ)-	৭২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
খনারবচন-	৭৪	জাগরণপুথি-	১১২
চিকিৎসাসংগ্রহ-	৭৫	মনসারপাঁচালি-	১১৩
বর্ষপঞ্জী-	৭৫	ভক্তিকাব্য-	১১৪
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-	৭৬	সীতারপরিণয়-	১১৫
চৈতন্যমঙ্গল-	৭৭	ক্রিয়াযোগসার-	১১৬
চৈতন্যভাগবত-	৭৮	বেতালপঁচীশী-	১১৭
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-	৭৯	কপিলামঙ্গল-	১১৮
ভাগবত(দ্বাদশস্কন্ধ)-	৮১	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-	১১৯
মহাভারত(আদিপর্ব)-	৮২	আগমপুরাণ-	১২১
বিদ্যাসুন্দর-	৮৪	পদ্মাপুরাণ-	১২২
রতিশাস্ত্র-	৮৫	লক্ষিরজাগরণবনবাস-	১২৩
সত্যপীরের পাঁচালি-	৮৬	প্রহ্লাদচরিত্র-	১২৪
ফ্যাসারারপালা বা		বেতালপঞ্চবিংশতি-	১২৫
সত্যপীরের পাঁচালি-	৮৭	প্রেমভক্তিরত্নাবলী-	১২৫
জৈমিনিভারত-	৮৮	দশঅবতার-	১২৬
শতস্কন্ধরাবণবধ-	৮৯	শ্রীকৃষ্ণনারদগীতা-	১২৭
গোবিন্দমঙ্গল-	৯০	কর্ণমুনিরপালা-	১২৮
হিন্দুধর্ম্মকর্ম্ম-	৯১	শিবায়ন-	১২৯
হস্তামলকভাষ্য-	৯২	মহাভারত(শান্তিপর্ব)-	১৩০
বৃহদব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব-	৯৩	ধ্রুবচরিত্র(বৈরাগ্যখণ্ড)-	১৩১
দশইন্দ্রের দশঅবতার-	৯৪	মহাভারত(সভাপর্ব)-	১৩২
উপসনাতত্ত্ব-	৯৫	বিরাটগিতা-	১৩৩
চৈতন্যচরিতামৃত-	৯৬	মহাভারত(নারীপর্ব)-	১৩৪
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-	৯৭	রামায়ণ-	১৩৫
অমৃতরত্নাবলী-	৯৮	রামায়ণ(লঙ্কাকাণ্ড)-	১৩৬
পদসংগ্রহ-	৯৯	কৃষ্ণলীলামৃত-	১৩৭
জ্যোতিষ ও খনারবচন-	১০০	অমরকুস-	১৩৮
কাব্য-	১০১	পদ্মাপুরাণ-	১৩৯
ভাষাকথাক্রম-	১০২	পদ্মাপুরাণ-	১৪১
পদ্মাপুরাণ-	১০৩	রামায়ণ(লঙ্কাকাণ্ড)-	১৪২
পদ্মাপুরাণ-	১০৪	রামায়ণ(অরন্যকাণ্ড)-	১৪৩
সত্যদেবপাঁচালি-	১০৫	লবকুশেরযুদ্ধ(রামায়ন)-	১৪৪
কলিলক্ষণ-	১০৬	পদ্মপুরাণ-	১৪৫
মেলবন্ধ-	১০৭	কৃষ্ণবিক্রম বা গোবিন্দবিজয়-	১৪৬
আত্মনিরূপন-	১০৮	অদ্ভুতরামায়ণ-	১৪৭
সত্যপাঁচালি-	১০৯	সত্যনারায়ণপুস্তক-	১৪৮
বিদ্যাসুন্দর-	১১০	সত্যনারায়ণেরপাঁচালি-	১৪৯
বিদ্যাসুন্দর-	১১০	সত্যনারায়ণেরপাঁচালি-	১৫০
মুষ্টিযোগ-	১১১	মহাভারত(কর্ণপর্ব)-	১৫১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মহাভারত(কর্ণপর্ব)-	১৫২
মহাভারত(সভাপর্ব)-	১৫৩
মহাভারত(বিরাটপর্ব)-	১৫৪
শনিরপূজারপাঞ্চালি-	১৫৫
একাদশীমাহাত্ম্য-	১৫৬
মহাভারত(নারীপর্ব্ব)-	১৫৭
মহাভারত(শান্তিপর্ব্ব)-	১৫৮
মহাভারত(গদাপর্ব্ব)-	১৫৯
মহাভারত(মুষলপর্ব্ব)-	১৬০
হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহন-	১৬১
জগন্নাথমঙ্গল-	১৬২
নৈষধপর্ব্ব(নলউপাখ্যান)-	১৬৩
মহাভারত(শল্যপর্ব্ব)-	১৬৪
মহাভারত(সৌপ্তিকপর্ব্ব)-	১৬৪
মহাভারত(শল্যপর্ব্ব)-	১৬৫
পাষণ্ডদলন-	১৬৬
মহাভারত(ঐষিকপর্ব্ব)-	১৬৭
প্রহ্লাদ চরিত্র-	১৬৮
শ্রীকৃষ্ণদোলপূজা-	১৬৯
তুলসীমাহাত্ম্য-	১৭০
হরিবংশ-	১৭০
সন্ন্যাসকাব্য-	১৭২
ক্রিয়াযোগসার-	১৭৩
চন্দ্রমুখীসমাচার-	১৭৪
পদ্মাপুরান-	১৭৫
মহাভারত(আদিপর্ব্ব)-	১৭৬
মহাভারত(উদ্যোগপর্ব্ব)-	১৭৭
রামচন্দ্রেঃ স্বর্গারোহন-	১৭৮
প্রেমতরঙ্গিনী-	১৮০
চানক্যশ্লোক-	১৮১
মহাভারত(ভীষ্মপর্ব্ব)-	১৮২
রতিশাস্ত্র-	১৮৩
রতিশাস্ত্রভেদ-	১৮৪
ভাগ্যগণনা চিত্রাবলী-	১৮৫
রতিশাস্ত্র-	১৮৬
শ্রীরামচন্দ্রদিগ্বিজয়-	১৮৭
মহাভারত(দ্রোণপর্ব্ব)-	১৮৮
মহাভারত(কর্ণপর্ব্ব)-	১৮৯
হরিশচন্দ্র-	১৮৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
রতিশাস্ত্র-	১৯০
রামায়ণ(আদিকান্ড)-	১৯১
জৈমিনিভারত(দ্রোণপর্ব্ব)-	১৯২
অভিমুন্যবধ-	১৯৩
সত্যনারায়ণকথা-	১৯৩
মহাভারত(বিরাটপর্ব্ব)-	১৯৪
জৈমিনিভারত(দ্রোণপর্ব্ব)-	১৯৫
জগন্নাথমঙ্গল-	১৯৬
জৈমিনিভারত(দ্রোণপর্ব্ব)-	১৯৭
শ্রীকৃষ্ণবিজয়-	১৯৮
মহাভারত(স্বর্গারোহনপর্ব্ব)-	১৯৯
জৈমিনিভারত(অশ্বমেধপর্ব্ব)-	২০০
রামায়ণ(আদিকান্ড)-	২০১
মঙ্গলচন্ডিরপাঁচালি-	২০২
রামায়ণ-	২০৩
রাধাকৃষ্ণলীলা-	২০৪
পরিজাতহরন-	২০৫
সনিদেবেরপাঁচালি-	২০৫
মঙ্গলচন্ডিরপাঁচালি-	২০৬
চানক্যশ্লোক-	২০৭
সত্যনারায়ণপাঁচালি-	২০৮
অক্ষরচৌতিশাপুস্তক-	২০৮
কৃষ্ণচন্দ্রসতনাম-	২০৯
ভারতসাবিত্রী-	২১০
রামায়ণ(উত্তরকাণ্ড)-	২১০
কলঙ্কভঞ্জন-	২১১
গয়ামাহাত্ম্য-	২১২
অক্ষরচৌতিশপুস্তক-	২১৩
মঙ্গলচণ্ডীরপাঁচালি-	২১৪
অক্ষরচৌতিশপুস্তক-	২১৫
কিসিন্ধাকাণ্ড(রামায়ণ)-	২১৫
মহাভারত-	২১৬
শতস্কন্ধবধ-	২১৭
পদাবলী-	২১৮
মহাভারত-	২১৮
মঙ্গলচণ্ডির পাঁচালি-	২১৯
পদ্মাপুরাণ-	২২০
মহামুদগর-	২২০
কৃষ্ণমঙ্গল(অক্রুরসংবাদ)-	২২২

মহাভারত(সভাপর্ব্ব)-	২২৩	মোহমুদগর-	২৬৪
শ্রীরামেরস্বর্গরোহন-	২২৪	রাধিকারবারমাসি-	২৬৫
বীরবাহুরযুদ্ধ(রামায়ণ)-	২২৫	শ্রীকৃষ্ণঅষ্টোত্তরশতনাম-	২৬৭
বিবেকেরযুদ্ধ-	২২৬	সত্যনারায়ণপাঁচালি-	২৬৮
পদ্মাপুরাণ-	২২৭	রামায়ণ(উত্তরকাণ্ড)-	২৬৯
পদ্মাপুরাণ-	২২৮	লক্ষ্মণচন্দ্রকলাবিবাহ-	২৭০
চৈতন্যমহাপ্রভুরপাঁচালি-	২২৯	রামায়ণ(সুন্দরকাণ্ড)-	২৭১
সত্যনারায়ণপাঁচালি-	২৩০	নিমাইসন্ন্যাস-	২৭২
মনিহরণ-	২৩১	রামায়ণ-	২৭৩
শিবরাত্রিব্রতকথা-	২৩২	স্বপ্নবিবরণ-	২৭৪
তিরাক্ষজরপ্রস্থাব-	২৩৩	জোগসার-	২৭৫
রামায়ণ-	২৩৪	জ্ঞানচৌতিশ-	২৭৬
রামায়ণ-	২৩৫	লক্ষ্মীচরিত্র-	২৭৭
রামায়ণ(অরণ্যকাণ্ড)-	২৩৬	সত্যনারায়ণেরপাঁচালি-	২৭৮
রামায়ণ-	২৩৭	রামায়ণ-	২৭৯
মহভারত(শান্তিপর্ব)-	২৩৮	পাণ্ডববিজয়-	২৮০
মনসারপাঁচালি-	২৪০	সুদামচরিত্র-	২৮১
পদ্মাপুরাণ-	২৪১	গৃহচিকিৎসা(যোগসংগ্রহ)-	২৮২
সাবিত্রিব্রতকথা-	২৪১	মনসামঙ্গল-	২৮২
সাবিত্রিব্রত-	২৪২	মহাভারত(অনুশাসনপর্ব্ব)-	২৮৩
ষষ্ঠীব্রতপাঁচালি-	২৪৪	বিষনাশকঝাড়ফুক ও ঔষধ-	২৮৪
মঙ্গলচণ্ডীপাঁচালি-	২৪৫	সত্যনারায়ণপাঁচালি-	২৮৪
মঙ্গলচণ্ডীব্রত-	২৪৬	ঔঝামন্ত্র-	২৮৬
নিয়তমঙ্গলচণ্ডীপাঁচালি-	২৪৭	বরেন্দ্রকুলপঞ্জী-	২৮৬
মঙ্গলচণ্ডীব্রতপাঁচালি-	২৪৮	মহাভারত(বিরাটপর্ব্ব)-	২৮৬
মঙ্গলচণ্ডীপাঁচালি-	২৪৯	দাতাকর্ণ-	২৮৭
মহাভারত(আদিপর্ব)-	২৫১	বৃহন্নিগম-	২৮৮
গোবিন্দবিজয়-	২৫১	মহাভারত(অশ্বমেধপর্ব্ব)-	২৮৯
ঊযাহরণ-	২৫৩	মহাভারত(অশ্বমেধপর্ব্ব)-	২৯০
মহাভারত(গদাপর্ব)	২৫৩	মোহমোচন-	২৯১
ক্রিয়াযোগসার-	২৫৪	মহাভারত(দ্রোণপর্ব্ব)-	২৯২
রামায়ণ-	২৫৫	অম্বিকামঙ্গল-	২৯৩
অক্ষরচৌতিশা-	২৫৬	মনসামঙ্গল-	২৯৪
জ্ঞানচৌতিশা-	২৫৭	মনসামঙ্গল-	২৯৫
মহাভারত-	২৫৮	পাযণ্ডদলন-	২৯৬
গৌরাঙ্গসন্ন্যাস-	২৫৯	ননদ বিদায়-	২৯৭
শনির পাঁচালি-	২৬০	প্রার্থনা-	২৯৮
রাইরাজা-	২৬১	প্রার্থনাপদাবলী-	২৯৯
কোকিল সংবাদ-	২৬২	গুরুদক্ষিণা-	৩০০
বংশিসংবাদ-	২৬৩	উষাহরণপালা-	৩০১

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪ ।

শিরোনাম: শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। লেখকের নাম:কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা: ৩৪১। লিপিকর: শ্রীসদানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস। লিপিসন:১১৯৮ সাল। উপাদান: কলের কাগজ। সম্পূর্ণ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ:২৭.৫×১৫সে.মি. ।

ঢা.বি.সংগ্রহ-৪ সংখ্যক পুথিটি কবি 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'। পুথিতে চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, মধ্য এবং অন্ত্য – তিনটি অংশই বিদ্যমান। ২৭.৫×১৫সে.মি. আয়তনের কলের কাগজে এটি লিপিবদ্ধ। কাগজ মোটা, শক্ত এবং বাদামী বর্ণের। কালি উজ্জ্বল। মূল বাংলা অংশ কালো কালিতে এবং সংস্কৃত শ্লোকগুলো লাল কালিতে লেখা। বিভিন্ন পৃষ্ঠার লাইন বিন্যাসে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কোনো পৃষ্ঠায় ১২ লাইন, কোনো পৃষ্ঠায় ১৪ লাইন এবং ১৬ লাইনের পৃষ্ঠাও রয়েছে। পুথির প্রথম খণ্ডের শেষে অর্থাৎ সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থের সন ও তারিখের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম খণ্ডে লিপিকর শ্রী সদানন্দ দাস এবং ১১৯৮ সনের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের লিপিকর শ্রী জগন্নাথ দাস। তৃতীয় খণ্ডে লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। প্রথম খণ্ডের লিপিসন অনুযায়ী পুথিটি ২১৪ বৎসরের প্রাচীন। মধ্যখণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১ থেকে ১৮৩। এতে পঁচিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ অংশে মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার সূত্র থেকে চৈতন্যদেবের লীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। পৃষ্ঠার লাইনের বিন্যাস প্রথম খণ্ড বা আদিলীলার মতো। পাণ্ডুলপির তৃতীয় খণ্ড হচ্ছে অন্ত্যলীলা। এই খণ্ডে বিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১ থেকে ৮৮।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায়নমঃ ॥
বন্দে গুরূনীশ ভক্তানীশ.......
....
....
.....................................॥১৭॥
এতিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছে আত্মসাথ।
তিনের চরন বন্দি তিনে মোর নাথ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলা চরন।
গুরূ বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরন ॥
তিনের স্মরণে হএ বিঘ্ন বিঁশন।
অনায়াসে হএ নিজ বাঞ্ছিত পুরন ॥
মঙ্গলা চরন হএ ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু নির্দ্দেশ আসীর্ব্বাদ নমস্কার ॥
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য বিশেষ রূপে দুইত প্রকার ॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
জাহা হৈতে জানি পর তত্ত্বের উদ্দেশ ॥
চতুর্থ শ্লোকে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বএ মাগিএ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রসাদ॥

আদি খণ্ডের শেষ পাঠ:

শোড়স পরিচ্ছেদে কৈসোর লীলার উদ্দেস।
সপ্তদসে যৌবন লীলা কহিল বিশেষ ॥
এই সপ্তদস লীলার প্রকার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়স চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্নিল চৈতন্য আজ্ঞাবলে ॥
শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অচার্য্য।
শ্রীনিবাস গদাধর আর ভক্তযার্য্য ॥
যত ২ ভক্তগন বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা সীরে ধরো তা সভা চরনে ॥
শ্রীরূপ শ্রীস্বরূপ শ্রী সনাতন।
শ্রী গুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রী জীবচরন ॥
ধরে বন্দো নিত্য করোজার আস।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে যৌবন লীলা
সুত্র কথনং নাম সপ্তদস পরিচ্ছেদ:॥১৭॥*॥*॥
শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরনে মম.........॥
ইতি সন ১১৯৮ সাল তারিখ ১৪ চৈত্র এই গ্রন্থ
লিখিতং শ্রীসদানন্দ দাস সাং শ্রীনবদ্বীপ ॥*॥

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণাখ্যাংনম ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহো দিত্যে।
....
....॥
....॥৫॥*॥
জয় জয় গৌর চন্দ্র জয় কৃপা সিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দিনবন্ধু
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রী বাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে জে কহিল আদি লীলা সুত্রগন।
যাহা বিস্তার করিআছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তার আমি সুত্র মাত্র কৈল।
জেকিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল ॥
একে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অসংখ্য লীলা নাজায় বর্ণন ॥
তার মধ্যে ভাগ্য দাস বৃন্দাবন।

চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তার কৈরাছেন বর্ণন ॥
সেই ভাগের ইহামাত্র সূত্র লিখিব।
জে কিছু বিশেষ ইহা তাহা বিস্তারিব ॥
চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তার আজ্ঞায় করি তার উচ্ছিষ্ট চর্ব্বন ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পাঠ:

যেই লীলা মৃত বিনে: খায় জদি অনুপানে:
তব্ব ভক্তের দুর্লভ জীবন ॥
যার এক বিন্দু পানে: প্রফুল্লিত তনুমনে:
হাশে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান: যাহা সম নাহি আন:
চিত্তে কর শুদা বিশেষ।
নাপড় কুতর্ক গর্ত্তে: অমেদ্য কর্কশাবর্ত্তে:
যাতে পড়ি হয় সর্ব্বনাশ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ: শ্রী অদ্বৈত ভক্তবৃন্দ:
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সভার চরণ: করি শীরে ভূষণ:
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন: রঘূনাথ জীবচরণ:
শীরে ধরো করোঁ যাহা আশ ॥
কৃষ্ণলীলামৃতান্নীব: চৈতন্য চরিতামৃত:
কহে কিছু দিন কৃষ্ণদাষ: ॥*॥

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণাখ্যাংনম ॥
পঙ্গুর্ল .... ।
.... ।
...............................ইতি ॥
জয়২ শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলার বর্ণন এবে সুন ভক্তগণ ॥
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলার সূত্রগণ।
পূর্ব্বে গ্রন্থে সংক্ষেপে কৈল বিবরণ॥
আমি জরাতুর নিকট জানিঞা মরন।
অন্তে কোন লীলার করিয়াছি বিবরণ ॥
পুর্ব্বে লিখিয়াছি সূত্রগণ অনুশারে।
সেই নাহি লিখি ইহাঁ করিয়া বিস্তারে ॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।

স্বরূপ গোশাঞী গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥

অন্ত্যলীলার শেষ পাঠ:

চৈতন্য চরিত এই অমৃত মধুর।
ভক্তগণ প্রাণ য়েই ভক্তি রসপুর ॥
চৈতন্য চরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাহার চরণ ধুই য়ন কর পানে ॥
শ্রোতা পদরেণু মোর মস্তকে ভূশন:।
তোমরা মৃত পালে সফল হয় শ্রম ॥
চৈতন্য চরিত শুনে পাসণ্ডী যবন।
সেইহেতে বৈষ্ণব হয় শুনি ততক্ষণ ॥
এইত কহিল শিক্ষাষ্টকাথাশ্বদণ।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ ॥
শ্রীরূপ রঘূনাথ পদে যাক আষ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস : ॥*॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাষ্টকং
শ্লোকার্থশ্বাদনং নাম বিংশতি: পরিচ্ছেদ:॥ঃ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬।

শিরোনাম: পদামৃত সমুদ্র। লেখকের নাম: রাধামোহন। বিষয় :বৈষ্ণব পদাবলী। পত্রসংখ্যা:১-৪১,৪৪-৫০, ৫২-২০৫। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অসম্পূর্ণ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ:৩৫.৫×১৪.৫সে.মে.।

প্রাপ্ত 'পদামৃত সমুদ্র' পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। এতে অধিকাংশ বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলী সংকলিত হয়েছে। পদগুলি রাগ ও তাল আশ্রিত। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথির প্রথম ও শেষ অংশও পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভাল। কাগজের বর্ণ সাদা এবং কালি কালো বর্ণের। পুথিতে লিখনপদ্ধতি দুই প্রকার। এ থেকে অনুমান করা যায় পুথিটি দুইজন লিপিকরের লিপিকৃত। প্রাপ্ত পুথির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে একে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

পদকর্তাদের পদের সংখ্যা নিবরূপ:

গোবিন্দ দাস	পদের সংখ্যা	→	১৩৫
রাধামোহন দাস	"	→	১০১
বিদ্যাপতি	"	→	২৯
জ্ঞান দাস	"	→	৭
চণ্ডীদাস	"	→	৩
যদুনন্দন	"	→	৫
অনন্ত দাস	"	→	২
কবি শেখর	"	→	২

বড়ু চণ্ডীদাস	,,	⟶	১
বলরাম দাস	,,	⟶	২
রামানন্দ	,,	⟶	১
বৃন্দাবন দাস	,,	⟶	১
নরোত্তম দাস	,,	⟶	৩

প্রত্যেকটি পদের শুরুতে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। যেমন, কেদার, ভৈরবী রাগ, গেন্দরি রাগ, মঙ্গলরাগ, ধানসী রাগ, বিভাষ রাগ, তোড়ি, নটরাগ, কানড়, গান্ধার, পটমঞ্জরী, রূপক দরাগ ইত্যাদি। বিস্তৃত টীকা সম্বলিত পাণ্ডুলিপিখানি বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

॥১৫১॥ ধানসী রাগ নন্দন তালৌ ॥

জোমুখ নিরিখলে নিমিখ না সহই।
তাহে পর বোধসি আওর কহই ॥
শুন সখি কি বলিব তোয়।
নিলজ প্রাণ সহজে রহু মোয় ॥
সো গুননিধি যদি প্রেম হামে ছোর।
তিলএক জিবইতে না জবহু মোর ॥
জনু বড়বানল হৃদি মহো এহ।
কীএ সুখ লাগি ভসন নহ দেহ ॥
অব মঝু জীবন উপথ নহোয়।
গোবিন্দ দাস সোই দুখহে বিরোয় ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭।

শিরোনাম: নৈষধ পুস্তক। লেখকের নাম: রামনারায়ণ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১,৫,৮,৯,১১,১২,১৪-১৭, ১৯-২২,২৪-২৬। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ:৩৮×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। হাতের লেখা সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। পুথির অবস্থা ভালো। প্রথম পৃষ্ঠায় ১০ লাইন, অন্যান্য পৃষ্ঠায় ৯টি করে লাইন সজ্জিত। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে পুথিটি পয়ার ছন্দে রচিত। কাগজের বর্ণ হলুদ। পুথির অবস্থা বিশ্লেষণ করে একে প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন বলে ধারণা করা যায়। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ

কৃষ্ণায়া ॥ নারায়ণং। শঙ্কিতং নরোশ্চৌব নরোত্তম ॥
দেবি স্বরস্বতি.......................................॥
..................................জগত সকাশ ॥
তিন গুণে তিন দেব চরিত্র নিবাশ ॥

রজ গুণে ব্রহ্মা রূপে ভরতি শ্রিজন ॥
সেই গুণে বিষ্ণু রূপে করন্তি পালন ॥
তম গুণে শিব রূপে সংহার কারণ ॥
এহি তিন রূপে প্রভু করহ পালন ॥
নাহি তার আদি অন্ত নাহি জাতি শতি ॥
ণিঅম ণাহিক তান কোথাএ বসতি ॥
সরির তান নহিক আফদ ॥
সংসার ভরিয়া হরি থাকএ সদত্ত ॥
ব্যাস মহামুণি কৈলা ভরত প্রচার ॥
রাম ণারায়ণে বোলে......অনুসার ॥
বিজয় পান্ডব কথা অমৃত তরঙ্গ ॥
মহাপাপ জাহাতে শ্রবণে হএ ভঙ্গ ॥
জৈমিনি কহন্তি কথা শুন জক্ষজএ ॥
....॥

প্রাপ্ত গ্রন্থের শেষ পাঠ

হংস সবে বোলে হংসি কি জিজ্ঞাস তুমি ॥
নল স্থানে বন্দি হৈল তুমার নাথ স্বামি ॥
এতেক বচন হংসি আচম্বিতে শুনি ॥
জিয়ন্ত দেহেতে জেলে দিল আগুনি ॥
প্রভু ২ বলি হংসি করে হাহাকার...॥
ভূমিতে পরিল হংসি দেখে অন্দকার ॥
বণ পর্ব্বে ইতিহাস নলের প্রতাপ ॥
রাম ণারায়ণে কহে হংসের বিলাপ ॥ লাচাড়ি ভাটিআল রাগ*

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯।

শিরোনাম: সন্ন্যাসগ্রহণ। লেখকের নাম: লোচন দাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:২২। সম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩০×১০.৫ সে.মি.।

লোচন দাসকৃত 'সন্ন্যাস গ্রহণ' পুথিটি ২২টি পত্রে সম্পূর্ণ। পাতলা তুলট কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপিটির অবস্থা ভালো। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮টি করে পংক্তি রয়েছে। কোনো কোনো স্থানে লেখা কিছুটা অস্পষ্ট। পৃষ্ঠার চারপাশে লাল রং এর বর্ডার এবং নকশা রয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাংশ অবলম্বনে রচিত। মূলত চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর্যায়কে বিস্তৃতভাবে এ পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথম পাঠ:

শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায়নম:....................॥
....।
....॥
কহিব অপূর্ব্বকথা লোকে অগোচর।
কভো নাহি দেখি শুনি জগত ভিতর॥
.... জানিয়া কর চিত্তে।
প্রকাশ করিলা প্রভু সর্ব্ব জনহিতে॥
শ্রীচন্দ্রশেখর ঘরে নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেয়ে আইলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া॥
আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য।
তাঁহার বাড়ির কথা বড়ই আশ্চর্য্য॥
নাচিয়া আইলা প্রভু রহিলাস্থটাক।
উদয় করি যেন চান্দ লাখে লাখ॥
অদ্ভুত অমৃত কথা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিগে তড়িত॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

আপন অন্তর কথা কহিমু গোচর।
নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর॥
তোমার নিজ জন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দএ কার হৈঞা পদামবুজ পাশে॥
এবোল শুনিয়া প্রভু চলিলা সবের।
সকল ভকত গেলা আপনার ঘর॥
কহএ লোচন শুনগো ঠাকুরান।
সন্ন্যাশ লহিল হিয়া রহি গেল সান॥
ইতি সন্ন্যাশ গ্রহণ সম্পূর্ণং॥.॥*॥*॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায়নম:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০।

শিরোনাম:গোবিন্দমঙ্গল। রচয়িতা:দুঃখীশ্যামদাস। বিষয়:কাব্য। রচনাকাল:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১৬০ [৩,৮-৮৩,৮৬-১৭৩+২]। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলটকাগজ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:খুবখারাপ। পরিমাপ:৪৪.৫×১৩সে.মি.।

'গোবিন্দমঙ্গল কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতের দমশ ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিটির অবস্থা বিচার করে এটিকে বেশ প্রাচীন বলে ধারনা করা হয়। গ্রন্থের কোথাও সন বা তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথির পৃষ্ঠার চারপাশ ছেঁড়া, কাগজ নরম, লেখা অস্পষ্ট। কয়েকটি পত্র মধ্যখানে ছেঁড়া বা খণ্ডিত। গ্রন্থটি পয়ার ছন্দে লিখিত। প্রতিটি পৃষ্ঠায় ১০টি করে পঙক্তি রয়েছে। প্রাপ্ত পুথির ৩য় পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক নেই। পৃষ্ঠার লেখা খুবই অস্পষ্ট, পাঠের অযোগ্য।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১।

শিরোনাম: সভারঞ্জন। রচয়িতা: দ্বিজমোহন । বিষয়: কাহিনীকাব্য । রচনাকাল: অজ্ঞাত । পত্রসংখ্যা:১-১৮ । অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অবস্থা: ভালো নয়। পরিমাপ :৩৮ × ১২.৫সে.মি. ।

প্রাপ্ত ১১ সংখ্যক পুথিটি একটি কাহিনী কাব্য। পুথির শেষাংশ খণ্ডিত। ১৭ এবং ১৮ সংখ্যক পত্রের বামপার্শ্ব এবং নিচের অংশে সামান্য ছেঁড়া। গ্রন্থের আরম্ভে সংগ্রাম সিংহের পুত্র মানসিংহের নামোল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যগুলো প্রধানত ধর্মনির্ভর। কিন্তু 'সভারঞ্জন' বাস্তব মানব-মানবীর কাহিনী নিয়ে রচিত। ঘটনাস্থল সংগ্রাম সিংহের পুত্র মানসিংহের রাজসভা। রাজসভায় গল্পকথকরা বিভিন্ন ধরনের গল্প বিবৃত করে । সে গল্পগুলোর খণ্ডাংশ এ পুথিতে বিধৃত হয়েছে। পুথিটি উজ্জ্বল কালো কালিতে লিখিত। হস্তাক্ষর জটিল। প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ

শ্রী হরিশ্মরণং ॥ শ্রী গুরুবেনম ॥ অথশভারঞ্জন পুস্তক লিক্ষতে ॥
ভজ হরগৌরির চরণ: ভব সিন্ধু পার হৈতে যার নাহি ধন ॥ কৃপ ॥
হরগৌরির চরণারবিন্দে মতি রৌক।
কলি কিছু......... অবধান হৌক।
সংগ্রাম সিংহের পুত্র মানসিংহ রাজা।
পরম ধাম্মির্ক রাজ সুখি শব প্রজা ॥

শেষ পাঠ

একদিন য়ামী বলি শোন সব ভ্রাতা।
আজি পত্র শেকাটি বেবজে কহিবে কথা।
এই কথা করি য়ামী...... গৃহে জয়্যা।
দুয়ারে য়াগড় দিয়া রহিলা সমুযাইয়া ॥
তস্করে জানিয়া.......... সিন্দদিল ঘরে।
জে ছিল শব্বস্য তাহা নীয়া গেল ছোরে ॥
আমি জাগি দেখী চোরে বান্দা শবন এ।
তথাপী না বলি কিছু কথা অঙ্ক হএ ॥

ভনিতা

পুরুশে ছাড়িল ঘরঃ ঘরনি ছাড়িল নরঃ হেন কথা শুনিয়া শত্যর।
শভা রঞ্জনের কথাঃ মোহন দিজের গাথাঃ
রাজা প্রজা শকলি বর্ব্বর ॥ঃ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১২।

শিরোনাম: কালিকাপুরাণ। লেখকের নাম:দ্বিজদুর্গারাম। বিষয়:পুরাণ। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১-২৬। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। লিপিকর: প্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণ। লিপিসন:১৭২৬ শকাব্দ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ:৩৭.৫×১১.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কালিকা পুরাণের একটি অংশ। পুথির অবস্থা ভালো হাতের লেখা স্পষ্ট এবং সুন্দর। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা কাগজ মোটা ও তামাটে বর্ণের। ১৪ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কয়েকটি স্থানে সামান্য পোঁকায় কাটা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টি করে লাইন বিন্যস্ত। এটি ১৭২৬ শকাব্দ, বাংলা ১২১১ সনে লিপিকৃত অর্থাৎ ১৯৯ বছরের প্রাচীন। পুঁথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ

.... গুরুব্বেনম ॥ নম শিবায় ॥
অথ কালিকা পুরাণ লীক্ষতে ॥
প্রণমহো ব্রহ্মাবিষ্ণোদেব মহেশ্বর।
তোমার শ্রীজন প্রভু পশু পক্ষিনর ॥
কোটি২ দোব জারে বারএ স্তবন।
দেবের দেবতা হর পতিত পাবন ॥
পার্ব্বতির প্রাণ পতি মিহা গুনধর।
পতিত পানি গঙ্গা মাথার উপর ॥
ভস্মে বিভুসিত য়ঙ্গ মহা জগৎ সাথে।
দেবতা বাহ্মণে স্তুতি করে চারি ভিতে ॥

ভনিতা

রোগ শোক জ্বরা মিত্যু নাহি সিব পুরে।
শিব নাম জথা জমে কি করিতে পারে।
দ্বিজ দুর্গা রামে কহে কৌতুক প্রসঙ্গ।
কালিকা পুরাণ কথা দক্ষ জক্ষ ভঙ্গ॥৪॥

শেষ পাঠ

অশেষ বিশেষ স্তুতি:
করে দক্ষ প্রজাপতি: হর ॥
হরসিত দেব পঞ্চনন্দ ॥৪॥
দ্বিজদুর্গারামে বলে: হরগৌরি পদতলে:
ঈঙ্গিতে ডরাও ভববন্দ ॥৫॥
হর বলে বর মাগ ব্রহ্মার নন্দন।
কড় জোড় করি দক্ষ করে নিবেদন ॥
নরদেহে.........মর্ত্তলোকে অনাদর।
ইহারে খন্ডাত মোর ত্রিদশ ঈশ্বর ॥
হর বলে আমি নন্দি কিছু নাহি ভেদ:।

শাপিয়াছে নন্দি তোমা মনে পাইয়া খেদ ॥
এহী মর্ত্তে এহি দেহে হইব শোভন।
দিনবর বলি কহে দেব পঞ্চানন ॥
তবে দির্ক্ষ শান্ত হৈল দক্ষ বদনে।
করিল খনেক স্তুতি সিব বিদ্দমানে ॥
হুলাহুলি জয়ধ্বনি প্রেম য়ালিঙ্গন।
ভক্তি করি সিব নাম লএ জেবা জন ॥
শঙ্কর চরণে দিজ দুর্গারামে কএ।
হরি ২ বল ভাই তরিবা শংশয় ॥
ইতি কালিকা পুরাণ পুস্তকং শমাপ্ত ॥
স্বাক্ষর শ্রীপ্রাণ কৃষ্ণ শর্ম্মন ॥
শকতিতাব্দয়া ॥১৭।২৬।১১।২১।৩৫ ॥
জঅন্তি মঙ্গলাকালি ভদ্রকালি কপালিনি দুর্গা সিবা
ক্ষেমাধাত্রী শমশ্ব দাই নমস্ততে ॥ জথাদিষ্টং

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৩।

শিরোনাম: পদ্মাপুরাণ। লেখকের নাম:বৈদ্য জগন্নাথ ও দানোদর। বিষয়: মনসামঙ্গলকাব্য। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১-২৬। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা: ভালো। লিপিসন: ১১৭৪ বঙ্গাব্দ। পরিমাপ:৩৭.৫×১৪.৮ সে.মি.।

পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজ মোটা এবং কালির বর্ণ উজ্জ্বল কালো। কয়েকটি পৃষ্ঠা বেশ নরম এবং প্রথম পৃষ্ঠাটি মাঝামাঝি দ্বিখণ্ডিত। শেষ পৃষ্ঠা বাম পার্শ্বে সামান্য ও নিচের দিকে ডান পার্শ্বে খানিকটা অংশ ছেঁড়া। যে কারণে লিপিকরের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উপরে ও নিচে তিন লাইন করে টানা লেখা, মাঝখানে চারটি লাইন। পুথির মধ্যখানে ফাঁকা রেখে বায়ে ও ডানে লেখা।
মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে এ-কাব্য রচিত। মর্তলোকে মনসাদেবীর পূজা প্রবর্তনের আখ্যান এ-কাব্যে বিধৃত হয়েছে।

প্রথম পাঠ

নমগণেশায় ॥ দির্ঘছন্দ ॥ কেদার ॥
জয়সিবনন্দিনী: ত্রিভুবনবন্দিনী: তুমি জগতে.....: ॥
রাজহংস বাহিনী:সুখসুখ্য দাইনী: হৃদত্রে তক্ষকনাগমুনি: ॥
জয়২ ব্রর্হ্মানী: ব্রহ্মস্বরূপিনী: পাতাল নাগিনী তব নাম:॥
জোগ লোকের মাতা: মহাদেদুহিতা: তুয়া পদে কোটি পরনাম:॥

শেষ পাঠ

ত্রিভূবনে জয় জয় মনসা মঙ্গল ॥
সুন নরনাগলোকে মীলিয়া সকল ॥
বৈদ্য জগন্নাথে ভাসে..........।
জগথে বহুক পদ্মার পদে মতি ॥

স্বর্গ মত্ত পাতালে গায়ে মনসার গীত ॥
এতক্ষণে সমাপ্ত হইল পদ্মার চরিত্র ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৫।

শিরোনাম: রাধাকৃষ্ণ প্রেমবর্ণনা। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। রচনাকাল:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ৪১। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অবস্থা: খুব খারাপ। পরিমাপ:১৬.৪ ‹২০.৮ সে.মি.।

১৬.৪ · ২০.৮ সে.মি. আয়তনের পুথিটি গ্রন্থাকৃতি। বামপার্শ্বে সেলাই করা। পুথির প্রতিটি পৃষ্ঠা পোঁকায় কাঁটা এবং অত্যন্ত জীর্ণ। তবে কাগজের অবস্থা বিচার করে একে খুব প্রাচীন বলা যায়না। পুথির লেখা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বিভিন্ন পৃষ্ঠায় হাতের লেখা বিভিন্ন। এ থেকে বলা যায় পুথিটির লিপিকর একাধিক। উজ্জ্বল কালো কালিতে লেখা, লিপিকরের হস্তাক্ষর অসুন্দর এবং অপরিচ্ছন্ন। পুথিটি ফরিদপুর থেকে সংগ্রহ করা।

প্রথম পাঠ

যথা রানা।। নন্দের সদনহৈতে: শ্রী মুকুন্দ
আশ্চামবতে: অক্রুরের স...... জাপাইয়া।। য়েই কালে
মধুপুরি: ব্রজগোপী গেলা ছাড়ি: সভাকারে অনাথ করিয়া।।

পিতাম্বর বনমালা মদন মোহন।/কথা/সখি দেখদেবী কিবা অপুর্ব্ব
শেভাকৃষ্ণচন্দ্রের।। জিনি মেঘকলেবর। নিল কমলবেনুকর তপাহি।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৬।

শিরোনাম: বৈষ্ণব পদ। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ৭০। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অবস্থা: খুব খারাপ। পরিমাপ: ১৮.৫×২৩.৫ সে.মি.।

পুথিটি খাতার মতো সেলাই করা। এর ডানপাশের মধ্য অংশে কিছুটা অংশ পোকায় কাটা। ফলে প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় কিছুটা অংশ বিলুপ্ত। গ্রন্থের সকল পৃষ্ঠা পোঁকায় কেটে জরাজীর্ণ করে ফেলেছে। প্রথম থেকে ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। অবশিষ্ট ৫৬ পৃষ্ঠা বৈষ্ণব পদ (মাথুর)। মাথুর অংশ চণ্ডীদাস গোবিন্দ দাস প্রমুখ পদকর্তার পদ রয়েছে। এই পুথিটিরও প্রাপ্তিস্থান ফরিদপুর।

প্রথম পাঠ

................শুন কথা মোর।
তোমার জাতে শুখ হয় তাতে মোর.....॥
তোমার যাতে শুখ হয়। তাখ মোদের দুখ নয় কিছু।
...........॥ কৃষ্ণ অহলাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরাণ ॥

শেষ পাঠ

॥১॥ তথাহি।। নবিন্‌ জলদ স্যাম্‌ নিনিন্দীবর....।
পীতবস্ত্র ধটিযুক্ত কটিদেস বিরাজিত ॥১॥
কোটি মৃন্ম .... মুকলি বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগতের মন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/এ।

শিরোনাম: সত্যনারায়ণের কথা। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়: পাঁচালি। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ৩-২৫। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: ১৭৪৪ শকাব্দ। অবস্থা: ভালো নয়। পরিমাপ:২৫×৮.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ১৭৪৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রচিত একটি কাহিনী কাব্য। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। এতে দুই ধরনের তুলট কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। ৩-১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজ গাঢ় বাদামী বর্ণের, কোথাও ছেঁড়া নেই, লেখাও স্পষ্ট। কিন্তু ১৭ থেকে ২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজ খুব নরম এবং বিভিন্ন স্হানে ছিন্ন, লেখাও অস্পষ্ট। কাব্যটির পংক্তি বিন্যাসপদ্ধতিও দুই ধরনের। ৩ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৫টি করে পংক্তি এবং ১৭ থেকে ২৫ পৃষ্ঠায় ৬টি করে পংক্তি। পুথিটি পয়ার ছন্দে রচিত। পুথির শেষ চারটি পত্র ছিন্ন। লেখা অস্পষ্ট ও পাঠের অযোগ্য। পুথির অবস্থা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একাধিক লিপিকরের লিপি-করা বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

এতেক কহিয়া প্রভু করিল গমন।
ভিক্ষা করি ঘরে চলিল ব্রাহ্মণ ॥
প্রাণ পুনে করে সেবা নানা উপহারে।
বন্দুগণ লয়া বিপ্র সত্য সেবা করে ॥
ভক্তি ভাবে সেবা সত্য নারায়ণ।
করজোড়ে করে দ্বিজয়নেক স্তবন ॥

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

পয়ার প্রবন্দে জতো বিলাপ করিল।
কহিতে পুস্তক বাড়ে সঙ্গ খেপে রচিল ॥
কলাবতির করুনা সুনিঞা নারায়ণ।
আকাসত দৈব বাণি হইল ততক্ষণ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/বি।

শিরোনাম: লক্ষ্মীর চরিত্র। লেখকের নাম:সিবানন্দ কর। বিষয়:কাব্য। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ১-৭। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: ১২০৩ সন। অবস্থা: খারাপ। পরিমাপ: ২৫.৫×৯.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। এটি ২০৩ বৎসরের প্রাচীন। প্রাচীনত্বের কারণেই পুথির অবস্থা বেশ খারাপ। কাগজ খুব নরম। অনেক স্হানে লেখা অস্পষ্ট। কালো কালিতে লেখা পুথিটির হস্তাক্ষর অসুন্দর ও জটিল। পুথির কোনো পৃষ্ঠায় ৭ লাইন কোনো পৃষ্ঠায় ৮ লাইন করে বিন্যস্ত। এটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিপিবদ্ধ। 'লক্ষ্মীর চরিত্র' পুথির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় লক্ষ্মী দেবীর বন্দনা।

প্রথম পাঠ

শ্রী শ্রী কৃষ্ণ নম ॥
প্রণামস্য নারায়ণ লক্ষ্মি কান্ত হরি।
তদন্তরে প্রণামহো দেবি স্বরস্বতি ॥
গণেষ দেবতা বন্দো দেবির নন্দন।
হর গৌরি বন্দো আর জত দেবগণ ॥

শেষ পাঠ

সভামধ্যে লক্ষ্মি দেবি দিলা মোরে বর।
পয়ার রচিলা পুস্তক সিবানন্দ কর ॥
সুনিয়ো কনক নারি করি একমতি।
লক্ষ্মির চরিত্র য়েহি থানে সমাপতি ॥৭৭
॥*॥*॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখকোর দোস
নাস্তি ভিমস্যামি রণে।
ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥*॥ ইতি সন ১২০৩ সন
তারিখ ২ কার্ত্তিক॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/সি।

শিরোনাম: বচন। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়: প্রবাদ প্রবচন। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:৩১। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: ১৭৪৪ শকাব্দ। অবস্থা: ভালো নয়। পরিমাপ: ২৫.৫×৯.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটিতে বিভিন্ন প্রকার প্রবাদ-প্রবচন বিধৃত হয়েছে। এতে লেখকের নাম ও রচনাকাল পাওয়া যায়নি। ৩১ সংখ্যক পৃষ্ঠা সম্বলিত পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী। পুথির অনেক স্থানেই লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পুথিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি, তবে লিপিসনের উল্লেখ রয়েছে ১৭৪৪ শকাব্দ। অর্থাৎ পুথিটি লিপি করা হয়েছে ১৮২২ খ্রিঃ।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

মেশেবৃশে বিধুবা নারি:
মেশে মিথুনে সাদা জুড়ি ॥
মেস কর্কটে নাহি সঙ্গ।
মেশ সীংহে অবস্যে ভঙ্গ ॥

মেশ কন্যায় সাদা জোড়।
ক্ষেনেক বায় মৃত্যু ক্ষেনেক বা তোড় ‖

শেষ পাঠ:

দর্পে জয় করিয়া রোস।
আপনে মরে জয়ের নাহি দোস ‖
রবি শুক্র পূর্ব্ব দিস্য।
সোম শনি পশ্চিমে যাত্রা
মঙ্গলবার দক্ষিন দিস:
উত্তরে গুরু করে নিস ‖

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/এফ।

শিরোনাম: সুধন্বাসংহার। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়: কাব্য। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ৪। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: ১৭৪৪ শকাব্দ। অবস্থা: ভালো নয়। পরিমাপ: ২৪.৫×৯সে.মি.

প্রাপ্ত পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির আরম্ভ ও শেষাংশ খণ্ডিত। ফলে পুথির লেখক, রচনাকাল, লিপিকর, লিপিসন ইত্যাদি তথ্যগুলো পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থাও ভালো নয়। পত্রের বাম ও ডান পার্শ্বে ছিন্ন। যে কারণে কিছু কিছু স্থানে লেখা ছিন্ন ও মুছে গেছে। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত । হস্তাক্ষর অসুন্দর। প্রাপ্ত পুথিটি ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত।

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

রথত চড়িয়া বির নিল সমরে।
রাজার য়াদেশে সঙ্গ নিল পূরহিত ‖
পাত পাত করি সেনা বিচারে..... ।
সন্যের ভিরে সুধন্যকে না দেখয়।
সঙ্গ নিল পূরহিত রাজাত কহয় ‖
সবে বির আছে নাহি সুধন্যা কুমার।
কথা সুনি রাজার.....দিলা খাব/৪৩/
রাজা বোলে ....পুত্র কথা নেহো ধরিয়া।
তখনে সুধন্যা রথত চড়িয়া।
রথ হইতে নামী বির পীত্রিক নমিল।
পুত্রক দেখিয়া রাজা গর্জিতে লাগিল/৪৪/
সুন.....পুত্র কেনে জম্মিল......... ।
....‖

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/এইচ।

শিরোনাম :বৈষ্ণবমাহাত্ম্য। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:৪। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ২১.৬×৮.৪ সে.মি.।

পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। কাগজ পাতলা ও নরম। চার পত্রের এই পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। ফলে লেখকের নাম, গ্রন্থনাম, সন ও তারিখ ইত্যাদি তথ্যগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত । পুথির অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণ করে এটিকে প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

আপনে না পারেন প্রভু জাহার দিতে সিমা ॥
বৈষ্ণব দেবতা আমার বৈষ্ণব ধ্যান।
বৈষ্ণব রাজ আমার বৈষ্ণব প্রাণ ॥
বৈষ্ণবের পদধুলি লাগুক মোর গায় ॥
সবংসে বিকাইল মোঞি বৈষ্ণবের পায় ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

বুলি কৃষ্ণ তার নাম ॥
জর্ম্মে জর্ম্মে গায় বৈষ্ণবের গুন নাম।
গুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ তিনি এক দেহ ॥
জিব নিস্তারিতে আর নাহি কেহ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/আই।

শিরোনাম : বৈদ্যকসূচী। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়: সূচিপত্র। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ৪। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ২৪×৮.৫ সে.মি.।

পুথিটি চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক কোন সম্পূর্ণ পুথির সূচিপত্র অংশ। তুলট কাগজে রচিত । পুথির অনেক স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাগজ নরম ও বাদামী বর্ণের। এতে রোগের নাম এবং সেই সাথে পৃষ্ঠার সংখ্যা উল্লেখ আছে। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি প্রায় ১৭৫ বৎসরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির একাংশ:

ক:ক জ্বর-	১	গলগণ্ড -	১২
পিত্বজ্বর -	৩	মাথাবিস -	১৩
বাতজ্বর -	৪	হাড়জোড়া-	১৩

সান্নিপাতক জ্বর -	৫	কাটাঘাও -	১৩
একাহিক জ্বর-	৫	চক্ষুবেদন-	১৪

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/কে।

শিরোনাম: পৌরাণিক কাব্য। লেখকের নাম: গোবিন্দ মিশ্র। বিষয়: কাব্য। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্র সংখ্যা:৩। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩৬.৮×১১ সে.মি.।

এটি একটি পুরাণ বিষয়ক পুথি। পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহে গমন এবং সেখানে দুর্বাসার আগমনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই পুথির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। পুথিটি অসম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষাংশ নেই । পুথির অবস্থা ভালো নয়। পৃষ্ঠার বাম দিকে উপরের অংশ খানিকটা ছেঁড়া। পুথির মধ্যখানে কিছুটা অংশ পোকায় কাটা এবং পৃষ্ঠার লেখা প্রায় অস্পষ্ট। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত শ্লোক রয়েছে এবং অপর দুই পৃষ্ঠায় ১৯ থেকে ২৭ পর্যন্ত শ্লোক বিবৃত।

প্রাপ্ত পুথির শেষাংশ:

জদি সঙ্গে প্রভু : করিতে না পাবো।: ঈশ্বরেত হৈব মতি। জেন গঙ্গা জাইতে: পথে মরি জাহ: তড়ো। পায়ে তির্থ গতি ॥ গোবিন্দ মিশ্রে বোলে : সুনিয়ো সকলে: রাম নাম মুখে স্মর ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/এল।

শিরোনাম: সিমন্তহরণ। লেখকের নাম: দ্বিজরাম। বিষয়: কাব্য। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ৫। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:খুব খারাপ। পরিমাপ: ২৪.৩×৯.৫ সে.মি.।

তুলট কাগজে লিখিত পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ। কাগজ নরম, পাশে ছিন্ন এবং লেখা অস্পষ্ট। পৃষ্ঠা উল্টানোর সময় কাগজ ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। পুথিটি পয়ার ছন্দে রচিত । এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। পুথির অবস্থা বিশ্লেষণ করে এটিকে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। সিমন্তহরণ একটি কাহিনীকাব্য।

প্রথম পাঠ

জয়ে সরেস্বতি চরণে নমস্কার। জয়ে সরেস্বতি নমো চরণ তোমার ॥ মুর্খে ও পণ্ডিত তুয়া সুপ্রশনে। সিমন্ত হরণ পদ দিবা সে গুণে ॥১॥ গনেস প্রমুখে দেবগণ যত--॥ পিতৃ মাতৃ গুরুর বন্দিয়া চরণ নত ॥ সিমন্ত হরণ পদ হৈল জেন মত।পদবন্দ কবি দ্বিজ রামে বিরচয়ে ॥২॥ শুনে ও নরলোক সিমন্ত হরণ। পাতক নাসন ঘোর য়াপদ তারণ ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ

......দিয়া কতো দুর সিংহ য়ন্তরিল। প্রসর্ন্যক ক্রোধিল ॥ নেএ থির করি সিংহে মারিব..। আক্রান্ত করিল। ঝম্প দিয়া প্রসর্ন্যর রথত চড়িল ॥৩০॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/এম।

শিরোনাম:আপদ উদ্ধার। লেখকের নাম:ভোলাশ্রীনাথ। বিষয়: মন্ত্র। রচনাকাল: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। লিপিকর: শ্রীবান্নিবর্ল্লভ দাস। লিপিসন:১১৪৬ সন। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২১×৭.৫ সে.মি.।

এটি একটি একপত্রের অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা ভালো। তবে পৃষ্ঠার চারপাশের অংশ সামান্য ছেঁড়া। এটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। লিপিকরের হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। প্রাপ্ত পুথিটি ২৬৩ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির পাঠ:

কার্জ......... সাদিব য়াপনে।
ততায়ে প্রয়াসে কাজ সিদ্ধ জানিবা নিশ্চএ ॥
বুজিয়া দিবেন মন্ত্র নাহিকো সংশয়ে।
জেজনে সুনে ইহা য়তি কষ্ট মনে।
ভকতি করিয়া হর গৌরির চরণে ॥
জএ নমো হরগৌরি। সংসারের সার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি য়ার।
ধিক জনের দোস না ধিকিবা জানি সুনি।
কহিলন্ত ভোলা শ্রীনাথ এহি মন্ত্র খানি।
জএ নমো হরগৌরি প্রণামো পশুপতি।
য়াপোদ উদ্ধার কথা হইল সমাপতি।
ইতি সন ১১৪৬ সাল তে ২০ .....রোজ
সমবার হস্তায়ক্ষর শ্রী বানিবর্লভ দাস।
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখক দোস
নাস্তি।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০/এ।

শিরোনাম:স্বরূপপ্রকাষ বর্ণন। লেখকের নাম:কৃষ্ণদাস। বিষয়:বৈষ্ণবসাহিত্য। রচনাকাল:অজ্ঞাত। পত্র সংখ্যা:১-১৬। সম্পূর্ণ। উপাদান:কলের কাগজ(Mill paper)। লিপিকর: শ্রীরামসুন্দর শর্ম্মণ। লিপিসন: ১২৭১সাল ২২শে শ্রাবণ, শুক্রবার। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ:৩০.৮×১১.৫সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি আধুনিক কলের কাগজে (Mill paper) লিখিত। পুথির অবস্থা ভালো। তবে কাগজের উপরের অংশে মাঝামাঝি স্থানে কিছুটা অংশ ছেঁড়া। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর এবং আধুনিক। পুথিটি ১৩৮ বছরের প্রাচীন। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। প্রাপ্ত পুথিটিতে বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ:</u>

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণায়নম: ॥
অথ স্বরূবর্ন্না লিক্ষ্যতে.....॥
জয় ২ গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ॥
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বিন্দ।
জয় ২ শ্রতাগণ হই এক মোন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈল জে কারণ ॥
অদ্বৈত শ্রী নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।
সবে আসিলা জীব করিতে তারন ॥
কলি যুগে পাপলোক হইবে বিনাষ।
এই লাগি সঙ্গে সব হইলা প্রকাষ ॥
আপনে আসিলা গৌর সোন তার কথা।
সুনিলে বারয়ে সুক লিলামৃত কথা ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

শ্রীরূপের অনুগা হইল আমার উপরে ॥
তিনজনে কৃপাএে কৈলাম গ্রহন্ত শসার।
গৌরদেশে লইয়া তাহা করিলা প্রচার ॥
তিনের কৃপাএ কৈলাম গ্রহন্ত এই তিনজন।
নমস্কারি গৌরদেশে করিলা গমন।
শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণ লিলা।
সুখে গৌরবাসি তাহা শব আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার অভিলাষ।
স্বরূপ বর্ণনা কিছু কহেন কৃষ্ণদাস ॥
॥*॥ শ্রীহরি ॥:॥ ইতি স্বরূপ প্রকাষ বর্ণন:
গ্রহন্ত সর্ম্পূর্ণ ॥ শ্রীগুরুবেনম ॥*॥ ইতি
সন ১২৭১ সাল ২২ শ্রাবণ রোজ শুক্রবার
শ্রীরাম সুন্দর শর্ম্মন স্বাক্ষর মিতি॥.॥.॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০/বি।

শিরোনাম: পত্র। লেখকেরনাম:শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী ভক্তিভূষণ। বিষয়: পত্র। রচনাকাল: ১৩৩২সন। পত্র সংখ্যা: ১। অসম্পূর্ণ। উপাদান: কলের কাগজ (Mill paper)। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ২১.৩×১৭.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত ২০/বি সংখ্যক পুথিটি আধুনিক কলের কাগজে মাঝামাঝি ভাঁজ করা একটি পত্র। এটি প্রেরক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী ভক্তিভূষিণ মহাশয়, এসএ সম্পাদক শীল বাবু নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে প্রেরণ করেন। পুথির উপরের পৃষ্ঠাটি বাদামী বর্ণ হয়ে গেছে। হাতের লেখা সুন্দর ও আধুনিক। চিঠি অংশটি কালো কালিতে লেখা এবং ঠিকানা অংশে নীল কালি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম পাঠ

ওঁনমো ভগবতে গৌরাঙ্গায়।
অথশ্রী নারায়নোপনিষৎ।
সভক্তি দন্ডবত পুর:সর সবিনয়ে নিবেদন।
সম্পাদক মহোদয়। শ্রীনারায়নোপনিষদ পাঠাইলাম কৃপা
পরবস হইয়া শ্রীপত্রে প্রকাশ করিলে সুখী হইব।
ওঁপূর্ণমদ: পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণ মদুচ্যতে। পূর্ণ স্ব পূর্ণ মাদার
পূর্ণ সেবা বশিষ্যতে ॥ওঁ॥

শেষ পাঠ

ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য শ্রী পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে দুই তিন রকম পার্থক্যতো আছে। তন্মধ্যে যেখানা ভাল বলিয়া বোধ হইল, সেই খন্ডই প্রকাশ হইল, ভক্তবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করুণ এই প্রার্থনা। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী ভক্তিভূষণ। সাং আড়িয়ল।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১/এ।

শিরোনাম: শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়:গীতা। রচনাকাল: অজ্ঞাত। লিপিকর: গোবিন্দ মিশ্র। লিপিকাল: ১২৩২ সাল। পত্রসংখ্যা:১-৮৫। অসম্পূর্ণ। উপাদান: কলের কাগজ (Mill paper)। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৪৩.৫×১১.৫ সে.মি.।।

তুলট কাগজে লিখিত পুথিটির হস্তাক্ষর সুন্দর, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। ১ থেকে ৮৫ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮টি করে লাইন রয়েছে। ১৭৬ বছর পূর্বের এই পুথিটির প্রাচীনত্বের কারণেই কোথাও কোথাও লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ৮৫নং পৃষ্ঠার মাঝখানের অংশে কিছুটা অংশ ছেঁড়া। প্রাপ্ত পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

পুথির প্রথম পাঠ:

ওঁনম : শ্রীকৃষ্ণায় নারায়ণ নমস্কৃত্য নরষ্ণেব নরোত্তম।
দেবী সরস্বতী ব্যাস ততোজয় মুদিরয়েৎ ॥:॥
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎ সবঃ।
যামকা: পাণ্ডবাশ্চৌব কিমকুর্ব্বত সঞ্চয় ॥*॥
প্রথমে গুরূক: নমস্কার করো : সির দিয়া চরণত।
জার উপদেশে : জ্ঞানকো প্রকাশে : ঘুচিল অবিদ্যাজত ॥

পুথির শেষ পাঠ:

'১৩৭৯' কৃষ্ণর কিঙ্কর কহে সুন সর্ব্বজন। বোল রাম রাম
হরি গতি নারায়ণ ॥ পুন নিবেদন করো কর
জোড় করি। পরম আনন্দে ডাকি বলো
হরিহরি ॥১৩৮০॥*॥ ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতা।

শ্রী কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে অষ্টাদশো অধ্যায় সম্পূর্ণ ৷৷
৷.........*.........৷.........
.... সন ১২৩২ সাল ৬ আশ্বীন ৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১/বি।

শিরোনাম: শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। লেখকের নাম: মাধব। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৩২। লিপিকর: জাদবনন্দন। লিপিকাল: ১২২৫সন,২৮শ্রাবণ। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:খারাপ। পরিমাপ: ৪১.৫×১২ সে.মি.।।

১৮৩ বছরের প্রাচীন এই পুথিটি বৈষ্ণব সাহিত্যের অংশ হিসেবে বিবেচ্য। পুথির প্রথম পৃষ্ঠাটি অন্যান্য পৃষ্ঠার তুলনায় ছোট এবং পৃষ্ঠার বাম অংশ প্রায় অর্ধেক ছেঁড়া। ফলে পুথির প্রথম অংশ বা আরম্ভ অংশ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ১ থেকে ১৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠারই কিছুটা অংশ বা প্রায় অংশের লেখা অস্পষ্ট। বিশেষ করে পুথির শেষ পৃষ্ঠার লেখা একেবারে অস্পষ্ট যার ফলে গ্রন্থের পুষ্পিকা অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পাঠযোগ্য পৃষ্ঠাগুলো থেকে বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের গভীরতা অনুধাবন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করে রচয়িতা তাঁর গভীর বিশ্বাসকে পাণ্ডুলিপিতে উপস্থাপন করেছেন।

পুথি থেকে পাঠ:

আক্রিয়া দেখিয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে ২।
মহিতে প্রভুর গতি হইবে কেমনে ৷৷
বলে রাম জন্ম আগে করিব বিদিত।
জাদব নন্দন গান মাধব রচিত ৷*৷
হরি কথা শুন রাজা বৈষ্ণব রাখ জারে।(ধ্রু) ৷৷
এক অংশ ধরে মহি........ প্রমাণ।
..... প্রভু বসু দেবে কৈলা অধিষ্ঠান।
বসুদেব সম আর নাহি ভাগ্যবন্ত।
বসু দেখি প্রসংসীলা আপনি অনন্ত ৷৷

<u>শেষ পাঠ:</u>

সমুদা কৃষ্ণের গুণ কহা নাহি জায়।
সমাধান দিতে বেথা লাগয়ে হিয়ায় ৷৷
আমার সকতি নাহি দিতে সমাধান
সমাধান দিতে:মোর বিদরে পরাণ ৷৷
এত দিলা .... ভাল ভক্তি কথা সার।
ভাল মন্দ জ্ঞান মাত্র নাহিত আমার ৷৷
.... মনে করি সার।
তবে জদি কৃষ্ণচন্দ্র ভবে করে পার ৷৷
মোর কণ্ঠে ভর করি কহায় আপনি।
কি কহিব কি লিখিব কিছুই না জানি ৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১/সি।

শিরোনাম: উজ্জ্বলকিরণ। লেখকের নাম: যদুনন্দন দাস। বিষয়: বৈষ্ণবকাব্য। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: নাই। পত্রসংখ্যা:১-৬। সম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩৮.৫×১১.৩ সে.মি.।

১ থেকে ৬ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির বিষয়বস্তু বৈষ্ণব সাহিত্য। তুলট কাগজে লিখিত এই পুথির বর্ণ লালচে, লেখা স্পষ্ট। মূল পুথিটি কালো কালিতে লেখা কিন্তু দাড়ি বা দুই দাড়ি চিহ্নগুলি লাল কালিতে অঙ্কিত। প্রতি পৃষ্ঠায় তিনটি করে ধাপে পুথির লেখা বিন্যস্ত। প্রথম ধাপে চার লাইন, দ্বিতীয় ধাপে পাঁচ লাইন এবং তৃতীয় ধাপে চার লাইন। প্রথম পৃষ্ঠার উপরে মধ্যখানে সামান্য অংশ ছেঁড়া, যে কারণে একটি শব্দ বিলুপ্ত। ৩,৪,ও ৫ নং পৃষ্ঠার উপরের অংশে কিছুটা অংশ ছেঁড়া। ফলে ৩নং ও ৪নং পৃষ্ঠার উপরে অর্থাৎ প্রথম লাইন বিলুপ্ত। তাছাড়া প্রাচীনত্বের কারণে কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

<u>প্রথম পাঠ:</u>

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়নম:॥
শ্রীরূপচরণ পদ্মপ্রণাম করিয়া।
উজ্জ্বলরস কহি কিছু সংখেপ করিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ হয়েন উজ্জ্বল রসের বিশয়।
গোকুল মথুর দ্বারাবত্যা স্থান হয় ॥
পূর্ণত্তর পুর্ণত্তম পূর্ণ সক্রমতে ।
এই চারি স্থানে কৃষ্ণরস আস্বাদিতে ॥

<u>শেষ পাঠ:</u>

এবে কহি আদি অন্ত ক্রমে অনুক্রম ॥
বিশয় আলম্বন আর য়াশ্রয় আলম্বন।
নাইকার গণ-দুত্য রস বিবেচন ॥
উদ্দিপন বিভাব জে আর য়নুভাব।
অষ্টসাৰ্ত্তিকতেত্রিস সঞ্চারি প্রভাব ॥
অষ্ট প্রকার স্থাই শৃঙ্গার বিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগে শৃঙ্গার পরিচ্ছেদ ॥
শ্রীগুরূচরণ পদ্ম করিয়া স্মরণ।
সংখেপে কহিল উজ্জ্বল রস বিবরণ ॥
শ্রীমদ্রুপ চরণ পদ্ম করি নমস্কার।
ইথে য়পরাধ কিছু না হউক আমার ॥
উজ্জ্বল রস গ্রন্থ সিন্ধু পার না পাইয়া।
আত্মবোধনাগী লিখি সংখেপ করিয়া ॥
শ্রীআচাৰ্য্য প্রভুর পদ হৃদয়ে বিনাস।
উজ্জ্বল কিরণ কহে জদুনন্দন দাস ॥

উজ্জ্বল কিঞ্চিত ভাশা অপার গ্রন্থ সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪৬/সি।

শিরোনাম:সিবরামের যুদ্ধ। লেখকের নাম:কবিচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১০। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২৪.৪×৯.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'সিবরামের যুদ্ধ' পুথিটি রামায়ণের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত। পুথির অবস্থা ভালো। তবে ২নং পৃষ্ঠার চর্তুদিকে কিছুটা অংশ ছিন্ন। তুলট কাগজে লেখা পুথির কাগজের বর্ণ হালকা বাদামী। হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন। পুথিটি পয়ার ছন্দে রচিত। এটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথমাংশ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ॥ সিবরামের যুদ্ধ লিক্ষ্যতে ॥
রামায়রামচন্দ্রায় :রামভদ্রায়বেদাস:।
রঘুনাথায় ২............................ নম ॥
নানা দুঃখ পায়্যা তবে শ্রী রাম লক্ষণ।
সম্পা নদির কুলেতে বসিল দুইজন ॥
হায় সিতা বলিআ রাম ঘন ২ ডাকে।
প্রাণের পুতলি সিতা ছাড়িল আমাকে ॥
কি হবে লক্ষণ ভাই কোথা যাব বল।
সিতা বিনে তনু ক্ষিন এই দশা হইল ॥
লক্ষন বলেন আজ থাকিব এখানে।
সিতার উদ্দেসে কালী জাব দুই জনে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

আদ্যা সক্তি কহেন রামে কোলে করি আসি।
জলয়্যা লক্ষণের মুখে দেহ তুমি ॥
দুর্গম কানন বনে জল পাব কোথা।
সদাসিব ভাবেন মনে হয়া হেট মাথা ॥
দুর্গ্যা বলে ভাবে কেনে দেব শুলপানি।
জটার ভিতরে তোমার আছে মন্দাকিনি ॥
মৃত সঞ্চারিনি বল্যা মুখে দিল জল।
রাম ২ বল্যা প্রাণে লক্ষণ বাচিল ॥
রামায়ণে রামলিলা কোবিচন্দ্র গায়।
শুনিলে রামের নাম অন্তে সর্গ পায় ॥*॥
লক্ষণ পাইল প্রাণ দেখে দেব গণ।
দেখি হরসিত হইবা জিব লোচন ॥
সিব দুর্গ্যা হরসিত বিরহনুমান।
সভে সুখি হইল লক্ষণ পাল প্রাণ নাম।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪৬/ডি।

শিরোনাম:লক্ষ্মীর চরিত্র। লেখকের নাম:ভরতপণ্ডিত। বিষয়:কাব্য। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:৬। অসম্পূর্ণ। উপাদান:কলের কাগজ(Mill Paper)। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩১.৫×১০ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কলের কাগজ (Mill Paper)-এ লেখা। পুথির অবস্থা ভালো, হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন। প্রথম থেকে চতুর্থ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুথির কাগজের রং হলুদ বর্ণের কিন্তু শেষ দুই পৃষ্ঠার কাগজের বর্ণ লালচে। পুথির শেষে কালো কালিতে অঙ্কিত দুটি চিত্র রয়েছে। ৪নং পৃষ্ঠার মধ্য অংশে উপরের দিকে কিছুটা অংশ লম্বালম্বিভাবে ছেঁড়া। এটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত। হাতের লেখা এবং পুথির উপাদান বিশ্লেষণ করে এই পুথিটিকে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলা যায়।

প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ য়থ লক্ষি চরিত্র লিক্ষতে॥
প্রনমহু নারায়ণ লক্ষি কান্ত পাতি।
তদন্তরে প্রণমহু দেবি সরস্বতি।
গণপতি প্রণমহু গৌরির নন্দন।
হরগৌরী প্রনমহু দেবির চরণ।
অষ্ট দিক পান বন্দ ইন্দ্র দেবরাজ।
চন্দ্র সূর্য্য প্রণমহু দেবির সমাজ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৯/এ।

শিরোনাম:কপিলামঙ্গল। লেখকের নাম:কবিচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৬৫ সন। পত্রসংখ্যা:১-৮। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৯.৫×১২.৫ সে.মি.।

কপিলামঙ্গল পুথিটি একটি কাহিনী কাব্য। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা, কাগজ মোটা শক্ত। কাগজের বর্ণ বাদামী, অবস্থা ভালো। তবে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা দুটির অবস্থা কিছুটা খারাপ। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এটি ১৪৩ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুঁথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী দুর্গা ⁒ অথ কোপীলা মঙ্গল লিক্ষতে ⁒
বন্দ দেন ণারায়ণ জগত জীবন।.
প্রণতি করিয়া বঞ তোমা ভক্তগণ ⁒
শ্রীগুরুচরণ বঞ হয় অবধান।.
এবেহ পবিত্র হই জাহার কারণ ⁒
মাতা পিতা বঞ মহাগুরু দুইজন।.
তাহার চরণ স্থলে রহু মোর মন ⁒

শেষ পাঠ:

এ পুস্তক পড়ে শুনে রাখে জেই নরে।
আচান হইয়া লক্ষী থাকে তার ঘরে॥
কাএন বাক্যে জেবা করএ শ্রবন।
অপুত্রির পুত্র হয় নিধন্যার ধন ॥
একান্তে শুনিলে রোগ হয় বিমচন।
অন্ত কালে জায় সেই বোইকুন্ট ভূবন ॥
ধাক্ষীকে জেজন শুনে পুরাণ কোথন।
কবিচন্দ্র বলে তার সাস্তক জীবন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৯/বি।

শিরোনাম: সত্যনারায়ণের পাঁচালি। লেখকের নাম:কবিকর্ণ। বিষয়:পাঁচালি। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: ১২৭৩ সন। পত্রসংখ্যা:১-১৪। সম্পূর্ণ।উপাদান:কলের কাগজ (MillPaper)। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৪১.৮×১৩.৫ সে.মি.।

সত্যনারায়ণের পাঁচালি পুথিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এটি আধুনিক কলের কাগজে লিখিত। কাগজের অবস্থা ভালো তবে ১নং ও ২নং পৃষ্ঠার মাঝামাঝি কিছুটা অংশ ছেঁড়া। পুথিটি কালো কালিতে লেখা, হস্তাক্ষর জটিল। প্রাপ্ত পুথিটি ১২৫ বৎসরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী।
সত্য নারায়ণের আক্ষটির প্রসঙ্গ।
শুন সভে বিরাদরে পিরের কল্যাণ ॥
অপরূপ অক্ষটি প্রসঙ্গ অনুপাম :।
.......ভাগে রাজত্য শহর ॥
ভিমশেন রাজার রাজ্যে দণ্ডের ইশ্বর॥

শেষ পাঠ

আইল লস্কর রাজায় শাজন করিয়া।
কামেদরে লয়া জাএ হরশিত হয়া ॥
রাজারে প্রণাম করি বলে কামোদর।
সত্যপিরে পূজা কর তবে জাই ঘর ॥
পুজিব বলিয়া রাজা অঙ্গিকার কোল।
দুবা ...... নিয়া রাজা নচিতে লাগিল ॥
নগরের লোক শব আইল বিস্তর ॥
শভে বলে এত দিনে আইল কামোদর ॥
পুত্রবধু ঘরে নিল দণ্ডের রাজন।
কামোদরে রাজ্য তার কোল শম্পন ॥
তবে শত্য নারায়ণে পূজার লাগিয়া।

কুল পুরহিতে রাজা আনিল ডাকিয়া ॥
.... ।
.... ॥
হইল পিরের পূজা রাজার ভূবনে।
পূর্ণিত বদনে হরি বল শব জনে ॥
আশরের সভাজন্যে চিন্তিবে কল্যাণ।
নাকের কর দয়া কবিকর্ণ গান ॥
এ পুস্তক শবঙ্গ পরগনার কুড়াল শাকিনে শ্রী
কিষ্ট প্রসাদ জানা ও শ্রী ভিমানন্দ জানার এ
পুস্তক জানিবা ইতি: শন ১২৭৩ সাল তারিখ
১৫ মাহ কার্ত্তিক রোজ রবিবার বেলা তিতিয়
প্রহরে শংপূর্ণ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৯/সি।

শিরোনাম: সত্যপীরের কথা। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়: পাঁচালি। লিপিকর: কৃষ্ণশঙ্কর। লিপিসন: ১২৭০ সন। পত্রসংখ্যা:১-১৩। সম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৯.৫×১২.৭সে.মি.।

৫৯/সি সংখ্যক পুথিটি সত্য পীরের কাহিনী সম্বলিত। ১-১৩ পৃষ্ঠার এটি সম্পূর্ণ পুথি। হাতের লেখা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। পুথিটি তুলট কাগজের কালো কালিতে লিখিত। পুথির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার উপরের দিকে সামান্য অংশ ছেঁড়া। প্রাপ্ত পুথিটি ১৩৯ বছরের প্রাচীন। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

শ্রীশ্রী। অথ শক্ত ণারায়ন কিষ্ট অহংনের পালা লিক্ষ্যতে
হাসে শাদর গায় বাবা ফেরাদ আমার।
হামাতো তোমার বান্দা খানে জাদ গোলাম ॥
একদিন আশমানে বোশিয়া খোদায়।
দুনিঞা তামাশা পির দেখিবারে পায় ॥
রাজা দুর্ব্বাশন আছে দুনিঞা ভিতরে।
ভিক্ষ্যার খাতিরে জাব রাজার মন্দিরে॥

শেষ পাঠ:

যায়েতা হইতে শভে করিল শাল্লাম।
শিরিনি পাইয়া শভে গেল নিজ ধাম ॥
একমন হৈয়া জেবা শুন এই কথা।
বিপত্যের কালে পির হবে বন্দু দাতা ॥
শত্য পির শত্য পির বল সর্ব্বজন।
পিরের কোটশে শভে মজাইয়া মন ॥

শ্রী কৃষ্ণ শঙ্কর গায় পিরের কল্যাণ।
আসিনি ২ বল হহংকা শাল্বাম ॥
ইতি শত্য পির বশ্ববার পালা শমাপ্ত জানবেন।
....।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৯/ডি।

শিরোনাম:শিবরামের যুদ্ধ। লেখকের নাম:কবিচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১-১১। সম্পূর্ণ। উপাদান তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৪১.৫×১২.৮ সে.মি.।

রামায়ণের ঘটনাংশকে কেন্দ্র করে এই পুথির কাহিনী গড়ে উঠেছে। পুথির অবস্থা ভালো। হস্তাক্ষর সুন্দর, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় নয়টি করে লাইন। এটি পয়ার ছন্দে লিখিত। পুথিটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রামজী হায়:।
আর্য রামায়ণ শিবরাম জুদ্ধ লিখ্যতে: ॥
বেদে রামায়নেশ্চের পূরাণে ভারথ শবা:।
আদি অন্ত মধ্যেচ হরি শকত্র গিয়তে: ॥
শ্রীরাম পিরিতে হরি বল শর্ব্বজন: ।
জে নাম শ্রব্বনে জাবে বৈকুণ্ঠ ভূবন ॥
রাম ব্রহ্ম রাম ব্রহ্ম রাম কর শার: ।
জে ধরিলে নাই জমের অধিকার ॥

শেষ পাঠ:

শন্তোশ হইয়া তখন বির হনুমান:।
শিবের কাছে বিদায় হৈয়া চলে তিন জনে: ॥
আঙ্গা করি হয়ে হনু রামের শঙ্গে জায়:।
পম্পা নদি কুলে গিয়া তিন জনে দাণ্ডায়: ॥
নদি কুলে হাশ্য মনে বোশে তিনজন: ।
কালি করা হব তোমার মন্ত্র গ্রহণ: ॥
প্রণাম করিয়া হনু কহিছে বচন: ।
তব পাদপোদ্যে আমি লয়েছি শ্বরণ: ॥
মাতা পিতা ভাই বন্দু তোমার চরণে:।
জাহা ইচ্ছা কর প্রভু তোমার জেমন: ॥
এত শুনি কহে রাম রাজিবলোচন: ।
প্রাণের শমান তুমি শিবের প্রধান: ॥
রামায়ণে রাম লিলা কবিচন্দ্রে গায়: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬০/এ।

শিরোনাম: মহাভারত(উদ্যোগপর্ব)। লেখকের নাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:৫৩। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৬.৫×১৪.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৬০/এ সংখ্যক পুথিটি কাশীরাম দাসের মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব। পুথির প্রথম পৃষ্ঠা, চুয়াল্লিশতম পৃষ্ঠা এবং পঞ্চাশতম পৃষ্ঠা নেই। পুথির অবস্থা ভাল। এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে দশম পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাঝখানে সামান্য ছেড়া। এটি কালো কালিতে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি করে লাইন পয়ার ছন্দে লিখিত। পুথিটি ১৭৬৮ শকাব্দ বা ১৮৪৬ সনে লিপি করা। অর্থ পুথিটি ১৫৬ বছরের প্রাচীন। পুথির লিপিকর একজন।

প্রথম পাঠ:

অশ্র শাস্ত্র বহুবিধি করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল হইল সময় ॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু সাধু বলি প্রসংসিল মনে মন ॥
ভাল যুক্তি বৈল রাজা লৈল মোর মনে।
তুমিলে ক্ষেত্রির অষ্ট মহাবুর্দ্ধিমানে ॥
দেবগন মধ্যে জেন বসস্পতি
প্রজাপ্রতি মধ্যে জেন দক্ষ মহামতি ॥
তারাগণ মধ্যে জেন চন্দ্রের কিরণ।
তাদ্রিশী ক্ষেত্রির মধ্যে তোমার গনন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬০/বি।

শিরোনাম: মহাভারত (বিরাটপর্ব্ব)। লেখকের নাম:কাশীরামদাস। বিষয়:মহাভারত। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১১৭৬ সন। পত্রসংখ্যা:১-৫৬। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:খারাপ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১৪.৪ সে.মি.।

পুথিটি কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিরাটপর্ব। ১ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠায় এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। কলের কাগজে কালো কালিতে লেখা পুথিটির অবস্থা খুব খারাপ। ২৭ পৃষ্ঠা থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৃষ্ঠার মধ্যভাগে আড়াআড়িভাবে ছিন্ন। তাছাড়া ৫০ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা মাঝখানে কিছুটা অংশ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। পুথির শেষ দিকে লেখাও অস্পষ্ট। শেষ পৃষ্ঠার পাঠোদ্ধার অত্যন্ত জটিল। শেষ পৃষ্ঠা অত্যন্ত জীর্ণ। প্রায় সম্পূর্ন পৃষ্ঠাই ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। এটি ২৩৩ বছরের প্রাচীন পুথি। প্রাপ্ত পুথিটিরও লিপিকর একজন। শেষ পৃষ্ঠা ছেঁড়া এবং জীর্ণ। প্রায় পুরো পৃষ্ঠাটিই ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। যে কারণে শেষ পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম পাঠ :

শ্রী শ্রী গুরুবেনমঃ। বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে॥
জন্মেযয় বলিলেন শুন তপোধন।
দুর্যোধন ভএ পূর্ব্বে পিতা মাহগণ।

বিরাট নগর মধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।
কোনমতে বৎশরেক রহিলা কেমতে।
বৈশাম্পায়ন বলে শুন যুবরাজ॥
দ্বাদশ বৎশর আগে অরন্যের মাঝ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬০/সি।

শিরোনাম: মহাভারত (ভীস্মপর্ব্ব)। লেখকের নাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১১৭৬ সন। পত্রসংখ্যা:২-২৭। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৬.৮×১৪ সে.মি.।

এই পুথিটি কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভীস্ম পর্ব। এর প্রথম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থা ভালো। কালো কালিতে তুলট কাগজে লেখা। এটি ২৩৩ বৎসরের প্রাচীন। প্রাপ্ত পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

আইল জতেক ক্ষেত্রি না জায় গনন।
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি জত নারিগণ ॥
যুদ্ধ ক্ষেত্রি আল্যা সভে দেখিবারে রন।
গজরাজি বিবর্জিত দেখি সৈন্য ভাতি।
অলঙ্কার শূন্য জেন বিধবা যুবতি ॥
জোগ হিন জোগি জেন জ্ঞান হিন নর।
বেদ হিন বিপ্র জেন পদ্ম হিন সর॥
যুদ্ধ বিনে বসি আছে জত নরপতি।
সমুদ্রে শোভিছে জেন রাজ হংস গতি॥
বলবন্ত নদি জেন বন উপবন।
যুদ্ধ ক্ষেত্রে চাপিআ বসিলা শর্ব্বজন॥

শেষ পাঠ:

মাথা তুলি দেখিলেন বির ধনঞ্জয়।
আনন্দ হইয়া ডাকে ভিস্ম মহাশয় ॥
আস্য ২ ধনঞ্জয় দেহ উপাদান।
আমার মস্তক জেন নহে.........॥
সরে বিন্ধি মোরে সরসর্জ্যা করাইলে।
পিতামহ বলি উপরোধ না করিলে ॥
ইহাতে তোমার দোস নাহি কদাচিত।
ক্ষেত্রি ধর্ম্ম হয় এই সাস্ত্রের বিহিত ॥
আমা হেন বিরে সংহারিলে মহামতি।
জে তোমারে হিংসিবেক তার এই গতি ॥
শম্প্রীতে জেমন সর্জ্যা মোরে দিলে দান।

সেইরূপে মোরে হবে দেহ উপাদান ॥
শুনি ভিস্মে প্রণমিলা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
গণ্ডিবেতে গুণ দিয়া সান্ধেলেক সরে।
তিন বাণ মারিয়া রাখিল সমকরি।
আশির্ব্বাদ কৈল ভিস্ম কুরু অধিকারি ॥
পাণ্ডব কৌরবে রণ হইল স্থকিত।
বিশাদে বিকল মন ত্রাশে হৈল ভিত ॥
আজ্ঞা দি৯ব ভিস্ম বির পরিহর রণ।
সম্প্রীতে পাণ্ডবসহ করহ মিলন॥
উত্রায়ন না হইলে মোর মৃত্যু নয়।
কহিলাম সিঘ্র জাহ জার জে নিলয় ॥
প্রণাম করিয়া কর যুক্ত করি সভে।
সিবিরে চলিয়া গেলা পাণ্ডব কৌরবে॥
মহাভারতে কথা অমৃত লহরি।
কাসি কহে শুনিলে তরিএ ভববারি॥
ইতি ভিস্ম পর্ব্ব সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬০/ডি।

শিরোনাম: মহাভারত(কর্ণপর্ব্ব)। লেখকের নাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১-১৮। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৬.৮×১৪ সে.মি.।

মহাভারতের কর্ণপর্ব এই পুথিতে লিপিবদ্ধ। ১ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুথির অবস্থা ভালো। ১৬ থেকে ১৮ পৃষ্ঠার মাঝখানে গোল করে কিছুটা অংশ ছেঁড়া এবং ১৮ নং পৃষ্ঠার মধ্যভাগে লম্বালম্বিভাবে ছেঁড়া। হাতের লেখা সুন্দর, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। তবে ১৮ নং পৃষ্ঠার লেখা কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী গনেসায় নমঃ শ্রী শ্রী গৌরিশঙ্কর চরনে সরনঃ ॥
শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ চরনে সরন:। শ্রী শ্রী গুরুবেনম ॥
অথ কর্ণপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
৭ প্রবিন পুরুশ সব পড়িল সমরে।
দৈব্বে বিপাকে হেন বিদিত শংসারে॥
সর্ব্ব গুনে কর্ণ বির আছে মহামতি।
শেনাপতি অভিশেক কৈল শিঘ্রগতি॥
কর্ণ য়াসি জুদ্ধ করু বলে বির গণ।
কর্ণ শনে জুঝিব পাণ্ডব কোনজন।
কর্ণ কৃষ্ণে জিনিব চিন্তিল দুর্যোধন।
শেনাপতী অভিশেক কৈল ততক্ষণ॥

শেষ পাঠ:

এত বলি দুর্যোধন: আদেশিল সন্যগন:
কর গিয়া পাণ্ডব সংহার। জুদ্ধ করি সর্ব্ব জনে:
মার কৃষ্ণ অর্জুনে: সভে কর পাণ্ডব সংহার ॥
রাজার আদেশ পায়্যা: সৈন্যগণ গেল ধায়্যা:
সাগর কল্লোল জে প্রকার।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬১/A।

শিরোনাম: মহাভারত(শল্যপর্ব্ব)। লেখকের নাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১-১৮। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৯×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ১৮ পত্রে সম্পূর্ণ। এটি তুলট কাগজে লিখিত। পত্রের বর্ণ সাদা, তবে ১থেকে ১২নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৃষ্ঠার ডান দিকে অর্ধেক অংশ লাল হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ পুথিটি লিখিত হয়েছে একজন লিপিকর দ্বারা। লিপিকরের হস্তাক্ষর অসুন্দর। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এর কয়েকটি পৃষ্ঠায় ৯টি করে লাইন এবং কয়েকটি পৃষ্ঠায় ৮টি করে লাইন লিপিবদ্ধ। প্রাপ্ত পুথিটি আনুমানিক ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী জগন্নাথ শ্রী: ॥
অথো মহাভারত শৈল পর্ব্ব লিক্ষতে: ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদন.।
তদন্তরে জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্জোধন: ॥
কর্ণ হেন মহারথি হত হইল রণে:।
মুনি বলে শুন পরিলক্ষিতের নন্দন: ॥
মোহ ২ মহারাজা হয় অচেতন: ॥
হা হা কর্ণ প্রিয় সখা প্রাণের সোদর
কর্ণ সোকে মহারাজা হইল কাতর :॥

শেষ পাঠ:

গান্ধারি প্রভৃতে পুরে জতেক রমণি:।
কৃষ্ণ আল্য বলি হৈল মহাধুনি: ॥
বিপরিত বেস সভে মুক্ত বেশ বাস:।
উচ্চ স্বরে কান্দে সভে ছাড়িআ নিশ্বাস: ।:
চতুর্দিগে মহারব কান্দিতে ২:।
আইল সকল নারি কৃষ্ণ সাক্ষাতে: ॥
কৃষ্ণ বলেন শুন অন্ধ নৃপপতি: ।:
তোমার নিকটে রাজাহৈল পাণ্ডুপতি:: ॥:

প্রণাম করিআ এই কহিলেন মোরে ॥
পুন................. কহিছে জত জনঃ ।ঃ
গান্ধারি প্রভৃতি আর জত নারিগণঃ ।ঃ
এই রূপে সভা করে করিতে প্রবোধঃ ॥
পতি পুত্র শোকে কেহ নাহি মানে বোধঃ ॥
শাল্য পর্ব্ব দিব্ব কথা ব্যাসের রচিতঃ ।ঃ
শুনিলে শ্রবণ সুখ মনের পিরিতঃ ।ঃ
সকল আপদ খণ্ডে ভারত শ্রবনেঃ ।ঃ
মন দিয়া সাধু জন শুন সাবধানেঃ ।ঃ
কাশিরাম দাশ কহে পাচালির মতঃ ।ঃ
এত দুরে সৈল্য পরব হইল সমাপ্তঃ ।ঃ::

ক্রমিক সংখ্যাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬১/B।

শিরোনামঃ মহাভারত(সভাপর্ব্ব)। লেখকের নাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। লিপিকর:অজ্ঞাত লিপিসন:১২৫০ সন। পত্রসংখ্যা:১-৬৬। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপঃ ৩৭×১২.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের সভাপর্ব। পুথিটি ১৫৮ বছরের প্রাচীন। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো নয়। কয়েকটি পৃষ্ঠার চারপাশ ছেঁড়া। ৫নং ৬নং ও ৭নং পৃষ্ঠার মাঝখানে গোল গোল করে পোঁকায় কাটা। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একাধিক লিপিকরের দ্বারা লিপিকৃত বলে ধারণা করা যায়। শেষ দুই পৃষ্ঠার অবস্থা বেশ খারাপ। পৃষ্ঠার উপর ও নিচের অংশ ছেঁড়া এবং শেষ পৃষ্ঠায় কিছুটা অংশের লেখা মুছে গেছে।

প্রথম পাঠঃ

শ্রী শ্রী গুরু দেবজীঃ।
অথো মহাভারত সভাপর্ব্ব লিক্ষতেঃ ॥
নারায়ণ নমনমস্কীতং নরং শ্চৈব নারোতমং
দেবি স্বরোস্বতি ব্যাশং তথোজয় মদিরত্যঃ১।
ত্রিলক্ষ্য ভিতরে নাহি জাহার উপামা ॥
পরাসর সুত মুনি দিতে নারে শীমাঃ।
সংসারেতে আছে জাহা আছএ ইহাতে।
ইথে জাহা নাহি তাহা নাস্তি ত্রিজগতে ॥
জেজন শতেক শ্রী..........শঙ্গ মোস্তি হেমেঃ।
বেদ বিদ্ব শকল দিজে দেই তির্থ ক্রমে ॥
পুন্য মহাভারত শ্রবনে সুলক্ষণঃ।

শেষ পাঠঃ

ত্রিয়দশ বৎসরান্তে অবস্য মরনঃ।
জানি শিগ্র ধর্ম পথে দেহ সভে মনঃ ॥

দান জজ্ঞ কর দেব দিজের সেবনঃ ।
জথা ইচ্ছী কর ভোগ পূর্ণ কর মনঃ ॥
তেঞীসেকল দন্দ আমা নাই রূচেঃ ।
এখন করহ প্রিত জদি মনে ইছেঃ ॥
না শুনিল দুর্জধন মহা অভিমানিঃ ।
ক্রোধেতে অবস হইল নাহি বুঝে বানি ॥
মহাভারথের কথা অমৃত লর্হরিঃ ।
কাহর সকতি তাহা বন্দিবারে পারিঃ ॥

ক্রমিক সংখ্যাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬১/C ।

শিরোনামঃ মহাভারত(বনপর্ব্ব)। লেখকের নামঃকাশীরাম দাস। বিষয়ঃমহাভারত। লিপিকরঃঅজ্ঞাত। লিপিসনঃ১২৬৩। পত্রসংখ্যাঃ১-৫২। সম্পূর্ণ। উপাদানঃতুলট কাগজ। অবস্থাঃখুব খারাপ। পরিমাপঃ ৪৩×১৩.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত বনপর্ব্ব। পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ। প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাই বিভিন্ন স্থানে ছিন্ন। পুথিটি ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন। পত্রের বর্ণ সাদা, তবে প্রায় প্রতিটি পত্রেই বিভিন্ন স্থান তামাটে বর্ণ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। হাতের লেখা ছোট ছোট। প্রতি পৃষ্ঠায় ২০টি করে লাইন। একটি লাইনের সাথে আরেকটি লাইন জড়িয়ে গেছে। পুথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

মধ্যপাঠ:

বাকল পরাইয়া নিজ পুত্রগনেঃ ।
যথা বৈসে পাণ্ডব পাঠাও সেই স্থানেঃ॥
পাণ্ডবের সহ বনে বসুক সমানেঃ ।
ইহা বোই রাজা তার শ্রেহ নাই আনেঃ॥
ধ্রিতরাষ্ট বলে তুমি কহিলে উত্তমঃ ।
আমার................................॥
ভিস্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারি আদি করিঃ ।
কাহার না সুনে বোল দুষ্টা অনাচারিঃ ।

ক্রমিক সংখ্যাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬১/D ।

শিরোনামঃ মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)। লেখকের নামঃকাশীরাম দাস। বিষয়ঃ মহাভারত। লিপিকরঃ অজ্ঞাত। লিপিসনঃঅজ্ঞাত। পত্রসংখ্যাঃ৮২/১,৬,২৯,৩৪,৩৭,৩৯,৪০,৪৩,৬৪,৭২,৯৫,৯৫,৯৭ পর্যন্ত পৃষ্ঠা অনুপস্থিত। অসম্পূর্ণ। উপাদানঃতুলট কাগজ। অবস্থাঃখারাপ। পরিমাপঃ৪৩.৫×১৪.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শান্তিপর্ব। পুথিটির অবস্থা ভালো নয়। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাই চারপাশ থেকে ছিঁড়ে গেছে। অনেক স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ৮,৯,২৯,৩১,৩৩,৫৮,৬৬,৬৭, ৬৮,৬৯,৭০,৭১,৭৩,৮০,৮১, পৃষ্ঠাগুলোর পাশে ছিন্ন। ফলে উক্ত পৃষ্ঠাগুলোর অনেকটা অংশ লুপ্ত। তুলট কাগজে লিখিত পুথিটির বর্ণ তামাটে। হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। হাতের লেখা পর্যালোচনা করে পুথিটি একই লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত বলা যায়।

প্রথম পাঠ:

কল্প তরূ পিতামহ ভিস্ম কুরূনাথ: ।
রায্য লোভ হেতু তারে করিল নিপাত: ॥
দ্রোণ গুরূ মহাশয় বিরের প্রধান: ।
রায্য লোভে হেন জনের বধিল পরান: ॥
জেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ মোর জনক শোশর: ।
তারে সংহারে................পাপিষ্ট পামর: ॥
দুষ্ধ মুখ অভিমন্য ঘটোৎবাচ বির: ।
ঐরাবত আর পঞ্চ: পুত্র দ্রোণদির:॥

শেষ পাঠ:

এতেক সুনিঞা কামধেনু কোপোমান: ।
নিজ য়ঙ্গ হৈতে সেনা করিল নিক্ষান: ॥
ধেনু য়ঙ্গ হৈতে সৈন্য বাহির হইল: ।
করিয়া দারূন যুদ্ধ নৃপেয়ে জিনীল:॥
মুনি স্থানে পরাভব পাল্য মহারাজ: ।
মনে ভাবে প্রীথিবি .... হৈল লাজ:॥
ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কোনজন: ।
ক্ষত্রিয়ের তেজ মিথ্যা জানিল তখন:॥
ব্রাহ্মনের বল বুদ্ধি তপের কারণে: ।
ক্ষত্রিয়ের তেজ মিথ্যা বিচারিল মনে:॥
তপস্যা করিয়া য়ামি হইব ব্রাহ্মণ: ।
রায্য ধনে আমার নাহিক প্রয়োজন: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬২/A।

শিরোনাম: একাদশীর পাঁচালি। লেখকের নাম:মনোহর দাস। বিষয়:কাব্য। রচনাকাল:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা: ১-৬৬। সম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৭×১১.৫ সে.মি.।

পুথিটি লিখিত হয়েছে ধুসর বর্ণের তুলট কাগজে। ১ থেকে ৪৯ পৃষ্ঠার পুথিটি অন্তে খণ্ডিত। এতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিবৃত হয়েছে। পুথিটির প্রথম দিকের লেখা টানা এবং একটি বাক্যের সাথে আরেকটি বাক্য প্রায় যুক্ত। কিন্তু পুথির মধ্যঅংশ থেকে বাক্যগুলো ফাঁকা করে সজ্জিত। কয়েকটি পৃষ্ঠায় ১০টি করে লাইন। আবার কয়েকটি পৃষ্ঠায় ৯টি আবার কয়েকটি পৃষ্ঠায় ৮টি করে লাইন বিন্যাস্ত। হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। পুথিটি অন্তে খণ্ডিত বলে পুথির রচনাকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কয়েকটি পৃষ্ঠা হলুদ বর্ণের।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণজী স্মরণ. । একাদসি উপাখ্যান।
প্রণমোহ নারাঅন জুড়ি দুই কর।
অবনি লোটায়া বন্দো শভার চরন ॥
দুহার মহিমা গাও অগম পুরাণে।
জে নাম শ্রবনে হিংসা না করে শমনে ॥
চারি মুখে জারে স্তব করে লক্ষ জোনি।
বিত্ত বলে জাহার অন্ত না পাইল মুনি ॥
বৈরাগি হইল্যা দুর জে নাম জপিআ
পরম অনন্দে বিনা জারে বুলে গায়।

ভণিতা:

মন দিআ শুন রাজা না করিহ আন।
মোনহর দাশ রচে চিন্তি ভগবান ॥*॥*॥

শেষ পাঠ:

কে কহিতে পারে কৃষ্ণ নামের মহিমা:।
ব্রহ্মা আদি দেবতা আদিতে নারে সিমা: ॥
এই রূপেরই কথা কহিলা এখন:।
ব্রত একাদসি কথা করিল রচন: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬২/B।

শিরোনাম:নন্দবিদায়। লেখকের নাম:কবিচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। লিপিসন:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১০। লিপিকর :অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৮×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ১ থেকে ১০ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় কয়েকটি ফুলের চিত্র রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠার অবস্থা ভালো নয়। পৃষ্ঠার চারপাশ ছিন্ন, মধ্যভাগে কিছুটা অংশের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি পৃষ্ঠায় ১০টি করে লাইন, কয়েকটি পৃষ্ঠা ৯টি করে লাইন আবার কয়েকটি পৃষ্ঠায় ৮টি করে লাইন বিন্যস্ত। ত্রিপদি ছন্দে রচিত। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ তামাটে, পৃষ্ঠা নরম।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ গতি মম ॥
অথ নন্দবিদায় লিক্ষ্যতে ॥
কংসাসুরে রাম কিষ্টকরি শতক কার।
.........চিতে ক্রি আকেল ক্রেমে শতাকার ॥
তারপর গদাধর বলরামে কর।
পিতা মাতা উদ্ধারিতে সমচিত হয় ॥
বলদেব শঙ্গে কৃিষ্ণ গেলা বন্দি শালে।
দুই বাই দ্বারে ডাকে ভাশে অশ্রুজলে ॥
মা মা বলিআ কৃিষ্ণ ডাকে মনে ২।
সুনিতৈ না পাআ আচে নিঘর বন্ধনে ॥

দৈবকি সুনিআ শব্দ কহেন পতিকে।
মা মা বলিআ মোর দ্বারে কেবা ডাকে ॥

ভণিতা:

পুত্র হইআ মাতা পিতার সেবা নাহি করে।
মরিলে দেহের মাংস জায় জম ঘরে ॥
ব্যাসের আদেশে দিজ কবিচন্দ্রে গায়ে।
রোগ শোক দুয়ে জায় জেজন গাওয়ায় ॥ঃঃঃঃঃঃঃ॥*
ত্রিপদি ছন্দ ॥

শেষ পাঠ:

ভজহ তাহার পদ অন্ত কালে পারেঃ।
নাজাইবে ব্রজে কৃষ্ণ গেলে লজি পাবেঃ ॥
নন্দের কথায় রানির সোকে..........।
দুখে দিন গুএগয় সে চিত্ত করি স্থির ॥
দসম ব্যাশের কথা কবি চন্দ্রে গায় ॥ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ*॥
এত দুরে নন্দের বিদায় হইল সায় ॥
ইতি জথা দিষ্ঠ তথা লিখিত।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬২/C।

শিরোনাম:মনসার ভাসান। লেখকের নাম:কেতুকাদাস/ক্ষেমানন্দ। বিষয়:কাব্য। লিপিসন:অজ্ঞাত। পত্র সংখ্যা:১। লিপিকর: অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৯×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ৩২ পত্রে সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। ১ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজের বর্ণ সাদা এবং ১৬ থেকে ৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজের বর্ণ ধূসর। পুথির অবস্থা ভালো। প্রথম পৃষ্ঠার বাম দিকে সামান্য ছেঁড়া এবং লেখাও কিছুটা অস্পষ্ট। পুথির ১ থেকে ২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভনিতায় কেতুকা দাসের নাম উল্লেখ রয়েছে। ২১ থেকে ৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভনিতায় ক্ষেমানন্দের নাম পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পুথিটি পয়ার ছন্দে রচিত। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় কয়েকটি চিত্র রয়েছে।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী দুগগা: ।ঃ মনশায় ভাশান পালা লিক্ষতেঃ ।ঃ পয়ার ছন্দঃ॥
কলার মান্দাশে ভাশে গঙ্গাতির জলেঃ ।ঃ
বেহুলা ভাশিআ জায় কান্ত লয়্যা কোলেঃ॥ঃ
শনকা কাদিয়া বলে আল অভাগিনিঃ ।ঃ
এতিন ভূবনে আমি কথাই নাসুনিঃ॥ঃ
কিশের কারণে তুমি জলে ভাশ্যা জাবেঃ॥
প্রিতয় কাহার শনে কান্ত জিয়াইবেঃ॥ঃ
বেহুলা বিনয় করি বলে শনকারেঃ ।ঃ
মরা পুত্র জিয়ন্ত বসিআ পাবে ঘরে :॥ঃ
কড়ার তৌলৈতে দিপ ছমাশ জোলিবেঃ ।ঃ

তবেত জানিবে তুমার লখিন্দর জিবে:৷৷:

শেষ পাঠ:

ইতির ভুবন জিনি রূপে লক্ষি ঠাই......:
তাহারে পাইল নারায়ন: চন্দ্র নেল চন্দ্র লোক:
ধন্তন্তরি হরে সোক: দেবতা করিল সুধা পানে:
ঔরাব্রত পারিজাত: পাইলে লাজ শোচিনাথ;
বিশ খাও................: দেব দেবি মহেশ্বরি:
মহেশের বিশ হরি: অহি বুলে কৈল হালা হল:
মথনে শোনিল নিধি: মনশা শর্পিল বিধি:
শপ্য বগেগ দিলেন গরল: মহামুনি জরত কার:
পোতি হৈল মনশার: তার পুত্র অস্তিকের মুনি:
মহামুরি জরতকার:
আসি তক্ষকের মাই: বাসুকি আমার ভাই:
....
রাখাল পুজিল বনে:.........................
শ্রী শ্রী মনসার ভাশন পালা সমাপ্ত হইল ৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬২/D।

শিরোনাম:লক্ষীমঙ্গল। লেখকের নাম:ধনঞ্জয়। বিষয়:কাব্য। লিপিসন:১২৩৫। পত্রসংখ্যা:৪-১০। লিপিকর: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৮×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ১৭৩ বছর পূর্বে লিপিকরা। ৪ থেকে ১০ পৃষ্ঠার পুথিটি অসম্পূর্ণ। ৪ এবং ৫নং পৃষ্ঠা দুটির নিচ অংশে সামান্য ছেঁড়া। কয়েকটি পৃষ্ঠায় ৯টি করে লাইন, কয়েকটি পৃষ্ঠায় ১০টি করে লাইন বিন্যস্ত। ত্রিপদি ছন্দে লিখিত। একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। পৃষ্ঠা হলুদ বর্ণের তবে পৃষ্ঠার ডান পাশে অপেক্ষকৃত বেশি হলুদ হর্ণের।

প্রথম পাঠ:

সুনি চক্রধর: হৈয়া ক্রোধতর: নিরাশ ভাবিয়া চিত্তে:।
কপট দুয়ারে: গেল খরতরে:। লখিকে বনবাস দিতে: ৷৷
সংসারে চিন্তা করি জগত মাতা: বিজই লক্ষি ঠাকুরানি:।
ছোট জে হাতে লইয়া: দুয়ারেতে দাণ্ডাইয়া কহেন/প্রভু চক্রপানি: ৷৷
ভ্রমিআ নগরে: চাণ্ডালির ঘরে:। কেন গিয়া বশ্য ছলি:।
অধম শ্রীকিতি: গেল তোর জাতি: বলরাম দেই গালি: ৷৷

শেষ পাঠ:

বাসুকি তুলিআ দিল অঘন্য ভান্ডার:। রেবতি পরিল
অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার:৷৷ স্নান র্করি সুন্দরি চলিল রন্ধনে:।
জগনাথ বলরাম রত্ন সিংহাসনে:৷৷ মনে ভাবি হিতাহিত
বারাহ পুরান:। লক্ষির মঙ্গল কবি ধনঞ্জয় গান:৷৷

*** ॥ একমনে একাচিত্তে শুনে জেইজন: ।
সকল আপদ খন্ডে হয় বোহু ধন: ॥ অপুত্রের পুত্র
হয় নিধনার ধন: । ভক্ত জনে কর দয়া লক্ষি নারায়ন ॥
তুমার মহিমা জত কি বর্ণিতে জানি: । গাএকরে
কর দয়া লক্ষি ঠাকুরানি: ॥ সভাকার ঘরে লক্ষি থাকে নীরন্তর :॥
রাখালকে কর দয়া দন্ডের ইশ্বর: ॥ হরি ২ বলহে
জতেক বন্ধুগন : । .... করি নিবেদন: ॥
**** ইতি শ্রী শ্রী লক্ষি মঙ্গল পালা সমাপ্ত হল: ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬২/E ।

শিরোনাম:অঙ্গদরায়বার । লেখকের নাম:কবিচন্দ্র । বিষয়:কাব্য । লিপিসন:১২৫৪ । পত্রসংখ্যা:১-১৪ । লিপিকর: অজ্ঞাত । অসম্পূর্ণ । উপাদান:তুলট কাগজ । অবস্থা:ভালো । পরিমাপ:৩৮.৫×১৩ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি ১৫৪ বছরের প্রাচীন। এটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজের বর্ণ সাদা। প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি গোল করে সামান্য অংশ পোড়া। পুথির প্রতি পৃষ্ঠায় ৮টি করে লাইন, হস্তাক্ষর সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলা যায়। রামায়ণের ঘটনাংশকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রামজী চরণেশ্বরণ° । নম°রাম° লক্ষণ° পূর্ব্বজ°
রঘুবর° শিতাপতি সুন্দর° কাকুস্থ ° করুনাময়° গুননিধি°
বিপ্র পৃয়োধার্ম্মিক° রাজেন্দ্র° শত্যসক্ত° দশরথ তনয়° শ্যামল° শান্তি মুর্ত্তি°
বন্দে জেগেভিরাম° রঘুকুল তিলক° রাঘব ।
রাবন ঐরি: । দক্ষিনে লক্ষন ধন্য° বামেতে জানকি শোভা :
মরুতি মারুতি জশ্যত্তু........ রঘুত্তমা: ॥২॥ অথ
অঙ্গদ রায়বার লিক্ষতে ১ । বন্দো গেল শিসু রামচন্দ্র
হৈল্য পার: । বানরে বেড়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
রাম বলেন সুগ্রিব মিতা আর কেন বিলম্ব ।.......

ভনিতা:

শ্রী রামের নামেতে তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
শুন ২ আরে ভাই হৈয়্যা এক মন।
শ্রীরামচরণে মন রাখ শর্ব্বজন ॥
বশিষ্ট জনার মন শ্রবনে আনন্দ।
রায়বার আজ্ঞায় রোচিল কোবিচন্দ্র: ॥*॥

শেষ পাঠ:

তার মাথার............... আনিলাম তার গর্ভ হৈল্য টুট ॥
প্রত্যয় নাজান রাম অঙ্গদের বোলে।

.... দিয়ো বিভিশনের কোলে ॥
বিভিশন বলে সুন রাম রঘুমনি।
রাবনের............ বটে আমি এহাজানি ॥
ইতি অঙ্গদ রায় বার শমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬২/F

শিরোনাম: রামায়ণ (আদ্যখন্ড)। লেখকের নাম: কীর্ত্তিবাস। বিষয়: রামায়ণ। লিপিসন:অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা:১-৩৩। লিপিকর: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ : ৩৮.৫×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কীর্ত্তিবাস রচিত রামায়ণের আদ্যখন্ড। পুথির অবস্থা ভালো। হাতের লেখা খুব সুন্দর, স্পষ্ট। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা, কাগজ পাতলা, কাগজের বর্ণ হলুদ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১টি করে পংক্তি রয়েছে। পুথিটি ৪ লাইন, ৩ লাইন ও ৪ লাইন এভাবে বিন্যস্ত। পুথির অবস্থা বিশ্লেষণ করে এটিকে প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন মনে হয়। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রামচন্দ্রয়নমঃ॥ রাম° লক্ষণ° রঘুবর°
সীতাপতিসুন্দর° কাকুস্থ ° করুণাময়° গুণনিধি°
বিপ্রপ্রিয় ধার্ম্মিক°। রাজেন্দ্র° সত্যসন্ধ° দশরথ তনয়°
শান্তিমূর্ত্তি° বন্দেলোকাভিরাম° রঘুনন্দন তিলক°
রাঘব° রাবনারি° ॥১॥ রামরামেভিরামশ্ব রামরাম মনোরমে।
মধুরাক্ষর° আরূঢ় কবিতা সসেখ্য° বান্ধ বাল্মিককোকিল° ॥২॥
সাতকান্ড রামায়ন আদ্যত প্রথম।
প্রথমের গীত যেন অমৃতর সম ॥
যাহার প্রসাদে হৈল গীত রামায়ণ ॥
তার কথা কহি আমি শুন সর্ব্বজন ॥
বরুণের পুত্র যে বাল্মিক মহামুনি।
আপ্যায়িত করিয়া তারে লোকেত বাখানি ॥
দশ সহস্র বচ্ছর ছিল হইতে অবতার।
অনাগত করিল গীত মোহিত সংসার ॥

ভনিতা:

শাস্ত্রের বিধানে রাজা কন্যা দান করে।
নানা রত্ন দিল রাজা জামাতার তরে ॥
অনেক দাসদাসী দিল অনেক ভান্ডার।
অর্দ্ধেক রাজ্য দিল আর অর্দ্ধ অধিকার ॥
বিদা করি দশরথ আইল নিজ দেশে।
আদ্য কান্ড গাইল পন্ডিত কীর্ত্তিবাসে ॥

<u>শেষ পাঠ:</u>

প্রাত:কাল হইল রাজা চিন্তে মনে মনে।
যাবত আমার দেহে আছেন জীবন।
রামের তরে রাজ্য আমি করি সমর্পন ॥
রাম লক্ষণ ভরত শত্রঘ্ন আছেন কেকঁই।
মাতামোহর বাড়ি আমি ভরতে পাঠাই ॥
ভরতের বিদ্যমানে রামে দেই রাজ্যখন্ড।
তবেত কেঁকই মোরে পাড়িব পাষন্ড ॥
ভরথে পাঠাঞা দেও পড়িবার ছলে।
নন্দীগ্রামে থাকুক গিয়া মাতামহের ঘরে ॥
রাজাগণ বলে শুন ভরথ শত্রুঘন।
মাহামহের বাড়ি গিয়া পর দুইজন ॥
বাপের আজ্ঞা পাঞা দুহে ততক্ষণে নড়ি।
শত্রুঃঘনের সঙ্গে ভরথ গেলা মাতামহের বাড়ি ॥
রাত্রি দিনে দশরথের আর নাহি মনে।
রামচন্দ্রে রাজা করিতে চিন্তে মনে মনে ॥
কীর্তিবাসের কবিত্ত অমৃতের ভান্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল আদ্য কাণ্ড ॥*॥
ইতিশ্রী আদ্যকান্ড সমাপ্ত: ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১।

শিরোনাম:সহস্ত্রগিরিবধ। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পৌরণিক কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। লিপিকর: শ্রীমাহমুদ কালা। লিপিসন:১২১৪ সাল। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৭.৭×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি পৌরাণিক আখ্যান কেন্দ্র করে রচিত একটি কাহিনী কাব্য। পুথিটি ১৯৪ বছরের প্রাচীন। পুথির অবস্থা ভালো। তবে পৃষ্ঠা খুব নরম। ২, ৩ ও ৪ নং পৃষ্ঠার বাম দিকে সামান্য অংশ ছেঁড়া। পত্রের বর্ণ তামাটে। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

নমো গনেসায় ॥ ৪৪ ॥
বেদে রামায়ণে .... পুরাণে ভারতেস্তথা ।:
.... ।:
একদিন কৈলাসেত মিলি দেবগন ।:
বিরিঞ্চা প্রমুখয়াদি জত দেবগন ॥:
নারদয়াদি বিসিয়াইল জত দেবগন ।:
সিদ্ধি বিদ্যাধর য়াইল জত নাগগন ॥:
ইন্দ্র সমে চলি য়াইল জত দেবগন ।:
সূর্জ বংস ....য়াইল জতেক ভূপাল ॥:

মোহা বিষ্ণু সবে গিয়া তথাএ মিলিল ॥:
জত দশ মুনি য়াইল প্রসন্ন হৃদয় ॥:
সিব দুর্গা প্রণমিয়া চলে দেবগন ॥:

শেষপাঠ:

সিতাএ বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন:
বধিছি সহস্ত্র গিরি যাএ নারায়ণ:
শ্রীরামে বোলেন সিতার হত কারণ:
কিরূপে বধিলা তুমি সহস্ত্র রাবন:
জানকি বোলেন শুন ভগবান:
সহস্ত্য বধিয়াছি সহস্ত্র রাবন:
যাই য়াদ্যা শক্তি রূপ ধরি তাহাকে বধিল:
ব্রহ্মা য়াদি দেবগন এথা এয়াসিন:
নানা মতে স্তুতি করিয়া দেবগন:
মহাবিধি বলি দিয়া পুজিল তখন:
পুনি জদি সিতা রূপ ধরিয়া যাপনে:
য়ামা প্রণামিয়া দেব গেল ততক্ষনে:
লীখ্যতে শ্রী মাহমুদ কালা বিবরণ:
জনকি সাঁপ কভু না জএ খন্ডন:
রাময়াদি পাসরিল সর্ব্বদেব গন:
পুনি রথে চড়িয়া রাম লইয়া লক্ষ্মণ:
জএ জএ সব করি দেশে করিল গমন: ৪৪ ॥
৪৪ ॥ ৪৪ ॥ ৪৪ ॥ ৪৪ ॥ ৪৪ ॥ ৪৪ ॥ ৪৪ ॥
ইতি সহস্ত্র গিরি বধ সমেয়াপ্তঃ ॥ ৪৪ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২।

শিরোনাম:সত্যপীরের পাঁচালি। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:১-৮। লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন:১৭৬২ শকাব্দ, ১২৪৭ সন। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৭×১২.৫ সে.মি.।

সত্যপীরের পাঁচালি পুথিটি ১ থেকে ৮ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। এটি ১৬১ বৎসরের প্রাচীন। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা, কাগজের বর্ণ তামাটে। পুথির প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠার বেশ খানিকটা অংশ ঝাপসা হয়ে গেছে। তাই কয়েকটি লাইন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ

নমোগণেশায় ॥ প্রনমোহ সত্য পির লিক্ষত হাসিন ।
যাহার কারণে পুণ্য হইছে অখিল ॥
--------------------------- ।
করিব প্রচার সৌত্ত পিরের সিরিনি ॥

কলি যুগে সৌত্ত পির আইল পৃথিবিত্য ।
দারিদ্র ব্রাহ্মণ ---------------------॥
অতি পূর্ব্ব কালে এক ব্রাহ্মণ আছিল ।
অন্ন বস্ত্র না ----- ভিক্ষা মাগি খাইল ॥
প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণ করএ মাগন ।
আপনার স্ত্রি পুত্র করএ পালন ॥

শেষ পাঠ:

রথি সঙ্গে সাধু পুত্র রজনি বঞ্চিল।
প্রভাত সমএ সব ডাকিয়া আনিল ॥
সুবর্ণময় সৌত্যপির পুরুষ আকার।
নির্ম্মিলে কবিব কর্ম্ম বিধিত সংসার ॥
মনিপুর -------- জয় শব্দ হইল।
ভিন্ন দেশের সাধু পুত্র আসিয়া মিলিল ॥
সিরনির জতেক দ্রৌর্ব্ব তরিতে আনিল।
সুবর্ণের ------ দিয়া সিরিনি করিল ॥
সত্যপির প্রনামিয়া সকল বসিল ।
সিরনির জতেক দ্রৌর্ব্ব বাটিয়া জে দিল ॥
সিরনির জকেত দ্রৌর্ব্ব দিলেক বাটিয়া।
সকলে লইল সির্ন্নি ভক্তি যুক্ত হৈয়া ॥ ৪৪॥
সিরনি করএ জেবা হৈয়া একমন।
আশ্চর্য্য অপার হএ বাড়ে ধনে জন ॥
পাচালী............................... ।
ভিক্ষা মাগি খাএ সেজে কভু নাই ভালা ॥
সোনার ঘোড়া রূপার জিন............. ।
....॥
আসিলেন সৌত্য পির বসিলেন খাটে ॥
সত্য পিরের সিরিনি হস্তে ২ বাটে ॥
ইতি সৌত্য পিরের পুস্তকং সমাপ্ত।
জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখকো
নাস্তি দোসস্য: ॥ শকাব্দ ১৬৬২ শক
বাঙ্গালা সন ১২৪৭ সন তাং......জৈষ্ঠ
............................॥০॥০॥ ঃঃঃঃ

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৩/A ।

শিরোনাম:সুধন্যার স্তব। লেখকের নাম:দ্বিজরাম। বিষয়:স্তব। পত্রসংখ্যা:১-৩। রচনাকাল:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। লিপিকর:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৯.২×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি তিন পৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত।পৃষ্ঠা খুবই নরম। তিনটি পৃষ্ঠাই মধ্যভাগে দ্বিখণ্ডিত। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের অংশ ছেঁড়া। কাগজের রং তামাটে। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮টি করে লাইন রয়েছে। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। পুথিটিতে সন, তারিখের কোনো উল্লেখ না পাওয়া গেলেও একে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলে ধারনা করা যায়।

প্রথম পাঠ:

নমগনেসায় ॥ করজোড় সুদন্নএ করএ স্তবএ ।
করুনা সাগর প্রভু তুমি নারায়ন ॥
কাগুতি করিয়া কহি চরনে তোমার ।
কৃপা করি অধমেরে করহ উদ্ধার ॥
খন খন করে অগ্নি আমা দহিবারে ।
খন্ডায় আপদ মোর প্রভু গঙ্গা ধরে ॥
খসিল বসন ভেস আননের ডরে।
খবর না লয় প্রভু ডাকিএ তোমারে ॥
গড়ুড় বাহন হরি তুমি নারায়ন।

শেষ পাঠ:

সহিতে না পারি অগ্নির তাড়না।
শিগ্র করি প্রভু মোরে দেয় পদছায়া ॥
সকল দেবতা মিলি ভাবে একন্তক।
সেবোকে আসি রক্ষা কর গদাধর ॥
হরিণের রূপ ধরি মারিচ দুর্ম্মমতি।
হস্তে ধরি জানকিরে নিল লঙ্কাপুরি ॥
হিনজন জানি হরি দয়া না করিলা।
হিতাহিত কথা মোর পিতা না কৈল্যা ॥
ক্ষুদ্র বুদ্ধি জানি হরি দ্বিজরামে ভনে।
খন্ডাএ সকল দুক্ষ শ্রী মধুসূদনে ॥
ক্ষেনেকে ভগতি করিজে .... ।
খন্ডাএ সকল দুক্ষ প্রভু ভগবানে ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৩/B।

শিরোনাম: সূর্য্যবংশের উৎপত্তিকথা। লেখকের নাম:দ্বিজ মুকুন্দ। বিষয়: পৌরণিক কাব্য । পত্রসংখ্যা:১-২। রচনাকাল:অজ্ঞাত। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:৩৯.২×১৩ সে.মি.।

তুলট কাগজে লিখিত পুথিটি ২ পত্র বিশিষ্ট। পৌরণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে এর আখ্যান গড়ে উঠেছে। কাগজের অবস্থা ভালো নয়। প্রথম পৃষ্ঠাটি বেশ নরম এবং কয়েক স্থানে ছেঁড়া। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অবস্থা ভাল। হাতের লেখা অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন হতে পারে। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

শ্রী রাধা কৃষ্ণ জয় ॥ রাধাজে শারন্তম মমম।
জগতের দুর্লাভ রাধা রাধিকা জিবন ॥
প্রণমোহ নারায়ন পরম কার।
নির্ম্মল শরির আর শ্রম নিরঞ্জন।।
জল স্থল না আছিল অগ্নি বায়ু কার ॥
ত্রিভূবন না আছিল সব জনকার ॥
হেন কামএ প্রভুর ইচ্ছা হইল।
পৃকিতি হইতে প্রভু শ্রীষ্টি জন্মাছিল ॥

শেষ পাঠ:

পরম বৈষ্ণব রাজা জর্ন্ম শুর্জ্য বংশে।
ইন্দ্রদ্রম মহারাজা হন সেই বংশে ॥
বাহু বলে কার্জ শেজে করে চিরকাল।
....॥
তপেত তপশ্যি রাজা বুদ্ধি বৃহষপতি।
ধর্ম্ম ছাড়িআ রাজা আর নাই গতি ॥
দ্বিজ মুকুন্দে ভনে আরাধি শরশ্বতি।
চিরকাল রাজত করে নরপতি ॥
একদিন ইন্দ্রদ্রম চিন্তে মনে মন।
মোর পিত্রি পিতামোহ আছিল এই স্থান ॥
বড় তপশ্য কৈল কৃষ্ণ পদে দরশন।
না দেখিআ কৃষ্ণ তার তেজিল জিবন ॥
শুর্জ্য বংশে জত রাজা আছিল পূর্ব্ব কালে।
বড় ২ রাজ্য কৈল নিজ বাহু বলে ॥
প্রথমে কৈলাশ নামে এক রাজা হইল।
তাহার নির্ম্মাণ জশে পৃথিবি ভরিল ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৪।

শিরোনাম:তিন লক্ষ পীরের পাঁচালি । লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:৩। লিপিকর: শ্রীরামজয় শর্ম্মণ। লিপিসন:১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ: ৩৮×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি এক থেকে তিন পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা ভালো নয়। প্রতিটি পৃষ্ঠারই দুইপাশে ছেঁড়া। বিভিন্ন স্থানে লেখাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি পৃষ্ঠায় দশটি করে লাইন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। সত্যপীরের বন্দনা ও মর্ত্যলোকে সত্যপীরের পূজা প্রতিষ্ঠার আখ্যান এই কাব্যটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথিটি ১৬২ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

নমোগনেশায়। পূর্ব দিগে বন্দিব আমি শ্রীভানু ভাস্কর।
একদিকে উদিত ভানু চৌদিগে পসর ॥
উত্তরে বন্দিব আমি হিমাল মহাজন।
জাহার হিমালে কাপে ইতিন ভূবন ॥
পশ্চিমে বন্দিব আমি তির্থ সুরেশ্বরি।
জাহার শোরনে লোক নরক উদ্ধারি ॥
দক্ষিনে বন্দিব আমি খির নদী সাগর।
জাহার প্রসাদে জিবে সাধু সদাগর ॥
গনেশ দেবতা বন্দম গৌরি নন্দন।
জে পদ শ্বরিলে হএ বিঘ্ন বিনাসন ॥
....
....
....
....
একে ২ বন্দিলাম সর্ব্ব দেব গণ ॥
কহিব পাচালি কিছু অপূর্ব্ব কথন।
ভক্তি করি শুন লোক হইয়া একমন ॥

শেষ পাঠ:

সুন ২ সর্ব্বলোক হৈয়া একমন।
রোগ সোক দুক্ষ হরে পিরের শ্বরন ॥
সোনার ঘোড়া রূপার জিন।
আসিলেন তিন লক্ষ পিরের শিরনির দিন ॥
আসিলেন তিন লক্ষ পির বসিলেন ঘাটে।
তিন লক্ষ পিরের সিরিনি হস্তে ২ বাটে ॥
ইতি তিন লক্ষ পিরের পাঁচালি সমাপ্ত ॥
জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দোসক ॥
স্বাক্ষর শ্রীরাম জয় শর্ম্মন:.........................॥
ইতি সন ১২৪৬ সন তে ২২ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৫।

শিরোনাম:সিতবসন্তপুস্তক। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাহিনীকাব্য। পত্রসংখ্যা:৩-৩৫। লিপিকর: রামশঙ্করশর্ম্মণ। লিপিসন:১২১১ সন। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৮.৩×১২.৫ সে.মি.।

'সিতবসন্তপুস্তক' পুথিটি ১৯৯ বছরের প্রাচীন। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো। তবে প্রাচীনত্বের কারণে পুথির কোনো কোনো স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পুথিটি প্রথম দুই পত্র পাওয়া

যায়নি। যে কারণে লেখকের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পয়ার ছন্দে লিখিত এটি একটি কাহিনী কাব্য। কাগজের বর্ণ গাঢ় তামাটে, পৃষ্ঠা নরম। পুথির কয়েকটি পৃষ্ঠায় নয়টি করে লাইন, কয়েকটি পৃষ্ঠায় দশটি করে লাইন এবং কয়েকটি পৃষ্ঠায় এগারটি করে লাইন লিপিবদ্ধ। শেষ পৃষ্ঠায় দুইটি চিত্র রয়েছে। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিকিকৃত।

প্রথম পাঠ :

সরষ করিয়া কহে বিশ্বেশ্বর ধরে।
মন দিয়া সুন কহি জে হইল পরে ॥
সুরসেন রাজা জান অতি সুন্দমতি।
সমএ বিষম গর্ভ ধরিল সুবতি ॥
.... ।
তখনে রাজার নারি প্রসবিল সুতা।
সরির তেজিয়া ভূমি তল .... ।
দেখিতে করয়ে সোভা চন্দ্রের জে দ্বিপ্তি ॥
পুত্র দরসনে রাজনারি লিলাবতি।
সরির ছাড়িয়া স্বর্গপুরে কৈল গতি ॥
আচাম্বিত পুরি মধ্যে হইল মোহানাদ।
তখনে জানিল রাজা হইল প্রমাদ ॥
দুত মুখে সুনি মোহাদেবির মরণ।
ধরনি পড়িল রাজা হইয়া অচেতন ॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইয়া নরপতি।
জথা পুত্র তথা আসি মিলে সিগ্রগতি ॥
দেখিল তনয় দুই পরম সোন্দর।
অশ্বিনি কুমার সমরূপে মনোহর ॥
মোহাদেবি ধরনি পড়িছে অচেতন।
দেখিয়া বাড়িল দুক্ষ নৃপতির মন ॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রাজা সুরসেন।
নিদাগ সমএ জেন কুকিলে পঞ্চম ॥ ঃঃ। ঃঃ। লচাড়ি। ঃঃঃ ॥

শেষ পাঠ:

কথা গেল বাপ মা প্রাণে মোর সহেনা সোকে প্রাণ বিধরে আম্মার ॥
দারুণ কর্ম্মর দোষে ত্রিষ্ণাএ সরির সোষে মাত্রি মোরে দেয় আনি স্তন ॥
অস্থির করিআ মন কান্দে ভাই দুইজন এবে কি করিব বোল মোরে ॥
অরন্তির জত লোক পাইয়া দারুন সোক অস্থির হইয়া সব কান্দে ॥

ঃঃ ॥ ঃঃ পয়ার ছন্দ॥ ঃঃ

মন্ত্রিগনে বোলে সুন নৃপতি তনয়।
না করে এমত সোক পন্ডিত যে হএ ॥
পুরুহিত আনাইয়া জথা বিধি মত।

করিল সকল কর্ম্ম সাস্ত্র উপগত ॥
এহিমতে মোহা সুখে আছে দুইজন।
ধর্ম্ম রৈক্ষা করি কারে প্রজার পালন ॥
ইতি সিত বসন্ত পুস্তক সমাপ্ত ॥
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোষক ঃ।
ভিমসেন রনে ভঙ্গ মুনিলাঞ্চ মতিভ্রম ঃ।
শ্রীরাম সঙ্কর শর্ম্মন ঃ স্বাক্ষর মিদং পুস্তকেয়ং ....।
সন ১২১১ মাহ ২৩ শ্রাবন মোকাম কমলপুর
শ্রী সিবরাম দেয়াঞ্জির বাড়িতে সোমবাসর
প্রাতে সমাপ্ত ॥ ঃ ঃ ॥ ঃ ঃ ॥ ঃ ঃ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৬।

শিরোনাম: রামায়ণ(উত্তরকাণ্ড)। লেখকের নাম:কীর্ত্তিবাস। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:২-১৭। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৬.৮×১২.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড। পুথির প্রথম ও শেষ অংশ পাওয়া যায়নি। হাতের লেখা অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন। পুথিটি একাধিক লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। ২নং পৃষ্ঠা থেকে ৫নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত কালি ও হাতের লেখা একরকম, ৬নং পৃষ্ঠা থেকে ১৭নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত কালি ও হাতের লেখা অন্যরকম। এছাড়া অনেক স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। পুথিটি প্রায় ১৮০ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

জৈজ্ঞ করে পাতালে মরূত নরপতি।
সেই জৈজ্ঞে গেলেন্ত বাল্মিকি মোহামতি ॥
তিন মাস য়াছিল বাল্মিকি মোহাপত্র।
জৈজ্ঞ করিবারে গেল লই সিতার পুত্র ॥
কুসলব এড়ি গেল রাখিতে তপোবন।
পরম সন্তস মুনি দেখি দুইজন ॥
গমন করিতে মুনি কহিল তাহারে।
ত্রিভূবন জিনি ....য়ঙ্গিকারে ॥
এবলি পাতালে গেল বাল্মিকি ব্রাক্ষ্মণ।
তপোবনে রহিলেক সিসু দুইজন ॥

ভনিতা:

সুবর্ণের সিতা রাম সম্মুখে রাখিল।
জজ্ঞ দিক্ষা হইল রাম সকলে জানিল ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য সমুদ্ভব।
গাইল উত্তরা কাণ্ডে য়শ্বমেধ য়ারম্ভ ॥

শেষ পাঠ:

জেই দিগে জাএ কুস ধনু হস্তে লইয়া।
সেই দিগে পক্ষিগণ নাজাএ উড়িয়া ॥
গজরাজি রথ রথি মারিতে লাগিল।
কুসের বিক্রম দেখি সন্য ভঙ্গ দিল ॥
চারিদিগে ধাএ সন্য জতেক বাহিনি।
সিংহ দেখি ধাএ জেন বনেতহানি ॥
এত জদি মহাবির ভরথে দেখিল।
বজ্র গতি রথ তবে সুমন্তে চালাইল ॥
কুসে বোলে দুই বির আসিলা রণস্থলে।
..............জমপুরে গেল মোর অস্ত্রানলে ॥
কুসের বচনে ক্রোধ ভরথ কুমার।
ধনুক ধরিয়া বিরে করিল টংকার ॥
কুসের ললাটে হানে দশ গোটবাণ।
দৃঢ় মুষ্টি করিয়া ভেদিল মর্ম্ম স্থান ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৭।

শিরোনাম:কালিকাপুরাণ। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:২-৪৬। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২০৭। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:খারাপ। পরিমাপ:৪৩.৮×১৪.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কালিকা পুরাণের হরগৌরির সংবাদ অংশ লিপিবদ্ধ। ২ থেকে ৪৬ পত্রে এটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। প্রায় সম্পূর্ণ পুথিটির বিভিন্ন অংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে কারণে প্রথম পৃষ্ঠার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। হাতের লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন। প্রাপ্ত পুথিটি ২০৫ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

যাতে দেখি প্রণতি করিল সর্ব্বজন।
................জজ্ঞ করহ গমন ॥
...............সতি তবে না দিল উত্তর ॥
তথা হতে গেল সতি শিবের গোচর ॥
সরস সংঙ্গিত বন পূর্ব্বের বচন।
...............................রচিল নয়ন ॥ লাচাড়ি ॥
অনুমতি দেয় হর জাইতে বাপের ঘর
জজ্ঞ হোম সব দেখিবার
বাপু মোর পুন্যবান করিব বহুল দান
কন্যা সবে পাইব ব্যবহার
হেমন্ত সিখরে বসি নাহি পারাপরসি
সীমন্ত সিন্দুর দিতে সখি দিনে এক নাহি খাই
দাড়াইতে স্থান নাই বিধি মোক্ষে কৈল জন্ম দুখি

জোড় করি দুই কর সতি বোলে প্রানেশ্বর
চরণে করম নিবদেন জাইতে বাপের ঘর
আজ্ঞা কর প্রানেশ্বর নিসেদ না কর ত্রিলোচন।

শেষ পাঠ:

একঘর ভাঙ্গি ইন্দ্রে গেলো এয়ার ঘর ॥
অবস্য তাহারে আক্ষি দেখাব এহার ফল॥
প্রভু মো ভস্ম কৈল দেব ত্রিপুরারি॥
এবে কেনো ধহ কৈলা পর্ব্বত কুমারি॥
মরমে নাই ষংক্কা বিনে নাই ডর॥
মোর গালি খাইবা দেব ভরিয়া অঞ্চল ॥
রতির করুণা জেন কুকিলে কুহরে॥
সুকবির নয়নে গাহে পাষাণ বিধরে॥ পয়ার॥:॥
রতির করুনা সুনি দেবতা সকলে ॥
রতিরে সান্তাইল সবে অসেষ প্রকারে॥
না কান্দো রতি স্থির কর মন ॥
অখনে মদন সনে পাইবা দরসন।
তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু য়াদি সর্ব্বদেব গন।
করেন সিবের স্তব মদন কারণ ॥
জিয়াইতে কামদেব আজ্ঞা কৈল হরে।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মা আনি.... গোচর ॥
না কর বিলম্ব তুক্ষি চলহ সত্ত্বর॥
কামদেব গঠি দেয় রতির প্রাণেশ্বর ॥
আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা সত্ত্বরে চলিল ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একা.............
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৮।

শিরোনাম:সত্যপীরের পাঁচালি। লেখকের নাম:দ্বিজবর। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:১-৯। লিপিকর:ধর্ম্ম নারায়ণ শর্ম্মন। লিপিসন:১২১৪। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৫.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'দ্বিজবর' রচিত সত্যপীরের পাঁচালির একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা ভালো নয়। ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুথির বামদিকে ছেঁড়া। বিভিন্ন স্থানে লেখা মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তুলট কাগজে লেখা পুথির পৃষ্ঠা গাঢ় তামাটে বর্ণের ও নরম। হাতের লেখা অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন। পংক্তি বিন্যাসেও পুথিটিতে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি ১৯৪ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

নমগনেসায় নম : প্রনমোহ হজরত নামে সত্য পীর ॥
জাহার কারনে সৃষ্টী হইছে অখিল ॥
নিরঞ্জন নাম প্রভু সংসারের সার।
সৌত্য যুগে করিল হিরন্য সংহার ॥
ত্রেতা যুগে বধিলেক রাবন.........॥
যুগে প্রভু কংসকে কৈলা বদ॥
কলি যুগে নিরঞ্জন রহিলা নির্জনে।
সৌত্য পীর নাম ধরি দিলা দরসন ॥
কলি যুগে তান সেবা করে জেহি জনে।
মুস্কিল হাসিল হএ বাড়ে ধনে জনে ॥
কলি যুগে সৌত্যপির আইলা পৃথিভিত।
দারিদ্র বাহ্মণ ঠাই হইল বিধিত।
অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
অন্ন বস্ত্র না যুড়িল ভিক্ষা মাগি খাইল ॥
দিন ২ সেহি বিপ্রে করিয়া মাগন।
আপনার স্ত্রিরি পুত্র করএ পালন ॥

শেষ পাঠ:

সেই হইতে সদাগরের সম্পদ অপার।
পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়িল অপার ॥
ভাবিল দুক্ষিত দ্বিজে পীরের বরণ।
আপদ পড়িলে পীরে করএ সোরন ॥
জে করএ পীরের সিন্নি সক্ষিধান।
তান পদে ভাবে জেবা পাএ পরিত্রান ॥
আক্ষার পাচারী জেবা লিখী........... ।
পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে সম্পদ বাড়এ ॥
ইতি সৌত্য পিরের পাচালী সমাপ্তিআ ॥:॥
আসিলেন সৌত্য পির বসি............॥
সৌত্য পিরের সিন্ন্য হাতে ২ বাটে ॥:॥:॥:॥
তান পদে জেইজন ভক্তি ভাবে থাকে।
অবশ্য পরিত্রান পাইব সে সবেরঃ ইতি সন ১২॥
ইতি স্বাক্ষর শ্রী ধর্ম্ম নারায়ণ..................
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৯/এ।

শিরোনাম:মনিহরণ কৃষ্ণবিজয়। লেখকের নাম:গুনরাজ খান। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৬-১১। লিপিকর: শ্রীধর্ম্মনারায়ণ শর্ম্মন। লিপিসন:১২০৫সাল। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ: ৪৫.৫×১৪.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ৬ থেকে ১১ পৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ গাঢ় তামাটে। প্রথম চার পৃষ্ঠার বামদিকে নিচের অংশ বেশ খানিকটা ছিন্ন এবং শেষের দুই পৃষ্ঠা বামদিকে উপরের অংশ ছিন্ন। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে লেখা মুছে গেছে। পুথিটির হাতের লেখা অসুন্দর এবং অপরিচ্ছন্ন। এটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিপিকৃত। পংক্তি বিন্যাসেও পুথিটিতে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি। কোনো পৃষ্ঠায় বারো পংক্তি কোনো পৃষ্ঠায় এগার পংক্তি আবার কোনো পৃষ্ঠায় দশ পংক্তি করে বিন্যস্ত। পুথিটি ২০৩ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রথম পাঠ:</u>

অনুমান করে সবে এক ঠাই বসি ॥
সুরথের পুত্র অক্রুর........ তনএ ।.
সেই না থাকিলে দেশে বহু দোষ হএ ॥
মাতাএ তাহারে জদি গর্ব্ভেতে ধরিল ।.
দ্বাদশ বৎসর থাকি ভূমিতে পড়িল ॥.
বারানসি করি রাজা না করিল দান ।.
আচম্বিত গর্ভ তবে হৈল সমিধান ॥.
কোটি সিংহ না দেখিল বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে ।.
তবে মাতা সব তান হৈল সুভ ক্ষণে॥.
সুনিয়া গর্ব্ভের কথা রাজাড়ে কহিল ।.
দ্বাদশ বৎ গর্ব্ভে ভূমিতে গড়িল ॥
কৈন্যা রত্ন হইলে কংসসুরে বিদ্যমান ।.
তাহার রূপের কথা নাই সমাধান ॥
আচম্বিত কাসি রায্যে ভাল বিষ্টি হল ॥
নিশ্চিন্ত হল সর্ব্বলোক দুঃখ খণ্ডিল।

<u>শেষ পাঠ:</u>

সত্যভামাতে কহে কৃষ্ণে পরিহাস্য করি।
মোহোরে মির্থাবাদ বোলে সর্ব্বলোক ॥
জেনিবে তু অপবাদ সুনহ কৌতুকে ॥
তিন তালি দিয়া আক্ষি সভারে বলিল ।.
ভাদ্র মাসের চতুর্থি চন্দ্রে মোরে বিড়ম্বিল ॥
হরি তালি............. বলিল শ্রীহরি ॥
সচকিতে থাকিয় লোক চন্দ্র পরিহারি ॥
দেবগতি হএ জদি চন্দ্র দরসন ।.
এহি শব পরস্তাপ করিয় শ্বরণ ॥.
খণ্ডিব সকল দোষ মিথ্যা জে বচন ।.
সত্য ২ বলি আক্ষি সুন সর্ব্বজন ॥
লোক হেতু কথা কহেন শ্রীহরি ।.
জানিয়া থাকিবা লোক........ পরিহরি ॥.
সৌত্য এহি বাক্য কহি সুন সর্ব্বজন ।.

পরলোক হিত লাগি চিন্ত নারায়ণ ॥
গুনরাজ খানে কহে সুনহ সংশারে ।.
সৌত্যভামা জাম্ববতির বিবাহ একবারে ॥
হিত লাগি কহে প্রভু সুন নরগণ ।
নারায়ণ হরি কৃষ্ণ করিয় শ্বরন ॥.
.... গেল আপনা পুরি ।
হরসিতে রহিলেক প্রভু শ্রীহরি॥
ইতি মনিহরণ কৃষ্ণ বিজয় কথা সমাপ্ত ॥
.... সন ১২০৫ মাহে ২১... রোজ মঙ্গলবার
পুস্তক সমাপ্ত বেলা ১এ প্রহস্তিতে ॥
.... লিখিতং স্বাক্ষর শ্রী ধর্ম্মনারায়ণ শর্ম্মন:
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৯/বি ।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণের পুথি । লেখকের নাম:অজ্ঞাত । বিষয়:পাঁচালিকাব্য । পত্রসংখ্যা:১-৯ । লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন:১২০৪ । অসম্পূর্ণ । উপাদান:তুলট কাগজ । অবস্থা: খুব খারাপ । পরিমাপ: ৪৫.৫×১৫.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি ১ থেকে ৯ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি । পুথির অবস্থা খুব খারাপ । প্রথম পৃষ্ঠা থেকে নয় পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতিটি পৃষ্টার বামদিকের উপরের অংশ ছিন্ন। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ গাঢ় তামাটে। কাগজের অবস্থা খুব খারাপ, পৃষ্ঠা অত্যন্ত নরম, বিভিন্ন স্থানে ছিন্ন, বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট বা মুছে গেছে। পংক্তি বিন্যাসেও শৃঙ্খলা নেই। কোনো পৃষ্ঠায় দশ লাইন কোনো পৃষ্ঠায় এগোর লাইন আবার কোনো পৃষ্ঠায় ১২ লাইন রয়েছে। হাতের লেখা অসুন্দর এবং অপরিচ্ছন্ন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি ২০৪ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

নমো গনেশায় । নম কৃষ্ণায়নম ॥ নম গোবিন্দায় নম ।.
প্রণমোহো নারায়ন সৌত্য ভগবান ।
.... দুখণ্ডে পাত্র পরিত্রাণ ।.
প্রণমোহো লক্ষিপতি গড়ুর বাহনে ।.
বৃস বাহন বন্দন দেব পঞ্চাননে ॥
হংস বাহনে বন্দম................ ।.
সিংহ বাহিনি বন্দম দেবি ভগবতি ॥
গজ বাহনে বন্দম সহস্র লোচন ।.
প্রণমোহ ধর্ম্মরাজ মহিষ বাহন....
..... ভক্তি ভাবে প্রণমোহ কমলার পতি ।.
কূর্ম্ম বাহিনি বন্দম দেবি শ্বরস্বতি ॥
গণপতি প্রণমোহ সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা ।
....

....॥
জেন মতে ....হইল সৌত্য নারায়ণ ।
মন দিয়া সুন কহি তাহার বিবরণ ॥
সৌত্য নারায়ণ প্রভু অতি গুন ধাম ।.
হরি জারে নিদারুণ..................॥
অনাথের নাথ প্রভু মহিমা অপার ।.
শময় পড়িলে হরি করিব উদ্ধার ॥

শেষ পাঠ:

সৌত্য নারায়ন প্রভু ভাবে নিরন্তর ॥.
নিশ্চয়ে জাইবা সে জে বৈদ্ধশ্ব নগর ।.
..........সৌত্য সেবা প্রতেক্ষ জানিবা ।.
রোগ সোক মহাপাপ সকল ত্যগিবা ॥.
বৈষ্ণবের প্রতি কৃষ্ণ বড় দয়া কারি ॥.
ভক্তি করি সর্ব্ব জনে বোল হরি ॥
ইতি সৌত্য নারায়নের পাচালি সমাপ্ত ॥
সোনার ঘোড়া রুপার জিন আইলেন ॥
সৌত্য নারায়নের পূজার দিন ।
আসিলেন সৌত্য নারায়ন বসিলেন খাটে
সৌত্য নারায়নের সিন্নি হাতে হাতে বাটে ।.
ইতি সন ১২০৪ চাইর সনের তেকিকৎ মাহে ১৫
শ্রাবণ ঃ॥ঃ

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৮০ ।

শিরোনাম:ইতিহাস পুস্তক। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পৌরাণিক বৃত্তান্ত। পত্রসংখ্যা:১-৩০। লিপিকর: রামশঙ্কর শর্ম্মণ। লিপিসন: ১২১০। সম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ: ৪৪×১৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ২০২ বৎসরের প্রাচীন। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ তামাটে, কাগজ শক্ত। পুথির প্রতিটি পৃষ্ঠারই বামদিকের নিচের অংশ ছিন্ন। বিভিন্ন স্থানে লেখাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। বিভিন্ন পৃষ্ঠার পংক্তি বিন্যাস পদ্ধতি বিভিন্ন। কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১২ লাইন, কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১১ লাইন, আবার কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১০টি করে লাইন রয়েছে। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথিটি পয়ার ছন্দে লিখিত। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে এটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলেই ধারনা করা যায়। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র রয়েছে।

প্রথম পাঠ:

নমোগনেশায় ।. কৃষ্ণ বিনে কলি ভবে গতি নাই আর ।.
.... লইলে হএ ভব সিন্ধু পার ॥
রাম নাম...................হএ য়ন্যমন ।

কোন কালে সেই নরের নাই কত ফল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বোলেতে জাহার হএ মন ।.
ভাল জ্ঞান হইল তার সুন মাহাজন ॥.
যুধিষ্ঠির হেন রাজা নাই পৃথিমিত ।.
অবিরত কৃষ্ণ সঙ্গে জাহার পিরিতি ॥.
ত্রিভূবন কর্ত্তা হরি জগত কারণ ।.
যুধিষ্ঠির পৃয় প্রভু দেব নারায়ণ ॥
জাতি জ্ঞান ভেদ নাই কিবা ছোট বড় ।.
জদি সে ভাবিতে পারে মন করি বড় ॥.

শেষ পাঠ:

জথাএ আছএ রাজা রঘু বংসপতি ।
তথাতে ভরথ গেল কটক সংগতী ॥
রঘুনাথে দেখিলেক ভরথ যাইল ।.
সকল সরির তার রোমাঞ্চ হইল ॥
ভরথ দেখিয়া রাম নামে ভূমিতল ।
দেখাদেখি দুই ভাই কান্দিল বিস্তর ॥
গলাগলি করি কান্দে মুখে মুখাদিয়া ।
বিস্মিত হইল লোক সম্ভ্রোম দেখিয়া ॥
সুন্দমতি ভরত পড়ে পদের উপর ।
পদ্মের উপর জেন পড়এ ভ্রোমর ॥
জঠাএ বান্দিয়া পদ তুলি লইল সিরে ।
তার পাছে কণ্ঠে লইল হৃদএ উপরে ॥
ভরথেরে লক্ষণে করিল নমস্কার ।
ভরতে করিল তানে গৌরব বিস্তার ॥
ভরথের ভক্তি দেখি বিশেষ লক্ষণ ।
অধমুখ হইল সুগৃব বিভিসন ॥
ভক্তি.......... জেবা সুনে ইতিহাস ।
ব্রক্ষ .... পাপ হইব বিনাস ॥
ইতি ইতিহাস পুস্তক সমাপ্ত ।
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি
দোষক ॥...................... । শনিবাসরে সায়ান্যে
সমাপ্ত । সন ১২১০ শ্রী রামশঙ্কর শর্ম্মণঃ
স্বায়াক্ষর মিদং ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৮১ ।

শিরোনাম:কৃষ্ণ অবতার। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:৫। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:খুব খারাপ। পরিমাপ:৪৫×১৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ গাঢ় তামাটে। কাগজের অবস্থা বেশ খারাপ। প্রতিটি পৃষ্ঠারই চারিদিকে ছিন্ন। বিশেষ করে বাম দিকে বেশ খানিকটা অংশ ছিন্ন, ফলে পুথির অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন পৃষ্ঠার মাঝে মাঝে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথম পাঠ:

শ্রীদুর্গা। নমোগনেসায় ঃ
কৃষ্ণ অবতার শুন একমন চিত্তে।.
.... ॥.
...............ছত্রাজিত মহাসএ।.
কৃষ্ণ মিত্র করিয়া জে দ্বারিকা বৈসএ ॥.
আদ্যা প্রেম ....রাধা সুন্দর .... ।.
.... জিনিয়া রূপ রাধা সুরদনি ॥.
সমুদ্রের কুলে ছত্রাজিত নৃপোবর।.
নিরাহারে .... পূজে দ্বাদস বৎসর ॥.
ভক্তজনেরে কৃপা হেন দিবাকর।.
অদিষ্ঠান হৈয়া বোলে মাগি লয় বর ॥
সুর্জ্যের বচনে রাজা .... ।.
জোড় হস্ত করি বোলে প্রণতি করিয়া ॥.

শেষ পাঠ:

সিরের শিন্দুর করএ উর্দ্ধন।.
আছএ তথাতে ....হল ॥
দুই বাহি সখ মোর অধিক দিপ্তি করে।.
কুসলে য়াছএ প্রভু দেব গদাধরে ॥.
উঠ ২ মাও তুক্ষি সুনহ বচন।.
পরিহার করি পূজ চন্ডিকা চরণ ॥.
ভক্তি করি পূজ আজি চন্ডিকা ভবানি।.
বিপদ নাসিনি দুর্গা হরের ঘরিনি ॥.
রুক্মিনি বচনে দেবি স্থির মন হৈয়া।.
পূজিতে লাগিল দেবি প্রণতি করিয়া ॥
শৃষ্ঠি স্থিতি প্রলএর তুক্ষি সে কারণ।.
দুর্গত নাসিনি দুর্গা তুক্ষি বন্ধুজন ॥.
তুক্ষি গিয়া সখা হইয়া .... ।.
তোক্ষার প্রসাদে মাও এ সোক এড়াই ॥.
তথাতে বসুদেব সমুদ্র কুলে গিয়া।.
শ্রাদ্ধ .... বিচারিয়া ॥
রজত কাঞ্চন দান করিল গঙ্গাজলে।.
পীণ্ড তর্পন কৈল সেহ গঙ্গাজলে ॥.
.... ।.

পিণ্ড পাই বল কৃষ্ণের বাড়িল তখনে ৷৷
উঠ ২ মাও তুক্ষি সুনহ বচন।
.... ৷৷
ভক্তি করি পূজ আজি চণ্ডিকা ভবানি।.
বিপদ নাসিনি দূর্গা................৷৷.
.... দেবি স্থির মন হৈয়া।
পূজিতে লাগিল দেবি প্রণতি করিয়া ৷৷

ক্রমিক সংখ্যাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৮২।

শিরোনাম: রামচরিত্র। লেখকের নাম: রামগোপাল। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১৪। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো নয়। পরিমাপ: ৪২.৫×১৪.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিতে রাম চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিধৃত হয়েছে। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো নয়। বিভিন্ন পৃষ্ঠা ছিন্ন এবং পুথির লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একাধিক লিপিকরের লিপিকৃত মনে হয়। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ

নমোগনেশায়:৷৷.......................... ।.
....৷৷
সিতাকে এড়িয়া জাএ মন্ত্রির পমরি।
.... সোন্দরি ৷৷
.... দসরথ উপস্থিত।
প্রণমিল সিতাদেবি পড়িল ভূমিতে ৷৷
দসরথে বোলে মাও সুনহ বচন।.
কথাতে গিয়াছে রাম আক্ষার নন্দন ৷৷
জানকিএ বোলে বাপু তুক্ষি গুণধাম।.
শ্রাদ্ধ দর্ব্ব আনিবারে গেছে রাজা রাম ৷৷.
দশরথে বোলে মাতা অবধান কর।.
....৷৷
কিছু মাত্র আনি মাতা দেয় মোরে মুখে।
ভোজন করিয়া আক্ষি স্বর্গে চলি জাই ৷৷
জানকিএ বোলে বাপুকি দুষ্ক জে নাই।
খেনেক বিলম্ব কর সুনহ গোসাই ৷৷
পুনি আরবার তবে কহে নৃপবর।
খুধাএ আছেন মাতা মোর কলেবর৷৷

শেষ পাঠ:

সুনিয়া মাএর মুক্তি হরিস কারণ।.

নানা বাদ্য করিবারে বলিল বচন ॥
স্বর্গ মর্তে ধ্বনি হইল রামে পাইল ত্রাস ।.
সকল বানর আইল রামের সম্পাস ॥
রামে বোলে বিভিসন সুন মোর বাণি ।
পুত্র পরাজয় বার্ত্তা বাদ্য কেনে সুনি ॥
ইন্দ্রজিত নাহি মরেন যে মোর মন ।.
মাঞা ইন্দ্রজিত .... বধিল লক্ষণ ।
তুমিহ না কহ কথা সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া ।
বুঝিতে না পারি য়াক্ষি রাক্ষসের মাঞা ॥
ত্রস্ত হইয়া বিভিসন বলির বচন ।
এক বাক্য কহি সুন প্রভু নারায়ণ ॥
প্রমাদ পড়িল গোসাঁই সুন কহি সার ।
মহি রাবনের মিত্র য়াছে লঙ্কারধিকার ॥
এবে সে নিস্থার নাহি সুন সর্ব্বজন ।
মহি রাবনের হাতে সভার মরন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০১/A ।

শিরোনাম:বিদ্যাসুন্দাও কাব্য । লেখকের নাম:ভারতচন্দ্র । বিষয়:কাব্য । পত্রসংখ্যা:২৩,২৪,২৫,৩০-৫৩, ৫৫,৫৯-৬৩ । লিপিকর:অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । অসম্পূর্ণ । উপাদান:তুলট কাগজ । অবস্থা: খারাপ । পরিমাপ:৩৭×১২.৮ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি 'ভারতচন্দ্র' রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' । পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ । প্রথম পৃষ্ঠা ছিন্ন, প্রথম পৃষ্ঠার পরেই ২৩নং পৃষ্ঠা । ৫৪ থেকে শেষ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুথির চারপাশ ছেঁড়া । পুথিটি তুলট কাগজে লেখা । কাগজের বর্ণ তামাটে, কাগজ নরম । পুথির কোনো পৃষ্ঠায় নয় লাইন, কোনো পৃষ্ঠায় দশ লাইন এবং কোনো কোনো পৃষ্ঠায় এগার লাইন করে বিধৃত । এটি পয়ার ছন্দে লিখিত । হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন । পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত এবং এটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন পুথি ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের প্রথম পাঠ:

ণা দেখিএ মন : মদনমোহন রূপ ।
থাকে সর্ব্বঠাই : কেহ দেখে নাই :
দেবকী কহী আসি নাই রূপ ।
ভারতের নীধী : মিলাইল বিধি :
না কহিয় ছুপহ ॥ পয়ার ॥
বিদ্যার আস্তাএ সখি সুলোচনা কহে ।
কে তুক্ষি আসীলা কোন দেয় পরিচএ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দক্ষ কিবা নাগ নর ।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দ বোলেন রামা কেন ভাষ ডর ।

দেবতা পদে বল হে দেখ আক্ষি ণর ॥
কাঞ্চিদেস রাজা গুনসিন্ধু মহাসয়ে।
সুন্দ আক্ষার নাম তাহান নএ ॥
আসিআছি তোক্ষার ঠান .... আসে।
বাসা করিয়াছি হিরা মাল্যানীর বাসে ॥

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

আগে হইতে বহু রূপ জানে সুর রাজ।
নাটুআর মত কত সঙ্গে আছে সাজ ॥
রায়ে বোলে কার্য্য সিদ্ধি হইল আক্ষার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদ গণ।
আচার বিচার রিত চরিত্র কেমন ॥
সন্যাসির ভেসে গেলে সাদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব ॥
সাত পাচ ভাবীয়া সন্যাসি ভেস ধরে।
পরচুল জটা সিরে ভশ্ব কলেবরে ॥
করে করে কমন্ডলু ফটিকের মালা।
বিভূতির দলা হাতে কান্দে ব্যঘ্র ছালা ॥
.... ॥
.... ।
.... ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০১/B।

শিরোনাম:ব্যবস্থা কবিতা। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কবিতা। পত্রসংখ্যা:১০। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:২৮×১০.৬ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রথা ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত কাব্য। পুথিটি অসম্পূর্ণ এর প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। যে কারণে গ্রন্থনাম, লেখক ইত্যাদি তথ্যগুলো প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তুলট কাগজে লিখিত পুথির পৃষ্ঠার বর্ণ সাদা, কাগজ শক্ত। ১৩,১৬,১৭ এবং ২০নং পৃষ্ঠাগুলো সম্পূর্ণ, কিন্তু ২৩, ২৪ এবং পত্রাঙ্কবিহীন চারটি পত্র বামদিকে ছিন্ন। পুথির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পংক্তি বিন্যাস বিভিন্ন রকম। কোনো পৃষ্ঠায় নয় লাইন, কোনো পৃষ্ঠায় দশ লাইন, আবার কোনো পৃষ্ঠায় ১২টি করে লাইন বিন্যাস্ত। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। হস্তাক্ষর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের প্রথম পাঠ:

তাহে জনকে জদি জন্ম তনএ।
স্নানয়ন্তে পিতার অস্পর্শ দুর হএ ॥
তবে জনকের তনয়া জন্ময়।
জনকের তাহাতে অস্পর্স দোষ নহে ॥

সুতিকারি মাতাপিতা পরসে য়বস্য।
সুতিকার ওর্দ্ধকাল প্রক্ষক্ত অস্পর্স ৷৷
সপিন্ড বর্গেত জদি সুতিকা পরসে।
শ্নান মাত্র সুদ্ধ হএ কহিল বিশেসে ৷৷
মরণা সৌজেত হএ ঔসজ জাহার।
তাহার অস্পর্স দোষ জান ব্যেবহার ৷৷
সম্পূর্ণ মরণাসৌজ ব্রাক্ষনের তিন।
ক্ষেত্রীয় অস্পর্স দোষ হএ চারিদিন ৷৷
বৈশ্বের অষ্টম দিন জানিয় নিশ্বএ।
দশ দিন শুদ্রের অস্পর্স দোষ হএ ৷৷
একদিন দুই মৃতা ঔসজ ঘটএ।
ঔসজ কাল প্রক্ষক্ত অস্পর্শ দোষ হএ ৷৷
ঔসজে মরিলে সিষু পিতা মাতাদ্বয়।
অসৌজ কাল প্রক্ষক্ত অস্পর্স দোষ হএ ৷৷
পর্সাপর্স দোস এই জানিব বিধান।
খান্ডাসৌজের এক ভাগ অস্পর্স প্রমাণ ৷৷
ঔসজান্তে জ্ঞাতা হৈলে খন্ডাসৌজ হএ।
তাহাতে অস্পর্স দোস নাহিক শংসএ ৷৷
তবে য়ার কহি সুন কর য়বধান।
শ্বহমরণের কিছু কহিব বিধান ৷৷০০৷৷

শেষ পাঠ:

না করে তর্পন তবে ব্রক্ষহ সকল ৷৷
পিতাদি পুরুষ তিন মাতামহ এয়ে।
পিতামহী মাতমহি তিন ২ ছএ ৷৷
প্রথেকে অঞ্জলি তিন দিবেক সভাকার।
ইহাবে একাঞ্জলি দিবে অন্নতরে ৷৷
নোমবস্ত্র কর পাত্র না রাখিবে তিন।
সে তিনে তর্পন বটে রুধির গামিন ৷৷
তর্পন কর‍য়ে জেবা মেঘ খুদ্রদকে।
সে তর্পণ বিফল পাএ পিতৃলোক ৷৷
....।
.... ৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/ক।

শিরোনাম: মহাভারত(আদিপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়: মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৭০-৭৯ এবং পত্রাঙ্কবিহীন ৩টিপত্র। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো নয়। পরিমাপ: ৪৫.৫×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের আদিপর্বের খণ্ডাংশ। এটি তুলট কাগজে লেখা, অবস্থা ভালো নয়। প্রতিটি পৃষ্ঠার চারিদেকে ছিন্ন এবং প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট। কাগজের বর্ণ তামাটে, কাগজ নরম। পুথির প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি করে লাইন রয়েছে। হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন এবং একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। পুথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি বলে এর লেখক, রচনাকাল, লিপিকর, লিপিসন ইত্যাদি তথ্যগুলো পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

ভিস্মের বচন সুনি দ্রোণ উৎসাহ হইল।
বিদুরেহ রাজাতে বিস্তর কহিল।
সুনিয়াজে ধৃতরাষ্ট্রে করিল আদেশ।
আপনে বিদুর জায় দ্রুপদের দেশ।
বধু সমে আন গিয়া পান্ডুর নন্দন।
ৱেহ পুত্র আক্ষার জে হেন দুর্যোধন।
রাজার আদেশ পাইয়া বিদুর সুমতি।
দ্রুপদের সভাতে গেলো সিঘ্রগতি।
দ্রুপদেত কহিলেক রাজার কথন।
বধু .... নাই দেয় পান্ডুর নন্দন।
দ্রুপদে বোলেন যোগ্য সমন্ধ আক্ষার।
কুরু .... পুজিত সংসার।
কুন্তি সমে পঞ্চভাই বধুর সংহতি।
দ্রুপদের আজ্ঞা লই জান সিঘ্রগতি।
বধু সমে কুন্তিদেবি চড়িলেক রথে।
চলিলেক পঞ্চভাই আপনার দেশে।
জত পৌর জনে গিয়া বাটিয়া আনিল।
বধু সমে পঞ্চ রাজার বন্দিল।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/খ।

শিরোনাম: মহাভারত(সভাপর্ব)। লেখকের নাম:ভানু নারায়ণ। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৮১-৮৩,৮৫-৮৮,৯১-৯৩,১০৩-১২০,১২২-১৩২ এবং পত্রাঙ্কবিহীন ১১ পৃষ্ঠা। রচনাকাল:১৫৬২ শকাব্দ। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:৪৪×১৪.২ সে.মি.।

এই পুথিটি অত্যন্ত প্রাচীন। এর রচনাকাল ১৫৬২ শকাব্দ অর্থাৎ (১৫৬২+৭৮)=১৬৪০ খিস্টাব্দে রচিত। প্রাচীনত্বের কারণে পুথির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট। কাগজ নরম। শেষের ১১ পৃষ্ঠা অর্থাৎ পত্রাঙ্কবিহীন ১১ পৃষ্ঠা বিভিন্ন স্থানে ছিন্ন। পুথির কয়েকটি স্থানে ছোট ছোট চিত্র রয়েছে। কাগজের বর্ণ বাদামি। কালো কালিতে লেখা পুঁথিটির হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এর প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি করে লাইন বিন্যস্ত।

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

এক বস্ত্র .... কান্দে উচ্চস্বরে।

দুর্যোধন আদি কুরু হাসয়ে .... ॥
সভাতে দৌপদী দেখি পান্ডব দুঃক্ষিত।
অধমুখে রহিল নাচাহে কোনভিত ॥
দুর্যোধনে .... প্রতিগামি আজ্ঞা করে।
দ্রৌপদিরে সিঘ্র আন সভার ভিতরে ॥
দ্রৌপদিরে সিঘ্র আন দুর্যোধনে কহে।
দ্রৌপদি ....করি প্রতিগামি ভয়ে ॥
রাজার বচনে প্রতিগামি ভয় মনে।
দ্রৌপদিরে কি করিব কহে সভাস্থানে ॥
কি করিতে পারে তা ....।
প্রতিগামি প্রতি রাজা বলিলেক ক্রোধে ॥
দুর্যোধনের ক্রোধ দেখিয়া দুঃসাসনে।
দ্রৌপদি আনিতে জাএ সভা বিদ্যমানে ॥
দুঃসাসনে বোলে সুন পান্ডব মহসি।
পনে পরাজিত হইলা দুর্যোধন দাসি
কমল লোচনি তুক্ষি পান্ডবের তেজ।
কৌরবে পাইল তোক্ষা দুর্যোদন ভেজ্য ॥
দুবাক্য সুনিয়া রামা বড় পাইল ডর।
গান্ধারি সমিপে জাইতে দিল এক নড় ॥
দ্রৌপদি পালাই জাএ দুর্যোধনে রোষে।
নড় দিয়া তখনে ধরিল দির্ঘ কেশে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

প্রণাম করিলা ভিস্ম ....।
বনবাস যুধিষ্টির করিলা পয়ান ॥
জন্মজয় স্থানে কহে বৈসম্পায়ন মুনি।
কুন্তি স্থানে বিদায় করিল যজ্ঞসেনি ॥
যজ্ঞসেনি তুক্ষি পৃথার পদবন্দে।
পরম দুক্ষিত কুন্তি উচ্চস্বরে কান্দে ॥
পৃথার ক্রন্দন সুনি যত কুরু নারি।
সকলে কান্দিল তারা অনুগ্রহ করি ॥
.............যুধিষ্টির বনবাসে জায়ে।
সর্বলোকে দেখিয়া কান্দন্ত উচ্চরায় ॥
এহিমতে পঞ্চভাই হইল অবসেস।
ভানু নারায়ণে কহে মধুকবি সেস ॥
ভারতের পুন্য কথা অমৃত সমান।
এতোধিক ধর্ম্ম নাই পুন্যের আখ্যান ॥
...............সবচেয়ে আপদ জাবে দুর।
ভারত সুনিলে পুন্য বাঢ়রে প্রচুর ॥
ভারত রসের মালা সুনে জেবা গাহে।

ইহলোকে সুখ ভোগ অন্তে স্বর্গ পায়ে ॥ ঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে সভা পর্ব্ব সমাপ্ত ঃ ॥ ঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে .... ॥ ঃ ॥ শকাবা ১৫৬২ সক
শ্রীরাজারামনাথ পুস্তীকা ঃ ॥ ....
.... ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/গ।

শিরোনাম:মহাভারত(বনপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১৩৩-১৩৫,১৩৭-১৪২। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৪৪.২×১৪ সে.মি. ও ৪৩.৭×১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের বনপর্ব। এটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। এর প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। যে কারণে লেখক রচনাকাল, লিপিকর, লিপিসন ইত্যাদি তথ্যগুলোও পাওয়া যায়নি। পুথিটিও অত্যন্ত প্রাচীন। তুলট কাগজে লেখা কাগজের বর্ণ বাদামি, কাগজ নরম ও পাতলা। বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লেখা অস্পষ্ট। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত এবং প্রায় দুইশত বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নঁমোগনেশায় ॥
রাজ্যর বাহির হইল দ্রোপদির শহিত।
কাম্যক বনেত গেল ধম্য পুরোহিত ॥
সেই কাম্য বনেত কহিব কত গুন।
সিংহ বাঘ মহিশ তার নাহি উন ॥
রাক্ষস কিম্রিক নামে বৈশএ তাহাতে।
মনুস্যের গন্ধ পাই আইল সাক্ষ্যাতে ॥
ধর্ম্ম রাজে জিজ্ঞাসিল তুক্ষি কোন জন।
কহিল রাক্ষসি আক্ষি থাকি এহি বন ॥
মোহর বসতি এহি বনের ভিতর।
.... ॥
মোর ভরে পাক্ষি ছাড়িল এহি বন।
কে তুক্ষি সাহশ বড় দেখি পঞ্চজন ॥
রাক্ষস বচনে তবে কহে ধর্ম্মরাজ।
আপন আপনা কথা কহিতে বাসি লাজ ॥
পান্ডব তনয় আক্ষি জনে পঞ্চজন।
অবস্য সুনিছ কুরু বংশের কথন ॥
আক্ষি যুধিষ্টীর ভিম অর্জুন কনিষ্ট।
শহদেব নকুলা যত হোতে কনিস্ট ॥
হাসিয়া রাক্ষসি বোলে বিধিএ মিলাইল।
মনুষ্যর মাস আক্ষি বড় পুন্যে পাইল ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

হেন কালে আইল মার্কণ্ডেয় মহামুনি ॥
মার্কণ্ডেয় সহিতে যত অনেক কথা।
লেখিলে অনেক হএ পাঞ্চালি ব্যবস্থা ॥
হেনমতে কৌতুকে আছএ পঞ্চ ভাই।
যত ধর্ম্ম করয়ে তাহার অন্ত নাই ॥
চরে গিয়া জানাইল রাজা দুর্যোধন।
মনে বড় চিন্তা পাএ কর্ণ দুঃশাসন ॥
তবে কর্ণ দুঃশাসনে শুকনি সংহতি।
মন্ত্রনা কারএ দুর্যোধন পাপমতি ॥
বনবাসে বিপক্ষ সব মলীন বসন্ত।
মাথাএ জড়িত কেস জড়িত পিন্ধন ॥
দেখিআ করিয়ে গীআ নয়নের সুক।
বিপর্জিতে দেখি গীয়া বিপক্ষের সুক ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/ঘ।

শিরোনাম:মহাভারত(বিরাটপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১৪২-১৬৩। রচনাকাল: অজ্ঞাত। লিপিকর: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ: ৪৪.৫× ১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ১৬৬২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৪০(১৬৬২+৭৮) খ্রি: লিপিকৃত। পুথিটি ২৬২ বছরের প্রাচীন। এটি মহাভারতের বিরাট পর্ব। এর প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লিখিত এ পুথির অবস্থা ভালো নয়। কাগজ নরম, প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ছেড়া। প্রাচীনত্বের কারণে অনেক স্থানে লেখা অস্পষ্ট। কাগজের বর্ণ তামাটে। পুথির প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি করে লাইন রয়েছে। প্রাপ্ত পুথিটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

বিরাটের দুহিতা উত্তরা জার নাম।
অভিমন্যে বিহাকেন...............॥
অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণের ভগিনি সুভদ্রা সম্ভন্তি ॥
ভক্তি করি বিরাট কৈন্যা কৈল দান।
সাতসত অশ্ব দিল......... প্রধান ॥
দুই সহস্র হস্তি দিল বসুর.........।
....।
হেনমতে সবান্ধবে কুতুহল মন।
যুধিষ্ঠির নিবসন্ত বিরাট ভবন ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে.............................॥

অভিমন্যু বিবাহ মঙ্গল কুতুহলে।
রজনি বঞ্চিল তবে ....কুতুহলে ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির মধ্যপাঠ:</u>

স্ত্রীবেশ ধরিয়া অর্জুন মহাবির।
রাজার সভাতে গেল উত্তম শরির ॥
সবিশ্বয় পুছন্ত বিরাট নরপতি।
পরিচয় দিলেন্ত অর্জুন মহামতি ॥
নিত্যগিত কুতুহল জানি সর্বকলা।
দৈবে নপুংসক বেস নাম বৃহন্নলা ॥
কুমার কুমারি জত অন্তপুর নারী।
সহিতা পটাইয়া....................॥
সুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত মনে।
তত্তে নপুংশক হেন বুদ্ধিন লক্ষণ।
অন্তঃপুর মধ্যে অর্জুন নিয়োজিল।
উত্তরা কুমারি সাধাইতে আজ্ঞা দিল ॥
অশ্ব বৈদ্য বেশে গেল নন্দন কুমার।
সাবধানে পরিচয় দিল আপনার ॥
অশ্ব চিকিৎসিত আক্ষি জানি ভালো কর্ম্ম।
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/ঙ।

শিরোনাম:মহাভারত(উদ্যোগপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১৬৪-১৭৬। রচনাকাল:অজ্ঞাত। লিপিকর:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:অজ্ঞাত। পরিমাপ: ৪৪×১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের 'উদ্যোগপর্ব'। এটি অসম্পূর্ণ এবং এতে ১৬৪ সংখ্যক পত্র থেকে ১৭৬ সংখ্যক পত্র রয়েছে। পুথির অবস্থা ভালো নয়। পত্রের নিচের দিকে মধ্য অংশ ছেঁড়া। বিভিন্ন স্থানে হাতের লেখা অস্পষ্ট। এর প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি করে পংক্তি রয়েছে। পুথিটি প্রায় দুইশত বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

সমুদ্র সঞ্চরে যেন ভূমির নাচন।
দুর্যোধন দ্বারে আইল সব মহিপাল ॥
যুধিষ্ঠির দ্রুপদ বিরাট নরপতি।
পুরহিত পাঠাই দিল সিঘ্রগতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাত কহিল বহুতর।
ভিস্ম দ্রোণে কৃপে তবে কহিল বিস্তর ॥

উপযুক্ত বচন বুলিয়া সর্বজনে।
কদাচিত.............................॥
পুত্রের অধিক রাজা পুত্রের সম্মতি।
কি করিতে পারে ভিস্ম বিদুর সুমতি ॥
দ্রুপদের পুরোহিত সুক্রের সমান।
হস্তিন পুরেত গেল কুরু বিদ্যমান ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

যুধিষ্ঠিয়ে বলিলেক .... ঠাই।
আক্ষার বচন তাকে বলিয় বুজাই ॥
আপনা কুশল জানি................ ।
হিতাহিত ধর্ম্ম তুক্ষি কভো না গনসী ॥
কীট পিপিলিকা বধ আক্ষার দুস্কর।
নাছড়ক প্রানের কার্য্য জ্ঞাতি সহোদর ॥
তেকারণে চাহিলাম করিবারে সাম।
মাগিয়া পাঠাইল আক্ষি পঞ্চখানি গ্রাম।
তুক্ষি মুঢ়ে না সুনিলে কৃষ্ণের বচন ॥
কুলগ্ন জন্মীলে তুই জ্ঞাতির নিধন।
কালি তবে ফল তুক্ষি দেখিবে নয়নে।
শোদর সহিতে জাইবে যমের সদনে ॥
.... বিস্তর গঞ্জিল কথা সুনি।
পঞ্চ ভাইএ বিস্তর দর্পিল কথা সুনি।
কহিল সক গীয়া.............বচন ॥
সন্যসব সাজায়ন্ত রাজা দুর্যোধন।
আর দিন প্রভাতে শাজিল দুইবন।
সমবায় করি গেলা সমর ভিতর ॥
.... ।
ভারথের পুন্য কথা সুন মতিমন্ত।
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম হরে পরোলোকে তরি ॥
ইতি শ্রী মহাভারথে পাণ্ডব বিজয়ে উদ্যোগ
পর্ব্ব সমাপ্ত ॥০॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/চ।

শিরোনাম:মহাভারত। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৩২। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:খুব খারাপ। পরিমাপ: ৪৪×১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছিন্ন, লেখা অস্পষ্ট। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজের বর্ণ তামাটে, কাগজ নরম। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি করে পংক্তি রয়েছে। এটি অসম্পূর্ণ পুথি হওয়ায়

এবং প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া না যাওয়ায় লেখক, রচনাকাল, লিপিকর, লিপিসন ইত্যাদি তথ্যগুলো পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থা বিবেচনা করে এটি বেশ প্রাচীন পুথি বলা যায়। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। পুথির শেষাংশ ছিন্ন ও জরাজীর্ণ হওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

প্রাপ্ত পুথির পাঠ:

সরমিষ্টা আদি করি যত সব সহচরি
সকল হইছে মোর দাসি মিলিয়া সকল জনে:
সেবা করে রাত্রি দিন নিত্য ২ মোর কাছে....॥
আপনে কে তুক্ষি হও পরিচয় মোরে দেও
কুল সিল জানাও আপনা।
তোক্ষা সম সতিমন্ত্র রূপে গুণেতে জবন্ত
.... নাহিক তুলনা।:। দেবজানি
বাক্য সুনি নৃপতিএ মনে গুনি কথা কহে দিয়া
পরিচয়। নাম মোর জপতি নহুসের সন্তথি
জন্মমোর চন্দ্র বংসয়।:। এত সুনি দেবজানি
সম্বোধিয়া প্রিয় বাণি নৃপতিকে লাগে কহিবারে ॥
তোক্ষাতে মজিল মতি তুক্ষি মোর ধর্ম্মপতি
পরিণয় করয় আক্ষারে ॥১৬॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/ছ।

শিরোনাম:মহাভারত(দ্রোণপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১০৮। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:৪৪×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের 'দ্রোণপর্ব'। পুথির অবস্থা খারাপ। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠার লেখাই অস্পষ্ট। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা, কাগজের বর্ণ বাদামি, কাগজ নরম। পুথির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠারই চারপাশ ছিন্ন তবে শেষের দিকের ২০টি পত্রে সম্পূর্ণরূপেই ছিন্ন ও জরাজীর্ণ। পুথির প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি লাইন লিপিবদ্ধ। পুথিটি অসম্পূর্ণ হওয়ায় এবং প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া না যাওয়ায় এর লেখক রচনাকাল, লিপিকর বা লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এটি প্রায় ২০০ শত বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

চিন্তিয়া কহিলা তবে কর্ণ মহামতি।
দ্রোণাচার্য্য আনিয়া করো সেনাপতি ॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবির ভুবন পূজিত।
তাক সেনাপতি কৈলে মনের বাঞ্চিত ॥
.... ॥
দ্রোণের কহিল গীয়া বিনয় বচন ॥
মহাবির ভিস্ম দেখ উপেক্ষিল রণ।
উপরোধে না মারিল পাণ্ডব নন্দন ॥

সেনাপতি হও তুহ্মি বলে মহাবীর।
সজীবে ধরিয়া দেয় রাজা জুধিষ্ঠির ॥
তবে দ্রোন হাসিয়া বোলন্ত দুর্যোধন।
সজীবে ধরিতে তুহ্মি বোল কি কারণ ॥
তোহ্মার উপেক্ষা যদি যুধিষ্ঠির বধে।
পৃথিবি ভূঞ্জিবা তুহ্মি কেমন অধিকারে।
শত্রু হেন যুধিষ্ঠির জগতে আদরি।
তে কারণে তাহারে অজয় সত্রু বলি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/জ।

শিরোনাম:মহাভারত(শল্যপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:২৮৩-২৯০। রচনাকাল:অজ্ঞাত। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:৪৩.৫×১৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটিতে মহাভারতের 'শল্যপর্বের' ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুথির লিপিকর বা লিপিসন ইত্যাদি তথ্যগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তুলট কাগজে লিখিত পুথিটির পৃষ্ঠার বর্ণ তামাটে, কাগজ নরম। এর অবস্থাও ভালো নয়। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। একে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি বলে ধারণা করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

দেবাসুর সহিতে মনুষ্য যত রথী।
সকল জিনিতে পারম মোহোর সকতি ॥
পান্ডুর নন্দন সব প্রাণে সংহারিমু।
পাঞ্চাল সোমক সকলে মারিমু ॥
হেন ব্যূহ করিমু অভেদ্য বিবরণ।
জাহারে ভেদিতে নারে দেবাসুর গণ ॥
শল্যের শুনিয়া হেন দর্প অতিরেক।
সহরিষে সেনাপতি হইল অভিষেক ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

....

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/ঝ।

শিরোনাম: মহাভারত(গদাপর্ব,সৌপ্তিকপর্ব,ঐশিকপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্র সংখ্যা:২৯১-৩০২। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ: ৩৪.৫×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের তিনটি পর্ব (গদাপর্ব,সৌপ্তিকপর্ব ও ঐশিকপর্ব) বিধৃত হয়েছে। পুথির অবস্থা ভালো নয়। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার চারপাশে ছিন্ন। ২৯২ সংখ্যক পৃষ্ঠার মাঝখানে গোলাকৃতিভাবে ছিন্ন। কালো কালিতে লেখা পুথিটির বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট। বিশেষ করে ২৯১, ২৯২ ও ২৯৩ সংখ্যক পৃষ্ঠার লেখা খুবই অস্পষ্ট। পুথির লাইনবিন্যাসও বিভিন্ন রকম। কোনো পৃষ্ঠার ১৩ লাইন, আবার কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১৪ লাইনও রয়েছে। সম্পূর্ণ পুথিটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

সুনি উল্লসিত রাজা ব্যাধের বচন।
বাসুদেব সহিত চলিল ততক্ষণ ॥
পাইল ২ করি উঠে কোলাহল।
সোমক পাঞ্চাসগণ সাজিল সকল ॥
গজরাজি ধ্বজ রথ পদাতিক বহুল।
নানা বাদ্য বাজএ সুনিএ হুলস্থুল ॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া বেড়িল সকল।
কৃষ্ণেত বোলন্ত যুধিষ্ঠির মহাবল ॥
দুর্যোধন শক্তি দেখ দেবের সমান।
মহা হ্রদে স্তম্ভিলেক সলিল বিদ্যমান ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠঃ

দ্রৌপদি বলিল গুরু পুত্র গুরুজন।
উচিত করিল দেব রাখেলা জীবন ॥
রাজার সিরেত বান্ধ মহামুনি।
এ বলিয়া উঠিলেক পান্ডব ঘরিনী ॥
গুরুর .... করে মনি মাথাতে বান্ধিলা।
দেবির .... তবে বচন রাখিল :
এত দুরে ঐসিক পর্বাজ সমাধান।
তার পাছে স্ত্রী পর্ব কথা সমিধান ॥
ভারথের পুন্য কথা সুনে পুন্যবন্ত।
পদে ২ কতুক পুণ্যের নাহি অন্ত ॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল।
বিজয় পান্ডব সুনি মন কুতুহল ॥
ইতি ঐশিক পর্ব্ব সমাপ্ত ॥ শ্রী হরি হরি।
শ্রীরাম : রাম : রাম : ॥ :::

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০২/ঞ।

শিরোনাম: মহাভারত (স্ত্রীপর্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়: মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৩০৩-৩১২। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:৪৫.৫×১৩.৫ সে.মি.।

৪৫.৫×১৩.৫ সে.মি. আয়তনের এই পুথিটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। এটির বিষয়বস্তু মহাভারতের স্ত্রী পর্ব। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত, এর কাগজ মোটা ও বাদামী বর্ণের। পুথিটি লিখিত হয়েছে কালো কালিতে। এর অবস্থা ভালো নয়। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার চারপাশে ছিন্ন। ৩০৮ থেকে ৩১২ সংখ্যক পৃষ্ঠার অবস্থা বেশ খারাপ। এর প্রতি পৃষ্ঠার লাইন বিন্যাস একরকম নয়। কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১১ লাইন, কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১২ লাইন, আবার কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১৩ লাইন করে বিন্যস্ত। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত বলে অনুমান করা যায়। এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পান্ডুলিপি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

দির্ঘ ছন্দ ॥ ০ ॥
দুর্য্যোধন মৌন যবে সঞ্চয়ে কহন্ত তবে
ধৃতরাষ্ট্রে শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত আকাসেত চন্দ্রপাত
কর্ণ যেন রুন্ধিল নির্ঘাত ॥
সকল পৃথিবী পতি অস্ত্রে শস্ত্রে মহামতী
বলে ইন্দ্র রুদ্র সম শর।
হেন পুত্র যার মরে সে কহে পরাণ ধরে
ধন্য ২ পরামায়ু বল ॥
শুনিল পুত্রের শোক পড়িল অমাত্য লোক
স্তব্ধ রূপে আছিল নিমেষে ॥
বায়ুভঙ্গ যেন তরু নৃপতি জগত গুরু
আছাড়ি পড়িল মহীদেশ ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠঃ</u>

শুনিল গান্ধারি দেবি স্বামির আদেস।
বধুসব লৈয়া চলে কুরুক্ষেত্র দেশ ॥
অন্তঃপুরে উঠিলেক ক্রন্দনের রোল।
প্রলয় সাগরে যেন উঠিল কল্লোল ॥
ঘরে ২ মহারোল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দএ সর্ব্বজন ॥
চন্দ্রে সূর্যে না দেখিল জে সব সুন্দরি।
ভূমিত পড়িয়া কান্দে এক বস্ত্র ধরি ॥
সামান্য মনুষ্য সব দেখেন্ত তাহক।
কেমতে সহিতে পারি দুক্ষিতি বিলাপ।
এক বস্ত্র ধরি তবে রাজ পাটেশ্বরি।
পুরি হোতে ধায়ন্ত জে হা হা প্রভু করি ॥
শ্বেত গিরি গুহা হোতে জেন পাইল ত্রাস।
সিংহের বণিতা ধাএ জীবন নৈরাশ ॥
গলাগলি করি সব পড়িয়া কানন্তি।
হা হা পতি করি সব ভূমিত পড়ন্তি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১০৮/জে।

শিরোনাম: ইন্দ্রজাল বিদ্যা। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:স্মৃতি। পত্রসংখ্যা:৪। রচনাকাল:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৮×৯ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটিতে লেখা সুন্দর ও কারুকার্যময় করার বিভিন্ন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথির অবস্থা ভালো, কাগজ পাতলা ও বাদামী বর্ণের। হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় ডানদিকে সামান্য অংশ ছেঁড়া। ফলে ডানদিকে প্রতিটি লাইনে একটি অথবা দুটি শব্দ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পুথিটিতে দু'রকমের হাতের লেখা দেখা যায়। দুইটি পৃষ্ঠায় হাতের লেখার আকৃতি ক্ষুদ্র এবং পৃষ্ঠায় লাইনের সংখ্যা ৮। অপর দুই পৃষ্ঠায় হাতের লেখার আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড় এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ৬টি করে লাইন। এ থেকে বলা যায় পুথিটি দুইজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

ওঁনমো নিরায়: ॥ স্বর্ণবৎ করিবার প্রকরণ ॥
কিঞ্চিৎ উত্তম গন্ধক চূর্ণ করিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া
পর্ব্বতের গুহার জল সিদ্ধ করিবে ঐ জল উষ্ম
থাকতে ২ গন্ধক চূর্ন একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবে
এবং অর্দ্ধ ছটাক ব্রাগুন্সব্লাড নামক বস্তু
তাহাতে দিবে তদ্বারা উত্তম রূপে সিদ্ধ হইলে
নামাইয়া উত্তম বস্ত্রের দ্বারা ছাকিয়া ঐ জল
মেটবাস নামক বস্তুর পাত্রে চালন করিবে
পশ্চাৎ যিনি যে ধাতুতে সুবর্ণবৎ করিবার
ইচ্ছুক হইবেন তাহা ঐ জলের সহিত এক
পাত্রে সিদ্ধ করিলে ঐ ধাতু সুবর্ণবৎ হইবেক ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

মেরিগোল্ড অর্থাৎ গাঁদা পুষ্প ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম
দিবস পর্যন্ত অতি উত্তম ছিরকায় ভিজাইয়া রাখিবে
পরে তাহার দ্রবে নির্গত করিয়া বোতনে পূর্ণ
করিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করিবে। পূর্ব্বোক্ত লেখা
দৃশ্য করনার্থ স্পঞ্জ দ্বারা ঐ পুষ্পের আরকের
সহিত মোচন করিলে উত্তম রূপে দৃশ্য হইবে।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১২৪/বি।

শিরোনাম:বিষ্ণুচক্র মাহাত্ম। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:স্তোত্র। পত্রসংখ্যা:৪। রচনাকাল:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৪৪×১১.৫ সে.মি.।

চার পৃষ্ঠার এটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। এতে লেখক, রচনাকাল, লিপিকাল ইত্যাদি কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত পুথির অবস্থা ভালো। তবে পৃষ্ঠার নিচের অংশে লেখার বাইরে কিছুটা অংশ ছেঁড়া। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি আনুমানিক ১৭৫ বছরের প্রাচীন। কাগজ পাতলা ও নরম। কাগজের বর্ণ বাদামী এটি কালো কালিতে লেখা।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীকৃষ্ণায়নম: ॥ ধম্বন্তরিয়েনম:॥ৼ॥
ওঁনমোঁনমোঁশূলপানি নমোঁ দেব হরি।
নমোঁ দেব সঙ্কর দেবর অধিকারি ॥
মন্ত্র..............সেবি চরণ তুমার।
হ্রিদয়ত স্থিতি মোর হয়োক সঙ্কর।
নমোঁনমোঁ পার্ব্বতি দেবী ভগবতি।
প্রসন্ন হয়ো মোর অধমোক প্রতি।
নমোঁনমোঁ গণনাথ..........ইশ্বর।
তুমার প্রনাম করো জুড়ি জোর কর।
প্রণামহোঁ জগতর ইশ্বর হ্রিষিকেশ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ধনবিড়া পাটবিড়া দুইক মুক্ষ করি বার বিড়ার মায়ক কাটি মারো।
পুনর্ব্বার চক্র মুঞি প্রহারণ করো।
হরিচন্দ্রক মুক্ষ করি দশক্ষে এর মায়া কাটি মারোঁ।
পুনর্ব্বার চক্র মুঞি প্রহারণ করোঁ।
গোজক্ষক আদি করি আরার জক্ষক মায়া কাটি মারোঁ।
পুনর্ব্বার চক্র মুঞি প্রহারণ করোঁ।
....।
....।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১২৪/সি।

শিরোনাম:কাব্য। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২। রচনাকাল:অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। উপকরণ:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:১৯.৫×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ১২৪/সি নং পুথিটি দুই পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা বেশ ভালো। পুথির অবস্থা ও হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটিকে বেশ আধুনিককালের বলে মনে হয়। তবে পুথিতে লেখক, লিপিকর বা লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্ত পুথির পাঠ:

কেমন করে এমন ছেলে মা হইএ বিদায় দিয়েছে ॥
সে কেমন কঠিন রমনি বেচেঁ আছে কিনা আছে ॥
আমরা তো পর নারি ফিরে ঘরে জেতে নারি

মরি ২ আহা মরি বিধির মনে কিনা আছে ॥
দুটি ভাইয়ের জুগল করে বান্ধন বাজন চরে
ভদ্র কালীর ঘরে করে পূজার আয়জন। দেখে
এলাম এইমাত্র পরাইএছে রক্তবস্ত্র আর
নএছে তিক্ষ্ণ অস্ত্র বলী দিবেন কালীর
কাছে-ইতি ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ অংশ:

কুহু কুহু কি সুরব শুনী এই।
কুঞ্জে ২ খঞ্জ ২ গুঞ্জেবর ধনী গুঞ্জে ২
জিনি মত্ত গজ গমন ধির: মদে মহা
মত্ত মলয়া বির : গমন গমন ধির
......................................॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১২৬।

শিরোনাম:রামায়ণ(সুন্দরাকাণ্ড)। লেখকের নাম:অদ্ভুতাচার্য্য। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-১০৬। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৮.৬×১১.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড। অদ্ভুতাচার্য্য লিখিত পুথিটি অসম্পূর্ণ। পুথির অবস্থা ভালো, তবে প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যখানে এবং চারিপাশে কিছুটা ছেঁড়া। ৭০ থেকে ৭৫ পৃষ্ঠা উপরের অংশ সামান্য অংশ পোকায় কাঁটা এবং ১০৩ পৃষ্ঠা থেকে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশ ছেঁড়া ও পোকায় কাটা। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজ পাতলা ও বাদামি বর্ণের। হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর। এতে কোনো পৃষ্ঠায় ৮টি করে লাইন এবং কোনো পৃষ্ঠায় ৯টি করে লাইন লিপিবদ্ধ। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

৭ নমগনেসায় ॥ নমসরেস্বতি ॥ রাম° লক্ষণ° পুস্তক°
রঘুবর° সিতাপতির সুন্দর কান্ডস্থ°
করুণাময়°..............................
....
বাল্মীক প্রসাদে হইল রামায়ণ প্রচার ॥ অদ্ভুত ॥
অদ্ভুত আচার্য্যের মুখে বুঝীল সংসার ॥
প্রণমহো রামচন্দ্রের চরণ ॥
জে রাম স্বরনে হয় দুঃখ বিমোচন ॥
দেবের দেবতা প্রভু নারায়ণ ॥
জিবের জিবন রাম রাজিব লোচন ॥
দেবের দেবতা রাম বিধির বিধাতা ॥
ত্রৈলোক্য বিজই প্রভু সুখ মোক্ষ দাতা ॥

দেবগণ মুনিগন করিয়া বিচার ॥
দস অবতারের মোক্ষ রাম অবতার ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

মহারাজা দশরথ বিদিত সংসারে।
পড়িল দানব সব রাজার সমরে ॥
দানব মারিয়া রাজা ঘায়ে জর জর।
দেখিয়া............ হৈল দেব পুরন্দর ॥
সকল দেবতা আইল রাজা দেখিবার।
ইন্দ্রবোলে কোন বস্তু করি ব্যবহার ॥
রাজাক কৌতুক দিল দেব অধিকারী ॥
তাহার মহিমা মিত্তা কহিতে না পারী।
পৃথিবীর দুল্লভ দেবের আগোচর।
হেন মুনি দান দিল দেব পুরন্দর।
অন্নরাজি রাজাক থুইল দেবগণ।
সুখে কেলি করে ইন্দ্র অমরা ভূবন।
দাব দানব মারিয়া রাজা আইল নিজ ঘরে।
এহি মতে কথো দিন সুখে কেলি করে।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১৪৬/N।

শিরোনাম:বিষঝাড়া মন্ত্র। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মন্ত্র। পত্রসংখ্যা:২। রচনাকাল:অজ্ঞাত। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৭×৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিতে বিষঝাড়া মন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। কাগজ পাতলা ও শক্ত। এটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। অবস্থা বিচার করে এটিকে বেশ প্রাচীন বলে মনে হয় না।

<u>প্রাপ্ত পুথির পাঠ:</u>

বুধা বুধা ক্ষুবান চুরাবান কাট্যা করি খান খান
পান গোছিয়া বান কাটি অর্জুরের বরে
ছয়কুড়ি ছয় বাণ কাটি মহাদেবের বরে
সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞা ধুবিনির বর
বেদ ছেদ কুজ্ঞান পরিয়া দুরবার এইজন
পড়ায় অমুকের পঞ্চপ্রাণ রক্ষাকর
এইজন পরার্থ অজয় অমর ॥১॥
ডুব২ পাটের ডোব সিন্ধু মুখে পাইলাম চোর
হেট ছাড়িয়া উজান জায় অষ্ট নাগের
মাথা খায় এই তোল পরে ঈশ্বর মহাদেবের

জটা ছিড়িয়া ভূমিত পরে দুহাই অমলশ্বহ ॥১॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১৫৩/এফ।

শিরোনাম: হাড়মাল া(হরগৌরী সংবাদ)। লেখকের নাম: দ্বিজশত্রুঘ্ন। বিষয়: তন্ত্র। পত্রসংখ্যা: ১-১০। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণ। লিপিসন:১১৯৫ সন। উপকরণ: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩৮.৭×৮.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ১৫৩/এফ সংখ্যক পুথিটি দ্বিজ শত্রুঘ্ন রচিত হাড়মালা। পুথির বিষয়বস্তু তন্ত্র। ১ থেকে ১০ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির উপাদান তুলট কাগজ এবং এর অবস্থা ভালো। প্রাপ্ত পুথির লিপিকর একজন এবং এটি ২১৫ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

৭ ওঁ নমগনেশায়। অথ হাড়মালা লিক্ষতে ॥
প্রণমহ নিরাঞ্জন এক বাব ভার।
জাতি জনম নাহি সিব জনে হার ॥
তাহাতে জনমিল অংস বিষ্ণু অবতার।
শ্রষ্টির কারণে জন্ম হইল ব্রহ্মার ॥
সিব শক্তির জন্ম অনন্ত কারণ।
জাহার কারণে নিম্মল হয মন ॥
বিদ্যুত প্রভাবে কহয়ে হর গৌরী।
জ্যোতির্ম্ময় রূপ নিরখিতে নারি ॥
সুক্ষ রূপ সাধকে নিরখিতে নারে।
এহি সে কারণে স্থুল ভারয়ে সংসারে ॥
সুনহ ভূবন জন হয়া এক মনে।
জোগ সাস্ত্র পাচালি রচিল দ্বিজ শত্রুঘনে ॥
এককালে হর গৌরী কৈলাস শিখরে।
নন্দি আদি দেবগণে নানা...... করে ॥
পার্ব্বতি বোলেন তুমি সুনহ প্রাণনাথ।
হাড়মালা দেখি কেনে তোমার লালাত ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জত সব কর্ম্ম জোগ কহিল তোমারে ॥
আস্তে ২ অভ্যাসে করিবা.............. ॥
কাক চুক্ষ মুখ করি .... করিবা পালন।
তাহাৎ নিশ্বরে জল করিবা ভক্ষণ ॥
জল পানে হস্তি হয়েত সিতলা ॥
কর্ম্ম যোগ রস দেবি কহিল সকল ॥
.... নিদ্রা কার দড়কার।

ইহার অভ্যাসে দেবি জমলোক তরি ॥
নিয়ম তাহার করিবা ....মনে ॥
.... জ্ঞান করিবা দিনে ২ ॥
নিরবধি চিন্তিবা আপনার মন ॥
সংসারেত মন দিলে না হব তরণ ॥
ইহা জানি.........................॥
ক্ষেমা না দিলে মন না হয় সিদ্ধি জোগ ॥
দান ধর্ম্ম দয়া করিবা সর্ব্বক্ষণ॥
দান বিনে কলি যুগে না হয়ে...........॥
.... পরম ধর্ম্ম ক্ষেমা দান শার।
কর্ম্ম জোগ কহিল দেবি মুকতি সবার ॥
হরগৌরি দোহার বন্দিয়া চরণ ॥
হরগৌরির.........................॥
ইতি হরগৌরি সম্বাদ সমাপ্ত ॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং স্বাক্ষরং
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণ ॥................॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১৫৩/P/ঘ।

শিরোনাম: খনার বচন। লেখকের নাম: খনা। বিষয় :জ্যোতিষ। পত্রসংখ্যা:১। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপকরণ:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২৭×৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত ১৫৩/P/ঘ সংখ্যক পুথিটির প্রতিপাদ্য বিষয় খনার বচন। জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্পর্কিত খনার বচন এই পুথিটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথিটির লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লখ পাওয়া যায়নি। মিল পেপারে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির পাঠ:

খনা
এদিগে কুগা ওদিকে কুগা মধ্য কোষ্ঠীতে ছেদা যোগা॥
ত্রিভূবনে তার না জায় বাখা । অবশ্য .... তার খায়
কাকা ॥১॥ বাপে পুতে এক ঘরে মিলন। গলায়
দড়ি গাছে মরণ ॥২॥ লগ্নের আগে যাহার পাপ।
মারে জননী পিড়ে পাপ ॥৩॥ কাণা খোঁড়া যে ঘরে
বসে । তাহার কোষ্ঠীত না কর আস। লগ্নের সপ্তম
না দেখে সুযে। তাহার কোষ্ঠী ফেলাও গুয়ে ॥৪॥
বাপে পুতে একী ঠাঁই। লগ্নের অষ্টম বাহু পাই।
দৈবের বাপে তাক না রাখে। অবশ্য খায় বনের বাঘে ॥৫॥
বাপের ঘর পুতে দেখে। গণ গর্ব্বিত কিছু না
বাখে ॥৬॥ পুতে ঘর দেখে বাপে। এ জন্যে তাক
খায় শাপে ॥৭॥ বিশা শুকা না দেখে জারে।

বাসের আগে শুকায় তবে। যদি হয় বাসর তাত।
তবু খায় নীচের ভাত ॥৮॥ মেসে বধি বৃষে নাশি
মকরে মঙ্গল তুঙ্গ প্রকাশি।.........................
....॥৯॥
মেষে বৃষে থাকে চান্দ। লক্ষী বান্ধিতে পাতে
ফাদ ॥১০॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ১৮৯/সি।

শিরোনাম: চিকিৎসাসংগ্রহ। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়: চিকিৎসাশাস্ত্র। পত্রসংখ্যা: ৯। রচনাকাল: অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। উপকরণ: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৪৪.৫×১১.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটিতে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এবং বিভিন্ন রোগের ঔষধ প্রস্তুত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথিটি অসম্পূর্ণ এর প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। যে কারণে গ্রন্থনাম, লেখক, রচনাকাল, লিপিকর, লিপিসন ইত্যাদি তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তুলট কাগজে লিখিত পুথিটির পৃষ্ঠার বর্ণ বাদামী, কাগজ নরম। প্রথম দিকের ২ পৃষ্ঠার ডান দিকের কাগজ কিছুটা অংশ ছিন্ন এবং লেখাও কিছুটা অস্পষ্ট। অন্যান্য পৃষ্ঠাও কয়েকটি স্থানে লেখা অস্পষ্ট। পুথিটির প্রতি পৃষ্ঠায় ৭টি করে লাইন বিন্যস্ত। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত, হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন। এটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন পুথি বলে অনুমান করা যায়। পুথিটিতে কিছু সংস্কৃত শ্লোকও সংযুক্ত হয়েছে।

প্রাপ্ত পুথির পাঠ:

অথ পাণ্ডুর ঔষধ ১।১। তৈল পাক ॥১॥ খোড়ঞ্চে ১
ভূমিকুমড় ১ কুমড় ১ পাটালিগুড় ১কলিচকারি ১।
কটুতৈল এহি সকল একত্র করিয়া পাক করিয়া
দিবেক॥ ১। অথ মাইড়া প্রতিকার ১।১।
পানের নিসা ১ চিকিগুড় ১ পাপুড়ি খয়ের ১
জঙ্গি হরিতকি ১ লঙ্গ ১ ফেটকারি
১ ওতিয়া ১....... চারফল ১ এ সকল মর্জন
করিয়া ঘায়ে দিবেক ॥ অথ হিক নাসাসৌধ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২০০/I

শিরোনাম: বর্ষপঞ্জী। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয় :জ্যোতিষ। পত্রসংখ্যা: ১। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ২৫×২৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের খণ্ডাংশ। এটি অসম্পূর্ণ। এর প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজ লিখিত পুথির পৃষ্ঠার বর্ণ হালকা বাদামী কাগজ শক্ত। এটি ২৫X২৮ সে.মি. এর একটি

কাগজ, তবে কাগজটি ভাঁজ করে কয়েকটি পৃষ্ঠায় রূপান্তর করা হয়েছে। পুথিটি প্রায় ১৭৫ বছরের প্রাচীন।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২০৩।

শিরোনাম: শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। লেখকের নাম: শ্রীজীবন। বিষয়: বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা: ১-১০। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ২৭.৪×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের নৌকা খণ্ড। ১ থেকে ১০পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ । তুলট কাগজে লিখিত পুথিটির পৃষ্ঠাবর্ণ হালকা বাদামী, এর কাগজ নরম। পুথির অবস্থা ভালো, হাতের লেখা স্পষ্ট, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটির লাইন বিন্যাস হয়েছে তিনটি প্যারায়। প্রতি প্যারায় ৩টি করে লাইন রয়েছে এবং এভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টি করে লাইন। পৃষ্ঠার বাম পাশে ছোট ছোট ফুলের চিত্র রয়েছে।
পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারা এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মধ্যখানের লেখা অস্পষ্ট। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী শ্রী হরে কৃষ্ণ। অথো নৌকা খণ্ড লিক্ষতে।
গোপীরে করিতে পার: ছলে কৃষ্ণ কর্ণধার:
হয়্যা জদি রহিলে আপনি ।
জানিয়া প্রভুর ছল: জমুনা অগাদ জল:
অতি বেগে বহে তরঙ্কিনে।
মোথুরাতে গোপ নারি: কিনা করি:
শভেবলে চল জাই ঘর:
জাইতে অনেক দুর: আছে কৃষ্ণ ভাণু পুর:
বেলা হৈল ত্রিতিও প্রহর।
বুড়ি বলে চল শভে: বিলম্ভ না কর তবে:
এতবোলি গমন তুরিত:
পোরি হাষ্য শোক্ষি শঙ্গে: হাশিতে খেলিতে রসে
জমুনার কুলে উপনিত।
জমুনার জল দেখি: গোপী বলে আগো শোক্ষি:
আজি বোড় বিপরিত হয়।
মোথুরা গমন কালে জাই এক আঠুজলে:
আশীতে শকল জলোময়।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

হাশীআ বড়াই বলে .... থাক তুমি।
আজি করার জত কোড়ি খাইলাম আমী।
এত বোলি গোপী লয়্যা কোরিল গমন।
নিশা সুক্ষে গোপীগণ পাইল ভূবন।

শীতলা বেণু সুনি ধায় তাত গোপী গণ।
নিশা সুক্ষে গোপীগন পাইল ভূবন।
পথে চালাইয়া ধেনু আইশে নারায়ণ।
কিষ্ণের দেক্ষী গোপীগণ হইল আনন্দ।
ভূবণে গমন পুন কোরিল গোবিন্দ।
জেই জনে শুনে এই নৌকার প্রশঙ্গ।
সুখে পার হয়্যা জায় জলোধী তরঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত রোচিত গীত রোচিল জীবন।
শ্রবণে কষ্টক নাশ বৈকুণ্ঠ গমন।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২০৪।

শিরোনাম: চৈতন্যমঙ্গল। লেখকের নাম: কবিরাজ ঘোষ। বিষয়: বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা: ২-৫। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: ১২৭৩ সন। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৪১.৩×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবিরাজ ঘোষ রচিত চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের অংশ। পুথিটির প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থা ভালো। তবে ১৩নং পৃষ্ঠার বাম অংশ ছিন্ন এবং ১৪নং পৃষ্ঠার মধ্যভাগে দুটি অংশে দুটো ফুটো রয়েছে। পুথিটি তুলট কাগজে রচিত, কাগজের বর্ণ হালকা বাদামী, কাগজ শক্ত। পুথির লাইন বিন্যাসে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় ভিন্নতা রয়েছে। কোনো পৃষ্ঠায় পংক্তি ৩+৩+৩ প্যারায় কোনো পৃষ্ঠায় পংক্তি ৩+৩+২, আবার কোন পৃষ্ঠায় ৪+২+৩ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত হয়েছে। এটি ১৩৬ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথিটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী হরি ॥ ভাগবত আদী জত শকলি শিক্ষীল ॥
সেসব পড়ীয়া নিমাই........রহে ঘরে: ॥
অবদুতের সঙ্গ পায়্যা শদাই বিধরে: ॥
পোড়িয়া শকল গ্রন্থ অঙ্গরাগ ভেল: ॥
নাপীতে ডাকিয়া গোরা কেশ মুন্ডাইল: ॥
শকল মুণ্ডায়া কেশনি শিকা রাক্ষীল: ॥
পাঠচক্র তেজি ডোর কোপিন পোড়িল-
নানা আভরন তবে তারে ফেলাইল: ॥
আনিয়া তুলশীর মালা গোয়ে তুলাইল: ॥
রত্ন ঝারির জল দুর কৌল তাতে: ॥

প্রাপ্ত গ্রন্থের শেষ পাঠ:

কহে কোবিরাজ ঘোশ শ্রী গুরু চরণে:।
চেতন্য নিত্তানন্দ বিনে কিছু নাই মনে: ॥
অপরাধ খেমা প্রভু কোরিবে আমার: ॥
নিজচিত্ত শমপীর্থ চরণে তুমার: ॥

ক্রিপাকর একরা বোষ্টম গোশাই: ॥
ভবশিন্দু তরাইতে আর কেহ নাই: ॥
শ্রীগুরু চরণে মোর শমপীথমন: ॥
শংপূর্ণ হইল নিমাই চান্দের উপাক্ষ্যান: ।
চৈতন্য নিত্ত্যানন্দ বিনে আর নাই গতি: ।
এইরূপে জন্মে ২ রোহু মোতি:
কোবিরাজ ঘোষ বলে গোবিন্দসুমরণ: ॥
শংপূর্ণ হইল নিমাই চান্দের উপক্ষ্যান: ।
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২০৫ ।

শিরোনাম: চৈতন্যভাগবত । লেখকের নাম:বৃন্দাবন দাস । বিষয়: বৈষ্ণবকাব্য । পত্রসংখ্যা: ১-৪৭,১-৭৪, ১-৪৭ । লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন: ১২০৭ সাল । অসম্পূর্ণ । উপাদান: তুলট কাগজ । অবস্থা: ভালো । পরিমাপ: ৪৩.৫×১৯.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি 'বৃন্দাবন দাস' রচিত 'চৈতন্য ভাগবত' । পুথিটির শেষাংশ পাওয়া যায়নি । পুথির অবস্থা ভালো । সম্পূর্ণ পুথির মধ্যে মধ্যে লাল কালিতে সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে । তুলট কাগজে লিখিত পুথির কাগজের বর্ণ বাদামি, কাগজ শক্ত । পুথিটিতে কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১৮ লাইন এবং কোন পৃষ্ঠায় ১৯ লাইন বিন্যস্ত হয়েছে । পুথি লিপিসন ১২০৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ এটি ২০৩ বছরের প্রাচীন পুথি ।

<u>প্রথম খণ্ডের প্রথম পাঠ:</u>

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় ॥
আজানুলম্বিত.........কনকাবদাতৌ সংকীর্ত্তনৌক পিতরে ।
....
....
....
শৃষ্টী স্থিতি প্রলয় ....জত গুণ ।
জার দৃষ্টীপাতে হয় জায় পুন: পুন ॥
অদ্বিতিয় রূপ সত্ত অনাদি মহত্ত ।
তথাপি অনন্ত হয় কে বুঝে সে তত্ত্ব ॥
শুদ্ধ সত্ত মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুনায় ।
....॥
জাহার তরঙ্গসিখি সিংহ মহাবলি ।
নিজজন মন রঞ্জে হই কুতুহলি ॥
জে অনন্ত নামের শ্রবন সংকীত্তণে ।
জে তেমতে কেহ নাঞি বলে জে তে জনে ॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে ।
অতয়েব বৈষ্ণব নাছাড়ে প্রভু তানে ॥
শেষ বিনে সংসারের গতি নাহি আনে ।

অনন্তের নামে সর্ব্ব জীব উদ্ধাররনে ॥
অনন্ত প্রিথিবি গিরি সমুদ্র সহিতে।
জি প্রভু ধরেন সিরে পালন করিতে।

মধ্যখণ্ডের শেষ পাঠ:

বিবিধ বিলাপ সভে করিতে লাগিলা ॥
নিদারুন নিসি পোহাইল গোপীনাথ।
বলিয়া কান্দেন সভে সিরে দিয়া হাত ॥
না দেখিয়া সে স্ত্রী মুখ বঞ্চিবা কেমনে।
কিনা কার্য্যয়েন আর পাপিষ্ঠ জিবনে ॥
আচম্বিতে ফেলাইল যেন বজ্রপাত।
গড়াগড়ি জায় কেহ করে আত্মঘাত ॥
সম্বরন নহে ভক্ত গনের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন ॥
জে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সে আসি ডুবিল মহা বিরহ সাগরে ॥
কান্দে২ ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্রজন।
.....................................॥
ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্য খণ্ডে সষ্ট বিংশতি
অত্যায়॥ ২৬॥ *॥*॥*॥*॥

অন্ত্যখণ্ডের প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায়নম ॥
....
....
শেষ খণ্ড কথা ভাই সুন য়েক মনে।
লিলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা জেমনে ॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধিশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভুর .... নগর ॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কির্ত্তন ॥
বোল২ বুলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগীলা সব ভৃত্য ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২০৭।

শিরোনাম: শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। লেখকের নাম: কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বিষয়: জীবনীকাব্য। পত্রসংখ্যা: আদিখণ্ড ১-৪৬,মধ্যখণ্ড ১-১১৭,অন্তখণ্ড ১-৬৫। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: মধ্যখণ্ড-১৬৭২শকাব্দ, অন্তখণ্ড-১৬৭৪ শকাব্দ। সম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ:৪০.২×১৩ সে.মি.।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রাপ্ত পুথিটি ৪০.২×১৩ সে.মি. আয়তনের তুলট কাগজে লিখিত। কাগজ মোটা শক্ত এবং বাদামী বর্ণের। কালি উজ্জ্বল কালো। প্রাপ্ত পুথিটির প্রথমে এবং বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ হয়েছে। সম্পূর্ণ পুথিটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো আদি,মধ্য ও অন্ত্যলীলায় বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ড বা আদি লীলায় ১-৪৬ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড বা মধ্য লীলায় ১-১১৭ পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় খণ্ড বা অন্ত্যলীলায় ১-৬৫ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত। পুথির আদি লীলার লিপিসন পাওয়া যায়নি, মধ্যলীলার লিপিসন ১৬৭২ শকাব্দ অর্থাৎ (১৬৭২+৭৮)=১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং মধ্যলীলার পুথিটি ২৫২ বছরের প্রাচীন। অন্ত্য লীলার লিপিসন ১৬৭৪ শকাব্দ অর্থাৎ (১৬৭৪+৭৮)=১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ। অন্ত্যলীলা পুথিটি ২৫০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির আদি খণ্ডে প্রথম অংশের পাঠ:

ভক্ত আদি কৈল ক্রমে সভার বন্দন।
এ সবের বন্দন সব সুভের কারণ ॥
এক শ্লোকে করেন সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকে শ্লোকের কারণ্যে পুন বিশেষ বন্দন ॥ তথাহি ॥
বন্দে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহৃদিতৌ।
গৌড়ো দয়ে পুস্পবন্তৌ পত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥
ব্রজে জে বিহার পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলারাম।
কোটী চন্দ্র সূর্য্য জার দুহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতেরে হইঞা সদয়।
গৌড় দেশে পূর্ণ শৌলে করেন উদয় ॥
শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য আর শ্রী নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সব জগত আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র যেন হরে জগত অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিঞা করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমনাশ করে কৈল বস্তু তবে দান।

প্রাপ্ত পুথির মধ্য খণ্ডের শেষ পাঠ:

শ্র চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত ভক্তবৃন্দ আর জত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সভার চরণ করি শিরোভূষণ যাহা হইতে অভিষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীবচরণ সিরে ধরি যার করো আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বত চৈতন্যচরিতামৃত কহো........দীন কৃষ্ণ দাস ॥*॥
.... ।
....॥
ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে কাশীবাসে

বৈষ্ণব করণং পুন লীলাচল গমনঞ্চ নাম পঞ্চ
বিংশতিতম : পরিচ্ছেদ ॥*॥২৫॥*॥*॥
সমাপ্ত............মধ্য খণ্ড॥*॥ঃঃঃঃঃঃঃঃ॥ শকাব্দ ১৬৭২॥
সন ১১৫৭ সাল ॥...

অন্ত্য খণ্ডের প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রীরাধা কৃষ্ণ চরণে শরণং ॥*॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেত করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলার বর্ণনা কিছু সুন ভক্তগণ ॥
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্য সূত্রের গান।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপে করিঞাছি বর্ণন ॥
পূর্ব্ব লিলাচলে সূত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লেখি যে বিস্তারে ॥
বৃন্দাবন হইতে প্রভু লিলাচলে আইলা।
স্বরূপ গোসাঞি গৌড়ের বার্তা পাঠাইলা ॥
শুনে শচী আনন্দিত সব ভক্তগণ।
সভে মেলি লীলাচলে করিলা গমন ॥

অন্ত্যখণ্ডের শেষ পাঠ:

সব শ্রোতাগণের করোঁ চরণ বন্দন।
যাহার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ ॥
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন সুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ জলপান ॥
শ্রোতার পাদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা অমৃত পিয়াও যাএ পরিশ্রম ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥*॥*॥০॥
ইতি শ্রী চৈতন্য চারিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা
শ্লোকাথাস্বাদনং নাম বিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥
॥॥ঃঃঃঃঃঃঃঃ॥. সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীচৈতন্য
চরিতামৃত গ্রন্থ ॥ আদি খণ্ড মধ্যখণ্ড অন্তখণ্ড ॥*॥
ঃঃঃঃঃঃঃঃ ॥ কনের্গতাব্দা ॥ ৮৪৫৩ ॥ বৎসর ॥
শকাব্দ ১৬৭৪ ॥ সন ১১৫৯ সন ॥ মাহ ২৯ আশ্বীন
পঞ্চমী বৃহসপতিবার ॥ মহামহা দূর্ভিক্ষ ॥
স্বাক্ষর মিদং শ্রীভুবন দত্ত নাম নরাধম সাং বাষুদেবপুর
পরগণে চেওয়া ॥ ॥ গ্রন্থ অধ্যয়ন শ্রী দেবীদাস
পোতদার সাং ননদহ পরগণে চেওয়া ॥ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ॥
॥ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ॥॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২০৮।

শিরোনাম: ভাগবত(দ্বাদশস্কন্ধ)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়: পুরাণ। পত্রসংখ্যা: ১-৩২। রচনাকাল: অজ্ঞাত। লিপিকর: শ্রীস্বরূপ দাস। লিপিসন: ১৭৫৫শকাব্দ। অসম্পূর্ণ। উপাদান: কলের কাগজ(Mill Paper)। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ২৭.৫×১৩.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ভাগবত পুরাণের দ্বাদশস্কন্দ। এর লিপিকাল ১৭৫৫ শকাব্দ অর্থাৎ (১৭৫৫+৭৮)=১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ। কলের কাগজে লিখিত পুথিটির অবস্থা ভালো, কাগজ পাতলা, কাগজের বর্ণ হালকা বাদামি। প্রতি পৃষ্ঠায় তিনটি স্তবকে ভাগ করে এক এক স্তবকে ৫ লাইন+৬ লাইন+৫ লাইন, অথবা ৫ লাইন+৫ লাইন+৬ লাইন এভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন এবং পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণাখ্যাং নম ঃ ॥
দশশতদল পদ্ম কার্ণিকার মাঝে।
যাহার চরণ পদ্ম সতত বিরাজে ॥
দ্বিভূজ শরত শশী জিনিঞা বরণ।
বরাভয় দাতা শুক্ল বশন ভূশন ॥
যাহার দয়ায় ঘুচে অজ্ঞান তিমির।
তাহার চরণ বন্দো লোটাইয়া শির ॥
ব্রহ্মার রুদ্রেন্দ্র আদি যত দেবগণ।
দিব্য স্তবে স্তুতি করে যারে অনুক্ষণ ॥
সাঙ্গো পাঙ্গ পদ ক্রম যতো পনিষাদ।
সামগ ব্রাহ্মণ গণে করে যার পাদ ॥
ধ্যানে ধৈর্য্য করি চিত্ত বসিয়া নিশ্চলে।
হৃদয়ে দেখয়ে যারে যোগীন্দ্র সকলে ॥
সূরা শূরগণ যার অন্ত নাহি পান।
সেই দেবে প্রণমহুঁ হয়্যা সাবধান ॥

শেষ পাঠ:

উপলব্ধি মাত্র যেই ভগবত ধাম।
সুরশ্রেষ্ঠ সনাতন তাহারে প্রণাম ॥
সমুখে নিভৃত হয়্যাছেন যার চিত্ত ॥
তাহা হৈতে অন্যভাব হয়্যাছে ব্যুদস্ত ॥
অজিত রুচির লীলা সার আকর্ষিয়া।
দয়া করি পরীক্ষিত কৈল বিস্তারিয়া ॥
অখিলের দুঃখ হন্তা সেই ব্যাস সুত।
তার পদপদ্মে মোর প্রণাম বহুত ॥
দ্বাদশ স্কন্ধেতে এই প্রতি সংক্রমন।
কহিলেন সূত শুনিলেন মুনিগণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পদে চিত্ত রাখিয়া সদায়।
হরিসুধা তরঙ্গিণী সনাতনে গায় ॥
ইতি শ্রী ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায় ঃ॥১২॥*

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২০৯।

শিরোনাম: মহাভারত(আদিপর্ব)। লেখকের নাম: কাশীদাস। বিষয়: মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৩০৫। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: ১২৩৫ সাল। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩৮×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কাশীদাস রচিত মহাভারতের আদিপর্ব। পুথির প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে আরম্ভ এবং পুথির মধ্যে মধ্যেও সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে। সম্পূর্ণ পুথির অবস্থা ভালো তবে কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট। শেষ দিকে ৩০০ থেকে ৩০৭ পৃষ্ঠার অবস্থা বেশ খারাপ। বিভিন্ন পৃষ্ঠায় ছোট ছোট ছিদ্র রয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টি করে পঙ্‌ক্তি বিধৃত হয়েছে। তবে শেষের দিকে কয়েকটি পৃষ্ঠায় ১০ এবং ১১ লাইনের সন্নিবেশ ঘটেছে। প্রাপ্ত মহাভারত পুথিটির লিপিকর একজন। এটি ১৭৬ বৎসরের প্রাচীন পুথি।

<u>প্রাপ্ত পুথির থেকে পাঠ:</u>

দেখিয়া প্রমতি পুত্র আনন্দিত হৈল।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরূ ক্রোধে তত:ক্ষণে।
মারিব ভুজঙ্গ জত দেখিব নএ্রানে ॥
হাতে দন্ড ফিরে কুরূ সর্প অন্যাসনে ॥
মারিল অনেক সর্প নাহয় গনণে ॥
একদিন ভ্রমে কুরূ অরর্ণ ভিতরে।
দেখিল ধন্ডুক শর্প অতি ভয়ঙ্করে ॥
শর্প দেখি দন্ড লয়্যা জায় মারিবারে।
দেখিয়া ধন্ডুক ডাকি বলে উচ্চস্বরে ॥
কিদোশ করিছে আমি তোমার সদনে।
অহিংশক জনেরে হিংশহ কি কারণে ॥
কুরূ বলে গুণাগুণ নাহিক বিচার।
শর্প পাল্যে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
ধন্ডুক বলেন আমি নামমাত্র সাপ।
অহিংশকে হিংশি জে জন্ময় মহাপাপ ॥
জিজ্ঞাসিল কুরূ তুমি হও কোন জনে ॥
কুরূবাক্য শুনি সর্প বোল ততক্ষণে ॥
ধন্ডুক বলেন আমি মুনির কুমার।
চিত্রসেন নামে সখা আছীল আমার ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

বর দিয়া নিজালয়ে গেলা হতাশন।
আনন্দীত হইয়া চলিলা তিনজন ॥

পূর্ণ্যকথা ভারথের সুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লিলা আর পাণ্ডব চরিত্র ॥
ব্যাশবির চিতচিত্র ভারথ সুন্দর।
.....................................॥
এই কথা কহি য়ামি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার ॥
ইন্দ্রানি নামেতে গ্রাম পূর্ব্ব পরস্থীতি:
দ্বাদশ তিথীতে বৈশে গঙ্গা ভাগিরথি ॥
কাএস্ত নামেতে জন্ম বাশসিংহ গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাঙ্কর নাম ॥
তশ্যজ কমলা .... কিষ্ণদাশ পিতা।
কিষ্ণদাশাত্মজ গদাধর জেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
কাশিদাশ কহে ....জনের চরণে।
....॥
সুজন রশিক জন সুধা সিন্ধু কত।
এতদূরে আদি পর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥ ঃঃঃঃঃঃঃঃ ।১২৩১ । ঃঃঃঃঃঃঃঃ
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোশ নাস্থীক:
.....................................॥
.....................................॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২১০।

শিরোনাম: বিদ্যাসুন্দর। লেখকের নাম: ভারতচন্দ্র। বিষয়: কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৩১। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। উপাদান: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩৬×১২.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি ভারতচন্দ্ররায়গুণাকর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এটি অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিদ্যাসুন্দরের অংশ। পুথির অবস্থা বেশ ভালো। তুলট কাগজে রচিত এর কাগজের বর্ণ হলুদ এবং কাগজ শক্ত। পুথিটি কালো কালিতে লিখিত। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০টি করে লাইন লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটি পয়ার ছন্দে রচিত। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলে ধারনা করা যায়। এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

শ্রী শ্রী কৃষ্ণজী: ॥
অথ বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ লিক্ষতে:।
জসোর নগরে ধাম: প্রতাপ আদিত্ত নাম:
মহারাজা বঙ্গজ কাএস্ত:।
নাহি মানে পাতসায়: কেহ নাহি আটে তায়:
ভয় জত ভূপতি শ্রীরত্ন: ॥

বরপুত্র ভদানির: প্রিয়ত্তম প্রীখিবীর:
..................................॥
....
....................................॥
তারি খুড়া মহাকায়: আছিল বসন্তরায়:
রাজা তারে সবংশে কাটীল: ॥
তার বেটা শেচুয়ার: রানি বাচাইল তায়:
জাহাগিরে সেই জানাইল: ॥
ক্রোধ হইল পাতসায়: বান্ধি আরইতে তায়:
রাজা মানসিংহে পাঠাইল: ॥
বাইস লস্কার সঙ্গে কচু রাএ লয়্যা রঙ্গে:
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল: ॥
কেবল জয়ের দুত: সঙ্গে জত রাজপুত:
নানাজাতি মগোল পাঠান: ॥
নদি বন এড়াইল: নানা দেশ বেড়াইআ:
উপনিত হইল বর্দ্ধমান: ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সুজন নগর পায়্যা: আগু পাছু নাহি চায়্যা:
য়াপুনি করিনু প্রীতি কি দুসিব তারে ॥.
লোকে হৈল জানাজানি: সখি গনে কানাকানি:
য়াপনারে জিয়া এত সহিতে কে পারে: ।
জায়জদি জাতি কুল: কে চাহে তাহার মুন:
ভারথে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে জাকে:॥পয়া॥

এইরূপে ধুর্ত্তপনা করিআ সুন্দর: ।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর:॥
গর্ব্ভবতি হৈল কন্যা দুই তিন মাস:॥
....:
....:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২১২ ।

শিরোনাম: রতিশাস্ত্র। লেখকের নাম: অজ্ঞাত। বিষয়: শাস্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-৫। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: সূর্য মোহর মাইতি। লিপিসন: ১২৩৩ বঙ্গাব্দ। উপকরণ: মিলপেপার। অবস্থা: ভালো । পরিমাপ: ৪০.৫×১০.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত রতিশাস্ত্র কাব্যটি তুলট কাগজে লিখিত একটি অসম্পূর্ণ পুথি। কাগজের বর্ণ ধূসর এবং কালির বর্ণ কালো। পৃষ্ঠার বামপাশে এবং নিচে কাগজ খুব খারাপ। প্রাপ্ত পুথির কোনো কোনো পৃষ্ঠায় নয় লাইন

এবং কোনো কোনো পৃষ্ঠায় দশ লাইন করে লিপিবদ্ধ। পুথিটির লিপিকর একজন। প্রাপ্ত পুথিটি ১৭৮ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রামজী শ্বরণঃ ॥
অথো রোতি শাস্ত্র পালা লিক্ষ্যতেঃ ॥
জন্মে জয় বলে মুনি কহ অতঃপর।
গাগ্র মুনি বলে রাজা সুনহ উত্তরঃ ॥
মুনি বলে সুনহ ন্রিপতি জক্ষ জয় ঃ।
পুরাণ প্রমাণ কথা কোহিব নিশ্চয় ঃ ॥
শ্রী পুরুশের লক্ষ্যন অনুম্যান সুনঃ।
শকল কোহিব রাজা সুনহ আপনঃ ॥
শোশক মৃিগ বৃিশ তস্য চারি জাতিঃ।
জেমন প্রকার হয়ে সুন তার রিতিঃ ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

গাগ্র মুনি কথা এই জে কোরিবে বখান:।
জন্মে ২ নাহি পষু তাহার শমান: ॥
ইতি শ্রী রতি শাস্ত্র সমাপ্ত: জথা দিষ্ট
তথা লিখিত: লিখক ক্যায় দোশ না ধরিবেন
এ পুস্তক শ্রী সূর্য্য মহন মাইতির হস্ত অক্ষর
জানিবেন। ইতি সন ১২৩৩ বারশত
তেত্রিশ সাল তারিখ ১১ মাহ ফালগুন
রোজ বুধবার বেলা তিনঘড়ির শময় সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২১৪।

শিরোনাম: সত্যপীরের পাঁচালি (গলাকাটাফ্যাস্যারার পালা)। লেখকের নাম: রসময় কবিরাজ। বিষয়: পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:১-১৭। রচনাকাল: অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। লিপিকর: দীনবন্ধু আচার্য্য। লিপিসন:১২৬৪ সন। উপকরণ: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩৪×১১.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত ২১৪নং পুথিটি রসময় কবিরাজ রচিত 'সত্যপীরের পাঁচালি'। ১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। ৮নং পৃষ্ঠার লেখা অংশ কাগজ মূল কাগজ থেকে উঠে গেছে। ১২ থেকে ১৭ নং পৃষ্ঠার কাগজের বর্ণ কালচে ধূসর। ১২ এবং ১৩নং পৃষ্ঠার অবস্থা বেশ খারাপ। পৃষ্ঠার নিচের ও উপরের অংশ ছিন্ন। ১৪ থেকে ১৭নং পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র। পুথিটির লিপিকর একজন। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। প্রাপ্ত পুথিটি ১৪৭ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরামজী অথগলাকাটা ফ্যাস্যারার পালা লিক্ষত্যে।.

একি .... সুন সভে পিরের কাম্বাম।.
সাদরে সুনিলে তার সিদ্ধ হয় কাম।.
অপুত্রির পুত্র হয় নিধন্যার ধন।.
বানিজ্য কিফতে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥.
হারামরা পায় জেই মানা অসিরিনি।.
অতএব কোহি তার সুনহ কাহিনি: ॥.
মুরারি দত্তের পুত্র নাম জয়ধর।.
চিত্রসেন রাজা সেই কাঞ্চননগর ॥.
সুন তার সমাচার পরম সাদরে।.
চামর চন্দন নাই রাজার মন্দিরে ॥.
কোটালে আনিঞা রাজা সাধুরে আনিল।.
পাটতেনে জাহবোলি অনুমতি দিল ॥.
সদাই কোরিবে পুজা সোত্ত্য নারায়ন।.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

চামর চন্দন লঞা দিলো রাজা পাসে।.
রাজাকে কোহিল সব সমাচার সেসে ॥.
রত্নশীঙ্গ দেস হৈতে আইনু এখন।.
অতএবো করিবো পুজা সোত্ত্য ণারাঅন ॥.
তিরদীআ চারি পাসে কোরিল আস্থানা।.
সীরনি দিলেন পীরে খুসী সর্ব্বজনো ॥.
একো মনে সুনে জেবা পীরের কাম্বাম।.
দীর্ব্ব গুনে জক্ষে তার সীদ্ধ হয কাম ॥.
সোত্ত্য নারাঅন পালা কোরিল রাজন।.
জয়ধর মাতা পিতায় কৈল্যসম্বাসন ॥.
সবাই তোরিল পূজা শোত্ত্যনারাঅন।.
রসমঅ বলে হরি বলো সর্ব্বজন ॥.
১৩@৭১৩ লিখিতং শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
সাকিন খরবাকপুর তাপ বলরাম পুর
পরগনে খড়কপুর ইতি শন ১২৬৪ সাল
১২ চৈত্র দুই পহরের পর সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২১৫।

শিরোনাম: ফ্যাসারার পালা বা সত্যপীরের পাঁচালি। লেখকের নাম:শঙ্কর। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:২-২৩ । রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীজাদচরণ। লিপিসন: ১২৪৪ সাল। উপকরণ: মিল পেপার (Mill Paper)। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৩৮.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটির প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে পাঠ শুরু হয়েছে। কলের কাগজে (Mill Paper) লিখিত পাণ্ডুলিপিটির কাগজের বর্ণ হালকা বাদামী। পাণ্ডুলিপিটি কালো কালিতে লেখা। পুথির কাগজ পরিচ্ছন্ন নয় এবং বিভিন্ন পৃষ্ঠায় কালো কালো কালিতে হিজিবিজি দাগ কাটা। পৃষ্ঠার চারপাশে কালো বর্ণ হয়ে গেছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, পাণ্ডুলিপিটি কোনো স্যাতস্যাতে স্থানে ছিল বা পানি পড়ে কাগজ ড্যাম হয়ে গেছে। ২১ এবং ২২নং পৃষ্ঠার অবস্থা বেশ খারাপ। পাণ্ডুলিপিটিতে কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ৯ লাইন, কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ১০ লাইন করে লিপিবদ্ধ। এটি ১৬৫ বছরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পাণ্ডুলিপিটি দু'জন লিপিকরের লিপিকৃত বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রামজী:॥
হেনকালে সভে.........কাছে দাণ্ডাইল ।.
মদনের সমাচার কোহিতে লাগিল ॥.
হরিনামের মালা বুড়া দুরে পেলাইআ ।.
দড়বড় খোড়ি নিল গনণা কোরিআ ॥.
হরি সবিধানে ভ্রমে পাতিলেন খোড়ি ।.
সকল সুসার দেখে কিছু নাই দেড়ি ॥.
মদন তাহার নাম জানিলো গননে: ।.
সাত মানিক লোআ জায় আস্তানা কারণে:॥
গোবিন্দ ভোজন নামে সাখ্যক হইলো: ।.
ঘরের রো........ আপুনি গোবিন্দ ধন দিলো:॥:

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এক মনে ভজে জেবা বাবা সোত্য পিরি:॥
বোন্দিসালে খুল্যা পড়ে হাতের জিঞ্জির:॥
সুন সভে বিরাদরে সি পিরের কল্বাম: ।
সত্য নারাঅনের পায় হাজার সাল্যাম: ।
সত্য নারাঅনের পাঅ জার থাকে আস: ।
অবোস্য পাইবে সেই বোইকুণ্ঠে:॥
.... ।
ভাগবত পুরাণে..........................
সমাপ্ত হৈইল পুজা গাইল সংকর ॥
বদন ভোরিআ.......................॥
ইতি মনহর ফাস্যারার পালা সমাপ্ত হইল:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২১৬।

শিরোনাম: জৈমিনি ভারত। লেখকের নাম: অনন্তমিশ্র। বিষয়: পুরাণ। পত্রসংখ্যা: ৪-১৫১। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। উপকরণ: তুলট কাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ: ৪১.৫×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ৪-১৫১ পৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পুথি। তুলট কাগজ লিখিত পুথির কাগজের বর্ণ হালকা ধূসর। কাগজ শক্ত, মোটা ও ভাঁজ করা। ৪নং পৃষ্ঠা থেকে ৭৬নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজের ঠিক মাঝখানের অংশ পোকায় কাটা ও ছেঁড়া। ফলে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠারই কিছু শব্দ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপির লেখা বিন্যাস পদ্ধতিও দুই রকম। কিছু পৃষ্ঠার লেখা টানা, আবার কয়েকটি পৃষ্ঠার লেখা ৩+২+৩ পদ্ধতিতে। এ কারণে পুথিটি একাধিক লিপিকরের লিপিকৃত বলে ধারণা করা যায়। পুথিটি প্রায় ১৭৫ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

বিষ্ণু সখা তব মতি: করিল বিবিধ স্তুতি: দণ্ডবত কৃষ্ণের চরণে ।.
পক্ষাকট মৃগ জোনী: জন্ম কর্ম্ম বন্ধ জিনী: তব ভক্তি নহে বিহরনে ॥
নকুল বোভান মনে: কৃষ্ণের গমন সুনে: পূটাঞ্জলী বলিছে কাতরে ।.
ইন্দ্র রুদ্র প্রজাপতি: এই সুখেনাহি মতি: তবভক্তি মাগী নিরন্তরে ॥.
সহদেব মাগে বর: ছাড়িয়া.........কর: বর দেহ কৃষ্ণ মহাসয় ।.
আপন দুস্কৃত কর্ম্ম: জথা তথা হয়ে জন্ম : তব ভক্তি থাকুক হৃদয় ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

কনক পুতলি সিতা আনিল বিদ্যমান ॥
পূর্ণাহুতি দিল জজ্ঞে পড়ে বেদ ধ্বনি।
তিন ভার শ্বর্ণদিআ তোসে একমুনি ॥
কোটি ধেনু দিল তথা দক্ষিণা শহিত।
শ্বর্ণ শৃঙ্গ রূপ্য.......... চামর ভূসিত ॥
.... কহস্তি দিল মদ সর্ব্বক্ষন ॥
এক লক্ষ্য অশ্ব দিল প্রখর গমন ॥
ভিক্ষুক নিত্ত .... প্রিয়জন।
মনোরথ পূর্ণ করি দিল তারে ধন ॥
বাল্মিক চলিতে চলে সব মুনি গণ।
যজ্ঞ শাঙ্গ হৈল হৃষ্ট হৈল দেবগন ॥
জয় মুনি ভারথ কথা পোথার বিধান।
মিশ্র অনন্ত ভনে লব কুশ উপাক্ষান ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২১৭।

শিরোনাম:শতস্কন্ধরাবণবধ। লেখকেরনাম:কৃর্ত্তিবাস। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:২-১৪। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীঅভয়চরণ পটলা। লিপিসন:১২২৬ সাল। উপকরণ:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৪০×১১.৬ সে.মি.।

প্রাপ্ত গ্রন্থটি কৃর্ত্তিবাস রচিত 'অদ্ভুত রামায়ণ' গ্রন্থের অংশবিশেষ। পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। কাগজের বর্ণ হালকা বাদামি, কাগজ শক্ত ও ভাঁজ করা। পুথির প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। যে কারণে পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে দুইটি পৃষ্ঠায় ৮ লাইন করে লিপিবদ্ধ এবং অন্যান্য সব পৃষ্ঠায় ৯ লাইন করে লিপিবদ্ধ। এটি ১৮৩ বছরের প্রাচীন পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

আর না করিয় প্রভু এমন প্রকাশ ।.
না জায় অরণ্যে প্রভু সতকন্ধের প্রকাশ ॥.
পূর্ব্বের বিস্তান্ত কথা সুন নারায়ণ ।.
জেরূপে আমার জন্ম তারথ ভূবন ॥.
মিথিলার ইশ্বর জনেক মহারাজ ।.
ধর্ম্মেক ধার্ম্মিক বড় সর্ব্ব গুণে তেজ ॥.
অজোনি সম্ভাবা আমি জন্ম ভূমি চাশে ।.
আমারে পাইয়া রাজা কন্যা বলি পুশে ॥.
জমদগ্নীর পুত্র পরশুরাম বলিয়া জান ।.
মোর বাপের গ্রীহে থুয়া গেল ধনুক খান ॥.
তিন কোটী পাটে রাখে শিবের ধনুক ।.
ধনুক দেখিয়া পণ করিল জনক ॥.
এই ধনুকে জেবা গুন দিতে পারে ।.
সিতা নামে কন্যা মোর সেই বিভা করে ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

দেখিয়া সিতার রূপ চিন্তেন রঘুনাথ ।.
ভক্তিতে চিন্তেন রাম জোড় করি হাথ ॥
প্রণাম করিবেন রাম চিন্তেন মনে মনে ।.
মূর্তি তেজি পূর্ব্ব অঙ্গ করিল স্থাপন ॥.
হাসিয়া বসিল সিতা রামের বাম পাসে ।
অদ্ভুত আচার্জ্য কথা গায় কির্ত্তিবাসে॥*॥
শ্রী শ্রী রাম চন্দ্রায়নম ।. শ্রী অদ্ভুত রামায়ণ
সাঙ্গতার্থ ॥ সাক্ষর শ্রী অভয় চরণ পটলা একত্র
পুস্তক শ্রী আনন্দ লাল পটলা একের পুস্তক
জে হরণ করিয়া লাইবেক তাহাকে শ্রী শ্রী
রাম দুহায় ॥ জথা দিষ্টীত তথা লিখিত
লিখোকো দোস নাস্তীক ।. ভিমস্বামি.......
..........................॥ ইতি সন ১২২৬ সন
তাং ৭ মাহ কার্ত্তিক রোজ বুধবার বেলা তিতিয়
প্রহরের সময় সমাপ্ত ॥ঃঃঃঃঃঃঃঃঃ*॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২১৮।

শিরোনাম:গোবিন্দমঙ্গল। লেখকের নাম:দুঃখীশ্যাম দাস। বিষয়:বৈষ্ণব কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২৫,২৭-২৮৯ । রচনাকাল:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীসিতারাম বসু। লিপিসন:১৮২০খ্রিঃ। উপকরণ:তুলট কাগজ । অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৭×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণে রচিত গোবিন্দমঙ্গল কাব্য। তুলট কাগজে লিখিত পুথির অবস্থা ভালো। তবে শেষের দু'টি পৃষ্ঠা অর্থাৎ ২৮০ এবং ২৮১ নং পৃষ্ঠা দুটির অবস্থা ভালো নয়। পৃষ্ঠার বাম পাশে ছেঁড়া এবং কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট। কাগজের বর্ণ হালকা বাদামী কাগজভাঁজ করা। পুথিটি কালো কালিতে লেখা, লিপিকরের হস্তাক্ষর মোটামুটি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। পুথিটিতে কোনো পৃষ্ঠায় ৮ লাইন কোনো পৃষ্ঠায় ৯ লাইন করে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত। পুথিটি ১৮২ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী গুরুবেনম: ৷ শ্রী শ্রী কৃষ্ণায়নম:৷
অথো গোবিন্দ মঙ্গল পুস্তক লিক্ষতে:৷৷
প্রনমহ নারায়ণ: আনন্দ নিধন ধন: পরম পুরুষ কৃপা নিধি: ।
পতিত পাবন নাম: ত্রিভূবন অনুপাম: দিন দাতা দয়ার অবধি:৷
অখিল ভূবন মাঝে: কৃষ্ণ হেন কেবা আছে: বিধি তাত না পায় ধেয়ানে: ।
নারদ অজ্ঞান হৈয়া: বিনা জন্ত্র হাথে লৈয়া: অন্ত নাহি ঝুরএ নয়ানে:৷৷

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এক ভাবে ভজ প্রাণে দেব নারায়ণ: ।
ভব কুম্ভ পাকে জেন না হয় গমন :৷৷
.........ভক্তি হইলে হবে গোবিন্দের জন: ।
মনুস্য দেহের সার ভজ নারায়ণ:৷৷
কোন কালে না পাইবে হরি হেন.........৷৷
কৃষ্ণ ভজ হেলায় তরিবে ভব সিন্ধু:৷৷
কৃষ্ণ ২ বলিবা বারে নাঞি চাই ধন: ।
কৃষ্ণ ভজ সব্বত্রে পাইবে..............:৷৷
হেন প্রভূ না পাইবে অখিল ভূবনে: ।
ভজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সুচি ভক্তি মনে:৷৷
হরির হইয়া সুক হিত চিন্তি মনে:৷৷
....
প্রভুর চরণে জার জন্মিবেন বিশ্বাস: ।
....:৷৷
দুখি স্যাম দাস বলে আমি অল্পমতি:
জেবা পড়ে সুনে এই গোবিন্দের গীতি:৷৷
....
....৷৷.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২২০।

শিরোনাম:হিন্দুধর্ম্মকর্ম্ম। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:স্মৃতি। পত্রসংখ্যা:১-৬৮। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২৯×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি হিন্দুধর্মশাস্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং আচার অনুষ্ঠান এতে বর্ণিত হয়েছে। পুথিটি গদ্য ভাষায় রচিত। মিল পেপারে লিখিত পুথিটির অবস্থা বেশ ভালো, কাগজ পাতলা এবং হালকা বাদামি বর্ণের। তবে পুথির লিখিত অংশের বর্ণ গাঢ় বাদামী বা কালচে বাদামী এবং লিখিত অংশ ছাড়া কাগজের চারপাশ অংশ হালকা বাদামি। লিপিকরের হাতের লেখা বেশ সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। উপদান এবং হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে এটিকে প্রায় ১৭৫ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রমাণে এতৎ পুস্তক রচিত
হৈল তাহার নাম নাম ।১। রঘুনন্দন ভট্টচার্য্য
সংগৃহীত স্মৃতি ।২। মনু সংহিতা ।৩। মহাবাক্য
রত্নাবলী ।-৪ ।অজ্ঞান বোধনী ।-৫। বেদান্তসার।
-৬। পঞ্চদশী ।৭। ভগবদগীতা ।-৮। বৈরাগ্য
শতক ।-৯। প্রবোধ চন্দ্রোদয়নাটক ।-১০।

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

মার্কণ্ডেয় চতুর্থাধ্যায়ে (৩) প্রকাশ আছেয়ে জৈমিনি
ঋষি মহাভারতের কএক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হৈয়া।
বিন্ধ পর্বত গহ্বর স্থিত পক্ষিরূপি দ্রোণ পুত্র
চতুষ্টয়কে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে প্রথমত: এই
জিজ্ঞাসা করেন যে। ভগবান বাসুদেব অখিল
ব্রহ্মান্ডের আধার এবং সকলের কারণের কারণ।
তিনি নির্গুণ হৈয়াও কি নিমিত্ত মনুষ্যনু প্রাপ্ত
হৈয়া ছিলেন। তাহাতে পক্ষিরা উত্তর প্রদানে
প্রবৃত্ত হৈয়া তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করণান্তর পরিশেষে
স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যে। তাঁহার রূপ। এবং
বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ পদার্থ নহে
কল্পিত মাত্র। সেই মুর্ত্তি অতি শুদ্ধ। এবং
প্রতিষ্ঠা স্বরূপা হৈয়া বর্তমান আছে। কেবল
ইহাই মান্য করিও।................

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

পৃথিবীর গতি ও মেঘের আবরণ হেতুক একই
সময়ে কোন দেশে অধিক ও কোন দেশে
অল্প উত্তাপ হয়। এবং কোন প্রদেশে সূর্য্যের
দর্শন মাত্র হয়না। তথাপি সূর্য্যের উদয়াস্ত আদি
বলার ব্যবহার আছে। তদ্রুপ জীবের কক্ষ
গতিকে ভগদানের কৃপা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ

হয়। এবং ঐ প্রত্যক্ষতাকেই তাঁহার অনুগ্রহ
হওা বলা গিয়া থাকে।........................
সমাপ্তঃ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২২৯/বি।

শিরোনাম:হস্তামলকভাষ্য। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:স্মৃতি। পত্রসংখ্যা:১-৩। রচনাকাল: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:মিল পেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ২৮×১১.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মিল পেপারে রচিত। পুথির অবস্থা ভালো। কাগজের বর্ণ হালকা বাদামী। এটি লেখা হয়েছে কালো কালিতে। হাতের লেখা খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭টি করে লাইন সন্নিবেশিত। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমঃ শ্রী গুরুবে। অথ হস্তামলক গ্রন্থার্থ-লিখ্যতেতী
-তদযথা। শ্রীমদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য দিগিজয়
সময়েদেশ ভ্রমণ করত পথি মধ্যে এক
মনোহর বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।
হে শিশু। হে প্রিয় পাত্র। তুমি কে। কাহার
সন্তান। তোমার নাম কি। কোথায় গমন
করিবে। এবং কোন স্থান হইতে বা আগমন
করিয়াছ। এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর
আমার প্রীতির নিমিত্তে ব্যক্ত কর।...........॥১॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

॥১০॥ সমস্তেত্যাদী ॥ যিনি এক হৈয়া ও
তাবৎ বস্তুর অন্তরে অন্তর্যামীরূপে। অবস্থিতি
করেন। কিন্তু তাবৎ বস্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে
পারেনা। এবং যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী
ও বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ । সেই নিত্য চৈতন্য
স্বরূপ আত্মা আমী ॥১১॥ উপাধৌ ইত্যাদী ॥
হে সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম। যেমন জবা পুষ্পাদি
সন্নিধানে অতি স্বচ্ছ স্ফটিকাদির বৈলক্ষণ্য
দেখায়। আর যেমন চঞ্চল জলেতে এক চন্দ্র ও
অনেক রূপে প্রতীত হয়। তদ্রূপ নানা প্রাণির
নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীত হও যে তুমি
সে তোমারই মহিমা ॥১২॥*॥
ইতি হস্তামালকার্থ সমাপ্ত।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২৩৯/A।

শিরোনাম:বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব। লেখকের নাম:শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। বিষয়:তত্ত্ব। পত্রসংখ্যা:১-১৫। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৮.৫×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটিতে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হয়েছে। তুলট কাগজে রচিত পুথির অবস্থা ভালো। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী কাগজ শক্ত। লিপিকরের হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। পুথির কোনো পৃষ্ঠায় ৮ লাইন, কোনো পৃষ্ঠায় ৯ লাইন এবং কোনো পৃষ্ঠায় ১০ লাইন করে বিন্যস্ত হয়েছে। এটি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধেজী ওঁ স্বাহা॥ বৃহদ ব্রহ্মান্ড বসু দেহ
কায়া সরির অস। সাজীবো কোন জীব। তটস্থ
জীব। কোন তটস্থ জীব। স্থুল তটস্থ জীব। কোন
স্থুল। শুখ্য স্থুল। তাহার জন্ম কিসে। মাতৃ
পিতৃরাজ। এহার গঠন কিসে। পঞ্চভূত আর
বেধ। আরবেধন কি কি। পৃথীবি। অপর
তেজ: বাউ: আকাশ। এহার কার কিগুণ।
কি বর্ণ। কে কোথাএ স্থিতি। পৃথীবির
গন্ধ গুণ। শুভ্রবর্ণ। নাসিকায় স্থিতি।
এহার প্রত্যক্ষ পঞ্চ পুণাঙ্ক। অস্থি: চর্ম্ম:
নখশ্লেব। তচং। লোমঞ্চ প্রতিপঞ্চকা।
এই পৃথিবীর পঞ্চগুণ্।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এই মন্ত্র জপ করিলে জাহার জে ইষ্ট দেবতা
তিনি প্রত্যক্ষ করেন।
বষুমতির দশবীজ মন্ত্রং যথা জ্বরাদি নাশমন্ত্র
এহা ভাঙ্গা-ওঁং দ্রীং ওঁং দ্রীং ক্লীং শ্রীং মং
ফ্রিং সং স্বাহা সাং কৃষ্ণ ২ গোবিন্দ
গোপন বোল মানিপঞ্চ আত্মার পঞ্চনাম্
পঞ্চলএ-ফিরি ॥১॥ওঁ ক্লিং শ্রীং ক্লীং
বিরভদ্র আএ বিস্যাম্ভর আএ স্বং ২॥১॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২৩৯/B।

শিরোনাম:দশ ইন্দ্রের দশ অবতার। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:তত্ত্ব। পত্রসংখ্যা:১। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:কলের কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২৮.৫×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি একপত্রের একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা বেশ ভালো। কাগজের বর্ণ সাদা, কালো কালিতে লেখা।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

অথ দশ ইন্দ্রের দশ অবতার।...........
মীন্ অবতার পাদুকায়।
মীন বিষ্ণিৎ গৌরবর্ণ।................
হস্তে পরসুরাম:।
গুপ্ত কাঞ্চন বর্ণ।
কূর্ম্ম পৃষ্ঠে। শুক্লবর্ণ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

অগ্নির পঞ্চনাম ব্রহ্মজ্ঞান ভাসপতে।
উঁ উঁ ব্রহ্মবীজ। ক্রিং ক্রীং সাবিত্রীবীজ।
ম্রিং ম্রীং লক্ষ্মী বীজ। দ্রিং দ্রীং মহেশ্বর বীজ।
সাং সং রামবীজ। সেনের ব্যাপিতীতও গোলক
ধাম প্রাপ্ত ॥১॥ আঠার মোকামের বীজ ॥
দ্রীং দ্রীং দ্রীং সাং ব্রহ্মরূপো জ্বরি ভূতো স্বাহা ॥১॥
*॥০॥০॥০॥০॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২৭৭।

শিরোনাম:উপসনাতত্ত্ব। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবতত্ত্ব। পত্রসংখ্যা:২-৩৮,৪০-৬৮। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:নিত্যনন্দশর্ম্ম। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২৭.৫× ১২.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত ২৭৭ সংখ্যক পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। বৈষ্ণবতত্ত্ব অবলম্বনে রচিত বইটি লিপি করেছেন নিত্যানন্দ শর্ম্ম। বইয়ে লিপিসন পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

ন্যাসাদি প্রশংশা আর অকরণে দোষ।

দীক্ষার প্রশংশা এই তৃতীয়ের শেষ ॥
চতুর্থ প্রসঙ্গে মন্ত্র গ্রহণের কথা।
মন্ত্র আর দেবতার শ্রেষ্টের জে বার্ত্তা ॥
উপাস্য তপস্যা কথা তথাই লিখিব।
আরাধনা ক্রম কিছু সংক্ষেপে কহিব ॥
কৃষ্ণ পাদ পদ্ম বিমুখের জেই দোষ।
দীক্ষার প্রশংসা এই তৃতীয়ের শেষ ॥
দীক্ষা স্বামি নিরূপন হৈব তার শেষ ॥
সম্প্রদায়ী তান্ত্রিকতা বৈষ্ণব প্রভেদ।
চতু: সম্প্রদায় নিরূপণে নির্ব্বিরোধ ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জত উপাসনা আদি সকলি স্ফুরিব।
ক্রমে তত্ত্ব জতে হইয়া নির্ম্মন হইব ॥
শ্রদ্ধা করি জেবা ইহা করয়ে শ্রবন।
পাপ ধ্বংশহ হইয় কৃষ্ণ পরায়ণ।
সপ্তদশ পূর্ব্ব ত্রয়োবিংশতি শা কেতে।
ফাল্গুনে দ্বিতীয় দিনে বারে প্রভুগুতে॥
শাঙ্গাইল উপাসনা তত্ত্ব নাম গ্রন্থ।
আচরহ জেবা ভক্ত জানিবা সিদ্ধান্ত ॥
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম প্রাপ্তীর নিমিত্ত ॥
নিত্যানন্দ শর্ম্ম কহে উপাসনা তত্ত্ব ॥
ইতি শ্রী উপাসনা তত্ত্ব গুরু নিষ্ঠ সংবাদ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতার প্রকট প্রমাণং নাম
দশম প্রসঙ্গঃ॥*॥১০॥*॥১॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ২৯৮/এ।

শিরোনাম:চৈতন্যচরিতামৃত। লেখকেরনাম:কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বিষয়:জীবনীকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৯৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৩.২× ১৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ২৯৮/এ সংখ্যক পুথিটি কবি 'কৃষ্ণদাসকবিরাজ' রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'। পুথিটি লিপি করা হয়েছে কলের কাগজে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুথিটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনে হয়। পুথির ১৭নং শ্লোক পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় বন্দনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রাপ্ত পুথির লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

এ তিন ঠাকুর কৈলা আত্মসাথ।

তিনের চরণ বন্দি তিন মোর নাথ ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন ॥
অনাসায়ে হয় নিজ বাঞ্ছিত পুরণ।
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥
বস্তু নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার।
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্ট দেবে নমস্কার ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারিয়া বর্ণিলেন নিত্যানন্দ কৃপাবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যলীলা অদ্দত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥
যেই ২ অংশ কহে শুনে যেই ধন্য।
অচিরে মিলয়ে তারে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥
শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রী নিবাস গদাধর আদি ভক্ত বর্গ্য ॥
যত যত ভক্তবৃন্দ বৈশে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরে সভার চরণে ॥
শ্রী স্বরূপ শ্রীরূপ শ্রী সনাতন।
শ্রী গোপাল শ্রী রঘুনাথ শ্রী জীব চরণ ॥
শির ধরি বন্দো নিত্য করে তারি আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে
সূত্র রূপাদি লীলায়াং যৌবন লীলা বর্ণনং
নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥*॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩২৪/V।

শিরোনাম:প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। লেখকের নাম:নরোত্তম দাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২৫×৮.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'নরোত্তমদাস' রচিত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'। বৈষ্ণব ভাবাদর্শ অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। ১-১৩ পৃষ্ঠায় এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। প্রাপ্ত পুথিতে দুই রং এর কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে। ১,৩,৬,১০,১২ এবং ১৩ নং পৃষ্ঠার কাগজের রং গাঢ় বাদামি বা লালচে। অন্যান্য পৃষ্ঠার কাগজের বর্ণ সাদা। ১৩নং পৃষ্ঠার মাঝখানে সামান্য ছেঁড়া। পুথিটির লিপিকর একজন এবং এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা লিখ্যাত ॥
শ্রীচৈতন্য মনোভিপ্তঃ স্থাপিতায়েন ভূতলে।
স্বয়ং রুপ............ সচ্ছাতিস্য পদান্তিকং ॥
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্য বন্দ মুঞি সাবধান মনে ॥
যাহার প্রসাদে ভাই এভব তরিয়া জাই।
কৃষ্ণঃ প্রাপ্তি হয় যাহা হইলে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ তার সঙ্গ বিনু সব সুন্য।.
জদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় জেনঃ নরোত্তম তার হয় ধন্য ॥.
আপন ভজন কথাঃ না কহিব জথা তথাঃ হইতে হইব সাবধান।.
না করিহ কেহো রোসঃ না লাইহ কেহো দোসঃ প্রানমোহোঁ ভক্তের চরণে ॥.
শ্রীগৌরাঙ্গ বোলায় বানি আমী অতি আগে য়ানি ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভু পদদ্বনং হীদয়ে বিলাস।.
শ্রী প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥.
ইতি শ্রী প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত ঃ॥ঃ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩২৪/W।

শিরোনাম:অমৃত রত্নাবলী। লেখকের নাম:শ্রীমুকুন্দ দাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২৭। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:২৫.৫×২৭.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৩২৪/W সংখ্যক পুথিটি ২৫.৫×২৭.৫ সে.মি. সাইজের আধুনিক কলের কাগজে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি। কাগজের বর্ণ লাল এবং এটি কালো কালিতে লেখা। পুথির কাগজ তিন ভাঁজ করা এবং ডানদিকে ছেঁড়া। এ কারণেই কিছু কিছু শব্দ লুপ্ত হয়ে গেছে। কাগজের উপরের অংশ লম্বাভাবে কিছুটা ছেঁড়া। প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন এবং পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিপিকৃত।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী রাধা জয়তি শ্রীরাধা কৃষ্ণ জয়তিঃ।
প্রণম্য সচ্চিদানন্দং গোকুলানন্দ বন্দ নন্দনং।
অমৃত রত্নাবলি গ্রন্থ মুকুন্দ কৃয়তেসুনা।
এবে কহি বিবরিয়া নাম।
বিরজা নদী পার সদানন্দপুর গ্রাম।
তাহার পশ্চিম দিগে কলিঙ্গ কলীকা।
চম্পক কলিকা নাম তাহার নায়িকা ॥
মূল বৃক্ষ শতদল সহস্র কমল।
দেশ বেড়া সেই বৃক্ষ শরোবর জল ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সেই অনুরাগে কৃষ্ণ রসীক শিরমনি।
অতএব রাধিকার প্রেমে কৃষ্ণ হইলেন রিণী ॥
রিণী হইয়া সেই কৃষ্ণ অস্থির হইলা।
পূনরুপি সেই কৃষ্ণ জনম লইলা ॥
প্রেম নিত্য প্রেম সরোবর হয় ধন্য।
পদ্ম মূলে সেই রতি চেতনে চৈতন্য ॥
চৈতন্য হৃদয়ে আছে রসরাজরূপ।
সেই শে হৃদয় পদ্ম মূল রস কুপ ॥
রসের রসিক গ্রন্থ স্তবে মহাশূর।
শ্রীরূপের গণে ইহা নহে দূর দূর ॥
সেই রূপসিন্ধু বস্তু সাধনেতে সার।
অমৃতা রত্নবলি গ্রন্থ রসের ভান্ডার॥
পীযুস মন্দাকিনি হয় অমৃত বিলাস।
অমৃত রত্নাবলি কহে শ্রী মুকুন্দদাশ ॥
ইতি সন ১২১৭ সাল ৯ অগ্রহায়ন.........॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩২৪/X।

শিরোনাম:পদসংগ্রহ। লেখকের নাম: চণ্ডীদাস, নরোত্তম দাস, বিদ্যাপতি। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ২৪.৮×৮.৬ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৩২৪/X সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ৩ পৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পুথি। এই পুথিতে তিনজন পদকর্তার পদ বিন্যস্ত হয়েছে। এরা হলেন চণ্ডীদাস, নরোত্তমদাস এবং বিদ্যাপতি। গাঢ় বাদামি রং এর তুলট কাগজে কালো কালি দিয়ে এটি লেখা হয়েছে। প্রাপ্ত পুথিটির লিপিকর একজন এবং এটি প্রায় ১৮০ বৎসরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী কৃষ্ণ:।
স্বরুপ বিহনে রুপের জনম কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিনে কার্য্য সিদ্ধ নহে কেমন সাধকে কয়।
কেবা অনুগত কাহার সহিত জানিব কেমন গুনে।
মন অনুগত আপনা সহিত ভাবিয়া দেখহ মনে।
দুই চারি করি আটটী আখর তিনের জনম তায়।
এগার আখর মুন করি দেখ একটি আখর হয়।
চন্ডিদাসে কয় এই সার হয় শুনহ সাধক ভাই।
মানুসের সঙ্গ জেজন করিবে সেই সে মানুষ পাই ॥১॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সহজের কথা সুনহ সই:
সহজ পিরিতি ভজন এই:
নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে:
সহজ পিরিতি বলিয়ে তারে সহজ মানুষ দেহতে ভজে:
সেই সে রসিক জগতো মাঝে:
সহজে নাগরি করএ প্রিত:
রাগের ভজনের এমতি রিত:
সেহ জে নাগরি নাগর হইল্যা:
সহজ পিরিতি নাহীরে মনে:
সহজ বুঝিএ জে হন্য রত:
তাহার মহিমা কহিব কত:
কহে চন্ডিদাস সহজ রিত বুঝিয়া নাগরি করহ প্রিত: ।
ইতি বেদ বিধি পর সব আগোচর:
ইহাকি বুঝিবে আনে:
রসে গর গর রসের অন্তর সেই সে মরম জানে:
দুহো কি অধর:
সুধারস পানে তাহে উপজিল পি:
নয়ানে নয়ানে বান বারি খনে: উপজিল রি:
হিয়াএ হিয়াএ পরস হইতে তাহে উপজিল তি:
এ তিন আখর মুনি মন হর তাহার.........: ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩২৬/T ।

শিরোনাম:জ্যোতিষ ও খনার বচন। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:জ্যোতিষ শাস্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-৭। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২০৫সাল। উপকরণ:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৫×১০.১ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৩২৬/T সংখ্যক পুথিটি জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক। তুলট কাগজে লেখা পুথির কাগজ মোটা ও নরম। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় খনার বচন লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথিটি ২০৪ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী দুর্গা উবাচ: ॥
রবিবার ১ সোম ২ মঙ্গল ৩ বুধ ৪ বৃহষপতি ৫
সুক্র ৬ সনি ৭।...............................
১ ১৬ ২ ১৭ ৩ ১৮ ৪ ১৯
তিথি প্রতিপদ দ্বীতিয়া ত্রিতিয়া চতুর্থি
৫ ২০ ৩ ২১ ৭ ১২ ৮ ২৩
পঞ্চমি সষ্টী সপ্তমি অষ্টমি।............
৯ ২৪ ১০ ২৫ ১১ ২৬ ১২ ২৭ ১৩ ২৮

নবমি দষমি একাদশী দ্বাদশী ত্রিয়দশী
১৪ ২৯ ১৫ ৩০
চতুদশী পুর্ণিমা আমাবশ্যা।........................

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

প্রতিপদ ১ নবমী ৯ পুছৌ ৩ দামাকাদ্রস্চ ১১ পাবকে
সরত্রীয়াদশী জান্যৌ বেদ ৪ মাসাস্চ ১২ নৈরিতে
সষ্টী ৬ চতুদ্যশী ১৪ পস্চ ২ সপ্তমী ৭
পুন্নীমা ১৫ মরুত দ্বিতীয়া ২ দষমী ১০ ....
....॥

শেষ পাঠ:

অথ খোনার বচন: ॥
সিরপর কার্য সিদ্ধি জানিহ নিস্চয় পূর্ব দিগে কার্য
সিদ্ধি লাভের বিশয়: অগ্নিকোণে মরণ নৈরিতে
কোদল হয়।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩৩৩/G।

শিরোনাম:কাব্য। লেখকের নাম:কবিকঙ্কণ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপকরণ:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৫০.৫×১৬.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৩৩৩/G সংখ্যক পুথিটি কবিকঙ্কণ রচিত কাব্যের অংশবিশেষ। মিল পেপারে লিপিকৃত এই পুথিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী। হাতের লেখাও বেশ জটিল। লম্বা কাগজ ছয় ভাঁজ করা। পুথিটির লিপিকর একজন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

পূর্ব্বউক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্র গতি:।
সামান্যার্থে সুবিধান কবে মহামত্ত ॥
যাগ ভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র:।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র ॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগীনি।
পূর্ব্ব দিক ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি ॥
বীরঙ্গন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাএ বচন কহে মহা কুতুহলে ॥
পুস্পাঞ্জলি এয় দিয়া করে প্রণিপাত।
পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিননরনাথ ॥
অক্ষের মন্ত্রতে শিখা বান্দে তৎক্ষণ।
শুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

বিদ্যাবতি হারাবতি তুমি মানবেরে।
মম পূজা প্রকাশর্থে হইয়াছ নর ॥
সমাপ্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটেকাণ।
পুনরূপী স্বস্থানে করহ ঠাকুরান ॥
এতবলি কৈলাষ সিখরে গেল দেবি।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মানে কবি ॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণী ভূষণ।
পুরমধ্যে তিনদিন রহে সঙ্গোপান ॥
সেই তিন দিবষেতে আছে কতজানা।
সঙ্গীত শ্রবনে সাধকেন্দ্র হয় কানা ॥
নৃত্য নিরিক্ষণে নেত্র নষ্ঠ এ কৌতুক।
যদি কীছু বাক্য কহে তবে হয় সুখ॥
দেবতা থাকেন তার দেহে একপক্ষ।
অকতব্য বিপ্র নিন্দা হরেক সপক্ষ ॥
এইসব সাধনে সিদ্ধ পায় নর।
ঈশ্বরিকে কহিলেন আপনী ঈশ্বর॥
শ্রীকবি কহনে মাতা হও কৃপামই।
আমি তুমা দায় দাস দাসী পুত্র হই ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩৪৩/E।

শিরোনাম:ভাষাকথাক্রম গ্রন্থ ।লেখকের নাম:উইলিয়ম কেরি। বিষয়:ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা:১-২৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরমাকান্তদেব শর্ম্মণ। লিপিসন:১২১৭(বাংলা) ১৮১০(ইংরেজি)। উপকরণ:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৫.৩×৮.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৩৪৩/E সংখ্যক গ্রন্থটি উইলিয়ম কেরি রচিত 'কথাক্রম গ্রন্থ'। ১ থেকে ২৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। পুথির লিপিকর শ্রীরমাকান্ত দেব শর্ম্মন ও লিপিসন ১২১৭ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ১৯৪ বছরের প্রাচীন। পুথির ১,২,৪,১৩ এবং ২৮ পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থানে সামান্য ছেঁড়া এবং কালির কারণে লেখার অংশটুকু কালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

বাঙ্গালা পঞ্চাশ অক্ষর। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঋৃ ৯ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। ক খ গ ঘ ঙ।চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। ইহার মধ্যে ষোড়শ স্বর চৌত্রিশ ব্যঞ্জন। তাহার মধ্যে অকারাদি বিসর্গান্ত স্বর ককারাদি ক্ষকারান্ত ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জনের মধ্যে প্রথময়ে ককারাদি মকারান্ত পঞ্চ বিংশতি বর্ণ ইহারা পাঁচ করিয়া বর্গ সংজ্ঞা হয়। প্রথম কবর্গ দ্বিতীয় চবর্গ তৃতীয় ট বর্গ চতুর্থ তবর্গ পঞ্চম পবর্গ অবশিষ্ট যে নয়বর্ণ থাকে তাহাকে অবর্গীয় ধনি।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

কোন ২ অর্থে সংখ্যা বাচকের উত্তরেধা প্রয়োগ
উদাহরণ এই চতুর্থা সপ্তধা ইত্যাদি ॥ পোয়া
অধিক এই অর্থ বুঝিতে সংখ্যাবাচকের
উত্তর শওয়া হয়। আর ২ অধিক ২ অর্থ বুঝিতে
সংখ্যাবাচকের পূর্ব্বে শাড়ে হয় আর পোয়া কমি
বুঝিতে সংখ্যা বাচকের পূর্ব্বে পউনে হয় উদাহরণ
এই শওয়া তিন শাড়ে তিন পউনে চারি ইত্যাদি ॥.॥
আর সংখ্যা বাচকের ভাঙ্গা বুঝিতে আনা হয় উধাহরণ
এই সাত আনা দশ আনা অনিশ্চত অর্থ
বুঝিতে শব্দের উত্তর একশব্দের প্রয়োগ হয়।
উদাহরণ এই দশজন দশেক লোক ইত্যাদি ॥*॥
ভাষা কথা ক্রম গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ॥ মেস্তর
উলিএম কেরি সাহেবের রচিত ॥*॥ লিখক
শ্রীরমাকান্ত দেব শর্ম্মন পুস্তক মিদং স্বাক্করঞ্চ ॥
ইঙ্করেজি শন ১৮১০ সাল তারিখ ১৬ আগষ্ট
বাঙ্গলা শন ১২১৭ শাল তারিখ ১ ভাদ্র
শুক্রবার (সাং খিদিরপুর ॥*॥ ওঁ দুর্গায়েনমঃ ॥
॥ ওঁ গোপাল সহায় ॥॥ ওঁনমঃ শিবায় ॥
* ॥ শ্রী হরি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩৫০।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকের নাম:শ্রীরায় বিনোদ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২৬৬। সম্পূর্ণ। লিপিকর :অজ্ঞাত। লিপিসন:১৭২৮ শকাব্দ। উপকরণ:মিল পেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৬.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৩৫০ সংখ্যক পুথিটি শ্রীরায় বিনোদ রচিত 'পদ্মাপুরাণ'। ১ থেকে ২৬৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ এবং এর লিপিকাল ১৭২৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১২১৩ সন। গ্রন্থটির লিপিস্থল ইসলামপুর পরগনা।
প্রাপ্ত পুথিটির পত্রের সংখ্যায়নে ত্রুটি রয়েছে। ১ থেকে ১৪৫ পর্যন্ত পত্রের সংখ্যাচিহ্ন সঠিক। কিন্তু ১৪৬ পত্র থেকে ১৬৬ সংখ্যক পত্রে ভূলক্রমে ২৪৬ থেকে ক্রমান্বয়ে ২৬৬ পর্যন্ত সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া ভুলক্রমে ১৬৭ সংখ্যক শেষ পত্রটির সংখ্যায়নও করা হয়েছে ২৬৬ সংখ্যক সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে। তুলট কাগজ লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো নয়। কিছু কিছু পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থানে সামান্য ছেঁড়া ও পোঁকায় কাটা। এ ছাড়া কিছু কিছু পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি পৃষ্ঠার চারপাশ লাল কালির মার্জিন রয়েছে। পদ্মাপুরাণের এই পুথিটি ১৯৮ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

করো জোর করি বন্দোম দেব সদাসিবঃ ॥
ভকত বৎসল সিব ত্রিভূবনের জিবঃ ॥
অনাদি পুরুষ বন্দো দেব নিরঞ্জনঃ
ক্ষতি ক্ষয় রূপহরি পরম কারোণঃ ॥

সর্ব্ব ভূত তত্ত্ব হরি সর্ব্ব ভূত সার: ।।
নির্লুপ নির্গুন হরি জগত আধার: ।।
....: ।।
....: ।।
....: ।।
বন্ধনা করিয়া মুঞী হইল অপসর ।।
শ্রীরায় বিনোদ ভনে সুন্ধ পয়ার: ।।
বংশ দেশে মৈদ্ধে আটীয়া কেবল জেন হয় সর্ব্বজন ।:
রচহ পাচালি তুমি পুরাণ কথন ।:
ব্রহ্মা সিব চরণে করিয়া নমস্কার:
শ্রী রায় বিনোদ ভনে সরষ পয়ার ।:
শ্রী পদ্মার পাচালি পদ্ম পুরাণেত সার ।:
পদ্ম পুরাণ অঙ্গ নানা ইতিহাস ।।:
শ্রীরায় বিনদে কবিত্য করিল প্রকাষ ।।:

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

তোমার নিকটে জেন না আইসে আপদ ।:
ধনে ধানে হওক তোমার......... সম্পদ ।:
তোমাকে প্রসন্ন হওক দেবি পদ্মাবতি ।:
পুত্রে পৌত্রে তোমার বাড়ুক সন্ততি ।।:
সদয় হইয়া তোমাক দেবি দেওক বর ।:
শুনিল গায়ানে পায়ে প্রসাদ কাপড় ।।:
ইতি পদ্ম পুরাণ............ সমাপ্ত ।।::
সুনরে সভার লোক পদ্মপুরাণ কথন :
জেবা শুনে জেবা গায়ে তাহার বৈকুণ্ঠে গমন ।।:
জথা দিষ্টি তথা লিখিত ।।:
.... ।।:
ইতি পদ্ম পুরাণ পুস্তক সম্পূর্ণমস্ত ।।:
শকাব্দ ১৭২৮ সন ১২১৩ সন অক্ষর
শ্রীরাম নারায়ণ শর্ম্ম...............
....
.... ।।:

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩৭৪।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকের নাম:দ্বিজবংশীদাস,পণ্ডিত জানকীনাথ, ও সুকবি নারায়ণদেব। বিষয়: কাব্য। পত্রসংখ্যা:২-১৫৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীপ্রসন্নচন্দ্রদেব শর্ম্মণ। লিপিসন:১২৬৪ সাল। উপাদান: মিলপেপার। অবস্থা:বেশ খারাপ। পরিমাপ:৪১.৫×১৪.৫ সে.মি।.

৩৭৪ সংখ্যক পুথিটিও দ্বিজবংশীদাস, পন্ডিতজানকীনাথ ও নারায়নদেব রচিত 'পদ্মাপুরাণ'।পুথির প্রথম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থাও ভালো নয়। ২-৬, এবং ৫৮-৭৬ পৃষ্ঠাগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। পোকায় কাটা পত্রগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। এছাড়া অন্যান্য সব পৃষ্ঠা অর্থাৎ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠারই মাঝখানে পোকায় কেটে ছিদ্র করে ফেলেছে। পুথিটির লিপিকর শ্রী প্রসন্নচন্দ্র দেব শর্ম্মা এবং এর লিপিকাল ১২৬৪ সন। সুতরাং পুথিটি ১৭৭ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশের পাঠ:

একসত অধিষ্ঠান: চলীলেক মেঘবান। বজ্র পড়িল সতে ২॥
চলিল বিষনী ঠাঠা: পর্ব্বত হেন সিল গোটা। লক্ষ ২ পরে চতুর্ভিতে ॥
বিরমাদন ধনি: মহাশীংহনাদ শুনি। পূরান্দর আইল রনস্থানে ॥
গরুর দিল পাক ছাটা: ইন্দ্রের ভাঙ্গিল ঠাঠা। ত্রাসমুক্ত হইলা পূরান্দর ॥
বজ্রপরে লাখে ২: গরুরের সমুখে। মেলী যারে গরুর উপর ॥
পক্ষিরাজ মহাবলী: পাতাল হেন................। পূরান্দর জায়ে গিলীবারে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

নানা মত পূন্য কথা কৌতুক বিস্তার।
পাচালী সুনিলে হয় ভবের নিস্তার ॥
পদ্যার পাচালী জেবা সোন একমনে।
সর্ব্বরক্ষা পদ্যাবতি করেন আপনে ॥
পদ্যার পাচালী গাইতে জে করে জঞ্জাল।
সবংশে পদ্মার নাগে খাইবে তৎকাল ॥
জেই জনে পূজিব বিস্তর জত্ন করি।
ধনে ধান্যে লক্ষি তারে দেয় বিষহরি ॥
এই মতে পদ্যাবতি পূজিবে বিধানে।
পূজা খাইয়া গেলা পদ্যা আপনাহ বনে ॥
গাইল সকলে.............................।
পদ্যার পাচালী গারে হরসিত হৈয়া ॥
বিস্তর প্রসাদ পাইল বহু ধন জন।
গাইন বাইন বিদায় হইল ততোক্ষণ ॥
আর কত খানি গিত রৈল এই মত।
পদ্মার পাচালী এই সোন সাবহিতে ॥
ইতি শ্রী পদ্মাপূরাণ সমাপ্ত ॥*॥
ভিমস্বেন রনে ভঙ্গ মনিলাঞ্চ মতিভ্রম ॥
জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লেখক নাস্তি দোস ॥
স্বাক্ষর মেতৎ শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র দেব সম্মর্ণ:
গঙ্গোপাধ্যায় সাকীন বজ্রযুগিনি সব ১২৬৪ সন
তারিখ ১৬ শ্রাবণ সমাপ্ত হং ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৩৯৮/H।

শিরোনাম:সত্যদেবের পাঁচালি। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর: মহেশচন্দ্রশর্ম্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লিপিসন:১২৬৩ সাল। উপাদান:মিল পেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩২×৯.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৩৯৮/H সংখ্যক পুথিটি সত্যদেবের পাঁচালি। পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিকর মহেশ চন্দ্র শর্ম্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লিপিসন ১২৬৩ সাল এর উল্লেখ রয়েছে। প্রাপ্ত পুথিটি মিল পেপারে রচিত। কাগজের বর্ণ সাদা। তবে ২-৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজের বর্ণ হলুদ। ১ এবং ২নং পৃষ্ঠার উপরের কিছুটা অংশ ছেঁড়া। যে কারণে লেখার কিছুটা অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। প্রাপ্ত পুথিটি ১৪৮ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

ওঁনমগনেশায় ॥
নম: সত্যণারায়নায় নম: ওঁ নারায়নং নমস্কৃত্তং............॥
দেবিং স্বারস্বতি দ্বৈব ততো জয় মুদিরয়েত ॥
ভারতের পুন্য কথা অমৃত লহরি ॥
শুণিলে শ্রবন সুখ মেলে সর্গগতি ॥
কলির মোচন জদি কৈলা ণারায়ন ৷
করোজোরে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডব নন্দন ॥
সোন ২ নারায়ন............... গুন নিধি ॥
কলিযুগ অবতার কৈলা কোন বিধি ।.
দুষ্ট কলি যুগ দেখী লাগে বর ভয় ৷
.... নারায়ন কৃষ্ণ মহাশয় ৷
কিরূপে হইব শৃষ্টী কেমত প্রকার ॥
করিবেক কোন কর্ম্ম.............॥
নৃপতি সকলে কিবা ধর্ম্ম আচরিব ৷
পৃথিবীতে প্রজা লোকে কিরূপে বঞ্চিব ৷

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

কলি যুগে সত্যদেব জেজনে পোজয়ে।
মনের মানশ সিদ্ধি গোবিন্দে করয়ে ৷
মনরথ সিদ্ধি হয়ে অবষ্য অপার ৷
বিসম শঙ্কট হতে করিল উদ্ধার ॥
ঘরে ২ জনে ২ পোজে সর্ব্ব ভাই ৷
কলিযুগে সত্যদেব প্রত্যক্ষ গোসাই ৷
পুজার প্রসাদ লইল ভক্তি করি মনে ৷

সংসারের সুখ ভোগ পাই শেই জনে ॥
অবিজ্ঞা করিলে জেবা শে পুনি জে শে ঘাটে ॥
কর্ম্মশেষে প্রসাদ তবে হাতে ২ বাটে ॥
সুনিতে পাচালি জদি অন্য মন হয় ॥
অঘোর নরকে বায় জানিয় নিশ্চয় ॥
হরিবল ২ হরিবল ভাই সত্যদেব পরে বন্দু আর কেহ নাই ॥
ইতি সত্যদেব পাচালি সমাপ্ত সন ১২৬৩ সাল
২৮ জৈষ্ঠ এই পাচালি: মহেশচন্দ্র শম্মর্ন
বন্দোপাধ্যায়: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৪৪২/০।

শিরোনাম:কলিলক্ষণ। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। অবস্থা:বেশ খারাপ। পরিমাপ:৩৫.৭×৮.৩ সে.মি.।

৪৪২/০ সংখ্যক পুথিটি দুই পৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথিতে লেখকের নাম, লিপিকরের নাম বা লিপিসনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পুথির লিপিকর একজন তবে লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর নয়। পুথিটি তুলট কাগজে লিপি করা হয়েছে।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

ওঁনমোগনেশায়।
ওঁনমঃ সত্যনারায়নায়নম ॥:
ওঁ নারায়ন নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং স্বরস্বতিঞ্চৈব ততো জয়মুদিরয়েৎ।
ভারতের পূণ্য কথা অমৃত লহরি
শুনিলে শ্রবন সুখ মরিলে সর্গ্বগতি।
কলীর মোচন জদি কৈলা নারায়ন
করজোরে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডব নন্দন ॥:
সোন সোন নারায়ন গুন নিধি
কলি যুগ অবতার কৈল কোন বিধি...
....॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি সৃজন তোমার।
সকল তোমার .... অবতার।
অগ্নি জল স্থল তুমি স্থাবর জঙ্গম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তুমি তুমি কাল জম।
কোন হেতু কৈল প্রভু বৈকুণ্ঠের নাথ।
আচম্বিতে পৃথিবীতে দিলা বজ্রাঘাৎ।
লোকের কি গতি হইব কহো ধর্ম্মরাজা।

এহার উপায় কহো অনাথের নাথ
নানারূপে স্তুতি জদি করিলা পাণ্ডব
....
....॥

ক্রমিক সংখ্যাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৪৪৯/B

শিরোনাম:মেলবন্ধ। লেখকের নাম:গৌরসুন্দও শর্ম্মন। বিষয়:কুলপঞ্জিকা। পত্রসংখ্যা:১-৩। সম্পূর্ণ। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৪১×১১.১সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'গৌরসুন্দরশর্ম্মণ' রচিত 'মেলবন্ধ'। পুথির বিষয়বস্তু কুলপঞ্জিকা। ১ থেকে ৩ পৃষ্ঠায় এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের বর্ণ বাদামি। পুথির অবস্থা ভালো এবং এর লিপিকর একজন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

অথ মেলবন্দ।
মেল দ্বৌপ্রীতিযুগ্যকৌচ কৃলিয়া খড়ধস্তথা বহুড়ি।
সর্ব্বানিন্দিক এর পণ্ডিত বর রভিচরাকীলক।
.... ।
.... ।
.... ।
....॥
কুলগুরু কুলিন শোকরি নিবেদন:
বলিব............ সেন অপূর্ব্ব কথন:
গঙ্গানন্দ যোগেশ্বর কৃতিত্য য়পরে:
জাহা হতে মেল কুল হইল প্রচার।
কুলেতে প্রধান মনিভট্ট গঙ্গানন্দ:
নিলকণ্ঠ কবিভট্ট হইয়া গেলা ধন্দ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

শুভরাজ খানি যেন হরি মজুমদারি শব্দোসর্ব্বানিন্দি
যেন ওহসিয়ামানি। এসব মেলেকুলে কি কহিব
কথা প্রগড়ে নহিলে সব কুলের অবস্থা।:।
ইতি মেল বন্দনা সমাপ্ত ॥ শ্রী গৌড়সুন্দর
সর্ম্মণ: স্বাক্ষর ০॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৪৫৫/H।

শিরোনাম:আত্মনিরূপণ। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:দর্শন। পত্রসংখ্যা:১-৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিল পেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৪১.৮×৮.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি শ্রুতি শাস্ত্রের একটি অংশ। এতে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় দুটি শ্রুতি লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং পরে তার বাংলা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুথিটি মিল পেপারে লিখিত। কাগজের অবস্থা ভালো। লিপিকরের হাতের লেখাও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। লিপিকরের হাতের লেখা পর্যবেক্ষণ করে এটিকে একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলেই ধারনা করা যায়। প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ১৮০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

ওঁনম: পরমাত্মনে।............................
....।
এই উভয় শ্রুতি দ্বারা জানায়ইতেছে আত্মজ্ঞানই
মুক্তি হেতু অন্যকোনও উপায়াবলম্বনে মুক্তি
হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব সর্ব্বথাই আত্ম নিরূপণ
প্রয়োজনীয়। আত্মনিরূপণে প্রবর্ত্ত হইলে অগ্রে
বিরুদ্ধবাদির মত খন্ডন করিতে হইবে এবং
আত্ম পদার্থে প্রমাণ দর্শাইতে হইবে অপর
স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে তনমধ্যে প্রমাণএ
স্থলে দ্বিবিধ মাত্রই অবলম্বনীয় এক বেদ
দ্বিতীয় যুক্তি প্রত্যক্ষ ও উপমান এই দুইই
অকর্ম্মন্যএস্থলে, যেহেতু আত্মা কোন ইন্দ্রিয়
গোচর নহে এবং আত্মতুল্য আর কোন বস্তু
নাই যে তদ্বারা আত্মাকে জ্ঞানগম্য করা
যাইতে পারে।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

শুকের মৌনাবলম্বন দর্শন করিয়াই ব্যাস দেব
বুঝিতে পারিলেন শুকতত্ত্ব জ্ঞানোপ লাভ
করিআছেন নচেৎ অনভিজ্ঞ জনের ন্যায়
বাক্যাতীত সেই পরমাত্মাকে বলিতে উদ্যত
হইতেন। শ্রুতিও ইহাই বলিয়াছেন। যস্যামতং
তস্যমতং মতং...................................।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৫৪০/A।

শিরোনাম:সত্যপাঁচালি। লেখকের নাম:দুক্ষিতদ্বিজ। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:১১। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২০ সাল। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ: ২৬.৮×৯.৫সে.মি.।

প্রাপ্ত ৫৪০/A সংখ্যক পুথিটি দুক্ষিতদ্বিজ রচিত সত্যপাঁচালি। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজের অবস্থা ভালো নয়। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। কালো কালিতে লিখিত পুথির লিপিকরের হস্তাক্ষর কিছুটা জটিল। ১০নং পৃষ্ঠার উপরের অংশে গোল পোড়া চিহ্ন রয়েছে। প্রাপ্ত পুথিটি ১৯২ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমগনেষায় ⁒
নারায়ণ নম কৃত্তংনরুষ্ণেব: নরুত্তমং দেবিস্যরেসতি
....
....
....
সতি সাবিত্রি বন্দু আর বেদ মাতা ॥
চন্দ্র সূর্জ্য প্রণমহু বরুণ পবন।
য়েকত্রে বন্দিব সাথে জত দেবগণ ॥
ঋশি মুনি প্রণমহু জতেক ব্রাহ্মণ।
ভূমিগতা হয়া বন্দু জত গুরুজন ॥
.... ।
সৌত্যের পাচালি কিছু করিব বর্ণন ॥
সৌত্য নারায়ণ প্রভু অতি গুনধাম।
তুমি জারে নিদারুণ বিধি বাম ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

রাম বল রাম বল হরি বল ভাই।
নিশ্চয়ে জানিঅ প্রভু পরে আর কেয় নাই ॥
একে মনে ভাবিলে পাইবে মুকতি ॥
বলেন দুক্ষিত দ্বিজে করিয়া প্রণতি ॥
ইতি সত্য নারায়ণে পুস্তক সমার্পত।
জদাক্ষর পরিভ্রস্ম: মাত্রাহিনঞ্চ: ধিমত ॥
জথা দৃস্ন তথা লেখিতং লেখক
নাস্থি ॥*॥ সন ১২স ২০ সাল বাঙ্গলা মাহ
ফাল্গুন রোজ সমবার বেলা দুই প্রহর
ঘড়িতে সমার্পত:

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৫৪০/B।

শিরোনাম:বিদ্যাসুন্দর। লেখকের নাম:ভারতচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৮৯। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ: ২৬.৫×৯.৫সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের' 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অর্ন্তগত। তুলট কাগজে লিখিত পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছিন্ন এবং পোকায় কাঁটা। যে কারণে গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি । কাগজের বর্ণ বাদামি, কাগজ নরম। পুথিটি কালো কালিতে লেখা। পুথির অবস্থা বিচার করে পুথিটিকে প্রায় ১৮০ বছরের প্রাচীন বলে ধারনা করা যায়। পুথিটি একজন লিপিকরে দ্বারা লিপিকৃত।

<u>প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:</u>

রাঙ্গা সাখা রাঙ্গা সাউ জবা মালা গলে।
সিন্দুর কপাল ভরা খাড়া কর তার ॥
এহি বাপ তার সঙ্গে সাত মাইয়া।
ঘরে২ ফিরে ছলে চোর চাইয়া ২ ॥
গনি ২ ঘরে ২ কোতায়ারের চর।
করিছে বিসম ধুম কাপাছে সহর ॥
উদাসিন বিদেসি বেপারি উতপায়।
লুটী লয়া বেড়ি দিয়া ফটকে ফেলায় ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৫৪০/C।

শিরোনাম:বিদ্যাসুন্দর। লেখকের নাম:কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৩। অসম্পূর্ণ । লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:বেশ খারাপ। পরিমাপ:২৫.৫×৯.৬সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ। প্রায় সম্পূর্ণ পুথিটি পোঁকায় কেটে জীর্ণ করে ফেলেছে। পুথির বাম পার্শ্ব সম্পূর্ণ ছিন্ন।

<u>প্রাপ্ত পুথির থেকে পাঠ:</u>

................................:
প্রতিজ্ঞা করিয়া কয়:
জে পণ্ডিতে হারাইবে মোরে।
আমি তার অভিলাসি:
হইব................................:
স্বামি বুলি মালা দিব তারে ॥
সত্য সুনি বিদ্যার:

কত নৃপতি কুমার:
আইলেন করিতে.............করিয়া কত:
রাজ পুত্র সতে সত:
বিদ্যারে নারিল হারাইবার ॥
....
.... ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৫৪২/Y।

শিরোনাম:মুষ্টিযোগ। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈদ্যক। পত্রসংখ্যা:২। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৪৫.৪×৯.৬ সে.মি.

প্রাপ্ত মুষ্টিযোগ পুথিটি দুই পৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পুথি। এর লিপিকর বা লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে পুথির অবস্থা ও উপকরণ বিশ্লেষণ করে পুথিটিকে প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন মনে হয়।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

শ্রী দুর্গাগ্রন্থান্তরে ॥
শ্বেতাপরাজিতার রসে নস্য করণাৎ অর্দ্ধ কপালি বেদনা
দুর হয় ॥ তস্য মূল মস্তকের যন্ত্রনাৎ তথা ॥
কেতকীর মাথি বাটিয়া লেপিলে কুবন্ত দুর হয় ॥
কাগজি জামীর চৌধাই কাটিবেক ২১ লক্ষ তাহার
ভিতর দিবে পুনশ্চ আরেক খণ্ড তাহাতে নাগাবে
খাঠানি মৃত্তিকা যন্ত্রে .... করিয়া ঘরের ভিত
নিব স্থানে রাখিবেক ২১ দিন পরে মুখ খসাইয়া
লঙ্গ বাটিয়া পুংলিঙ্গ কইতরের পাখা দিয়া
ক্ষেতে অঞ্জন প্রতিদিন তিন বার সপ্তাহে
ছানি দূর হয়।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৫৫৯/A।

শিরোনাম:জাগরণপুথি। লেখকের নাম:দ্বিজমাধব। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৫-১২০। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালোনয়। পরিমাপ:৩৫.৩×১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'দ্বিজ মাধব' রচিত 'জাগরণ পুথি' । কলের কাগজে রচিত পুথিটি অসম্পূর্ণ। পুথির অবস্থাও ভালো নয়। প্রথম দিকের ৩ পৃষ্ঠা এবং শেষের ২ পৃষ্ঠা জীর্ণ এবং ছিন্ন। পুথিটিতে লেখার চারপাশে বেগুনি রং এর বর্ডার করা হয়েছে। তাছাড়া পুথির মাঝখানে ভনিতা পয়ার ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ বেগুনি কালিতে লেখা। প্রাপ্ত পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:

হিমগীরি শিখরে গঙ্গা বহে পুন্য ধারা.
নির্ম্মল সলিল বহে সুগন্ধ মনোহরা ।.
বর রম্য স্থল সেই শিবের ভবন
সেইখানে তপস্যা জে কর‌য়ে দূর্জন ।.
বরিসাএ তপসিত সকলি সমান.
প্রণাম করিআ থাকে সদাএ ধ্যাঅন
দ্বাদশ বৎসর তপ কঠোর অপার.
দৈত্য মন বাঞ্ছাএ জানি অখিলের সার.
শিত কালে করে তপ জলেতে ডুবিআ.
গ্রিস্ম কালে তপ করে অগ্নি জালিয়া.
বরিসা কালেত তিতে গাত্র পরে জাঙ্গি.
এমত কঠোর তপ জানী সুলপানী.
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে.
বৃসেতে চরি আসিব বর দিতে জায়ে: । লাচারি ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ অংশের পাঠ:

তাহার মেলানে বাহে গঙ্গা অনুপাম:
জোআরে ভাসিআ ডিঙ্গা গেল সপ্তগ্রাম:
তাহার মেলানে বাহে দারে দিআভর:
ত্রিপিনিতে উত্তরিল সপ্ত মধুকর:
চৌদ্দ গ্রাম বাহি গেল সাধুর নন্দন:
ভ্রমরার ঘাটে গীআ দিল দরসন:
সান্দাদ করিতে কান্ডার পাঠাইলা তখন:
নৌকা হোতে উঠি কান্ডার করিল গমন:
খুলনার বিদ্যমানে দিল দরসন:
খুলনাতে কহিলা সকল বিবরণ: ॥ শ্রী শ্রী জয়
দুর্গা ভরসা ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৫৭১ ।

শিরোনাম:মনসার পাচালি। লেখকের নাম:দ্বিজবংশিদাস। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১৮৩-৩২৯। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো নয়। পরিমাপ:৪১×১৩.৪সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি দ্বিজবংশিদাস রচিত 'মনসার পাচালি'। পুথির অবস্থা ভাল। তুলট কাগজে রচিত পুথিটির কাগজ নরম, কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী। প্রথম দিকে চার পত্রের উপরের অংশ সামান্য ছেঁড়া। তাছাড়া কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। লিপিকরের হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন। পুথিটির লিপিকর একজন। পুথির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এটি ১৮০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:

জতিশ্বরা নিতি কন্যা পুর্ব্ব জর্ন্মশ্বরে ।.
মঙ্গল চন্ডিকা পুরে ভাল ব্যেবহারে ।.
এহিমতে জর্ম্ম হৈল.................. ।.
আপনার কার্য সিদ্ধি করিলা মনসা ।.
দ্বিজ বংসি দাসে গায় পয়ার চরণ ।.
অবিরথ সিদ্ধি হয় পুরাণ শ্রবন ।. লাচারি ১* ।.
ধন্য ২...................... উজনী নগরেঃ
জর্ম্মিল সুন্দরি কন্যা সাহে রাজার ঘরে ॥ধ্রু॥.
কখনে জর্ম্মিল কন্যা পড়িল ধরনিঃ
পদ্মার কার্য সিদ্ধি হৈল বাজে জয়ধ্বনি ॥২॥.
জম্মিল সুন্দরি কন্যা জেন চন্দ্র কলা ।.
রম্ভা উর্ব্বসি কীবা সুনার পুত্তলা ॥৩॥.
জৌতিস গনীয়া কহিল সাস্ত্র বিচারিঃ
হস্তা নক্ষেত্র কন্যা রাইস হইল সুন্দরি ॥৪॥
বাড়িল বিপুল লক্ষি বিপুল সম্ভারঃ
এতেকে বিপুলা নাম থুইল কন্যার ॥৫॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

দ্বিজবংসি দাসে গায়ে পদ্মার চরণ ।.
অবিরথ সিদ্ধি হয় পুরাণ শ্রবন ।.*॥ লাচাড়ি ॥
আন বিধুবা ভষ্ট হৈল তুমার আচার ।
নামি মুক্তাশ্বর জলেঃ । বাদ হারি মর সনেঃ
কুল লাজে তুমি জাইবা ঘরে ॥ধ্রু॥
আমি অন্ধমারী নারিঃ আমা সনে বাদ হারিঃ
কুন মুখে তুমি জাইবা ঘরে ।১॥
সুনিয়া উজানির লোকঃ চুন কালি দিবে মুখেঃ
উপহাষ্য করিবো তুমারে ॥.
বোজিলাম পাপমতিঃ কুনছারে বোলে সতিঃ
রাত্র হৈলে মৎসে মাংসে খাও ॥.
বিধুবা কবে সএড়িঃ বাছিয়া ভাতার ধরিঃ
দুর দেসে জাও পলাইয়া ॥২॥
বিধুবা হৈয়া পাও মাছঃ আমি পাই শঙ্খ কাচঃ
দেখ কে কারে বোলে সতি ॥৩॥
দ্বিজ বংসি দাসে কয়ঃ মনসার চরণ হয়ঃ
মায়ারে হারিলো পদ্মাবতি ॥.॥*

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬০৮/L ।

শিরোনাম:ভক্তিকাব্য। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২১.৫×৪০ সে.মি.।

ভক্তিকাব্য পুথিটি কলের কাগজে (Mill Paper) লিপিবদ্ধ। কাগজ শক্ত, কাগজের বর্ণ বাদামি এবং হালকা বাদামি রং এর কালিতে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত হয়েছে। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর তবে দু একটি বর্ণ বেশ জটিল। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির অবস্থা ভাল, কিন্তু পৃষ্ঠার মধ্যভাগের কিছুটা অংশের লেখা ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ২১.৫ সে.মিটারের কাগজ মাঝামাঝি দুই ভাঁজ করা। পুথিটির লিপিকর একজন। পুথির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এটি প্রায় ১৮০ বছরের প্রাচীন বলে ধারনা করা যায়।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

মুনী মাল্যা ধন্যা কন্যা মেনকা মহিশী।
নিশী শেষে স্বপ্নে সপ্ন দেখে উমাশশী।
আশী বসী শশী বাশি দিশি প্রকাগ কৈবে।
মৃদুভাশী ক্লেশ বাশী ভাসে মৃদুস্বরে।
....
....
সর্প সঙ্গে সদা সেতো সমাধি আসল।
বৈশ্বানর সম সর্প সমুহ নিশ..........
ভয়ে অঙ্গ ভঙ্গ হয় ভব ভাব দেখি।
স্মশানে ২ ফীরে সদা ভস্ম মাখি।
হস্তি চর্ম্ম অস্থি ধরে হস্তে নর শির।
ভাং গাঞ্জা খাইএ চিত্ত ব্যস্ত নহে স্থির।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

দংশিল নবমী কালে তবু প্রাণে মরিনা।
এমন কঠিন প্রাণ তবু দেহ ছাড়েনা
একালে হইল কাল কালে নাহি আইল কাল কাল......
কালকুটে দহে অঙ্গ দেখনা ॥
কি কৈরাছি কালে আমি কাল হৈল দিনমনি সকল
হইল কাম কালে দি এ অর্পনা ॥
সকলি আমারি বৈরি একা গেইএ নিমখিরি
হরি নিল সে শঙ্করি মোরে দিএ জন্ত্রণা ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬১৯/B।

শিরোনাম:সীতার পরিণয়। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৪৫.২×৯.২ সে.মি.।

'সীতার পরিণয়' গ্রন্থটি রামায়ণের অংশবিশেষ। গ্রন্থটি কলের কাগজে(Mill Paper) লিখিত। কাগজ শক্ত এবং হালকা বাদামি রং এর। গাঢ় বাদামী বর্ণের কালিতে গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। গ্রন্থটির অবস্থা ভাল। গ্রন্থটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠ:

তখন রাজার আজ্ঞামাত্র সুমন্ত্র আনন্দকর সুসজ্জীকৃত
স্যন্দনখানি আনয়ন করত: সমাগত হইল আহা
কিবাইবা রথের শোভা চূড়ার উপরীভাগে কত২
শ্বেত পীত অসিত লোহিত হরিত পাটল ধূমল
বাড়াব ধূসর শোন বর্ণের বৈজয়ন্তী সকল
প্রভঞ্জন মালার হিল্লোলে নদী তরঙ্গ শ্রেণী ন্যায়
আলোড়িত অথচ পীড়্যমান হইয়া উড্ডীয়মান
অগ্রভাগ শম্পাবন্যায় কম্পায়মান হইতেছে
এদিগে রথের মধ্য দেশে স্ফঠিক প্রকটিত
স্তম্ভগুলি যেন অম্ভোনিধি বন্যায় ধবলায়মান
অথচ তাহার মধ্যে ২ সদ্যস্তপ্ত নিভ সৌবর্ণী
রেখাবলী কোমল দেদীপ্যমানা যেন নির্ম্মল
....
....।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির শেষ পাঠ:

একেত বাদ্যোদ্যম তাহাতে আবার জনপদ
কোলাহল শব্দ তাহাতে আবার চতুবন্দিনী
সেনার হর্সসূচক সিংহনাদ ইহাতে মহাতপা:
পরশুরামের পরমা........... বহ্ণি যোগে অর্পিত
মানস সম্মীলিত লোচন একদা সচঞ্চল
উন্মীলন হইয়া উঠিল আ: এতদুর
অস্পর্দ্ধা আমি জীবিত থাকিতেই পুনরায়
ক্ষত্রিয় সৈন্যের শ্রবণ কুহর ভেদি কোলাহল
ধ্বনি ধরনীর বুঝি পুনরায় ক্ষত্রিয় শোণিত
দ্বারা স্নান করিতে বাসনা হইতেছে বলিতে ২
লোকমুখে আবার জনক সুতার পরিণয়
শ্রবণে করিয়া একেত ক্ষুৎ পিপাসাপন্ন
ব্যক্তির বাটী প্রত্যাগমনে নাস্তি তন্ডুল ভান্ড

পতিত জ্ঞান কাণ্ডশূন্য; রাগে গরগর
ব্যাক্তিবন্যায় যেন জাজ্বল্যমান জলৎ পাবক কণা
নেত্রযুগ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল
এককালীন দ্রুত গমনে স্যন্দন সমীপে আশিয়া
সমাগত সাক্ষাৎ কৃতান্ত মূর্ত্তি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬২২/Q।

শিরোনাম:ক্রিয়াযোগসার। লেখক:অনন্তরাম। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৭৫। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৪৬×৯.৭ সে.মি.।

ক্রিয়াযোগসার পাণ্ডুলিপিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ হালকা বাদামী। এটি কালো কালিতে লেখা। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির অবস্থা ভালো। তবে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ডান দিকের সামান্য অংশ ছেঁড়া। এর লিপিকর একজন। পুথিটিকে প্রায় ১৯০ বছরের প্রাচীন অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠ:

ওনমোগণেশায় ॥
প্রণমহো নারায়ণ অনাদি নিধন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জাহার শৃজন।
তদন্তরে প্রণমহোঁ দেবি নারায়নী ॥
আদ্যা শক্তি মহামায়া জগত জননি।
ত্রিনয়ন প্রণমহো জগতের পিতা ॥
দেব দেব মহাদেব ভক্তি মুক্তি দাতা
চতুর্মুখ প্রণমহো দেব পদ্মাসঁন।
সপ্তদ্বিপ আদি শৃষ্টি জাহার শৃজন।
লক্ষ্মী দেবী প্রণমহোঁ সিন্ধু রাজ সুতা ॥
বিষ্ণুর বনিতা দেবী সর্ব্ব সুখ দাতা।.
তদন্তরে প্রণমহো দেবি শ্বরেশ্বতি।.
জাহার প্রশাদে ব্যাষ কবিরাজ ক্ষ্যাতি ॥
গণপতি প্রণমহো পার্ব্বতি নন্দন ॥
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ কারি গজেন্দ্র বদন ॥
ব্যাষদেব প্রণমহো বিষ্ণু অবতার।
জাহা হনে হৈল সর্ব্ব সাস্ত্রের প্রচার ॥
বিশারদ প্রণমহো সর্ব্ব শাস্ত্র কর্ত্তা ॥
সেহি সে পরম ধাম মোর জ্ঞান দাতা ॥
পিতৃ মাতৃ প্রণমহো সাস্ত্র অন্নশাকে।
জাহার উয্যোগে জন্ম হৈয়াছে সংশারে ॥
করি সবে চরণেত করিয়া প্রণতি ॥

রচিলেক ক্রিয়া যোগশার ॥

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির শেষ পাঠ:

সংসারেত মুক্তি বাঞ্চা করে জেবা জন ॥
ভক্তিভাবে পূজা করে দেব নারায়ণ ॥
পুনি: পুনি: কহি আমি সুন তপোধন ॥
ভক্তি হনে ওষ্ট হএন পতিত পাবন ॥
পরাসর সুত ব্যাষ বিষ্ণু অবতার ॥
শ্লোক বন্দে রচিলেক ক্রিয়াযোগ চার ॥
সেহি শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে
কহেন অনন্ত রামে হরি গুনানন্দে ॥
বিশারদ পদে সেহি ধেন্ন অভিপ্রায় ॥
পদবন্ধে রচিলেক পঞ্চদশ অধ্যায় ।*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬৬৭/I ।

শিরোনাম:বেতালপঁচীশী। লেখকেরনাম:কালীদাস। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৪০.৮×১০ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি 'কালিদাস' রচিত 'বেতাল পঁচীশী'। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। এর অবস্থা ভাল। বাদামি বর্ণের কলের কাগজে কালো কালিতে পুথিটি লেখা হয়েছে। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। প্রাপ্ত পুথির লিপিকর একজন। বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে পুথিটিকে প্রায় ১৭০ বা ১৮০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

বেতাল পচিশা ॥
কলী বিক্রমাদিত্য নামেতে নৃপতি।
সর্ব্ব গুনান্বীত রাজা প্রত্যমান অতী ॥
সর্ব্ব সাস্ত্রে সুপণ্ডিত দয়া বোন্ত ধির।
সত্য বাক্য পালনে জেমন যুধিষ্টীর ॥
পরম সুন্দর রূপ জিনি রতি পতী।
কুবের সমান ধনে বুদ্ধে প্রজাপতী ॥
দৌদণ্ড প্রতাপে জেমন দশানন।
রায কার্য্য প্রায় করে প্রজার পালন ॥
দুর্জ্জোধন প্রায় মানে কর্ণ সম দানে।
মহারণ পরাক্রম ভিশ্ম সম রণে॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জদি সেই রাজ কন্যা পুন না দেখিব।
নিশ্চয়ে জানীবে তবে পরাণ তেজিব:।
এখন আমার মন প্রবোধ না মানে:।
চল লয়য্য প্রাণ প্রিয়ে আছে জেই স্থানে:॥
কাতর দেখিয়া দয়া না হয় তোমার:।
বিরচিত কালিদাস মধুর পয়ান:॥ ত্রিপদী ॥
তবে দুই জন: চলিল তখন:.................:।
দন্ত মকুট নাম: শুনে অনুপাম: নৃপতির অধিকারে:॥
দেখিয়া নগর: হরস অন্তর: কহে রাজার নন্দন:।
কোথা পদ্মাবতি: করয়ে বসতি: দেখি তার নিকেতন:।
মন্ত্রি পুত্র কয়: শুন মহাসএ: দুতনার কর্ম্ম নয়:।
কোন কার্য্যে ব্যস্থ: না করিয়া এস্ত: হিতে বিপরিত হয়: ॥
নাহি জান মর্ম্ম: দুতির এ কর্ম্ম: অন্ত:পুরে কেবা জাবে:।
রাজপুত্র কয়: উপযুক্ত হয়: দুতি হেথা কোথা পাবে ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬৭২।

শিরোনাম:কপিলামঙ্গল। লেখকেরনাম:কবিচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীরামপ্রসাদদাস। লিপিসন:১২৩১। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ :৩৭.৮×১১.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'কপিলামঙ্গল' পুথিটি ১ থেকে ৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুথির অবস্থা ভালো। এটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। কাগজের বর্ণ হালকা বাদামি। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় কয়েকটি চিত্র রয়েছে। প্রাপ্ত পুথিটির লিপিকর একজন। লিপিকরের হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। এটি ১৭৮ বছরের প্রাচীন পুথি।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী শ্রী রামজী: ॥
শ্রী কোপিলা মঙ্গল লিক্ষতে।.
নমগনেস: বিদ্যানষ: গিরিজা নন্দন প্রভু।
সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশয়।-গনাদিপতয়েনম ॥
শ্রী গনেসায়নম ॥
বন্দ প্রভু নারায়ন জগত জিবন ॥
প্রনতি কোরিয়া বন্দ তুমা ভক্তগন ॥
শ্রী চরন বন্দিব হইয়া সাবধানে ॥
অপুত্রি প্রবিত্র হইল জাহার কারনে ॥
পীতা মাতা বন্দিব গুরুর চরন ॥
এহাদের বাক্য আগে করহ পালন ॥
গুরু মহাগুরু কৃষ্ণ ভক্তের সঙরন ॥
একে ২ বন্দিলাম সভার চরন ॥
সর্গ্ব মঞ্চে বন্দিলাম জত সুরমনি ॥

গনেশ দেবতা বন্দোজতো মহামুনি ॥
বন্দো মাতা সরেস্বতি বিনয় বচনে ॥
দণ্ড দুই হয় দয়া সেবক স্মঙরনে ॥
মোর কণ্ঠে উর মাতা লইলাম সঙরন ॥
কোপিলা মঙ্গল কিছু করিব স্থবন ॥
সুন সভ্যা জন মন দিয়া ইতিহাস ॥
সুনিলে সেসব পাপ হইব বিনাস ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এ পুস্তক পড়ে সুনে রাখে জেই নরে ॥
বিস্তার হইয়া লক্ষ্মি রন তার ঘরে ॥
কায়মনে বাক্যে জেবা করএ সঙরন ॥
অপুত্রির পুত্র হয় লক্ষ্মী নারায়ন ॥
একান্তে সুনিলে হয় রোগ বিমোচন ॥
অন্ত কালে পায় সেই গোবিন্দ চরন ॥
ধাক্কিক জেজন সুনে পুরান কোথন ॥
জার ঘরে নাই তার বিফল জিবন ॥
এ পুস্তক রাখিবারে জেবা করে হেলা ॥
গুরু দ্রহি হয় সেই জিবন নিস্ফলা ॥
ধক্কবান সুনে জেই পুরান কোথন ॥
কোবিচন্দ্র বলে তার বিফল জিবন ॥*॥*॥
ইতি শ্রী কোপিলা মঙ্গল সমাপ্ত ॥
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং..............
.... ইতি সন ১২৩১ সাল ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬৭৩।

শিরোনাম:শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। লেখকেরনাম:কৃষ্ণদাসকবিরাজ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৩১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরঘুনাথদাশ। লিপিসন:১১৯৭ সাল। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:২৮×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৬৭৩' সংখ্যক পুথিটি কবি 'কৃষ্ণদাসকবিরাজ' রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। ১ থেকে ১৩১ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। এর লিপিকর রঘুনাথদাশ এবং লিপিসন ১১৯৭ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ২১৪ বছরের প্রাচীন। তুলট কাগজে লেখা প্রাপ্ত পুথির কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি এবং এতে ব্যবহার করা হয়েছে কালো এবং লাল রং এর কালি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ। শ্রী শ্রী চৈতন্যচন্দ্রায়ণম:।
....
....

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্টদাশ রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন।
জাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ:॥
জয়তাং গুরতৌ...................... ।
....
....
জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্ত্য লীল বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ॥
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা শূত্রগণ।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপে করিঞাছী বর্ণন॥
আমি জ্বরা গ্রস্থ নিকট জানিঞা মরণ।
অন্ত্য কোন লীলার করিঞাছি বর্ণন॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ॥
সভার চরণ কৃপা গুরু উপাধ্যাই।
মোর বানী শিষ্যা তাতে বহুত নাচাই॥
শিষ্যা শ্রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল।
কৃপা না নাচায়ে বানী বসিঞা রহিল॥
অনিপুণা বানী আপনে নাচিতে না জানে।
জত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে॥
সব শ্রোতা গণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণ কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরনামৃত খাঞি::: করো পানে॥
শ্রোতা পাদরেণু করো মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম॥
শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে জার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাশ:॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য খণ্ডে
শিক্ষা শ্লোকাষ্টকার্থ আস্বাদনং নাম
বিংশতি পরিচ্ছেদ:॥৩॥৩॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬৭৪।

শিরোনাম:আগমপুরাণ। লেখকের নাম:শ্রীহৃদয়রাম। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:৩৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীযুতনিমচরণ সাহু। লিপিসন:১২৮২ সাল। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৪৪×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি ১ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার অবস্থা খুব খারাপ। প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগ কালো হয়ে গেছে। পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থানে পোঁকায় কাটা। যে কারণে বেশ কয়েকটি শব্দ লুপ্ত হয়ে গেছে। শেষ পষ্ঠার অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। তবে অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলোর অবস্থা ভালো। কয়েকটি স্থানে ছোট ছোট ছিদ্র রয়েছে। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট। পুথিটি ১৩০ বছরের প্রাচীন। পুথির লিপিকর একজন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী হরিজী স্বরণ:।
শ্রী অথ রাম আগম পুরাণ লিক্ষতে:।
....
....
জয় রাম আজিনে শকল:
উহার সহোদর দুই ভাই:
কয়া মাত্র.........................:
হে প্রভু কমলার পোঞী:
খন্ডায় এহার দুগ্যতি:
জমিনে এ মোহি মন্ডলে:
মোহএ আছেয় শকলে:
কিরূপে ঘর ছড়াইলো:
.........................:
.........................:

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এই জনা কণ্ঠে বোসী সোত্তর প্রকশ.।
প্রিথিবির তাবজত কোরিব উস্যাস ॥.
কহেন শ্রীহৃদে রাম সুন সর্ব্বজন।
......................................॥
গুরু কিন্তু ভজিব হইয়া কিংকর.।
জেইজন জানি থাকে তোক্তের গোচর.॥
....॥
সেইজন জানি থাকে তোক্তর গোচর.॥
....॥
ইতি সন ১২৮২ বারসক্ত বিরাসী সনে
তাং ১২ জৈষ্ঠ্য রোজ সম্ববার দীন
এক প্রহর বেলা সময় এ পুস্তক
সমাপ্ত হইল:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬৭৯।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকের নাম:মৈত্রজীবন। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৭-৬৪। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৪৬×১৪.৫ সে.মি.।

'৬৭৯' সংখ্যক পুথিটি 'মৈত্রজীবন' লিখিত 'পদ্মাপুরাণ'। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর প্রথম ৬ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। পুথিতে লিপিকর ও লিপিসনেরও উল্লেখ নেই। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে কলের কাগজে (Mill paper) এবং ব্যবহৃত হয়েছে দুই রঙ্গের কালি। কয়েকটি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত হয়েছে কালো কালি। পুথির অবস্থা ভালো। এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:

সিব জায় এক পথে চন্ডি আর পথে:।
দুই জোন দুই পথে জায় এড়ি রথে: ॥
চন্ডি জায় নড়ে ২ সিব জায় ধিরে:॥
দুই জনার দেখা হইল জমুনার তিরে: ॥
ঘাটে ডুমরি রে সে কইচে চন্ডিকা:।
দড়ি দিয়া বান্দে গলই ডাঙ্গা নৌকা:।
দেবি হোগে মহেস্বর আইল সেহি ঘাটে: ॥
পার কর বলিয়া সিবে ডাকে:॥
পার কর জেমনি আমি দিব উচিত কড়ি: ॥
জেমনি বোলেন নআ নৌকা বহিতে নারি:॥
স্বামি আমার ঘরে নাহি গিয়াছে বেগার:॥
মায়া হয়া কিমোতে তোমাকে করি পার:॥
সিবে বোলে তোমাকে করি পার:॥
সিবে বোলে তোমার স্বামির নাম কি:।
কি নাম তোমার তুমি কহো জেমনি:।
সক্ষ জল মাঝে বৈসে জেহি মোহাজন:॥
সেহি নামে প্রাণনাথ কহিনু কারণ:॥
সরূপা আমার নম নদির তিরে বাস:॥
খেতা দিয়া খাই অন্ত নাহি করি চাষ:।
সিবে বোলে জেমনি গো কহো সত্য করি:॥
সরূপ করিয়া কহো বুঝতে না পারি:॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ অংশ থেকে পাঠ:

ওঝার নিকটে জাইতে: নাগের সংসয় চিত্যে:
ছিদ্র নাহি পায় বোন কলে:।
আর দিন ধনন্তরি: সিষ্য গন সঙ্গে করি:
গোপ্তরিতে জল ক্রিড়া করে: ॥

অনেক সাহস গনি: জলেত লুকাইল বানি:
গেল নাগ................লুকায়া:॥
নিরপখ্যে চুপি দিয়া: পাণ্ডনাগ গেল ধায়া:
খাইল ওঝার চরন চাপিয়া: ॥
সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিসে: চাহে ওঝা বিমরিসে:
ভাবে ওঝা মহা চমৎকার: ॥
ওঝা বোলে সিষ্যগণ: বিষ ঝাড় এহি ক্ষন:
সর্বরাজে দংসিল আমার:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৬৯১।

শিরোনাম:লক্ষ্মিরজাগরণবনবাস। লেখকের নাম:কিংকর। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২-২১। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীযুক্তদীর্ঘলোচন দেবশর্ম্মন। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩৩×৯.৬ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি পুরাণ বিষয়ক কাব্য। পুথির প্রথম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লিখিত পুথির অবস্থা ভালো। কাগজের বর্ণ হালকা ধুসর। কালো কালিতে লেখা। হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

সাত জন্ম তাহারে করাই সুখ ভোগ ॥
ব্রাহ্ম যেন বৈষ্ণবে যেই জনা করে দান।
তাহাকে বাড়াই আমি সুন নারায়ণ ॥
সন্ধ্যা কালে জার ঘরে শঙ্খ ধ্বনি সুনি।
সেইখানে তুষ্ট বড় লক্ষ্মি ঠাকুরাণি।
নারি হয়া পুরুষের যদি সেবা করে।.
পরকালে রাখি তারে গোলক নগরে ॥
প্রণাম করিল লক্ষ্মি গোবিন্দের পায়।
জুক্তি করি লক্ষিকে কহিল শ্যামরায় ॥
চাহিয়া লক্ষির মুখ কহে চক্রপানি।
ওরিতে ভকতগণ জাইবে আপনি ॥
তিন প্রহর রৈবে তুমি ভক্তের মন্দিরে।
একপ্রহর রৈবে তুমি দারকা নগরে ॥
তাহা সুনি প্রণাম কোরিল কৃষ্ণে পায়।
চঞ্চলা সারথি দেবি প্রিথিবিতে জায় ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জেজন সুনয় গিত করএ শ্রবণ।
তাহাকে করেন দয়া লক্ষ্মি নারায়ন ॥
এই পুঁথি জেই জন লেখ্যা রাখে ঘরে।

ধন ধান্য লক্ষ্মি দৃষ্ট করেন তাহারে ॥
সুন ২ সর্ব্বজন করি নিবেদন।
এক চিত্তে হয়া ভজে শ্রী মধুসূদন ॥
দ্বিজ রাম কাঙ্ক্ষিবেন দয়া।
জক্ষে ২ দিয় মাতা চরণেতে ছায়া ॥
গোবিন্দ পুরেতে ঘর জাতিয়ে ব্রাহ্মণ।
চেতয়াতে বশবাশ জানে সর্ব্বজন।
লক্ষ্মি দেবির পাদ পদ্ম কিঙ্করেতে গায়।
পুর্ণ্যানন্দে বল হরি জাগরণ হৈল শায় **॥
শ্রী শ্রী লক্ষ্মির যাগরণ বনবাশ সমাপ্ত ॥
ঃঃঃঃঃঃঃঃঃ * ॥০॥ শ্রীযুক্ত দীর্ঘ্বলোচন দেব
শর্ম্মণ: শাঙ্কর লিপিরং ॥ঃঃঃঃঃঃঃ॥.
....
....

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১০।

শিরোনাম:প্রহ্লাদচরিত্র। লেখকের নাম:কবিচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৩৮.৪×১২.২ সে.মি.।

'প্রহ্লাদ চরিত্র' পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী। কাগজ মোটা ও শক্ত। পুথিটি কালো কালিতে লেখা। পুথির ডান পাশের অংশে কাগজের অবস্থা ভালো নয়।
এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রামজী অথ শ্রী প্রহ্লাদ চরিত্র লিক্ষ্যতে:
প্রহলাদ চরিত্র কথা মন দিআ সুন শর্ব্বে:।
ব্রহ্মার বরে দেবতা গঙ্গাধর জিনি পূর্ব্বে: ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ্য অনায়াশে পাবে:।
গোবিন্দ চরনাবিন্দে ভজ এক ভাবে: ॥
....
ত্রাসে চমকিত দেব তিন লোক কাপে:॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

রাজা বলে জাস্তানায় ঔসদ দিব সত্য।
জম ঘরে তোরে পাপি পাঠাইব অদ্য ॥

কেমন করিয়া তোরে রাখে আজি হরি।
কার স্মরন নিবে বেটা আজি তোরে মারি ॥
কার তেজ অহঙ্কার কহ তোর বল।
বলরে পাপিষ্ট শিশু মন্দমতিখল।
প্রহ্লাদ বলেন বাপু কর শুদ্ধ মন।
কোপ নিবারণ কর কৃষ্ণে দেহ মন ॥
ব্রহ্মা য়াদি দেবতা সভাই জার বসঃ।
হেন দেবে মহারাজা না কর কর্ক্কসঃ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১১।

শিরোনাম:বেতাল পঞ্চবিংশতি। লেখকের নাম:কালিদাস। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ: ৪০.৫×১৩.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি 'কালিদাস' রচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি। পুথির অবস্থা ভাল। তবে পুথিটি অসম্পূর্ণ। তুলট কাগজে রচিত পুথিটির কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী। এর রচনাকাল, লিপিকর ও লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথির লিপিকর একজন বলেই ধারনা করা যায়। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী হরিঃ অথো বেতাল পঞ্চবিংসতিঃ ॥
পয়ারঃ কলিতে বিক্রম আদিতে নামেতে নৃপতিঃ।
সর্ব্বগুনানিত রাজা সত্যবান অতিঃ ॥
সর্ব্ব সাস্ত্র সুপণ্ডিত দয়াবন্ত ধিরঃ।
সত্যাবাক্যে পালানো জেমন যুধিষ্ঠিরঃ॥
পরম সুন্দর রূপ জিনি রতিপতিঃ ॥
কুবিরের সমান ধনে বুদ্ধে ব্রিহসপতিঃ॥
দোদণ্ডে প্রতাপে জেমন দসাননঃ॥
রামরাজ্যে প্রায় করেন প্রজার পালনঃ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১২।

পুথির নাম:প্রেমভক্তিরত্নাবলী। লেখকের নাম:কৃষ্ণদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীসনাতন দাস বৈরাগী। লিপিসন:১১৯৮ সাল। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৩৮.৬×১১.৩ সে.মি.।

'প্রেমভক্তি রত্নাবলী' পুথিটি কবি 'কৃষ্ণদাস' রচিত বৈষ্ণব কাব্য। পুথির অবস্থা ভাল। এটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ বাদামী এবং পুথিটি কালো কালিতে লেখা। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। লিপিকরের হাতের লেখা জটিল। ১১৯৮ সালে লিপিকৃত এই পুথিটি ২১১ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণভৌ নম:।
................................: ।*॥
....
জয়২ শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয়২ স্রিরূপ গোসাঞি বড় দআময়।
জয় শনাতন প্রেমভক্তি দান দেহ॥
জয়২ গোপাল ভট্টদাশ রঘুনাথ।
জয় শ্রিজিব রঘুনাথ ভক্তগন সাথ॥
জয় বৃন্দাবন ভ্রমি শবে সুখ রাশি।
জয় মদন গোপাল পূর্ণ চন্দ্র শশি॥
জয় ব্রজবাশিগন বৃন্দাবন মাঝে।
রাধাকৃষ্ণ লিলাসহ সদত বিয়াজে॥

শেষ পাঠ:

তারপর হরিনাম বিজেতে সাধন।
গুরু অনুগত হৈয়া চুরির সাধন।
শাধন হইলে প্রাপ্তি হইব সর্ব্বথা।
অনুগত ন হইলে ভজন যার বৃথা।
রাত্রি দিন সুর মুখে রাধা কৃষ্ণ নাম।
সত্য২ সর্ব্বসুখ ২ ধাম।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১৩।

শিরোনাম:দশ অবতার। লেখকের নাম:কৃষ্ণদাস। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২-২৯। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২৭সাল। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৩৮.৬×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৭১৩ সংখ্যক পুথিটি একটি পৌরণিক কাব্য। কবি 'কৃষ্ণদাস' রচিত কাব্যটিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিসনের উল্লেখ রয়েছে। পুথিটি তুলট কাগজে রচিত এবং অবস্থা ভালো। এর প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া না হওয়ায় এটি একটি অসম্পূর্ণ । প্রাপ্ত ৭১৩ সংখ্যক পুথিটি ১৮৪ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী গুরু গোবিন্দ পাদ পদ্ম করি আস:
দশ অবতার বন্দিলেন কৃষ্ণদাস: ॥*॥

সুন২ সর্ব্ব লোক হয়্যা একমোনঃ।
কৃষ্ণ ভক্তি শ্রুতা মনি ব্রহ্মার নন্দনঃ॥
দশ অবতার কথা য়পূর্ব্ব আক্ষানঃ।
জেরূপে জে কর্ম্ম কৈলা প্রভু ভগবানঃ॥
বৃন্দাবন কৃষ্ণ লিলা আছয় বর্ণনাঃ ॥
জেকথা শ্রবনে ঘুচে জোমের জাতনাঃ ॥
চর্তুদ্দস সাশ্র আর আঠার পুরাণঃ।
কিঞ্চিত ২ ইথে য়াছয়ে প্রমাণঃ ॥

শেষ পাঠ:

তোমাতে উৎপতি শব তোমাতে মিলায়ঃ।
আজ্ঞায় শ্রীজন তবে নিরাসে প্রনয় ॥
দিন হিন আমী তব কি জানি মহীমাঃ।
পঞ্চ মুখ চর্তুমুখ নাহি পায় শিমাঃ।
এতেক বলি আমনি বিদায় হইলঃ।
লক্ষী নারায়ন দুহে মন্দিরে রহিঃ ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ পদ্ম করি আশঃ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেক কৃষ্ণদাসঃ। ইতি
সন ১২২৭ শাল তারিখ ১৬ চৈত্রী ঃঃঃঃঃঃ

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১৪।

শিরোনাম:শ্রীকৃষ্ণনারদগীতা। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৪১পত্র(২,৮,১৪, ১৬,২৭-৩০,৩৩ সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায়নি)। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল: অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৩২.৬×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি দণ্ডিকা পুরাণ অর্ন্তগত পঞ্চম পরিচ্ছেদের অংশ বিশেষ। পুথিটি অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ৮,১৪,১৬,২৭ থেকে ৩০ এবং ৩৩ নং পৃষ্ঠাও পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থা ভালো। হালকা বাদামী বর্ণের মিল পেপারে পুথিটি লিখিত। কালির বর্ণ কালো এবং লিপিকরের হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। ৪৬,৪৭ এবং ৪৮ নং পৃষ্ঠার মাঝখান থেকে লম্বালম্বিভাবে ছেঁড়া। ৪৮নং পৃষ্ঠার অর্ধেক অংশ পাওয়া যায়নি। পুথিটির লিপিকর একজন। এটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান কার যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী গুরুপদ ভরসা। শ্রী গণেষায় নমঃ ॥
শ্রী চৈতন্ন বন্দু গুরু সদাশয়েঃ।
শ্রী বৈষ্ণব বন্দীব মহীমা গুন ময় ⁒
দ্বাদশ গোপাল আর কোটী মাহান্ত।.
একে২ বন্দীলাউ শভার ত্রিদন্ত।.
এশভার পদধূলি মস্তকে বন্দীয়া।.
দনে ত্রিন জোড় হাত দন্য ভাটী হয়্যা ⁒

কৃপা করি পদ রেনু দেহ দয়া চিত্তে ।.
পূরাণ প্রসঙ্গ লিখি তুমা কৃপা হতে %
মুক্তী কর্ত্তা গুরু তরিতে তরনি ।
শ্রী গুরু চরনাম্বজে কি বন্দীতে পারি %
দিক্ষা গুরু শীক্ষা গুরু পরম গুরু আর ।.
বিদ্যাগুরু চক্ষুদান দিল সভাকার ।.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

চরনে স্বরন দিয়া লবে উদ্ধারিয়া ।.
অতুল চরনে কিবা নিবেদীব আমি ।.
অনাথ বান্দব নাম জগতে বাখানি ।.
বিদ্যাধর স্তুতি করে ধড়ি দুই পানি ।.
কেবল ভরসা রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥.
সাধ্যসন্ত চরনেতে করি নিবেদন ।.
মনের মানশ বাঞ্ছা করিবে প্রবন ।.
সুনহ সকল শ্রোতা করি অবধান ।.
বুঝিয়া চলহ পথ হইয়া সাবধান ।.
শ্রীকৃষ্ণ চরনতলে মজাইবে মতি %
তবেত উদ্ধার হবে দারুন দুর্গতি ।.
ইতি শ্রী দন্ডীকা পূরানো মধ্যে
শ্রীকৃষ্ণ নারদ সংবাদে নাম পূরান
কথনে নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১৫ ।

শিরোনাম:কর্ণমুনির পালা। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৭। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীগৌরিচরণ। লিপিসন:১১৭৭ সাল। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ভিত্তিক কাব্য। কলের কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা মোটামুটি ভাল। কাগজের বর্ণ হালকা বাদামী। কাগজ পাতলা ও মসৃণ। পুথিটি কালো কালিতে লিখিত হয়েছে। লিপিকরের হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুঁথির শেষ পৃষ্ঠাটি অর্থাৎ ৭নং পৃষ্ঠাটি মধ্যভাগে লম্বালম্বি এটি ছেড়া ২৩১ বৎসরের প্রাচীন এবং একজন একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

জসোদা বসিয়া জথা নন্দের ঘরনি ॥
একাদসি করিয়া তথা আইল কর্ণমুনি।
মুনি দেখি জসোমতি গলে বস্ত্র দিয়া।
প্রণাম করিল রানি খেতি লোটাইয়া।
এতদিনে আমার পবিত্র হৈল পুর।

বাটিতে আইল মোর ব্রার্ম্মন..........।
আজি মোরে নারায়ন করিলেন দয়া ॥
তেঞিঃ পুরে পড়ি গেলো অতিতের ছায়া।
ওষ্ট হইল দরানি এইত বাসনা।
একাদসি করিয়াছি কালি করও পারনা ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

তখন কোলে নিলা রানি সিন্দু ভগবান ॥
আঁখি পালটিয়া ফেরে কৈলা পুত্রজ্ঞান।
অকপট বালক রোষে নন্দসুত বলে ॥
অখিল ভুবন পতি জসোদার কোলে ॥
কৃষ্ণের চরিত্র কথা সুনে জেই জন ॥
হরিপদে ভক্তি হয় এড়ায় সমন।
কৃষ্ণগান হরি কথা পাপ পূন্য নাষে ॥
প্রভুর দাসের দাস ভজিবার আষে ॥
নানা পুরাণের কথা গোবিন্দ মঙ্গল ॥
এক চিত্ত হইয়া সুন রসিক সুজন।
কর্ণমুনির উপাক্ষান সুন দিয়া মন ॥
জেভনে জে সুনে তারে রক্ষা নারায়ন ॥
আসর সহিত প্রভু করিবে...........।
নায়েকের.............করিবে সফল ॥
কর্ণমুনির পালা সমাপ্ত হইল ॥
ইতি সন ১১৭৭ সাল, লিখিতং শ্রীগৌরিচরণ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১৬।

শিরোনাম:শিবায়ন। লেখকের নাম:দ্বিজরামেশ্বর। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২৮। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩১×১৩.৫ সে.মি.।

'দ্বিজ রামেশ্বর' রচিত 'শিবায়ন' পুথিটি বৈষ্ণব ভাবাদর্শ বিষয়ক। পুথির অবস্থা ভাল নয়। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে কিছুটা অংশ ছেড়া এবং মাঝখানে লম্বাকৃতি একটি বড় ছিন্ন অংশ রয়েছে। যে কারণে পাঁচটি লাইনের একটি করে শব্দ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পুথিটি কলের কাগজের উপর কালো কালিতে লেখা। তাছাড়া পুথির বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ছিন্ন অংশ রয়েছে। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী সিব দুর্গাচরনে সদা মম স্বরণ ॥
ঔথো সিবায়ন........... পাদ লিক্ষীত: ॥
পার্ব্বতি .... পাঠাইলাম স্বত:।

কাহাতে জাহৈল কিছু.................. ।
মহেস মাধব হৈল য়ামি মধুপুরি: ।
কৈলাস হোইল ব্রজ য়ামি রাধা ঝুরি: ॥
সংঙ্ক হোইল রাম য়ামি হৈলাম সিতা: ॥
পরিত্যাগ দিয়া জাত রহিলেন কপা: ॥
একতিল জো মোরে ছাড়িত নাই কভু: ।
সেয়ামি এখন কথা কপা মোর প্রভু: ॥
কতদিনে কান্তসনে হর দরসন: ।
হরমুখে হোরি কথা কোরিব শ্রবন: ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জেন রাশ মন্ডপে গোবিন্দ পায়্যা রাধা: ।
প্রেময়ালিঙ্গন কর‍্যা পিত্র মুখ সুধা: ॥
জেমন জানকি লৈয়া রাম রঘুবর: ।
সাবিত্রী সোবিতা জেন সোসি পুরন্দর: ।
কংকনের ঝনাৎকার নুপুরের ধ্বণি: ।
রণ ২ বাজে পুন রসাল কিঙ্কিনি: ॥
পর্ব্বতির পূর্ব্ব পর্ব্ব পড়্যা গেল মনে: ।
রসিকা রহষ্য করে রসিকের সনে: ॥
.... ।
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১৭।

শিরোনাম:মহাভারত (শান্তিপর্ব)। লেখকের নাম:কাশীরামদাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-২০৮ অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরামকৃষ্ণদাসসরকার। লিপিসন:১২৫৭ সাল। রচনাকাল:অজ্ঞাত। উপাদান:মিল পেপার। পরিমাপ:৩৭.৮×১১.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারত অন্তর্গত 'শান্তিপর্ব'। ১ থেকে ২০৮ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। মিল পেপারে লিখিত এই পুথির শেষ পৃষ্ঠার কয়েকটি স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠার অবস্থাও ভাল নয়। তাছাড়া সম্পূর্ণ পুথির অবস্থা ভালো। কাগজ হালকা বাদামী বর্ণের। কালো কালিতে লেখা। পুথিটির লিপিকর একজন। এটি ১৫১ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণজী স্বরনং ॥.
অথ সান্তি পর্ব্ব শ্রী মহাভারত লিক্ষতে ॥.
নম গনেসায় নম ॥
ওং দেব শাস্ত্রং
....
....

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন ।.
অত:পর কি কোরিলো পিতামোহগণ ॥
জ্ঞাতির তর্পন সারি ভাগিরোথি তিরে ।.
বাস করি তথায়ে রহিলো যুধিষ্ঠীরে ॥.
জ্ঞাতিগণ বধ হেতু সোকো মুনি মনে ।.
না চাহে রাজত্য আর হস্তিনা ভুবনে ॥.
আইলেন মুনিগন নৃপে সান্তাইতে ।.
কিবা বুঝাইলো সভে পাণ্ডু কুলনাথে ॥.
সেই কথা বিস্তারিয়া কহিবে আমারে ।.
জাহার শ্রুবনে মন ধন্ধ জয় দূরে ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

দ্বারিকা নগরে গেলো রাম নারায়ন ॥
জার জেই দোশরে চলিলো রাজাগন ।.
মুনিগন গেলো সভে নিজ নিকেতন ॥.
হস্তিনানগরে রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।.
আমত্য সহিত রাজা চিতায় গমন ।.
ভিস্যের ভাবনা বিনে অন্য নাহি মনে ॥.
জ্ঞাতির বধ হেতু রাজা করয়ে ভাবনে ।.
অন্ন জল নাহি রুচে রাজা যুধিষ্ঠীরে ।.
জ্ঞাতির বধ হেতু রাজা সদা চিন্তা করে ॥.
মুনি বলে জন্মজয় কর অবধান ।.
এতদূরে সান্তি পর্ব্ব হৈলো সমাধান ॥.
বিচিত্র পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি ।.
কাহার সকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ।.
শ্লোকে ছন্দে বিরোচিলো মহামুনি ব্যাস ।.
জে............................. ভুবন প্রকাস ।.
তার শ্লোক কহিয়ো তিন ভুবনে প্রচার ॥
....
দ্বিজগন মুখে তাহা করিআ স্রবন ।.
স্ক্রুত মন্ত্রো কহি কিছু পাচালি বন্ধন ।.
ইহা বিনে পৃথিবীতে.................
....
হৃদয়ে চিন্তিয়া সদাহরি..............॥
কাসিরাম দেব কহে পয়ার প্রবন্ধ ।.
শ্রী মহাভারত সান্তি পর্ব্ব সম্পূর্ণ হইল ইতি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭১৯ ।

শিরোনাম:ধ্রুবচরিত্র (বৈরাগ্যখণ্ড)। লেখকের নাম:জয়ানন্দ কবি। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১,২,৪, ৬-২৭। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীবদ্যনাথবাগ। লিপিসন:১২৭৩ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩২.৭×১১.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'জয়ানন্দ কবি' রচিত 'ধ্রুব চরিত্র' অর্ন্তগত 'বৈরাগ্য খণ্ড'। পুথির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম পৃষ্ঠার অবস্থা কিছুটা দুর্বল। পৃষ্ঠাটি নরম ও কয়েকটি স্থানে লেখা অস্পষ্ট। পুথির তৃতীয় ও পঞ্চম পৃষ্ঠা দুটি পাওয়া যায়নি। তাছাড়া সম্পূর্ণ পুথির মধ্যখানে কাগজ কিছুটা অংশ গাঢ় বাদামী বর্ণ হয়ে আছে। একজন লিপিকর পুথিটি লিপি করেছেন বলে ধারনা করা যায়। ধ্রুব চরিত্র পুথিটি ১৩৬ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ নম ॥৪॥ নম গনেসায় নম ॥৪॥
নারাঅনং নমস্বিক্তo নরাঞ্চব নোরত্তমo দেবি.
.....................॥৪॥ অথ গনেস বন্দনা আরম্ভ ।৪।
প্রনমহগনপতি গৌরির নন্দন।
পরম বৈষ্ণব দেব বিঘ্নি বিনাসন ॥
মুসক বাহন রক্ত বির পরিধান।
প্রসন্ন বদন বিস্ব্য পরম নিদান ॥
নহিত বরন দেব জেন দিবাকর।
নরকুঞ্জর ত্রাস দেখিতে সুন্দর ॥

ভনিতা:

চিন্তিআ চৈতন্য গদাধর পদবন্ধ ।:
আনন্দে বৈরাগ্য খন্ড রচে জআনন্দ ॥

শেষ পাঠ:

অল্প ভাগ্যে না হঅ গ্রীহে মাহন্তের আস্রঅ।
বৈরাগ্য খণ্ড সুনিলে আপদ ক্ষঅ হঅ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের নাম জেবা নিত্ত লঅ মুখে।
ইহকাল পরকাল দুই কাল জাঅ সুখে ॥
চিন্তিআ চৈতন্য গদাধর পদবন্ধ।
আনন্দে বৈরাগ্য খন্ড রচে জআনন্দ ॥
জআনন্দের কবিত্ত জেন অমৃতের খন্ড ॥
এতদুরে সমাপ্ত হইলো বৈরাগ্যখন্ড ॥:॥
ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ॥ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ॥ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ॥
এতদুরে বৈরাগ্য খন্ড সমাপ্ত হইলো ॥:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২০।

শিরোনাম:মহাভারত(সভাপর্ব্ব)। লেখকের নাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৬২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৪৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ: ৪০.৮×১৪.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'মহাভারত' অর্ন্তগত 'সভাপর্ব'। কাশীরাম দাসের এই মহাভারতের লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিসন পাওয়া গেছে ১২৪৪ সাল অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ১৬৭ বছরের প্রাচীন। পুথিটি কলের কাগজে লেখা, কাগজ পাতলা এবং কাগজের বর্ণ বাদামী। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী শ্রী রামজী স্বরনং ॥
শ্রী শ্রী মহাভারত সোভা পর্ব্ব লিক্ষতে ॥
নারায়নং নমাকৃংতং ....
....
হেরাম গোবিন্দ রাম রামঃ।
তাদ্রিসি পান্ডব সঙ্গে অর্হ্জুন প্রধান:॥*॥
ত্রিলোক্য ভিতরে নাহি জাহার উপমা:।
পরাসর সুন মুনি দিতে নারে সিমা: ।:
সংসারেতে য়াছে জাহা য়াছএ ইহাতে:।
ইথে জাহা নাহি তাহা নাহি ত্রিজগতে:।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠঃ</u>

ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ নাহি ফুরে বাণি ॥
মহাভারথের কথা অম্রিত লহরি।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
....
....॥
পুষ্করাদি জত তির্থ আছে ক্ষিতি তলে।
শর্ব্ব তির্থ ফল পায় ভারত সুনিলে ॥
.... ।
কাশিদাস কহে সাধু শদা করে পান ॥*॥
ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ॥৪২ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ॥
শোভা পর্ব্ব শমাপ্ত।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২১।

শিরোনাম:বিরাট গীতা। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১-১৬। সম্পূর্ণ। লিপিকর: বলরামদাস। লিপিসন:১২৫৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিল পেপার। পরিমাপ:৩৫.৮×১১.৮ সে.মি.।

'বিরাট গীতা' গ্রন্থটি ১ থেকে ১৬ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিকর ও লিপিসনের উল্লেখ রয়েছে। কলের কাগজে(Mill Paper) লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো। এটি ১৬৭ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ভ্যানম ‖
অথো বিরাট গিতা আরম্ভ ‖
নমস্তে গুরুদেব স্বামী ।.
নমস্তে গুরু অর্ন্তজ্জামি ‖.
নমস্তে গুরু পর ব্রহ্ম ।.
মহাশুন্যোর অবিশ্রাম ‖
অর্জ্জুনোবাচ ‖ অর্জ্জুন বোলই গোসাঞি ।.
কথায়ে পচার ইথঞি ‖
অর্জ্জুন বিনয় ভাবরে ।.
পড়ে গোবিন্দ পাদতলে ‖

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সুনি অর্জ্জুন হেলা তোস ।.
ভনিলে বলরাম দাস ‖.
ইতি শ্রী বিরাট গিতায়াং শ্রী হরি অর্জ্জুন সংবাদে
ব্রহ্মানল কথনে নাম একাদস অধ্যায়‖*‖
ইতি শ্রী বিরাট গীতা সংপূর্ণ ‖ সন ১২৫৮
সাল তারিখ ২৬ আশ্বীন ‖ পঠনার্থ
শ্রীমোধুশোদন দাস................‖

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২২।

শিরোনাম:মহাভারত(নারীপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:তীরদাস/কাশীদাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৩-২৪। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১১৮৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৯.৮×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'মহাভারত' অর্ন্তগত 'নারীপর্ব্ব'। পুথির প্রথম দুটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ৫নং পৃষ্ঠায় ভনিতাতে লেখক হিসাবে তীরদাসের নাম উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী প্রতিটি স্থানে কাশীরাম দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা মোটামুটি ভালো। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামী কাগজ শক্ত ও মোটা। তাছাড়া কাগজ দুই ভাঁজ করা। লিপিকরের হস্তাক্ষর ভাল। পুথিটি ২১৫ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

স্বর্গেতে জাইতে শক্তি নহিব তোমার।
এত সুনি হৈল ক্রোধ ব্রহ্মার কুমার ‖

অবিচারে সাপ মোরে দিলে অতিশয় ।.
আমা বিনে স্বর্গে স্নাত্যে তব শক্তি নয় ।
এইরূপে দুই জনে সাপীল দুহারে ।
তথা হত্যে চলিলা পর্ব্বত মুনি বরে ॥
কন্যা বিভাহ করি নারদ তপোধন ।
রহিলা রাজার গ্রীহে অতি হিষ্ঠ মন ॥
সভে দেখ নারদের কন্দর্প আকার ।
কোপী মুখ দেখে কন্যা দেব সমাচার ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এইরূপে রাজারে কহেন নারায়ন ।.
হেনকালে তথায় আইল মুনিগন ॥
আপুনি নারদ মুনি ব্যাস তপোধন ।
সসির্নে আইলা ধর্ম্ম রাজার সদন ।
মুনিগন দেখি রাজা সম্ভ্রমে উঠিলা ।
অশোচি কারনে দন্ডবত না করিলা ।
বসিবারে কুসাষন দিল সভাকারে ।
মুনিগন অগ্রেতে দান্ডান্য জোরকরে ।
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনির সমাঝ ।
কুসাসন উপরে বসিলা ধর্ম্মরাজ ।
এই রূপে সর্ব্বজন জাহ্নবির তিরে ।
নানা কথা .... সোক নাসীবারে ।.
বিজয় পান্ডব............ সাগর ।
একমনে সুনিলে নিস্পাপ হয় নর ।
সর্ব পাপ ক্ষয় হয় জন্মে দিব্ব দীন ।
ব্যাসের রচিল দিব্ব ভারত পুরাণ ।
আসার সংসারে সিন্ধু তরি কার তরে ।
রচিল ভারথ কোথা ব্যাশ মুনিবরে ।
অমৃত.............. সুধা নিগুড় রতন ।
ইহলোকে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন ।
কাসিদাস বিরচিল পাচালির মতন ।
এতদূরে নারিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥::॥
ই সন ১১৮৪ সাল তারিখ............

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২৩ ।

শিরোনাম:রামায়ণ । লেখকের নাম:কৃর্ত্তিবাস । বিষয়:রামায়ণ । পত্রসংখ্যা:১-২৬ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । অবস্থা:ভালো নয় । উপাদান:তুলট কাগজ । পরিমাপ:৩৭×১১ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি 'কৃর্ত্তিবাস' রচিত রামায়ণের অংশ বিশেষ। পুথির শেষ পাওয়া যায়নি। যে কারণে লিপিকর লিপিসন ইত্যাদি তথ্যগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথিটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ শক্ত ও মোটা। প্রাচীনত্বের কারণে কয়েকটি পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এর লিপিকর একজন। পুথির বিভন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এটিকে প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রামাচন্দ্র জী:॥
রামায় রাম চন্দ্রায় রাম ভত্রায় বেদ শে: ।
রঘুনাথায় নাথায় সিতয়া পতয়ে নম:॥
রাম ° লক্ষণ ° পূর্ব্বজন ° রঘুবর ° সিতাপতি °
....
....
....
.... কদলি বন নিবাসন ° ॥
পুত্র শোকে মন্দদরি কোরিছে রোদন: ।
মন্দোদরির ক্রন্দনে কোপিছে দসানন: ॥
সিতা লাগিয়া মজ্জিল মোর কনক লঙ্কাপুরি: ।
আজি সীতা কাটিবো রাক্ষ্যস ক্ষয়কারি:॥
মায়া সিতা কাটীলো তবে কুমার ইন্দ্রজীত: ।
স্বরূপে কাটীবো আজী হউক বিদ্ধিত: ॥

শেষ অংশের পাঠ:

তিনকোটী গন্ধর্ব্ব মাধনাম পর্ব্বত উপর: ।
মহাকোপে উপাড়িলাম পর্ব্বত শিখর:॥
মনে বিচারিলাম রাত্র হইলো বিস্তর: ॥
.... পর্ব্বত লোইলাম মাথার উপর:॥
....
....॥
....: ।
....॥
ধনুক লইয়া ভরথ আইসেন মহাক্রোধে: ।
মহাবুদ্ধি সত্রুর্ঘন ভরথে প্রবোধে: ॥
সত্রুর্ঘন বলে পাঠাইয়া দেহ হনুমান: ।
পর্ব্বত লইয়া জাউক.................॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২৪।

শিরোনাম:রামায়ণ(লঙ্কাকাণ্ড)। লেখকের নাম:কৃর্ত্তিবাস। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-২৫। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৩৬.৭×১১.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি রামায়ণ অর্ন্তগত লঙ্কাকাণ্ড। ১ থেকে ২৫ পৃষ্ঠার এটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজ শক্ত ও মোটা। গাঢ় বাদামী বর্ণের কাগজের উপর কালো কালিতে পুথিটি রচিত। পুথির প্রথমে কবি কৃর্ত্তিবাসের পারিবারিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া পুথিটি আরম্ভ হয়েছে সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে। পুথির শেষাংশ না পাওয়ায় লিপিকর বা লিপিসন সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি প্রায় ১৮০ বছরের প্রাচীন পুথি বলে অনুমান করা যায়।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী নম গনেশায় নম ॥ শ্রী শ্রী রাম চন্দ্রায়নম ॥
রাম ° লক্ষন ° পূর্ব্বয় ° রঘুবর ° শিতাপতি ° সুন্দর °
....
....
॥ অথ লঙ্কাকান্ড লিক্ষতে ॥
রাম ° চিন্তয় চিত্তচঞ্চল চির ° চিন্তাশতৈকং
ফল ° ....
....॥
রাম ২ প্রভু রাম কমললোচন।
দুর্ব্বাদোলো শামরাম জানকি জিবন ॥
অনাথের নাথ রাম শর্ব্ব জিবে দয়্যা।
রাজ্য ভ্রষ্ট রাজ্য পায় লৈলে পদ ছায়্যা।
নম২ বন্দো মুঞি বাল্মিক চরন।.
শ্লোক ছন্দে সাত কান্ড গাইল রামায়ণ ॥
রাম জর্ম্মিতে ছিল শাটী শহস্র বৎসর।
তখনি রচিল পোথা বাল্মিক মুনিবর।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২৫।

শিরোনাম:কৃষ্ণলীলামৃত। লেখকের নাম:রামচন্দ। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১২-৩১,৩৩-৩৯,৫৫, ৫৭-৭২। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:২৬.৮×১৩.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি রামচন্দ্র রচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্য। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। পুথির মধ্যেও অনেক পত্র অনুপস্থিত। এই পুথিতে পত্র রয়েছে ১২ থেকে ৩১, অত:পর ৩২ সংখ্যক পৃষ্ঠা নাই। আবার ৩৩ থেকে ৩৯, ৫৫ এবং ৫৭ থেকে ৭২ পৃষ্ঠা। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো। তবে শেষ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ৭৯ নং পৃষ্ঠায় কয়েকটি ছিদ্র রয়েছে।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

রাধা বলে কি কথা কহিলে সহচরি।

এতদিনে মনে কি গো করেছেন হরি ॥
প্রত্যয় না হয় মনে অপরূপ সুনি।
আবার স্যামের পাশে দাঁড়াব সজনি ॥
স্রবনে বিরহানল সীতল হইল।
কি কথা সুনালে বৃন্দা ফিরে বন ২ ॥
এতদিন এ কথাতো নাহি সুনি কানে।
বৃন্দাবন চন্দ্র আসিবেন বৃন্দাবনে ॥
যে কথা সুনালি তোরে তুসিব কি দিয়ে।
জনমের মত রৈনু তোর কিনা হয়ে ॥
চল সখি স্যাম চাঁদে হেরিগে নয়ানে।
ধরেনে গো নাহি পারি চলিতে চরনে ॥
আনন্দে অবস তনু দাঁড়াতে না পারি।
প্রেমরসে অবসে হইল অঙ্গভারি ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

গগমুনি কন কিছু কৃষ্ণের নিকটে:
মাতামহে রাজ্য দেওয়া উচিত সে বটে:॥
আরম্ভ কংশের যজ্ঞ না হৈল পূজিত:।
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ পূন করিতে উচিত:॥
মুনিকে........... নাম করি কহেন শ্রী হরি:॥
তাবৎ করিব পিতামাতা মুক্ত করি ॥
অক্রু উদ্ধার সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম:।
পিতৃ মাতৃ কাছে যান কারা অবধাম:॥
শ্রী কৃষ্ণ পদারবৃন্দ ভাবি একমনে:।
কৃষ্ণলীলামৃত রস রামচন্দ্র ভনে: ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭২৬।

শিরোনাম:অমরকুস। লেখকের নাম:রতনদাস সাধুজ্যা। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১-২৭। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩১.২×১১.৫ সে.মি.।

কুশের পবিত্রতার উপাখ্যানের অংশ বিশেষ 'অমরকুশ' পুথিটি। ১ থেকে ২৭ পৃষ্ঠার এটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির শেষাংশ পাওয়া যায়নি। যে কারণে লিপিকর লিপিসন ইত্যাদি তথ্যপুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথির প্রথম পৃষ্ঠার উল্টা পার্শ্বে তিনটি চিত্র রয়েছে। কলের কাগজে(Mill paper) পুথিটি লিপি করা হয়েছে। কাগজ পাতলা ও তামাটে বর্ণের। পুথিটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী দুর্গা॥*॥

ণম ভগবতি বাগদেবাঅনম:॥
পার্ব্বতি বলেন প্রভূ নিবেদন করি: ।
তুমার পিতার নাম কহ ত্রিপূরারি:॥
ঈশ্বর উবাচ: ॥ শুন শৈল্য সুতা জাহা জিজ্ঞাশীলে মোরে: ।
আমার পিতার নাম কাইব তুমারে:॥
সুন কাহি আদি অন্ত পূরূশের জন্ম: ।
তাহা হৈতে হইল্য শুন পূরূশের জন্ম:॥
স্তন হইতে হইল্য ব্রর্ম্ম পূরূশের জাত: ।
ব্রর্ম্ম পূরূশ হইতে ধর্ম্ম জগতে বির্ম্মাৎ:॥
ধর্ম্ম পূরূপ হইতে ব্রর্ম্ম পূরূশ হইল: ।
সে পূরূশ প্রিথিবির সঞ্চার করিল:॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এমতি পবিত্র কুশ কাইলাম তুমারে: ।
আর কি জিজ্ঞাসা দেবি করিবে আমারে:॥
পার্ব্বতি বলিল এহা করিলাম স্রবন: ।
কাল পূরূশের কথা কহ ত্রিলোচন:॥
মুহাদেব বলে দেবি কহি এ তুমারে: ।
অনাকার বলি মুহাকাল নাম ধরে:॥
রতন দাস সুধুজ্যা

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৩৬।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকেরনাম:পন্ডিতজানকীনাথ,ষষ্ঠীবর,নারায়ণদেব,জগন্নাথ। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১-২৯,৩১-১৩০। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরামজয়সর্ম্মা। লিপিসন:১২৪২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৪১.৫×১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি পণ্ডিত 'জানকীনাথ' রচিত পদ্মাপুরাণ। তবে পুথিটিতে পণ্ডিত জানকীনাথ ব্যাতীত আরও তিনজন কবির পদ্মাপুরাণ সংযুক্ত রয়েছে। এই তিনজন কবি হলেন 'ষষ্ঠীবর', 'নারায়ণদেব, ও 'জগন্নাথ'। পুথিটি রচিত হয়েছে মিল পেপারে। কাগজের অবস্থা ভালো এবং কাগজ দুই ভাজ করা। এর প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র রয়েছে। ৩০নং পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। এটি ১৬৭ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথির লিপিকর একজন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী হরি: নমোগনেশায়: ॥
অথ পদ্ম পূরানে বানিয়া খন্ড লিক্ষিতে: ॥
পণ্ডিত জানকি নাথ মনোসার দাস: ।
পদ বন্দে পদ্ম পূরান করিল প্রখাস:॥

প্রথমে উপজিল শৃষ্ঠি জেন মতে: ।
তবে নাগ জন্মিল কাশ্যব কদ্রু হতে:॥
মাত্রি সাপ নাগ গনে পাহিল জেমতে: ।
সাপ মুক্ত হইল ব্রহ্মার মুখ হতে:॥
জরৎকারের বিহা অস্তিকের জন্মকথা: ।
সর্প সাপে জন্তু রক্ষা পাহিল তার বার্ত্তা:॥
শ্রীহরি বামন ভষ্ট নাম অধিষ্ঠান: ।
মহাদেব পুষ্পদ্যানে গেলেন তৎকাল:॥

ভনিতা:

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর: ।
তুমি চন্দ্র তুমি দিবা তুমি ধিবাকর:॥
ছাড়িয়া জে দিল নাগ তুমার আজ্ঞায়: ।
সাপের নিস্তার মরে করহ উপয়ে ॥
পণ্ডিত জানকি নাথ মনসার দাস: ।
অপূর্ব্ব অমৃত কথা করিল প্রখাস:॥*॥

অন্যান্য কবির ভনিতা/ষষ্ঠীবর এর ভনিতা:

চান্দের কান্দন সুনি: আখাসেত হইল বানি:
না কান্দিয় চান্দ সদাগর ॥
পাইলে পোদ্যার বর: জিবতর লক্ষিধর:
লাচাড়ি রচিল সষ্ঠিবর॥*॥ পয়ার ॥

নারায়ন দেবের ভনিতা:

কালিগ: সুনিয়া এসব কথা: কালিএ নয়াএ মাথা:
আর না বলিঅ এই কথা: কালিগ: নারায়ন দাসের
বানি: কহে কাল নাগিনি: আমি হলে সাদিব সম্মান ॥

জগন্নাথ দাসের ভনিতা:

লক্ষি ধরে কান্দি ২: ধরনি লুটাএ: ।
যগন্নাথ দাসে বলে মনুসার পাএ:॥*॥ পয়ার ॥*॥

পুথির শেষ পাঠ:

কায়া মনে চিত্তে জদি মনসা পুজ এ: ।
পৃথিভি মন্ডলে তার নাহিক সংসএ: ॥
যপুত্রে লবতে পুত্র সর্গে গতি মেলে: ।
সংঙ্কর নন্দিনি পৌদ্ধা মনে দড়াইলে ॥
জেমতে কইবে তবে পুরাণের মতে: ।
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি হএ মনে দড়াইলে:॥
পণ্ডিত জানকিনাথ কহিচে কৃতাত: ।

পৌণ্ড্র বংশে পৌণ্ড্র পুরাণ হইল সমাপ্তঃ॥*॥
ইতি পৌণ্ড্র পুরাণ বানিয়া খন্ড সমাপ্ত ॥*॥
....॥
....॥
য়ক্ষর না শুদ্ধি করি উপহাস করেঃ।
সাতবার জন্ম হএ গৃদিনির ঘরেঃ॥ ইতি
সন ১২৪২ বাংলা মাহে ৯ ফাল্গুন : রুজ
সনিবারঃ ॥ বেলা ৯ ঘড়ির সমএ
পুস্তক সমাপ্তঃ॥

ক্রমিক সংখ্যাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৩৭।

শিরোনাম:পদ্মপুরাণ। লেখকেরনাম:পন্ডিতজানকীনাথ,নারায়নদেব। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১-২০৯। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীমাধবরামধর। লিপিসন:১২৩২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পদ্মপুরাণ পুথিটি ১ থেকে ২০৯ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি 'নারায়ণদেব' রচিত পদ্মপুরাণ। তবে মাঝখানে একস্থানে 'জানকিনাথের' ভনিতা রয়েছে। এটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজের অবস্থা ভালো। কাগজের বর্ণ বাদামি। লিপিকরের হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন। তবে কিছুটা জটিল। পুথির লিপিকর একজন। এটি ১৩৭ বছরের প্রাচীন পুথি।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী হরি॥ অথ পদ্মপুরাণ ॥
....
মনুসা চরণ যুগে করি নমস্কার।
পদ্মপুরাণ কিছু চাই রচিবার ॥
প্রথমেত সৃষ্টি উপজিল জেনমতে।
তবে নাগ জম্মিলো কাস্যক কদ্রু হতে॥
মাত্রি সাপ নাগ লুকে পাইল জেনমতে।
সাপ মুক্ত হইল বর্মার মুখ হতে ॥
জরুৎকারু বিভা ও অস্থিক জন্ম কথা।
সব সর্প জজ্ঞ রক্ষা সুন তার কথা ॥
শ্রী হরি রাম বার্ত্তা সুন অদিষ্ঠানে।
সঙ্করির পুস্প বাড়ি হৈল জেনমনে ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

পদ্মা বোলে পুজা কৈল রাজা চন্দ্রধর।
ধন জন আমি তাকে দিয়া আছি বর ॥
ইন্দ্রের চরণে দুই করিলা নমস্কার।
দেবরাজে আজ্ঞা কৈলা নিত্ত করিবার ॥

পদ্মার চরণে দুই করিলা ভকতি।
আসির্ব্বাদ করিলেক জমে পদ্মাবতি ॥
পাচালি প্রবন্ধে কথা করিল প্রচার।
.... বিজই গীত শুন মনুসার ॥
নারায়ন দেবে কহে মনুসার দাস।
চলীলেক মাও পদ্মা শ্রীকবিলাস ॥
ভক্তি প্রণতি স্তুতি কিছু নাহি জানি।
.... জগত জননি ॥
তুমার চরণ বিনে অন্য গতি নাই।
নিজ গুণে কর কৃপা................॥
ইতি পদ্মপুরাণ গ্রন্থক সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২৩২ সাল মাহে ২২ আসাড় ॥
সাক্ষর শ্রী মাধব রাম ধর ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৭৪০।

শিরোনাম:রামায়ণ(লঙ্কাকান্ড)। লেখকেরনাম:লোকনাথসেন। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-১৭৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২০৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি রামায়ণের 'লঙ্কাকান্ড'। ১ থেকে ১৭৪ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির প্রথম পৃষ্ঠাটি মাঝখান থেকে অর্ধেক অংশ ছেঁড়া। তাছাড়া শেষ পৃষ্ঠাটিও লেখা প্রাচীনত্বের কারণে ঝাপসা হয়ে গেছে। লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিসন পাওয়া গেছে। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি ২০৫ বছরের প্রাচীন পুথি।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী গুরুবেনম: অথ লঙ্কা কান্ট লিক্ষ্যতে ॥
প্রীথিবি জতেক বানর সঙ্গে করি।
....॥
.... রঘুনাথে।
চতুর্দিগে বির সব কহে জোড় হাতে ॥
দক্ষিণে লক্ষ্ণ আর বিভিসন সমে।
....॥
.... পবন পুত্র বির হনুমান।.
নিকটেতে রাজা সব জতেক প্রধান ॥
আজ্ঞা কৈলা রঘুনাথ সোন...........।
আজ্ঞা পাইয়া হনুমান হরিত গমনে।
রূপান্তর হইয়া গেল সিতা জেহি খানে ॥.

<u>শেষ পাঠ:</u>

এতদূরে লঙ্কা কাণ্ড হৈল শেষ।
.... ।
.... ।
ইতি সন ১২০৪তে মাহ ২১ কার্ত্তিক।
মধ্য পাঠ:
অকালের জাগরণে মৈল কুম্ভকর্ণ।
আমরা করিব আজি যুদ্ধের প্রবন্ধ।
অতিকায়ে বোলে রাজা কর অবধান।
আমি গীয়া রাম লক্ষ্মণ বধিব পরাণ ॥
বলিল ত্রিজটা বির দর্প করি অতি।
রাম লক্ষণ বধিব আমি সোন মহামতি ॥
সুগ্রীব আপদ আর হনুমান বির।
এহিতিন জনকে আনিয়া দিব সির ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪১।

শিরোনাম:রামায়ণ(অরণ্যকান্ড)। লেখকেরনাম:লোকনাথসেন। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-২১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীশিবচন্দ্রসেবক। লিপিসন:১২০৩ সাল। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি রামায়ণের 'অরন্যকান্ড'। পুথির অবস্থা ভালো নয়। প্রথম পৃষ্ঠাটি মাঝখানে দ্বিখন্ডিত এবং মধ্যখানে লেখা অস্পষ্ট। দ্বিতীয় পৃষ্ঠারও মাঝখানে উপরের অংশে লেখা অস্পষ্ট। তাছাড়া শেষ পৃষ্ঠায়ও মাঝখানে ছেঁড়া ও লেখা অস্পষ্ট। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটির লিপিকর একজন। প্রাপ্ত পুথিটি ২০৬ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:
শ্রী গুরুবে নম: অথ অরণ্য কান্ড লিক্ষতে ॥
সোনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
এহারে সুনিলে হয় পাতক মোচন ॥
সসনৌ ভরত জদি চলিলা দেসেতে।
সান্ত হইলা তিনজন রহিলা বনেতে ॥
লক্ষনে আনএ তবে মৃগ সব মারি।
পর্কপরি পূর্ণ করে জানকি সুন্দরি ॥
আনন্দ হইয়া রাম করএ ভোজন।
এহি মতে সময় গোয়াএ তিনজন ॥

শেষ পাঠ:
সুনিয়া সন্তোস হইলা রাম রঘুবর।
মিলিব য়াবার সুকে থাক চিরদিন ॥

এহি মতে বকে বেজে করিয়া কল্যান।
চলিলা দক্ষিণ মুখী..................॥
...............কহে রামের য়াদেসে।
.... কিস্কিন্দাতে প্রবেসে ॥
ইতি সন ১২০৩ সন তারিখ ১৪ ভাদ্র
রোজ শনিবার ....
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪২।

শিরোনাম:লবকুশেরযুদ্ধ(রামায়ণ)। লেখকেরনাম:লোকনাথসেন। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-২৮ অসম্পূণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৭৪২ সংখ্যক পুথিটি অসম্পূর্ণ। ১ থেকে ২৮ পৃষ্ঠার এই পুথির শেষাংশ পাওয়া যায়নি। পুথির বিষয়বস্তু রামায়ণ অন্তর্গত লব ও কুশের যুদ্ধ। লোকনাথ সেন রচিত এই পুথির লিপিকর ও লিপিসন পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে রচিত পুথির অবস্থাও ভালো নয়। পুথিটি আনুমানিক ১৮০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নম গনেশায় নম: নম গুরুবে নম:
শ্রীরাম চন্দ্রায়নম: অথ লবকুষ লিক্ষিতে।.
এথায় বসনে রাম বলিলা ধহারে ॥
অবস্য চাহিএ য়স্যমেদ করিবারে।
লক্ষণে বলিল সোন রাম মহামতি ॥
অষ্ট পুরহিত তবে আন সিগ্র গতি ॥
বসিষ্ট জানাইয়া রাম দেব অধিকারি ॥
আনহ যুদ্ধের ঘোড়া দেখহ বিচারি।
রামের বচন সুনি লক্ষণ কুমার ॥

শেষ পাঠ:

সকলের নয়ান হতে নিস্বরএ জল।
পুত্র পুত্রবধু দুঃখ সুনি তিন দেবি ॥
উদ্বস্বরে কান্দএ অধিক দুঃখ ভাবি।
ভুমিতে পরিয়া সকলে মুর্ছা পাইয়া ॥
পরনারি সকলে কান্দএ উচ্চশরায়।
রামের মনেতে দুঃখ নবিন হইল ॥
ভরত লক্ষ্মণ সত্রুঘ্ন তিন মুছিত পরিল।
মন্ত্রি পাত্র মিত্র য়াছেন সভাতে ॥

অর্থনাদে কান্দে সব পরিয়া ভূমিতে ॥
জেদিন গাইল রাম লঙ্কাতে আগমন।
রাবন রাজার সনে করিলেন রন ॥
সুগ্রিব হনুমান য়াদি জত বিরগন।
জতেক রাক্ষস সনে রাজা বিভিসন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৩।

শিরোনাম:পদ্মপুরাণ। লেখকেরনাম:রায়বিনোদ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৬৮।সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রী শিবচন্দ্রসেন। লিপিসন:১২০৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৮×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি রায় বিনোদ রচিত 'পদ্মাপুরাণ'। ১ থেকে ৬৮ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা ভালো তবে প্রাচীনত্বের কারণে কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পুথির প্রথম পৃষ্ঠার মধ্য অংশ ছেড়া ও লেখা অস্পষ্ট। তেমনি শেষ পৃষ্ঠারও মধ্যখানে ছেড়া ও লেখা অস্পষ্ট। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একাধিক লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত বলে অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত পদ্মাপুরাণ পুথিটি ২০৫ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রীগুরুবেনম: শ্রী সিব দুর্গাত্রা নম:
শ্রী সরেস্বতিনম: শ্রী.......চরণে নম:
অথ পদ্ম পুরাণ পুস্তক লিক্ষতে ॥
রায় বিনদে কহে সোন সর্ব্বজন।
ভক্তি এ সুনিলে হয় পাপ মোচন ॥
গঙ্গার জর্ন্মের জত ছিল বিবরণ।
প্রবন্ধ হইল জানি না করি শ্রবণ ॥
গঙ্গা দেবি নামিলেক ব্রহ্মান্ড ভেদিয়া।
পূর্ণরূপি.......... জেন পূর্ণ নদি হইয়া ॥
গঙ্গা দেখি মুনিগন হরিস বদন।
স্নান করি পবিত্র হইলা সর্ব্বজন ॥

শেষ পাঠ:

পাচ সাত বৎস্বরের এক জন হইল।
চান্দ সদাগরে অন্ন প্রাসন করিল ॥
তার পরে জরা কার্য্য করাইল সভার।
বিবাহ করাইল কথ দিন পরে আর ॥
দেখি চম্পকের লোক আনন্দিতমন।
....॥
পদ্ম পুরাণ কথা অতি রসময়।
আনন্দ হইয়া কথা কহিল বিনদয় ॥
ইতি পদ্মপুরাণ সমাপ্ত ॥

ভিম স্বামী রণে ভঙ্গ মনিলক্ষ মতিভ্রম
জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখক
নাস্তি দোসকং ॥। শ্রী সীব চন্দ্র সেন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৪।

শিরোনাম:কৃষ্ণবিক্রম বা গোবিন্দবিজয়। লেখকেরনাম:মালাধরবসু/গুনরাজখান। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২০১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১১৮১ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৩৫.৫×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৭৪৪' সংখ্যক পুথিটি 'মালাধর বসু' ও 'গুনরাজ খান' রচিত 'গবিন্দ বিজয়' কাব্য। ১ থেকে ২০১ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথির অবস্থা ভালো, তবে কয়েকটি স্থানে পোঁকায় কাটা। যে কারণে পুথিটি লেমিনেট করে রাখা হয়েছে। পুথিতে লিপিকরের হস্তাক্ষর জটিল। এটি ২৩০ বছরের প্রাচীন পুথি।

<u>প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:</u>

শুভদ্রা হরণ চিন্তা করি সর্ব্বক্ষণে।
দৈব যুগে একদিন শুভদ্রা শুন্দরি ॥
ব্রার করিবার জায়ে হইয়া এক.....।
....॥
রথে তুলি কোলে করি.............।
ধাইয়া বন দেবেত কহিল পুরুজনে ॥
শুভদ্রা হরিয়া লইয়া জায়েত যর্জ্জুনে।
শুনিয়াত বনদেবে ক্রোধ করি মনে ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৫।

শিরোনাম:মনিহরণ। লেখকেরনাম:গুনরাজখান। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১১।সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রী শিবচন্দ্রসেন। লিপিসন:১১৯৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬.৫×১১.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'গুনরাজ খান' রচিত 'মনিহরণ' কাব্য। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো। তবে পৃষ্ঠার ডান পাশের অংশ সামান্য ছিন্ন। পুথিটি ১১৯৮ সালে লিপিকৃত অর্থাৎ এটি ২১১ বছরের প্রাচীন পুথি। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী গুরুবেনম: শ্রীগনেশায় নম: শ্রী সরেস্বতিনম: ॥
মনিহরণ কথা লোক সোন এক চিত্তে।
সত্যভামা বিহ কৃষ্ণ কৈলা জেন মতে ॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর।

কৃষ্ণ মিত্র করি বৈসে দারিকা নগর ॥
সমুদ্রের কুলে রাজা গিয়া একেশ্বর।
নিরাহারে সূর্য্যসেবে দ্বাদস বৎসর।
কঠোর তপে হৃষ্ট তারে হইলা দিবাকর।
অদিষ্ঠান হইয়া বোলে লও রাজা বর ॥
সূর্য্যের চরণে রাজা ভূমিতে পরিয়া।
জোড় হাতে বড় মাগে প্রণাম করিয়া ॥

শেষ পাঠ:

পবিত্র থাকিলে সুখে থাকে সর্ব্বজন।
এহি মনির সহিতে কৃষ্ণ অক্রুরের স্তানে ॥
সুখে থাকিব লোক দারিকা নগরে।
তবে ধন রত্ন দিলা অক্রুরের হাতে ॥
ঘরে নিআ পুজিবারে বোলে জগন্নাথে।
স্যামন্তক মনিহরণ অপূর্ব্ব কথন ॥
হিতউপদেশ কথা সুন সর্ব্বজন।
সুনিলেজে ধর্ম্ম হয় পরলোক তরি ॥
হেন কথা সর্ব্বলোক সুন কর্ণ ভরি।
সত্যভামা জামুবতি বিহা এককালে ॥
গুনরাজ খানে বোলে গোবিন্দ চরণে।
ইতি সন ১১৯৮ তারিখ ১৫ আশ্বিন
রোজ বুধবার বেলা এক প্রহর থাকি
সাঙ্গ হইল সঅক্ষর শ্রী সিব চন্দ্র সেন।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৬।

শিরোনাম:অদ্ভুতরামায়ণ। লেখকেরনাম:অদ্ভুত আচার্য্য। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-১১৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:জয়মানিক্যসেন। লিপিসন:১২১২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৪২.৫×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'অদ্ভুত আচার্য্য' রচিত 'অদ্ভুত রামায়ন'। ১ থেকে ১১৮ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা ভালো। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ পাতলা তবে শক্ত। এখানে দুই বর্ণের কাগজ রয়েছে। ১ থেকে ২৮ পৃষ্ঠার কাগজের বর্ণ সাদা এবং ২৯ থেকে ১১৮ পৃষ্ঠার কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। পুথিটিতে লেখারও বৈচিত্র্য রয়েছে। কিছু কিছু পৃষ্ঠার বর্ণ বড় আকৃতির এবং কিছু কিছু পৃষ্ঠার বর্ণ ক্ষুদ্র আকৃতির। তবে লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একজন লিপিকরের লিপিকরা বলেই অনুমান করা যায়। পুথিটি ১৯৭ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী রাম ° লক্ষণ ° পূর্ব্বজ ° রঘুবর ° সিতাপতি ° ।
সুন্দর ° কাকুস্ত ° করুনাময় ° গুনর্নিধি °..........

....

....॥

প্রথমে বন্দিব মুনি বাল্মিকি চরণ।

শ্লোকবন্দে কৈল মুনি সপ্তকান্ড রামায়ণ ॥

সরেস্বতি চরণে মুই করিল প্রণতি।

শ্রীরাম আজ্ঞাএ কর মোর কণ্ঠে স্তিতি ॥

শ্রীরাম লক্ষণ বন্দোম সর্ব্ব শ্রিষ্টী স্তিতি।

হনুমান চরনেতে করম প্রণতি ॥

অদ্ভুত আচার্য কবি মধুর বচন।

পাচালি প্রবন্ধে কৈলা মুনি আদ্য রামায়ণ ॥

সোবর্ণ গ্রামেতে তার আছে বাড়িঘর।

নিত্যানন্দ নাম বিপ্র চারি সহোদর ॥

শেষ পাঠ:

রামের চরণে........... করিল নমস্কার।

আজ্ঞা কর জাই প্রভু গীরিব্রজ নগর মাঝার ॥

পচিবারে জাই মোরা বাল্মিকের ঘর।

শ্রীরাম লক্ষণ গেলা অযোধ্যা নগর ॥

রামের চরন সেবেন সুমিত্রা নন্দন।

আনন্দে কহিলা ব্রক্ষা অযোধ্যা ভূবন ॥

জত দেবগন হৈল আনন্দ অপার।

বিবাহ করিয়া কার্য্য কহিলা শ্রীরামে দয়াল ॥

পুরিত রহিলা প্রভু লক্ষি নারায়ন।

.... সিতা হৈলা অজের নন্দন ॥

রাম বিনে সিতা কাজ অন্য নাহি মন।

অদভূত আচার্য্যের কবি সরস রচন ॥

এতদুরে আদ্য কান্ড হইলেক সেষ।

অযোধ্যা কান্ড আসি এবে হইল প্রবেশ ॥

ইতি আদি কান্ড পুস্তক সমাপ্ত:।

ইতি ১২১২ বার সত বার সন তারিখ ৭ সাতই

অগ্রাহায়ন রোজ বুধবার ॥......................

....

শ্রী শরেশ্বতী দেবির চরনে শরনং ॥ শ্রী গুরুবেনম:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৭/A(Ka)।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণপুস্তক। লেখকেরনাম:বিদুবরঘোষ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২-৯। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীসিবচন্দসেন। লিপিসন:১২৩১ সাল। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'বিদুবর ঘোষ' রচিত 'সত্যনারায়নপুস্তক'। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থাও ভালো নয়। বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ২নং পৃষ্ঠার উপরের অংশ এবং নিচের অংশ কিছুটা ছেঁড়া। ৫ নং এবং ৬ নং পৃষ্ঠার অবস্থা ও বেশ খারাপ। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ নরম ও গাঢ় বাদামি বর্ণের।

প্রথম পাঠ:

দ্বিজের আকার ধরি চলে ধিরে ২।
হেনকালে মিলিলেক একদিন.......॥
সদানন্দ নাম তার কাসে পুরে ঘর।
মুষ্টি ভিক্ষা করে দ্বিজ উদর পোষন ॥
তৈল বিনা দ্বিজবরের অঙ্গে উঠে খার।
সমনে অসাধ্য তার...................॥
....।
অস্তি চর্ম্ম সার ফলে মরে অন্ন বিনে ॥
গৃহ বিনা বাস তার তরুর ছায়ায়।
অদিতি বষু তাপে তাপিত সদায়।

শেষ পাঠ:

বেদ ধ্বনি করে ভ্রাম্মন সভে।
কুল পুরহিতে সেবা আরম্ভে ॥
বাজে নানা বাদ্য দুমদুমি ঝাড়া।
বিনা বংসি ঢাক ডোল তম্বুরা ॥
পুজন পুস্তক করিয়া সাঙ্গ।
প্রণাম ভূমিতে লোটিয়া অঙ্গ ॥
বহু ভক্তি করি প্রসাদ নেয়া।
হরি ধ্বরি কৈল সভে মিলিয়া ॥
কহে নন্দসুত বিদুবর ঘোষে।
জার ২ বাসে গেল হরিসে ॥
ভ্রাহ্মনের আজ্ঞা লৈয়া মন রঙ্গে।
পুরে জাএ সাধু জামাতা সঙ্গে ॥
অধিক সুখেতে পুরে মনস্কাম।
অন্তে হবে তার গোলকে ধাম ॥
পুজা সাঙ্গ হইল হরি বোল সবে।
অন্তকালে নিজ ধামে জাইবে ॥
ইতি সত্য নারায়ন পুস্তক সমাপ্ত।*॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকং
নাস্তি দোসকং ॥....................
....
ইতি সন ১২৩১ সন বাঙ্গালা......

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৭/A(Kha)।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণেরপাচালি। লেখকেরনাম:বিদুবরঘোষ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২১৬ সাল। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৩.৫×১২.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি একপৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা বেশ খারাপ। পৃষ্ঠার উপরের অংশ এবং ডান দিকের অংশ ছেঁড়া। কাগজ গাঢ় বাদামি বর্ণের। পুথিটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন।

পুথি থেকে পাঠ:

অসিলেক লিলাবতি সঙ্গে কলাবতি।
আগীয়া করিয়া নিল ধন রত্ন ইতি ॥
সসুর জামাতা পাছে করিল গমন।
ধিরে ২ পূরি মৈদ্দে দিল দরসন ॥
বিচিত্র ২ জত মন্দির আছিল।
সে সকল না দেখিয়া বিস্মিত হইল ॥
দুখে সোকে সদাগর মোন মুখে বসি।
সসুর জামাতা দোহে গোয়াইল নিসি ॥
মাল্লা মাঝি আনি সাধু প্রত্যুস বেহানে।
পূরি সমার্পন সাধু কৈল একদিন ॥
প্রস্তুত করিয়া পূরি ভাবে মনে মনে।
পুরি মধ্যে না জাইব সত্য সেবা বিনে ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৭/B।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণেরপাচালী। লেখকেরনাম:বিদুবর ঘোষ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীবঙ্গচন্দ্রসেনগুপ্ত। লিপিসন:১২৬৫ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার (Mill Paper)। পরিমাপ:১৬.৫×২১.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত সত্যনারায়ণের পাচালি পুথিটি ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। ১৬.৫×২১.৭ সে.মি. আকারের এই পুথিটি খাতার মতো বাম দিকে সেলাই করা। পুথিটি রচিত হয়েছে কলের কাগজে (Mill Paper)। কাগজ পাতলা। প্রথম পৃষ্ঠার ডান দিকে নিচের অংশে এবং শেষের পৃষ্ঠার উপর ও নিচ দিকে ছেড়া। লিপিকরের হাতের লেখা আধুনিক, লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

নম:গণেসায় ॥
নম:সত্যনারায়ণ পুস্তক:।
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ রচিত:।

বন্দহ পার্ব্বতি সুত: মস্তক বিন্নপয়ুত: কামিনী ভূষণ রূপ সাজে: । বন্দদেব হর: বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বম্বরঃ অর্দ্ধ চন্দ্র ললাটে বিরাজে: ॥ বিভূতিভূষণ অঙ্গে: বেতাল

ভৈরব সঙ্গে: সদানন্দ পুরুষ প্রধান: । গলে ফনিহার সাজে: ব্রাঘ্ন্য চর্ম্ম কটিমাঝে: আসুতোশ পঞ্চম বয়ান:॥ সিদ্ধি ঝুলি ত্রয রাজ: বাহন ভিকারি সাজ: দয়া করে অতি অসম্ভব: ।

শেষ পাঠ:

চতুরঙ্গ সনে রাজা আসিল: ।
রাজ সভাকবি সবে বসিল: ॥
বেদ ধ্বনি করে ব্রাহ্মণ সবে: ।
কুল পুরহিতে সেবা আরম্ভে:॥
বাজে নানা বাদ্য ধুমধুমি কারা: ।
বিনা বংশী ঢাক ঢোল তম্বুরা:॥
পুজন পুস্তক করিয়া সাঙ্গ: ।
প্রণমে ভূমীতে লুটীয়া অঙ্গ: ॥
বহু ভক্তি করি প্রসাদ লৈয়া: ।
হরিধ্বনি কৈল সবে মিলিয়া: ॥
কহে নন্দ সুত বিদুবর ঘোসে: ।
জার ২ বাসে গেল হরিসে:॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা লৈয়া........ ।
.... যায় সাধু জামাতা সঙ্গে:॥
অহিক সুখেতে............................: ।
অন্তে হবে তার গোলকে ধাম:॥
পূজা সাঙ্গ সবে: ।
অন্ত কালে নিজ ধাম জাইবে ॥*॥*॥
ইতি সত্য নারায়ন পুস্তক সমাপ্ত: ॥
সন ১২৬৫ বাঙ্গালা তারিখ ১২ কার্ত্তিক রোজ
বুধবার দিবা দের প্রহরের কালিন নিজালয়ে

পশ্চিমের ঘরের হাতিনার চকির উপরে
বসিয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত করিলাম
....
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৮ ।

শিরোনাম:মহাভারত(কর্ণপর্ব) । লেখকেরনাম:কবীন্দ্র পরমেশ্বর । বিষয়:মহাভারত । পত্রসংখ্যা:১-২৪ । সম্পূর্ণ । লিপিকর:শ্রীকেবলকৃষ্ণসেন । লিপিসন:১২৩৬ সাল । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ:৩৭.৭×১২ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত 'মহাভারতের' 'কর্ণপর্ব'। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুথির কোথাও কোন ছেড়া নেই। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। প্রাপ্ত পুথিটি ১৭৩ বৎসরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রীরাম: অথ কর্ণ পর্ব্ব লিক্ষতে: ৷৷
জন্মজয় বোলে কহো মুনি মহাশয়: ।
দ্রোনবধ হইল পরে কি করিলা পিতা মহাশয়: ৷৷
জন্মজয় বোলে রাজা শোন দিয়া মোন: ।
দ্রোনের অভাবে হইলা সেনাপতি কর্ণ: ৷৷
কর্ণ জদি সমরে হইলা সেনাপতি: ।
একত্র হইয়া যুক্তি করে জত মহামতি:৷৷

শেষ পাঠ:

মহাযুদ্ধ কর্ণ বির তেজিল জিবন।
লাজে ভয়ে ব্যাকুল হইলা দুর্জধন ৷৷
বিসম সমরে পরিল যুদ্ধাপতি।
সবে মাত্র আছএ জে পঞ্চমহারথি ৷৷
অস্বর্থামা ক্রেতব্রহ্মা ক্রেপাচার্য্য বির।
বহু সন্য দেখে সমরে দুর্ব্বার ৷৷
আপনেহ দুর্জধন আছয়ে অবশেষ।
দুঃখ পাইয়া কৈলা রাজা সীবিরে প্রবেশ ৷৷
কর্ণ পরিল রাজা হইয়া হত্তাষ।
পূন নৃপতি গেলা সৈন্যের সম্পাষ ৷৷
এতদূরে কর্ণ পর্ব্ব হইল সবশেষ: ।
শৈল্য পর্ব্ব পোতা আসী হইল প্রবেষ ৷৷
ইতি কর্ণ পর্ব্ব সমাপ্ত ৷৷ এহী পুস্তক
রবিবার দুই দন্ড থাকীতে উত্তরের পোতায়
ঘরে বসীআ সমাপ্ত করিলাম ইতি সন
১২৩৬ সন তারিখ ৫ মাঘ ভিম স্বামী রনে
ভঙ্গ মনিলঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা
লিখিতং লিখক নাস্তিকো সক এহি
পুস্তক শ্রী কেবল কৃষ্ণ সেন সহ অক্ষর
সে ও ৩ শ্রী গৌর সুন্দর দাস সাকিম
বেএগ্রায়া ৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৪৯/A।

শিরোনাম:মহাভারত(কর্ণপর্ব)। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীজয়মানিক্যসেন। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৯⁄১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের 'কর্ণপর্ব'। পুথির অবস্থা খারাপ। প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা মাঝখানে দ্বিখণ্ডিত। অন্যান্য পৃষ্ঠারও মাঝখানের অংশে লেখা অস্পষ্ট ও কাগজ ছেড়া। লিপিসনের মাঝখানের (১২?৩) বর্ণটি মুছে যাওয়ায় প্রকৃত লিপিকাল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। লিপিকরের হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

নম গনেশায় নমঃ ॥ অথ কর্ণ পর্ব্ব লিক্ষ্যতে ॥
জন্মজয় বোলে কহো মুনি মহাসয়।
দ্রোনবধ হইল পরে কি কৈলা পিতামহ ॥
জন্মজয় বোলে রাজা সোন দিয়া মন।
দ্রোনের অভাবে হইলা সেনাপতি কর্ণ।
কর্ণ জদি সমরে হইলা সেনাপতি।
একত্র হই যুক্তি করে জত মহারথী ॥.
মহাবাহু ভিস্ম দেখ সমরে হইল পাত।
দ্রোন পড়িল দেখ তোমার সাক্ষ্যাত ॥
এতসুনি দুর্জোধন মনঃ সিত হইয়া।.
কর্ণের সাক্ষাতে গেলা সর্ব্ব সৈন্য লইয়া ॥

শেষ পাঠ:

বিসম সমরে পড়িল সব যুদ্ধপতি।.
দুঃখ ভাবি কৈলা রাজা সিবিরে প্রবেষ ॥.
কর্ণ পড়িলা রাজা পাইল.................।.
.... গেলা সৈন্য রাজার পাষ।.
এতদূকে কর্ণ পর্ব্ব হইলা অবশেষ।
শৈল্য পর্ব্ব পোতা আশী হইল প্রবেশ।
ইতি কর্ণ পর্ব্ব সমাপ্ত ॥..................
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৫০।

শিরোনাম:মহাভারত(সভাপর্ব)। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৭। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীগৌরসুন্দরদাস। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৪২.৫×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারত অর্ন্তগত 'সভাপর্ব্ব'। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো নয়। প্রতিটি পৃষ্ঠার ডানদিকের অংশ ছেড়া। তাছাড়া পৃষ্ঠার উপরের অংশ ও দু-একটি স্থানে লম্বালম্বিভাবে ছেড়া। লিপিকরের হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

............॥ শোন ২ সর্ব্বজন হৈয়া এক মন:।
ভারতের সভাপর্ব্ব করি নিবেদন ॥.
পান্ডবেরা বনবাসে গেলা জেহি মতে।.
তাহার কাহিনি কহি সোন সাব হিতে ॥.
.... গেলা পাণ্ডব নন্দন:।
জেন মতে রার্য্য পাইলা রাজা দুর্য্যধন ॥.
সকলি খেলিয়া পাসা রার্য্য নিল ছলে।.
দ্রোপদিকে সভা মোর্দ্ধে আনিলেক বলে ॥.
রাজ................কৈলা জেন মতে।.
জ্বরাসিন্দু মহারাজা পরিলা রনেতে ॥.

শেষ পাঠ:

জদি মুই সতি হই ধর্ম্মেত থাকে মন।.
বৈরি কুল নাস হইব দেখিব নয়ন ॥.
কান্দিতে ২ কুন্তি................... ।.
নকুল সহদেব সপি দিল দ্রোপদির তরে ॥.
সবধান হইয়া শোন পুত্র পঞ্চজন।.
সর্ব্বক্ষণ করিবাজে দ্রোপদি রক্ষণ ॥.
সর্ব্ব লক্ষণ ধরে শেজে লক্ষি অবতার।.
সর্ব্বক্ষন তুমী সবে করিবা বিচার ॥.
ই বলিআ কান্দে দেবি অর্থ্যনাদ করি।.
হাতে ধরি বিদুরজে নিলা তার পুরি ॥.
মাএক ঠাই ছয় জন হইলা বিদায়।.
পুত্র................... কান্দে উচ্চরায় ॥.
অস্থির হইলা মনে ভাই পঞ্চজন।.
প্রথমে চলিলা বনে ধর্ম্মের নন্দন ॥.
ক্রেমে ২ চলিলেক ভাই পঞ্চজন।.
একত্রে ছয় জন বনে.............॥.
এহি মতে বনে গেলা পঞ্চ সহোদর।.
সঞ্জয় করিল পোতা সোন সর্ব্বজন ॥.
ভারতের পূর্ণ কথা অতি গুনধাম।.
রচিল অপূর্ব্ব পোত সভাপর্ব্বনাম ॥.
ভারতের পূর্ণ কথা অমৃত লহরি।.
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি ॥.
ইতি সভা পর্ব্ব সমাপ্ত ॥ স্বাক্ষর শ্রীগৌরসুন্দরদাস

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৫১।

শিরোনাম:মহাভারত(বিরাটপর্ব)। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৫২। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি সঞ্জয় রচিত মহাভারত অন্তর্গত 'বিরাট পর্ব্ব'। পুথিটি তুলট কাগজে রচিত। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি, কাগজ নরম।

প্রথম পাঠ:

শ্রীগুরুবেনম: ॥ অথ বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে ॥
....
সুনিতে জে বন পর্ব্ব নানা রসময়।.
ব্যাস সিস্য স্থানেতে পুছিল জন্মজয় ॥.
মোর পূর্ব্ব পিতামহ বিরাট নগরে।.
যুদ্ধতে কিমতে ছিল দুর্জোধন তরে ॥.
সে সকল পূণ্য কথা কহ বিবরিয়া।.
সুনিতে................ ওষ্ঠ হয়ে হিয়া ॥.
বৈসমপায়নে বোলে সুন নৃপমনি।.
চিত্ত দিয়া সুন কহি য়পূর্ব্ব কাহিনি ॥

শেষ পাঠ:

সখিগন সঙ্গে করে য়নেক মঙ্গল।
তখনে বিরাট রাজা সপুত্র বান্দব।
রাজাগন সঙ্গে করেন নানান উৎসব।
কৃষ্ণ বলভদ্র দুই পুজিয়া সমভ্রমে।
বস্ত্র মনি মালা দিল গন্ধই চন্ধনে ॥
য়ভিমন্য বরিয়া তবে সভা বিদ্যমান।
সুভ ক্ষণ করি তবে কন্যা কৈল দান ॥
বিস্তর যৌতুক দিল দাস দাসিগন।
মুক্তা প্রবাল মনি রত্ন সিংহাসন ॥
একসত দাসি দিল সহশ্রেক ঘোড়া।
একসত রথ দিল মদ্ধ তার বাকা ॥
দ্বিজ কুল গুরু কুল সকল পুজিল।
ভক্তি করি সকলেকে মনি মালা দিল ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৭৮৩।

শিরোনাম:শনিপূজারপাঞ্চালি। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:১-১৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:২৮.৫×৮.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'স্কন্দ পুরাণ' অর্ন্তগত 'শনির পাঁচালি'। পুথির অবস্থা ভালো। মিল পেপারে রচিত পুথির শেষ পৃষ্ঠার মাঝখানে সামান্য কাটা। যে কারণে পুথির লিপিসাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রথম পাঠ:

ওঁনমোগনেশায় ॥
সরস্বতী পাদ পদ্ম করিয়া বন্দন ।.
ভুমিগত হইয়া বন্দি শ্রীগুরুচরণ ।.
বৃষ বাহন বন্দি উমা মহেশ্বর ।.
গরুর বাহনে বন্দি গোলক ইশ্বর ।.
মুশিক বাহনে বন্দি দেব গজানন ।.

শেষ পাঠ:

এই পুস্তক জার গৃহেতে রাখয় গ্রহরীষ্ট
কোন ভয় কদাতে নয় স্কন্দ পুরাণের কথা
করিয়া বাখান শনি পাঞ্চালী কথা হইল
সমাধান ধড়মস্বামী রনে ভঙ্গ মুনিলাঞ্চ
মতিভ্রম যথাদৃষ্টং তথা লীখিতং
লিখক নাস্তি দোষক সন১২........... তারিখ
২ বৈষাখ।*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮২৮।

শিরোনাম:একাদশীমাহাত্ম্য। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:হরবল্লবদেব। লিপিসন:১২১৯ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'একাদশী মাহাত্ম্য' পুথিটি বৈষ্ণব ভাবধারা সম্বলিত কাব্য। পুথির অবস্থা ভালো। তুলট কাগজে রচিত পুথিটিতে কালো কালি ব্যবহার করা হয়েছে। লিপিকরের হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন তবে হাতের লেখা কিছুটা প্যাচানো। এটি ১৯০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ।:
অথ একাদশির মাহাত্ম্য লিক্ষতে ॥:
প্রণমহু নারায়ন করিআ ভকতি ।.

তুমার চরন বিনে আর নাহি গতি৷.
তুমি বিনে সংসারেত লক্ষ নাহি আর।.
পাতকি জনোক প্রভু করহ উদ্ধার ৷.
গোবিন্দ চরন বিন্দে করি পুজাঞ্জলি।.
সাবধানে সুনএ কহে শিব পাচালি ৷:
যুধিষ্ঠির স্থানে কৃষ্ণে করিলা প্রচার।.
একাদশির ফল কহি করিআ বিস্থার ৷.

শেষ পাঠ:

সুন ২ সর্ব্ব লুক হৈয়া সাবধান।.
একাদসি তিথি জে আপনে ভগবান ৷:
কৃষ্ণের চরিত্র জেবা সুনে সাবধানে।.
ভবসিন্ধু তরি জায়ে বৈকুণ্ঠ ভবনে ৷.
শ্রীকৃষ্ণে কহিল কথা যুধিষ্ঠির স্থানে।.
একাদশি মাহাত্ম্য কথা হইল সম্পূর্ণ ৷*৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮২৯।

শিরোনাম:মহাভারত(নারীপর্ব্ব)। লেখক:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-২০। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভ। লিপিসন:১২২২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারত অন্তর্গত 'নারীপর্ব্ব'। ১ থেকে ২০ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় একটি চিত্র রয়েছে। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি ১৯১ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

শ্রীর্হরি মাধবগনেশ বিস্বেশ্বর ৷
অথ নারি পর্ব্ব পুস্তক লিক্ষতে ৷*৷
জন্মজয়ে বোলে সুনি কহ তপধন ।.
কি কর্ম্ম করিলা কহ অম্বিকা নন্দন ৷
কি করিলা গান্ধারি প্রবির্ত্তি জত নারি।.
কি করিলা পঞ্চ ভাই দ্রোপদি সুন্দরি ৷
করিআ লুহরে ভিম দেব নারায়ন ।.
কিরুপে করিলা ধৃতরাষ্ট্র শম্ভাসন ৷
ভিমকে জে কি বলিলা গান্ধার নন্দিনি।.
সুনিবার ইচ্ছা বড় ইহার কাহিনি ৷

শেষ পাঠ:

যুধিষ্ঠির নরপতি কর্ণের কর্ম্ম কৈল ।.
কৌরব পাণ্ডব সবের কর্ম্ম নির্ব্বহিল ॥.
সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধিল ভাই পঞ্চ জনে ।.
কৃষ্ণ আগে করি সব গেলা নিজ স্থানে ॥.
মহাভারথের কথা অমৃত সমান ।.
সুনিলে অধর্ম্ম খন্ডে হএ দিব্য জ্ঞান ॥.
ভারথের পুন্য কথা সুন মতিমন্ত ।.
পদে পদে কৌতুক ধর্ম্মের নাহি অন্ত ॥.
ভারথের পুন্য কথা সুনিতে মধুর ।.
কায়ে মনে সুনিলে পাতক জায়ে দুর ॥.
মহাভারথের কথা অমৃত লহরি ।.
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলুকে তরি ॥.
....
....॥
ইতি মহাভারথে পাণ্ডব বিজয়ে নারি পর্ব্ব
পুস্তক সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩০ ।

শিরোনাম:মহাভারত(শান্তিপর্ব্ব) । লেখকেরনাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৩৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীকাশীনাথশর্ম্মন। লিপিসন:১২২২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬.৬×১২.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি 'কাশীরাম দাস' রচিত মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' । পুথির অবস্থা ভাল। ১ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। পুথির শেষ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৩৩ নং পৃষ্ঠার উপরের অংশ সামান্য ছেড়া এবং পৃষ্ঠাটি নরম। প্রথম পৃষ্ঠায় একটি চিত্র রয়েছে। পুথির লিপিকর একজন। এটি ১৮৮ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:
শ্রীহরি ॥ অথ শান্তি পর্ব্ব পুস্তক লেক্ষতে ॥*॥
জন্মজয়ে বোলে কহ মুনি তপধন ।.
সুনিব অপূর্ব্ব পিতামহের কথন ॥
বিস্থারিয়া কহ মুনি করিব শ্রবন ।.
তার পরে কি করিল পিতামহগন ॥
কৃষ্ণ ভক্ত পিতামহ পরম ভাজন ।.
গোবিন্দ জাহার শখা বোলে শর্ব্বজন ॥
হেন পিতামহগণ কৃষ্ণে সঙ্গে করি ।.
সুনিব অপূর্ব্ব কথা কহিবা বিস্তারি ॥
মুনি বোলে চিত্ত দিআ সুন জন্মজয় ।.
তব পিতামহ কথা কহিব নিশ্চয় ॥.

শেষ পাঠ:

তপবনে চলি গেল ব্যাস মহামুনি।
রজনি প্রভাতে উঠি দেব গদাধর।.
পাত্র মিত্র লৈয়া গেলা হস্থিনানগর ॥
ভারথের পুন্য কথা সুন মতিমন্ত।.
পদে২ কৌতুক ধর্ম্মের নাহি অন্ত ॥
ভারথের পুন্য কথা অমৃত লহরি।.
পিরন্তি ভকত শবে পূর্ণ ঘট ভরি ॥
মহাভারথের কথা সুনিতে মধুর।
কায় মনে সুনিলে জে পাপ জায়ে দুর ॥
ভারথের পুন্য কথা সুনিলে শ্রবনে।.
সর্ব্ব পাপ নাশি জায়ে বৈকুন্ট ভবনে ॥
....
....
ইতি মহাভারথে পাণ্ডব বিজএ শান্তি পর্ব্ব
অভিশেখে সমপূর্ণ ॥*॥..........

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩১।

শিরোনাম:মহাভারত(গদাপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৩৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভদেবদাস। লিপিসন:১২১৯ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৮৩১ সংখ্যক পুথিটি 'মহাভারত' অন্তর্গত 'গদাপর্ব'। সঞ্জয় রচিত এই পুথির লিপিকর শ্রীহরবল্লভদেবদাস এবং লিপিসন ১২১৯ সাল। অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ১৯৪ বছরের প্রাচীন। ১থেকে ৩৩ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থাও ভাল।

প্রথম পাঠ:

নমোগনেসায় ॥:
অথ গদাপর্ব্ব পুস্তক লিক্ষতে ॥:
জয়২ মহাদেব হরি শ্বরেশ্বতি।.
নমোহু সঙ্কর সুলধর শশিপতি ॥.
ভস্ম অঙ্গধারি জটাধর দিগম্বর।:
প্রনমহু মহালক্ষি দেব গদাধর ॥.
অসুর সংহারি গঙ্গা নারি নাম হরি।.
রতি নারি পতি হারি জয়ে ত্রিপুরারি ॥.

শেষপাঠ:

দুর্যধন রাজাকে থুইআ রনস্থলি।

হস্তিনা নগরে ধর্ম্ম রাজা গেলা চলি ॥
কৃষ্ণ সনে যুক্তি করএ্য় কি করি অখন।
কুরু ক্ষয় হৈল রাজা দুর্যধন ॥
কৃষ্ণে বোলএ্য যুধিষ্ঠির তুমি হয় রাজা।
....॥
মহাভারথের কথা সুনিলে পাপক্ষয়।
লুক তরাইবার কথা বাখানে সঞ্জয় ॥
ভারথ ২ করি জপে জেই জন।
মনস্কাম সিদ্ধি করে দেব নারায়ন ॥
মঙ্গল রাম দেবসুত শ্রী হর বল্লভ।.
সয়ক্ষরে লেখিল পুস্তক গদাপর্ব্ব ॥
....।
....॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩২।

শিরোনাম:মহাভারত(মুষলপর্ব্ব)। লেখকের নাম:কাশীরাম দাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-২২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীকাশীনাথশর্ম্মন। লিপিসন:১২২৫ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭.৫×১২.৬ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'কাশীরাম দাস' রচিত মহাভারতের 'মুষলপর্ব'। ১ থেকে ২২ পৃষ্ঠায় এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি লিপিকর কাশীনাথশর্ম্মন। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থাও ভালো। প্রাপ্ত মহাভারতের এই পুথিটি ১৭৭ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব গনেষ বিশ্বেশ্বর॥
জম্মজয় কহে মুনি বোল তপোধন।
কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণে কমল লোচন ॥
ভারথ তারন হেতু হৈলা অবতার।
একে ২ নিবারিলা ভারথের ভার ॥
তবে........ কর্ম্ম কৃষ্ণে করিলা আপুনি।
বিসেসিআ কহ মতে সুনি মহামুনি ॥
ভারথ সুনিতে রাজা বড় হৃষ্টমন।.
প্রয়াগ করিল জেন সটপদ গমন ॥
প্রসন্ন হইয়া তত্ত্ব লএ মুনিস্তানে।.
সাধু সত্য গুন রাজা পূর্ণ রূপ গুনে ॥

শেষ পাঠ:

বৈসম্পায়নে বোলে সুনহ রাজন।.
ভারথ যুদ্ধের পর পাণ্ডু পুত্রগন ॥

অষ্টাদস বৎসর কৈলা পৃথিবি সাসন ।.
পঞ্চদশ বৎসরে ধৃতরাষ্ট গেলা বন ॥
বৎসরেক থাকি সবে তেজি কলেবর ।.
পাণ্ডবে করিলা রায্য .. বার বৎসর ॥
মহাভারথের কথা অমৃত সমান ।
একচিত্তে সুনিলে জন্মএ দিব্যজ্ঞান ॥
মহাভারথের কথা করে উচ্চারণ ।.
সর্ব্বপাপ নাস হএ বিঘ্ন বিনাসন ॥
মহাভারথ ২ স্মরে সর্ব্বক্ষণ ।
তাহার নাহিক পাপ জানিও কারণ ॥
মহাভারথের কথা অতি মিষ্ট মন ।.
তাহার কারণে হএ পাপ বিনাসন ॥
এক ভারথ স্বরণে জতেক পাপ হরে ।
ইতি মহাভারথে মুসল পর্ব্ব সমাপ্ত ॥
সন ১২২৫ সাল বাঙ্গালা মাহে ২৬ জৈষ্ঠ্য
.... ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩৩।

শিরোনাম:হরিশ্চন্দ্রেরস্বর্গারোহন। লেখকেরনাম:মাধব। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৭। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীব্রজবল্লভশর্ম্মন। লিপিসন:১২২৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭.৫×১২.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি 'মাধব' রচিত 'হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহন'। এটি তুলট কাগজে লেখা। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি এবং কালির বর্ণ কালো। পুথিটি লিপি করেছেন শ্রীব্রজবল্লভশর্ম্মন এটি ১২২৪ সালে লিপিকৃত অর্থাৎ ১৭৮ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথির উপরের পৃষ্ঠায় ফারসি লেখা রয়েছে।

প্রথম পাঠ:

নমো গনেসায় ॥
প্রনমহু নারায়ণ সংসারের সার ।.
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অন্ত নাই জার ॥
সেই হরি নারায়ণ বন্দিআ সানন্দে ।.
লুকো বাজিবারে কহে দিল ভবানন্দে ॥.
সংষার অসার জান জল বিদু কায়া ।:
অখিল জগত জান সব বিষ্ণু মায়া ॥:
অনন্ত ব্রহ্মান্ড জান প্রভুর কারণ ।.
জিব জন্তু পসু পক্ষি স্থাবর জঙ্গল ॥:
একাচিত্তে ভাল মনে ভজহ প্রভুরে ।.

শেষ পাঠ:

উপরে আছএ মুনি গগন মন্ডল ।.
ভুমিতলে শত কুজন গহন ॥
দ্বিতিও বৈকুণ্ঠ জেন সূর্য্যের উপরে ।.
ব্রহ্মাদেব চলি আইলা শান্তিতে রাজাকে ॥.
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নাহি জরা মৃত্যু ।.
দেবতা পুরি গ্যালে রাজা কৈল সেই হেতু ॥
দেবতার মূর্ত্তি জেন অজধ্যার লোক ।.
সর্ব্বগুন করে তার হইআ কৌতুক ॥.
পরম আনন্দে রাজা বৈসে সিংহাসনে ।.
পুত্র লৈআ মহাসুকে মহাদেবি সনে ॥.
সকল অজধ্যার বাসি রাজার সমিপে ।.
সর্গবাসি হৈআ সব রাম২ জপে॥.
মাধব রচিআ কহে মধুরস বানি ।.
হরিচন্দ্রের সর্গারোহন অপূর্ব কাহিনি ॥
ইতি হরিশ্চন্দ্র রাজার সর্গারুহন সম্পূর্ণ.
ভিমস্যাপিরঙ্গে............................
....
ইতি সন ১২২৪ বাংলা মাহ ২০ ভাদ্র....

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩৪ ।

শিরোনাম:জগন্নাথ মঙ্গল। লেখকেরনাম:দ্বিজমুকুন্দ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৬২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীবলরাম। লিপিসন:১২১৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৫.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৮৩৪ সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ৬২ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি নাম 'জগন্নাথ মঙ্গল' এবং এর লেখক 'দ্বিজ মুকুন্দ'। পুথিটি ১২১৮ সালে শ্রীবলরাম লিপি করেছেন। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থাও ভালো। প্রাপ্ত পুথিটি ১৯৪ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী রাম কৃষ্ণায় নম ॥
রাম নারায়ণ অনাত মুকুন্দ মধুসূদন।
....।
....॥
রাম ২ হরে রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন ।.
গোবিন্দ বাখ জেবা.................
প্রণমহু নারায়ন প্রভু দয়াময়।
জাহার স্বরণে সর্ব্ব পাপ হয় ক্ষয় ॥

ভনিতা:

দ্বিজ মুকুন্দ কহে জগন্নাথ মঙ্গল।
ভক্তি করি সুনিলে খণ্ডএয় মঙ্গল॥
পুরাণে রচিত কথা অমৃতের সার।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে অন্তেত নিস্তার ॥

শেষ পাঠ:

পার্ব্বতি জিজ্ঞাসা কৈলা মহাদেব স্থান।.
ভজরে অবুজ মন না হইয় পাসান।.
এতদুরে পুস্তক হৈআছে সমাধান ॥
শ্রী জগন্নাথ মঙ্গল পুথি সমাপ্ত করিল।.
জেরূপ দেখিল আমি তদ্রূপ লেখিক।
লেখিতে অক্ষর জদি ভ্রম হৈয়া থাকে।
জেজন পণ্ডিত হয় সুধিবেক তাকে ॥
.... ।
....॥
ইতি সৰ ১২১৮ সাল বাং মাহে ২৫ জৈষ্ঠ মাস।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩৫।

শিরোনাম:নৈষধপর্ব্ব(নলউপাখ্যান)। লেখকেরনাম:রামনারায়ণঘোষ,পার্ব্বতীনাথ। বিষয়:মহাভারত।পত্রসংখ্যা:২-৫৪। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণ। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান: তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৮×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'মহাভারত' অর্ন্তগত 'নল উপাখ্যান'। পুথির প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। শেষ পৃষ্ঠারও অর্ধেক অংশ ছেড়া। যে কারণে পুথির লিপিকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভাল। শেষ পৃষ্ঠার উপরে ফার্সি লেখা রয়েছে। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

বৃহদু:ল মুনি যদি এতেক কহিল।.
করজুড়ে যুধিষ্টিরে সৰ জিজ্ঞাসিল ॥
কার পুত্র নল রাজা কুন দেসবাসি।.
কার পুত্র দয়মন্তি তাহান মহিসি ॥
কি হেতু বিবাদ ছিল কলির সহিতে।.
পাসাখেলি রাজ্য রাজা হারিল কেমতে ॥
কেমতে বনেত গেলা নল নরপতি।.
কেনে দয়মন্তি গেল তাহান সংহতি ॥

শেষ পাঠ:

বৃহদু:ল বলে সুন পাণ্ডব নন্দন।.
নিজালএ ব্যাস মুনি করিলা.......॥

নল উপাক্ষান ।
নল উপাক্ষন কথা সুনে জেই জন ।.
......................................॥
.... রাম নারায়নে কহে ব্যাসের কবিত্য ॥
ইতি নৈসদ পর্ব্ব সমাপ্ত ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ: ৮৩৬ ।

শিরোনাম: মহাভারত(শল্যপর্ব) । লেখকেরনাম:সঞ্জয় । বিষয়:মহাভারত । পত্রসংখ্যা:১-৮ । সম্পূর্ণ । লিপিকর:শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণ । লিপিসন:১২২১ সাল । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ: ৩৬.২×১২ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের' 'শল্য পর্ব' । ১ থেকে ৮ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি । তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো । পুথির লিপিকর একজন । এটি ১৮৯ বছরের প্রাচীন পুথি ।

প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ।:
অথ শৈল্য পর্ব্ব পুস্তক লেক্ষতে ।:
কর্ণ পর্ব্ব সুনি রাজা জম্মজয় ।.
বৈশাম্পায়ন স্থানে পুনি জিজ্ঞাসয় ।:
কর্ণ জদি পড়িলেক বিসম সমরে ।:
কি করিল দুর্যধনে কহিবা বিস্তারে ।:
অন্ধ রাজা কি পুছিলা সঞ্জয় গোচর ।.
আদি অন্ত শব কথা কহ মুনিবর ।:

শেষ পাঠ:

হেন কালে রথে চড়ি জাএ তিন জন ।.
কৃত্তব্রহ্মা কৃপাচার্য্য দ্রোনের নন্দন ।:
ডাক দিয়া বিবরণ কহিল আমাতে ।.
কহ দেখি কথা গেল কুরু নরনাথে ।:
আমি তাতে কহিলাম শব বিবরণ ।.
মহাক্রোধে জল শুয়ি আছে দুর্যোধন ।:

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩৭ ।

শিরোনাম:মহাভারত(সৌপ্তিক পর্ব্ব) । লেখকের নাম:কাশীরামদাস । বিষয়:মহাভারত । পত্রসংখ্যা:১-১১ । সম্পূর্ণ । লিপিকর:শ্রীহরবল্লভ । লিপিসন:১২২২ সাল । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলট কাগজ । পরিমাপ:৩৭.৩×১২.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত ৮৩৭ সংখ্যক পুথিটি কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের 'সৌপ্তিক পর্ব্ব'। ১ থেকে ১১ পৃষ্ঠায় এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটির লিপিকর শ্রীহরবল্লভ এবং লিপিসন ১২২২ সাল। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থাও ভালো। এটি ১৯০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ॥:
নমো গনেশায় ॥:
অথ সৌতিক পর্ব্ব পুস্তক লিক্ষতে ॥*॥
জন্মজয় বলে কহ সুনি মুনিবর।.
কুন জনে কুন কর্ম্ম কৈলা তারপর ॥.
মুনি বোলে নরপতি সুনহ বচন।.
উরু ভাঙ্গি একাকি রহিল দুর্যধন ॥.
বেথায়ে বিকল রাজা আকুল শরির।.
ক্ষেনে ২ মুর্চ্ছা....... হএ কুরুবির ॥.
হেনেই সময় তথা আইল অশ্বথামা।.
কৃপাচার্য বির সঙ্গে আইল কৃত ব্রহ্মা ॥:

শেষ পাঠ:

ভারথ প্রসঙ্গ জেবানি সে হয়ে আসি।.
অন্তকালে নরকেতে হয়ে ভস্ম রাশি ॥.
মহাভারথের কথা করিলে শ্রবন।.
অন্তকালে নাহি হয়ে জম দরসন ॥.
ভারথে সৌতিক পর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।.
পয়ার প্রবন্ধে কাসি করিল রচন ॥.
শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম মনে করি আস।.
সয়ক্ষরে লেখিল পুস্তক শ্রীহরিদাস ॥.
....।
....॥.
মহাভারথে সৌতিক পর্ব্ব পুস্তক মহা
পুন্য কথা প্রসঙ্গ সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩৮।

শিরোনাম:মহাভারত(শল্যপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:কাশীরামদাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১৭।সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত ৮৩৮ সংখ্যক পুথিটি 'কাশীরামদাস' রচিত মহাভারতের 'শল্যপর্ব্ব'। ১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। এটি তুলট কাগজে লেখা এবং এর অবস্থা ভালো। পুথিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। এটি ১৯০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

অথ শৈল্য পৰ্ব্ব পুস্তক লেক্ষতে ৷৷:
জর্ন্মজয় জিজ্ঞাশিলা মুনিক শদন ।.
তদন্তরে কি করিল রাজা দুর্যোধন ৷৷:
কর্ণ হেন মহারথি হত হৈল রণে ।.
তথাপিও আশা না তেজিল দুর্যোধন ৷৷.
কিরূপে পাণ্ডব সনে পুনি কৈল রণ ।.
সেনাপতি তার পরে হৈল কুন জন ৷৷.
বিশম্পায়নে কহে শুনহ রাজন ।.
সমরে পড়িল কর্ণ সূর্য্যের নন্দন ৷৷.
হাহাকার করিআ কান্দয়ে দুর্যোধন ।.
ক্ষেনে২ পড়ে রাজা হৈআ য়চেতন ৷৷:

শেষ পাঠ:

মহাভারথ ২ বোলে জেই জনে ।.
পাপ ক্ষয় হৈয়া জায় বিষ্ণুর ভূবনে ৷৷.
মহাভারথ কথা সুন মতিমন্ত ।
পদে ২ কৌতুক ধর্ম্মের নাহি অন্ত ৷৷:
মহাভারথের কথা অমৃত লহরি ।.
পিবন্তি ভরত সবে কর্ণ ঘট ভরি ৷৷.
কার্ম্ম কবি সুনে জদি ভারথ কথন ।.
সৰ্ব্বপাপ বিনাশিআ বৈকুণ্ঠে গমন ৷৷.
শ্লোক ছান্দে রচিলেক মহামুরি ব্যাস ।.
পাচালি প্রবন্ধে কহে কাসিরাম দাস ৷৷.
ইতি শৈল্য পৰ্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত ৷৷.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৩৯ ।

শিরোনাম:পাষণ্ডদলন। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৭।সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণ। লিপিসন:১২২২ সাল,২৭ পৌষ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ২৭×১০.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৩৯' সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ৭ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির বিষয়বস্তু বৈষ্ণব দর্শন। এতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি, তবে লিপিকর শ্রীকাশীনাথশর্ম্মনের নাম পাওয়া গেছে। পুথিটি ১২২২ সালে লিপিকৃত অর্থাৎ এটি ১৯০ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথির অবস্থা ভালো। তুলট কাগজে লেখা লিপিকরের হস্তাক্ষরও সুন্দর। পুথির প্রথম পৃষ্ঠার উপরে ফার্সী লেখা রয়েছে।

প্রথম পাঠ:

ওঁনমোগনেসায় ৷৷ শ্লোক ৷৷

..............................:
................................ঃ*॥
কৃষ্ণ মন্ত্র সর্ব্ব পরি মহা মন্ত্র হয় ।.
বেদে পুরাণে জার অন্ত নহি পায় ॥
নারদ পরাদ শুক দেব মহাশয় ।.
বেদমন্ত্র আনন্দে তাকা সহায়ে সুখময় ॥
নারদে বেলাতে কৃষ্ণ গুন গায়ন ।.
কির্ত্তন করয়ে সুখ ব্যাসের নন্দন ॥

শেষ পাঠ:

কৃষ্ণ মন্ত্র না জপে জেই তাহার দুর্গতি ।.
রাম কৃষ্ণ দেবে কহে করিআ কাতুতি ॥
আরতি করিআ কৃষ্ণ মন্ত্র কর শার ।.
মনিস্য দুর্ল্লভ জন্ম না হৈব আর ॥
ভজ ২ আরে মন কৃষ্ণ পদ সার ।.
ভজিলে কৃষ্ণের পদে জর্ন্ম নাহি আর ॥
ইতি পাশণ্ড দলন গ্রন্থং সম্পূর্ণং
সঅক্ষর মীদং শ্রী কাশীনাথ শর্ম্মণ সাং
....

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ: ৮৪০ ।

শিরোনাম:মহাভারত(ঐষিক পর্ব্ব)। লেখকের নাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১১।সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভ। লিপিসন:১২২২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৩×১২.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি ১ থেকে ১১ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা ভালো। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির লিপিকর শ্রীহরবল্লভ এবং লিপিসন ১২১২ সাল। অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ১৯০ বছরের প্রাচীন। পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র রয়েছে।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব॥. নমোগনেশায় ॥:
অথ ঐশিক পর্ব্ব পুস্তক লিক্ষতে ॥:
মুনি বোলে চিত্ত দিআ সুন নরনাথ ।.
এই মতে হৈল সেই রজনি প্রভাত ॥:
এথাতে গোবিন্দ আর ভাই পঞ্চ জন ।.
গঙ্গা স্নান কৈলা সবে হৈআ সুদ্ধমন ॥.
কৃষ্ণ কহেন সুন সবে হৈআ এক মন ।.
শিবিরে সিগ্রগতি চলহ অখন॥:
রজনি প্রভাত হৈলে চল সিগ গতি ।.

তুমাতে কহিল আমি স্থির নহে মতি ॥

শেষ পাঠ:

আজ্ঞা কর আমি সব নিজ স্থানে জাই ।.
কুরুক্ষেত্রে আছএ পাণ্ডব পঞ্চ ভাই ॥:
এবোলিআ রাজার লইআ অনুমতি ।.
প্রদক্ষিন করি তিন চলে সিঘ্র গতি ॥:
হেনকালে সঞ্জয়ে করিল....... হাত ।.
মর এক নিবেদন সুন নরনাথ ॥.
পুত্রে পৌত্রে কুরুক্ষেত্রে হইলা নিধন ।.
ইসবের প্রেত কর্ম্ম করহ রাজন ॥.
ভারথের পূন্য কথা সুন মতিমন্ত ।.
.... কৌতুক ধর্ম্মের নাহি অন্ত ॥
মহাভারথের কথা শুনিতে অমৃত ।.
.... ।.
ঐশিক পর্ব্বের কথা হৈল সমাধান ।.
তার পছে নারি পর্ব্বের কথা করি ধান ॥.
ইতি মহাভারথে পাণ্ড বিজয় ঐশিক পর্ব্ব
পুস্তক সমাপ্ত ॥*

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৪১ ।

শিরোনা:প্রহ্লাদ চরিত্র। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২,৪-১২। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভদেব। লিপিসন:১২১০ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৪×১৩.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথিটি অস্পূর্ণ । প্রথম ও তৃতীয় পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। এটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ মোটা ও কাগজের চারধার পোঁকায় কাটা। এটি লিপি করেছেন শ্রীহরবল্লভ দেব এবং এর লিপিসন ১২১০ সাল। অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ২০২ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

ব্রহ্মায়ে বোলয়ে সুন দেব দয়াময় ।.
শতংসু অসুরে করে শ্রীষ্টির প্রলয় ॥.
জিনিআ বির লরিল সকল দেবতা ।.
তাহার পতি বৃন্দা সতি পতিব্রতা ॥.
বৃন্দার সত্যতা নাশ জদি কর হরি ।.
তবে সে সারিতে পার জগতের বৈরি ॥.
নারায়ন চরনজি বন্দিআ সানন্দে ।.
লাচাড়ি রচিল এক পয়ার প্রবন্ধে ॥.

লাচাড়ি রাগ পটমঞ্জরি ॥.

শেষ পাঠ:

পূর্ব্বমত হৈআ তুমি কর অধিকার ।.
আজি হনে কর সবে বিশয় আপনার ॥.
ইন্দ্র আদি দেব গনো দিলেক বিদায় ।.
প্রহ্লাদ লইআ গেলা পুরির ভিথর ।.
হাতে ধরি সিংহাসনে বৈসাইলা গদাধর॥.
সপ্ত দ্বিপ প্রিথিবির করিলেক রাজা ।.
আর সব রাজা গনে করে তার পূজা ॥.
এইমতে প্রহ্লাদেরে রায্য দিল হরি ।.
হরির স্মরণ লৈলে ভব সিন্ধু তরি ॥.
ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র পুস্তক সমাপ্ত ।.*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ :৮৪২ ।

শিরোনাম:শ্রীকৃষ্ণদোলপূজা। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৯। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬×১৩.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত '৮৪২' সংখ্যক পুথির লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথির নাম 'শ্রীকৃষ্ণদোলপূজা'। ১ থেকে ৯ পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত পুথিটি অসম্পূর্ণ। এটি তুলট কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাগজ মোটা ও শক্ত এবং কাগজের বর্ণ হালকা বাদামি। পুথির প্রায় পৃষ্ঠায় পোঁকায় কাটা ছিদ্র রয়েছে। পুথিটি অসম্পূর্ণ তাই লিপিকর বা লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম পাঠ:

শ্রী রাধা কৃষ্ণায়নম ॥:
অথ শ্রীকৃষ্ণ দুল পূজা লিক্ষতে ।.
প্রনমহ নারায়ণ শ্রী মধুসূদন ।.
রুদ্র পিতামহ বন্দু ব্যাসের বচন ॥.
শক্তি রূপা আদ্যা বন্ধু...... লক্ষ জননি ।.
লক্ষি স্বরেসুতি বন্ধু বিষ্ণোর রমনি ॥.
চন্দ্র সূর্য আদি করি বন্ধু দেবগন ।.
পাতালে বাসুকি বন্ধু আর নাগগন ॥.
নারদ আদি....... বন্ধু বাল্মিক চরণ ।.
পিতা মাতা বন্ধু গুরু আর দ্বিজ গন ॥.
ত্রিজগত কিছু ২করিআ বন্ধন ।.
অবধান করি সুন মর নিবেদন ॥.
একদিন বৃন্দাবনে শিশু গন সঙ্গে ।.
হাসিতে খেলিতে কৃষ্ণ ফিরেন নানারঙ্গে ॥

শেষ পাঠ:

সকল দেবতা জারে করয়ে বন্দন ।.
আমরা তাহার সঙ্গে রাখিএ গোধন ॥:
দেবতা হইআ ধেনু বৎস রাখি ফিরে ।.
চল সবে কহি গীআ কৃষ্ণের গোচরে ॥.
গকুলের বালক সবে আশ্চর্য দেখিআ ।.
কহিতে লাগিল সবে কৃষ্ণ আগে গিআ ॥.
কি দেখিল কহ কৃষ্ণ অদ্ভুত কাহিনি ।.
তখনে করিল মায়া দেব চক্রপানি ।.
শুন ২ সখা ভাই আমার বচন ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ :৮৪৩ ।

শিরোনাম:তুলসী মাহাত্ম্য। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীহরিদাস। লিপিসন:১২১৯ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৩×১৩.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'তুলসী মাহাত্ম্য' পুথিটিরও লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। ১ থেকে ৮ পৃষ্ঠায় এটি সম্পূর্ণ পুথি। এর লিপিকর শ্রীহরিদাশ এবং লিপিসন ১২১৯ সাল। পুথিটি তুলট কাগজে লিপি করা হয়েছে। কাগজের অবস্থাও বেশ ভ:লো। এটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ॥.
অথ তুলসীর মাহাত্ম্য লিক্ষতে ॥.
নমো নারায়ন বন্ধু দেব নিরঞ্জন ।.
জাহার স্মরনে হয়ে পাপ বিমোচন ॥.
গনেশ দেবতা বন্ধু গৌরির নন্দন ।.
সর্ব্ব পুজা অধিকারি বিঘ্ন বিনাসন ॥.
প্রজাপতি দেব বন্ধু জত দেবগন ।.
রতি সতি বন্ধু মুনি গনের চরণ ॥.
পরাপর বন্ধু গুরু আছে জত জন ।.
সর্ব্ব দাতায়ে বন্ধু পিত্রি মাত্রির চরণ ॥.
মহাপুন্য কথা এই করিয়ে প্রচার ।.
জাহার স্বরণে হয়ে পাপের সংহার ॥

শেষ পাঠ:

তুলশি সেবা করে জেই একমন হৈআ ।.
কৃপা কৃক্ত নারায়ণে তাকে করে দয়া ॥.
তুলশি বিষ্ণোর পদ মনে করি আশ ।.

সয়ক্ষোরে লেখিল গ্রহন্ত শ্রীহোরি দাশ ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৪৪।

শিরোনাম:হরিবংশ। লেখকেরনাম:দীন ভবানন্দ। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১-১ ২,১০৪-১৬৪। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরিদাস। লিপিসন:১২১৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটব গজ। পরিমাপ: ৩৬.৮×১২.৫ সে.মি.।

'৮৪৪' সংখ্যক পুথিটি 'দীন ভবানন্দ' রচিত হরিবংশ। পুথিটি অসম্পূর্ণ এবং ১০৩ সং ্যক পত্র নেই। এটি তুলট কাগজে লিপি করা হয়েছে। এর কাগজ নরম ও গাঢ় বাদামি বর্ণের। পুথির লিপিকর শ্রীহরি দাস ও লিপিসন ১২১৮ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ১৯৪ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ॥. নমো গনেশায় ॥:
অথ হরিবংশ পুস্তক লিক্ষোতে ॥:
বেদে রামায়নে...................
..........কৃষ্ণ দৈপায়ন ভজেৎ ॥৩॥
প্রনমহু নারায়ন ব্রহ্ম সুন তেন।.
সতরজ তম তিন গুনে কলি ধন ॥:
ব্রহ্মা ইন্দ্র হরে জার মায়া নাহি বো.....।.
নারদ প্রভুহে জার সেবে পদাম্বুজে ॥:
....
....॥
হেন হরি ব্রহ্ম রূপে বন্দি নিজ অংশ।
সঙ্খেপে রচিল পুন্য শ্লোক হরিবংশ ॥.

শেষ পাঠ:

পুস্তকেত জে আছিল সকল লেখিল।.
আর কিছু অবসিষ্ট বাকী জে রহিল ॥.
কুসাশন পাতি রাজা প্রদক্ষিন করি।.
দন্ডবত করে রাজা চরনেত ধরি ॥.
আরোক্ষ সরির হৌক ব্যাসে দিল বর।.
পূর্ব্ব মতে সুন্দর হইল কলেবর ॥.
পুনরূপি কৈল রাজা চরণ বন্দন।.
অন্তর ধ্যান হৈলা তবে ব্যাস তপধন ॥
শ্রীভাগবত কথা পুন্য বিষ্ণু অংশ।.
অতি গোপ্য কথা পুন্য শ্লোক হরিবংশ ॥:
মনুহর শ্লোক ভাঙ্গি রচিল পদবন্দে।.
সিবানন্দ সুত অধম দিন ভবানন্দে ॥*॥
রাধা কৃষ্ণ পাদ পদ্ম মনে করি আস।.

সয়ক্ষরে লেখিল পুস্তক শ্রী হরিদাস ॥.
.... ।
....॥
ইতি হরিবংশ পুস্তক সমাপ্ত।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ৮৪৬।

শিরোনাম:সন্ন্যাসকাব্য। লেখকেরনাম:হরিদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৮৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরিবল্লভ। লিপিসন:১২১৭ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭×১২.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'শ্রী হরিদাস' রচিত 'সন্ন্যাস গ্রহণ' কাব্য। পুথির অবস্থা ভালো। ১ থেকে ৮৮ পৃষ্ঠায় এটি সম্পূর্ণ। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের অবস্থা ভালো। পুথির লিপিকর একজন। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে ১৯৩ বছরের পূর্বে।

<u>প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী হরি মাধব
অথ গৌর সৈন্যাস পুস্তক লিক্ষ্যতে ॥.
প্রণমহু প্রজাপতি অনাদি নিধন।.
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয়ে আদি জাহার কারণ ॥.
প্রণমহু নারায়ন দেব নিরঞ্জন।.
নর নারায়ন প্রভু জগত জিবন ॥.
সঙ্কর পার্ব্বতি বন্ধু দেবি সরেস্বতি।.
মর কণ্ঠে মাও তুমি করহ বসতি ॥.
গনেস দেবতা বন্ধু বিঘ্ন নাসক।.
পার্ব্বতি নন্দন বন্ধু দেবতা কার্ত্তিক ॥.
.... ।.
....॥.
.... ।.
....॥.
ভকত সকল পদে করিয়ে ভকতি।.
কেহ না লইও দুস মুই অল্প মতি ॥.
গুরুদেব চরণ করিআ নমস্কার।.
মাধব সুতের সুতে রচিল পয়ার ॥.

<u>শেষ পাঠ:</u>

ভজ ২ আরে ভাই কৃষ্ণ পদ শার।.
ভজিলে গোবিন্দ পদে জন্ম নাই আর ॥.
গুরুদের চরণেত করিল নমস্কার।.
মাধব সুতের সুতে রচিল পয়ার ॥.

বিংশতি সহস্র শ্লোক ব্যাসের বচন ।.
সৈন্যাসের মতে ছিল পুন্য বিবরণ॥:
সেই সব বাখান করিআ পদবন্ধ ।.
মাধব সুতের সুতে রচিল আনন্দে ॥.
সেই পুন্য কথা দিঢ় ভক্তি করি চিত্তে ।.
পদবন্ধে রচিল মাধব সুতের সুতে ॥.
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ মনে করি আশা ।.
সৈন্যাস গ্রহন লেখিলেক হরিদাস ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৪৭ ।

শিরোনাম:ক্রিয়াযোগ সার। লেখকেরনাম:অনন্তরাম। বিষয়: কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৭২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভ। লিপিসন:১২২৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭.৭×১২.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৪৭' সংখ্যক পুথিটি 'অনন্তরাম' রচিত 'ক্রিয়াযোগসার' বৈষ্ণব দর্শনকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এর পত্রসংখ্যা ১ থেকে ৭২ এবং পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথির লিপিকর শ্রীহরবল্লভ এবং লিপিসন ১২২৪ সাল অর্থাৎ এই পুথিটি ১৮৮ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথিটি চিত্র সম্বলিত।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ॥: নমোগনেশায় ॥:
অথ কৃয়াযুগ পুস্তক লিক্ষতে ॥*॥
....................................॥
....................................॥
.... ।.
....................................॥.
গনেস দেবতা বন্ধু পার্ব্বতি নন্দন ॥.
সর্ব দুক্ষ বিনাসক গজিন্দ্র বদন ॥.
ব্যাস দেব প্রণমহু বিষ্ণু অবতার ।.
জার কবি হৈল সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রচার ॥.
বিশারদ প্রণমহু সর্ব্ব শাস্ত্র দাতা ।.
সেই সে প্রভুর নাম করিলেক গাথা ।.
করি সবের চরনেত করিআ ভকতি ॥.
কহিবেক কথা কিছু পুরাণ শঙ্গতি ।.
....
পদ বন্দে রচিলেক কৃআ যুগ সার ॥.

শেষ পাঠ:

হাহা প্রভু নারায়ন: মরে হৈলা প্রসন্ন: নিজরূপে দিলা দরসন ॥:
মুইত অধমজন: নাহি জানু ভজন: না করিলু তুমার স্তবন ॥:

অনন্ত রামে ভনে: সুন প্রভু নারায়নে: ভব হনে করহ উদ্ধার ‖:
এই ভিক্ষা আমি চাই: মৈলে জেন শ্রীচরন পাই: ভবে জন্ম না হএ জেন আর

‖৭‖

পদবন্ধ‖

অনেক স্তবন কৈল সেই দ্বিজবর।.
ভদ্র তনু প্রতি কৃপা কৈলা দামোদর ‖:
আলিঙ্গন দিআ প্রভু তাকে দিলা বর।.
মির্ত্তু হৈলে জাইবা তুমি আমার নগর ‖:
ইতি কৃয়া যুগে সুল অধ্যায় সমাপ্ত ‖*‖
....।
....‖
ইতি সন ১২২৪ বাং মাহে ১৮ আগ্রন ‖:

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৪৮।

শিরোনাম:চন্দ্রমুখীসমাচার। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৭। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২৩ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৫.৭×১২.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৪৮' সংখ্যক পুথির নাম 'চন্দ্রমুখী সমাচার'। এতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। ১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথিতে লিপিকরের নামও উল্লেখ নেই। তবে হস্তাক্ষর বিশ্লেষণ করে পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিপিকৃত বলে ধারনা করা যায়। পুথির অবস্থা ভালো এবং এটি তুলট কাগজে লিপিবদ্ধ। এটি লিপিকরা হয়েছে ১২২৩ সনে অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ১৮৯ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রথম পাঠ:</u>

পুথি আগে জে চন্দ্রমুখী ‖
আনে ভক্ত নমে পাছে নবিগন।.
একে এক কথা কহি সুন দিয়া মন ‖
জত জিবে ধরে ফল ভূমির উপর।.
এই সব তার পরে করেন নিবারণ ‖
ভূমি মৈধ্যে আজ্ঞা হৈল তান।.
নিরবধি লৈল সবে নাম ‖
...................................।.
লেখিতে কলম ভাগে সমুদ্র সুখে ‖.
আর এক কথা কহি সুন দিয়া মন।.
জেইরূপে উপকার হৈছে নিরঞ্জন ‖.
একদিন সানন্দিতে নৃপতি নন্দন।.
মৃগ মারিবারে কুমার করিলা গমন ‖.
স্থানে স্থানে জাল দিয়া ঘিরিলা রাজন।.
একমৃগ আইল তবে অতি মনুহর ‖.

শেষ পাঠ:

পুরির মধ্যে হৈল জেন আনন্দ অপার ।.
নানান শব্দে বাদ্য তাতে লাগে বাজিবার ॥.
আনন্দিত হৈল রাজা হরিস অপার ॥
পুত্রবধূ লৈয়া চলে ঘরে আপনার ॥
নগরেবা জারে রাজা দিল জতধন ।
হরিল মনের বেথা সন্তোস হইল মন ॥
এথাতে এমত হইল এমত প্রকার ।.
চন্দ্রমুখীর সমাচার সুন আরবার ॥.
চন্দ্রমুখীর সখী জত হইলা ব্যাকুল ।.
কুমারিকে না দেখিয়া মুখে না য়াইসে বুল ॥
কান্দিয়া চলিলা সখী কর থাকি মাথে ।.
কহিতে লাগিল সখি দেবির সাক্ষ্যাতে ॥
সুনি পুনি মহাদেবি আজি কুমার কথন ।.
তুমার কৈন্যা চন্দ্রমুখীর কত বিবরণ ॥
কতদু:খ করি কহে কান্দিয়া ২ ।.
চন্দ্রমুখী কথা গেল আমারে ছাড়িয়া ॥.
ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ......................
....
....॥
ইতি সন ১২২৩ সাল বাঙ্গালা মাহ ১৫
আগন রোজ সুকরবার দেড় প্রহর থাকিতে
পুস্তক সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৪৯ ।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকেরনাম:ভানুদাস, নারায়ণদেব, মুরারী কবি, ষষ্ঠীবর, জানকীনাথ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৩৮০। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৩৬.২×১২.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত '৮৪৯' সংখ্যক পুথিটি 'পদ্মাপুরাণ'। পুথিটিতে একাধিক কবির নাম উল্লেখ রয়েছে। এরা হচ্ছেন 'ভানুদাস', 'নারায়ণদেব', 'মুরারী কবি', 'ষষ্ঠীবর' ও 'জানকীনাথ'। এটি ১ থেকে ৩৮০ পৃষ্ঠার পুথি। তবে পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে লিপিকর এবং লিপিসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ছেঁড়া। বিভিন্ন স্থানে অক্ষর অস্পষ্ট। কয়েকটি পৃষ্ঠা কালো হয়ে গেছে এবং কয়েকটি পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রাপ্ত পুথির লিপিকর একজন এবং এটিতে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি বলে অনুমান করা যায়।

প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী হরি: নম গনেসায় ॥

অথ পদ্মপুরাণ লিক্ষতে ॥
ফণি ফন মুনি গণ ভুসিত মণ্ডে:
খরতর বিসধর কঙ্কন হস্তে:
বহুজন জনিত জয়ধ্বনি হস্তে:
ভগবতি বিশ্বহরি নম নমস্তে :॥১॥
পদ্মস্তন নাগ মাতা খরসা হংস বাহিনি :॥
অনেন ভক্তি মাত্রেন ওষ্ঠসো বর দাওমে ॥১॥
হরি অবতার সুন পরম সানন্দে ।.
জেই সুনে ভনে মুখে রাখএ গোবিন্দে ॥
প্রথমে শ্রীজিলা শ্রীস্টি মিন রূপ ধরি ।
পাতালে প্রবেসি বেদ উদ্ধারিলা হরি ॥

ভনিতা:

একাক্ষর নিরঞ্জন: দ্বিতিএ নাহিকুন জন:
চিন্তে শ্রীষ্টি পাতিবার আসে ।.
নারায়ণ দেবে কয়: সুকবি বল্লভ হয়:
জেকথা সুনিলে পাপ নাশে ॥.

শেষ পাঠ:

....
ইন্দ্র স্থানে পদ্মাবতি কহিলা বচন ॥.
অনিরুদ্ধ .... সত্য করি ।.
আনি দিলু লখাই আর বিপুলা সুন্দরি ॥.
আমার.........সাধি দিলা বিপুলা সুন্দরি ।.
পুনরূপী আনি আমি দিল পুরি ॥.
... অনিরুদ্ধ দেখি সর্ব্ব দেবগন ।.
দেখীআ নাচায়ে বিদ্যাধরি সর্ব্বজন ॥
বার বৎসরে সাপ হইল মোচন ।.
অনিরুদ্ধ .... বন্দে ইন্দ্রের চরন ॥.
সুনি সব দেবগণ সানন্দিত মন ।.
পূর্ব্বমতে রহিলা দুই ইন্দ্রের ভবন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫০ ।

শিরোনাম:মহাভারত (আদিপর্ব)। লেখকেরনাম:রামেশ্বরনন্দী। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৪৩২। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৪×১২.৩ সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি 'রামেশ্বরনন্দী' রচিত 'মহাভারতের' আদিপর্ব্ব পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের অবস্থা ভালো। পুথির লিপিকর একজন এবং এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

নম গনেসায় নম ॥
শ্রী রাধা কৃষ্ণ সহায়:।
নারায়ন নমকৃত নরশ্চৈব নরত্তম ॥
....
....
....॥২॥
প্রথমে প্রণাম করি গুরু দেব পদে।
পরম মুরতি হয় জাহার প্রসাদে ॥
জে গুরুর পাদ পৌদ্য............।
অপার সাগর ভব উদ্ধার হৈতে পারি ॥
পুনি ২ ভক্তি ভাবে করি নমস্কার।
কিঞ্চিত কৃপা............... করিব বিস্থার ॥
গণপতি প্রণমহু ভক্তিএ প্রচুর।
জাহার প্রসাদে সব বিঘ্ন হয় দুর ॥
ইষ্টদেব প্রণাম করিএ বারেবারে।
মহাভারত পুথি করিব বিস্তার ॥

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

ইন্দ্রের বচন তবে সুনি দেবদুতে।.
কাঞ্চনের মৃগ হৈল বিছে:দ করিতে ॥:
মুনি বোলে মহারাজা সুন এক মনে।.
প্রবেশ করিল রাজা গহন কাননে ॥.
সমুখে কাঞ্চন মৃগি জাএ মায়া পাতি।.
ধরিল ২ হেন দেখে নরপতি ॥.
হস্ত বাড়াইতে পুনি না পারে ধরিতে।.
মায়া মহে বহু দুর গেল এই মতে ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫১।

শিরোনাম:মহাভারত (উদ্যোগপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:দ্বিজরামচন্দ্র। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৬-১৭,১৯-৮১,৮৪-২০৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভদেবদাশ। লিপিসন:১১১০ সন। অবস্থা: ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩২×১০.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৫১' সংখ্যক পুথিটি মহাভারথের 'উদ্যোগপর্ব'। এর লেখক দ্বিজরামচন্দ্র। পুথিটি অসম্পূর্ণ। প্রথম পাচ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। এছাড়া ১৮ এবং ৮২ ও ৮৩ সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া যায়নি। পুথির

লিপিকর শ্রীহরবল্লভ দেবদাশ এবং লিপিসন ১১১০। অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ৩০২ বছরের প্রাচীন। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। কাগজ নরম এবং কালির বর্ণ কালো। কয়েকটি পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

রাজার বচন কহ্ঞি দৈবকি তনয়।
তুমি আগু আসিআছ ইকথা নিশ্চয়।
আমি পুনি আগু দেখিআছি ধনঞ্জয়।
দুই জনের সাহায্য........ করিমু নিশ্চয় ॥
অর্জুন ছাওআল আগু তারে সন্তোসিমু।
তার পাছে তুমারেও সন্তোষ করিমু ॥
এক................. গোপ আর নারায়নি সেনা।
আমার সমান সমান যুদ্ধে কিছু নাহি....॥

শেষ পাঠ:

....
কর্ণ ......দু:শাসনের সংহতি।
জ্ঞাতি হিংসা করিবারে করি আছে মতি ॥
তুমার অভয় জ্ঞান মত্ত শর্ব্ব ভুতে ।.
লোভাশ্রিত হৈআ মন দিছ অধর্ম্মতে ॥
যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হৈআ কিবা আমি মরি ।.
নতুবা পাণ্ডব সব রণে কিবা মারি ॥
এই মতে ভিস্ম দুর্যধনের ....।
উদ্যোগ পর্বের কথা সুনিতে সাহ্লাদ ।
যুদ্ধ ....হইআ রহিলা কুরু পাণ্ডুগন ।
কহে দ্বিজ রামচন্দ্র ভনে নারায়ন ॥*॥
ইতি উদ্যোগ পর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত ॥*॥
....।
....॥
ইতি সন ১১১০ সাল পরগন ।
ইতি মাহে ১৪ পেউষ ॥:

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫৩।

শিরোনাম:রামচন্দ্রের স্বর্গারোহন। লেখকেরনাম:দত্তকুমুদ, দাসভবানী। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৫১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:হরবল্লভদাস। লিপিসন:১২১৯ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৮×১২.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'রামচন্দ্রের স্বর্গারোহন' পুথিটির লেখক 'দত্তকুমুদ' এবং 'দাসভবানী'। ১ থেকে ৫১ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। এর লিপিকর 'হরবল্লভদাস' এবং লিপিসন ১২১৯। অর্থাৎ এটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন পুথি।

পুথিটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের বর্ণ বাদামি এবং এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে কালো কালি। ১৬নং পৃষ্ঠার মাঝখান থেকে ছেঁড়া এবং ৪৯নং পৃষ্ঠার উপরের অংশে কাগজ কালো এবং সামান্য ছেঁড়া।

প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি ॥ নমো গনেসায় ॥
অথ শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গ আরূহন লিক্ষতে ॥:
শ্লোক ॥..................রামচন্দ্রায়: বেদসে ॥:
.... ।
....॥
প্রণমহু নারায়ন দেবদিরঞ্জন ।
কুটী২ ব্রহ্মা জারে করয়ে স্তবন ॥:
পরম হরিসে বন্ধু দেবি মহামায়া ।:
সংসার জিনিআ আছে হৈআ এককায়া ॥
কহিএ পরম তত্ত্ব প্রমাণ আছে বেদে ।
জেই দেবা সেই দেবি নাহি কিছু ভেদ ॥:
সিব বিনু সক্তি নাহি সক্তি বিনু শিব ।:
জগত ব্যাপি আছে জত ইতি জিব ॥:
.... ।
....॥:
.... ।:
....॥:
জনক জাদব বন্ধু জশদা জননি ।:
সপুত্রে বন্দেব শেই সর্ব্ব সুকে জানি ॥:
শিসু পাল হনে জার আনন্দিত চিত্ত ।:
কণ্ঠে সরেস্মতি জার নিত্য গায়ে গিত ॥:
দেবতার কৃপা হনে হইল প্রকাশ ।:
রাম স্বর্গারূহন আছে চিত্তে অভিলাশ ॥:
কৃর্ত্তিবাশ পণ্ডিতের করিআ শিতলি ।:
ভাঙ্গিআ পুরাণ তত্ত্ব রচিল পাচালি ॥:

শেষ পাঠ:

তুমি জারে কৃপা কর সেই তরিবেক ।
তুমি অকৃপা জারে সেই তুরিবেক ॥:
তুমি বিনু দিপ্তি নাহি করে তারাগণ ।.
তুমি বিনু তেজ হিনু দেখি দেবগণ ॥.
তুমি বিনু তেজ হিনু দেখি দিনমনি ।.
তুমি বিনু স্বর্গ হিনু হেন মানি ॥.
তুমাদের সনে জানি সার্থক জিবন ।.
তক্ষনে হরিস হৈলা সব দেবগন ॥.
প্রথক্যে দেখিল লুকে রামের মহিমা ।.

আমি কি কহিতে পারি তুমা গুনের সিমা ॥.
দণ্ডকুসুদে বলে রাম পদতলে ।.
নিজ গুনে ত্রান কর মর অন্তকালে ॥.
রাম সিতা পাদ পৌদ্য মনে করি আশ ।.
সয়ক্ষরে লেখিল শ্রী হরবল্লভদাশ ॥.
জথা দৃষ্টং তথা লেখিতং লেখক নাস্তি দুসকং ।.
....॥.
.... ।.
....॥.
ইতি শ্রীরামচন্দ্র পুস্তক সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫৪ ।

শিরোনাম:প্রেমতরঙ্গিনী। লেখকেরনাম:ভাগবতচার্য্য। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর:কাশীনাথ শর্ম্মা। লিপিসন:১২২৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭.৫×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৫৪' সংখ্যক পুথিটি 'ভাগবতচার্য্য' রচিত 'প্রেমতরঙ্গিনী'। বৈষ্ণব দর্শন অবলম্বনে কাব্যটি রচিত হয়েছে। ১ থেকে ১৪ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। এর লিপিকর কাশীনাথ শর্ম্মা এবং লিপিসন ১২২৪ সাল। অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ১৮৮ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ॥
অথ প্রেম তরঙ্গিনি লেক্ষতে ॥১॥
নাহং তিষ্টামি....................॥
......................................॥১॥
একদিন শিব স্থানে জিজ্ঞাসে ভবানি ।.
কৃষ্ণ কথা কহ মুখে সুনি সুলপানি ॥.
ধন্য পার্ব্বতি বোলি প্রসংসে সঙ্কর ।.
কহিব গোবিন্দ কথা তুমার গোচর ॥.
দারিকাতে জে কর্ম্ম করিলা দামোদর ।.
সেইসব কথা কহি অবধান কর ॥

শেষ পাঠ:

এত সুনি বলরাম চলিআ জে গেল ।.
ভাবিআ পরমানন্দে জোগে মন দিল ॥.
দুই জনে এক হৈআ জোগে মন দিল ।.
বদরিকাশ্রমে গিআ তথাতে রহিল ॥.
সুনিআ হরের বাক্য পর্ব্বত নন্দিনি ।.
কহিল কৃষ্ণের কথা সুধা রসবানি ॥.

জদু কুলে র্জন্মিআছে প্রভু পিতবাস ।.
জগত পবিত্র নাম করিল প্রকাশ ॥.
ভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিনি ।.
জোগ পূন্য কথা সুন অপূর্ব্ব কাহিনি ॥.
পুলক মধুর মঙ্গল সমুদিত ।.
সুনহ সুকির্ত্তি লোকাইআ একচিত্ত ॥
গোলকের সার তত্ত্ব নিগুড় কথান ।.
পাপ দুর কর তুমি লইলু স্বরণ ॥
ইতি শ্রী ভাগবতে প্রেমতরঙ্গিনি শ্রীকৃষ্ণ
চন্দ্র লিলাএ তৃতীয় অধ্যাএ সমাপ্ত ॥১॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫৫ ।

পুথির নাম:চানক্যশ্লোক। লেখকেরনাম:চানক্য। বিষয়:শ্লোক। পত্রসংখ্যা:১-১৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৮.৩×১৩.৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিতে চাণক্যদেবের ১০৮টি শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে লিপিকর বা লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথিটি সম্পূর্ণ এবং তুলট কাগজে লিখিত। পুথির অবস্থা ভালো।

প্রথম পাঠ:

শ্রী রাধা কৃষ্ণ ॥.
অত চানক্য পুস্তক ॥.
নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতি সমুচয়ং
সর্ব্ববিজ মিদং শাস্ত্রং চানক্যং সারসঙ্গ্রহং ॥১॥.
নানাবিধ সাস্ত্র হৈতে করি আত্যর্দ্ধার ।.
রাজনিতি সমস্থ কহিমু আমি সার ॥.
সকলের বিজ সাস্ত্র চানাক্য রচিত ।
শ্রীসার সংগ্রহ নামে জগত বিক্ষিত ॥.
তথাহি ॥.

শেষ পাঠ:

॥১০৬॥
যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রাজ্ঞো সাস্ত্রং তস্য করোতি কিং
লোচনাত্যাং বিহিনস্য দর্পন: কিং করিষ্যতি ॥.
বুদ্ধি নাই জার তার সাস্ত্র কি করিবে ।.
অন্দেরে দর্পন দিলে কি লাভ হইবে ॥১০৭॥
কিং করিষ্যন্তি বক্তার স্রোতায় এন বিদ্যতে
নগ্নক গনকে দেশে রজক কিং করিষ্যতি ॥.
কি করিবে বক্তা যদি স্রোতা নাহি থাকে ।.
উলঙ্গ সন্ন্যাসি দেশে কি করিবে রজকে ॥১০৮॥

যস্য বিজ্ঞান মাত্রেননা' প্রজ্ঞা প্রজায়তে সতমষ্টোত্তর
পদ্য' চানক্যেনপৃপৃজতে ॥.
জাতে হয় জ্ঞান বৃদ্ধি আর সুদ্ধ বাক্য:
অস্টোত্তর সত শ্লোক কহেন চানক্য ॥.ইতি॥.
চানাক্য কর্তৃক অষ্টোত্তরসত শ্লোক সমাপ্ত ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫৬।

শিরোনাম:মহাভারত(ভীষ্মপর্ব)। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:২-১১৭। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভদত্তদাশ। লিপিসন:১২১৭ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৪.২×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৫৬' সংখ্যক পুথিটি মহাভারতের 'ভীষ্মপর্ব'। পুথির লেখক সঞ্জয়। প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত পুথির পত্রসংখ্যা ২ থেকে ১১৭। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ মোটা ও শক্ত। কাগজের বর্ণ হালকা বাদামি। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কয়েক স্থানে পৃষ্ঠা পোকায় কাটা। ৫৭নং পৃষ্ঠার চারপাশে এবং মধ্যে কালো কালিতে নকসা আকা। প্রাপ্ত পুথির লিপিকর শ্রীহরবল্লভদত্তদাশ এবং লিপিসন ১২১৭ সাল। অর্থাৎ মহাভারতের এই পুথিটি ১৯৫ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

কুরুক্ষেত্রে জাইবারে ইচ্ছা................ ।.
কৌরব পাণ্ডব সেনা গেলা সেই কালে ॥
করিআ বিচিত্র বুহ.......... দুর্যধন।
কর্ণ সঙ্গ নিজে কুমত্রি দুর্শাসান ॥.
দ্রোন অশ্বত্থামা আর কৃপ মহারথ।.
ভুরিশ্রবা জয়দ্রোত আর ভগদত্ত ॥
সমদত্ত.........জে আর কৃতব্রহ্মা।.
সৌল কাসি রাজা জরাসন্দ সুসর্ম্মা ॥.
এইসব মহারথি............দুর্যধন।.
সেনাপতি করিবার...........কুনজন ॥.

শেষ পাঠ:

এই হনে ভিস্ম পর্ব্ব হইল সমাধান।.
জয়মুনি কহিলা রাজা জন্মজয় স্থান ॥.
মহাভারথের কথা সুনি পাপ ক্ষয়।.
সঞ্জয়ে কহিল কথা বাখানে সঞ্জয় ॥.
সুনি ধৃতরাষ্ট রাজা চিন্তিয় আকুল।.
ভিস্মেরে ভাবিআ মনে অর্জুন ব্যাকুল ॥.
দসম দিবস যুদ্ধ এই সমাচার।.
বিস্তারিআ কহিল তবে সঞ্জয়ে কুমার ॥.

শ্রী কৃষ্ণের পাদ পৌদ্য মনে করি আস ।.
সয়ক্ষরে লেখিল শ্রীহরিদত্তদাস ॥*॥
ইতি ভিস্ম পর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত ॥*॥
ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মনি লাঞ্চ........
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫৭ ।

শিরোনাম:রতিশাস্ত্র। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:শাস্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-৯। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীদামোদর শর্ম্মণ। লিপিসন:১২১৯ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭.৫×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'রতিশাস্ত্র' পুথিটির লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথির লিপিকর শ্রীদামোদর শর্ম্মন। ১ থেকে ৯ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। এটি তুলট কাগজে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এর অবস্থা ভালো। পুথিটি লিপিকরা হয়েছে ১৯৩ বছরের পূর্বে।

প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি:॥: নমগনেসায় ॥:
প্রণমহু নারায়ন সংসারের সার ।.
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি অধিকার ॥:
কার শক্তি আছে তুমা স্থিতি করিবায় ।.
কাহার সকতি আছে তুমা বোসিবার ॥:
ধ্যানে বোশিতেন রে দেব প্রজাপতি ।.
আমি সুতে তুমা পদে কি করিব স্তুতি ॥.
স্বারস্মতি বন্ধু মুই................. পর ।.
তাহান জে পতি বন্দি দেব পুরন্দর ॥:
ভবানির চরনে আমি করি নমস্কার ।.
রতি শাস্ত্র বিবেচিআ করিব প্রচার ॥.

শেষ পাঠ:

রাজা বোলে কৃপা জদি কৈলা মহামুনি ।.
প্রানি কেন মতে জন্মে কহ কথা সুনি ॥.
মুনি বোলে .... ।.
তুমার ভক্তিয়ে রাজা হৃষ্ট হৈলু বড় ॥.
অন্তশ করি তুমা জাইতে না লয়ে মনে ।.
একচিত্তে সুন রাজা জন্মের লক্ষনে ॥.
অন্তশ করি তুমা জাইতে না লয়ে মনে ।.
একচিত্তে সুন রাজা জন্মের লক্ষণে ॥.
সড়স দিন পূর্ণ .... ।.
এহা বোসি .... রক্ষা করিব পণ্ডিতে ॥.

এই মতে প্রাণে তনে সঞ্চরে গর্ভেতে ।.
অতএব আশ্রমে আমি জাইত নিশ্চিতে ॥
ইতি রতিসাস্ত্র পুস্তক সমাপ্ত ॥*॥
.... ।
....॥
ইতি সন ১২১৯ সাল বাং মাহে ১০ পৌষ
রোজ মঙ্গলবার ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৫৮ ।

শিরোনাম:রতিশাস্ত্রভেদ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:শাস্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-১১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীদিপচন্দ্ররামচৌধুরী। লিপিসন:১২২১ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৯×১৩.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৫৮' সংখ্যক পুথিটি 'রতিশাস্ত্রভেদ'। এতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথিতে ১ থেকে ১১টি পৃষ্ঠা রয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির লিপিকর শ্রীদিপচন্দ্ররামচৌধুরী এবং লিপিসন ১২২১। পুথির প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কয়েকটি স্থানে কাগজ ফুটো এবং পৃষ্ঠার বামদিকে কাগজ সামান্য লালচে এবং নরম। প্রাপ্ত পুথিটি ১৯১ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণঃ
প্রনমহু গুপীকান্ত ব্রহ্ম সুনাতন ⁒
সরেস্মতি দেবি বন্দ ব্যাসের চরণ ॥
জয় ২ কবিগণ করি নমস্কার ।.
রতি সাস্ত্র ভেদ কথা করিব বিস্থার ॥
চন্দ্রো বংসে মহারাজা নাম জন্মজয় ।.
পরম ধার্মিক মতি সারদা তনয় ॥.
দানেবন্ত ধ্যানে বন্ত দআসিল অতি ।.
পরম বৈষ্ণব রাজা বিষ্ণুতে ভকতি ॥.
একদিন মহারাজা বসি নিগুড়েতে ।.
হেনকালে গাগ্য মুনি আসিলা তথাতে ॥.
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ কৈলা চরণ বন্দন ।.
মুনি বসিবার দিলা হেম সিংহাসন ॥
রাজা বলে তপোধন করি নিবেদনঃ
রতি সাস্ত্র কথা কহিবা আপন ॥

শেষ পাঠ:

তবে জিজ্ঞাসিব পারদারের কথন ।.
সকল কহিআ দিব নাহিক খন্ডন ॥.
গৃহবাসির চলাচল চরিত্র কথন ।.

তবে কথা কহি রাজা সুন মন দিআ মন ॥.
পুরুষ সিত্তকে দিআ নারি জদি জাএ ।.
স্ত্রী ভষ্ট হএ তবে দুক্ষ বড় পাএ ॥
পুরুস দাক্ষিনে না করিব সত্তন ।.
কদাপীও স্বামি আগে না করিব ভুজন ॥.
নিজ পুস্তক শ্রীজয় বল্লভ চৌধুরি.......
....
ইতি ১২২১ সাল বাং মাহে ২৬.........ঃ

ক্রমিক সংখ্যাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬০।

শিরোনাম:ভাগ্যগণনাচিত্রাবলী। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:জ্যোতিষ। পত্রসংখ্যা:১-১১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণ। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৭.৫×১২.৮সে.মি.।

'৮৬০' সংখ্যক পুথিটি 'ভাগ্যগণনা চিত্রাবলী'। পুথির বিষয়বস্তু জ্যোতিষশাস্ত্র। পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিকর শ্রী কাশীনাথ শর্ম্মন এর নাম উল্লেখ রয়েছে। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো। কাগজ মোটা, শক্ত এবং গাঢ় বাদামি বর্ণের। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। পুথিতে লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি তবে এটিকে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বলে ধারনা করা যায়।

<u>প্রথম পাঠ:</u>

গমন পরিক্ষা:

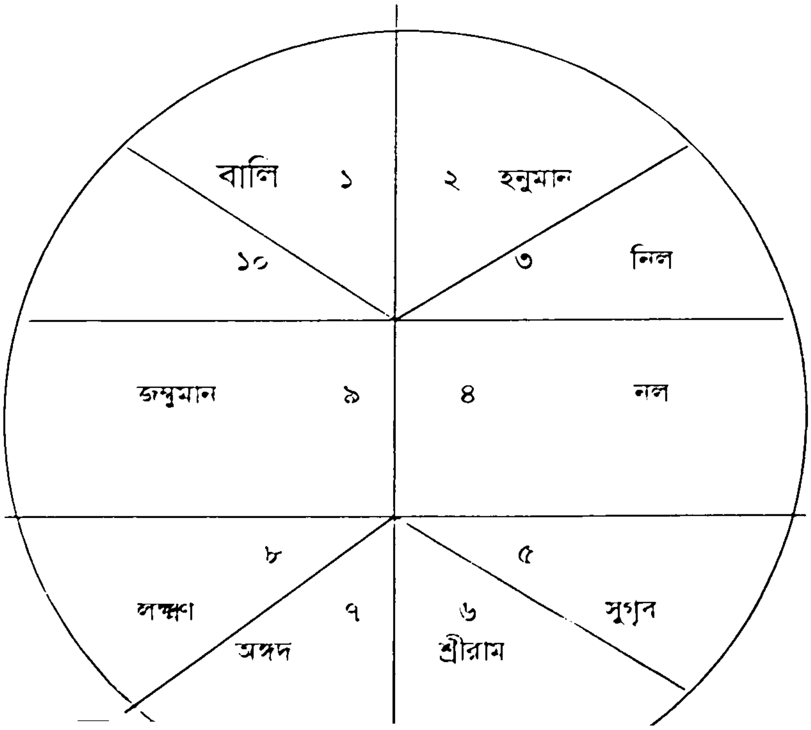

বিবাহ পরিক্ষা:

শেষ পাঠ:
দুর্ব্বাসা
১।　দুত পাঠাও ফিরিব
২।　ইরাযােত সুখ নাই উৎপাত
৩।　সময় সিদ্ধি ভাল হৈব
৪।　স্থান অবশ্য ছাড়িবা
৫।　গ্রাহুক লাগিব বিলায়
৬।　গর্ভে সন্তান ভাল হৈব
৭।　সমন্দ হৈতে বিলম্ব নাই
৮।　ধরা বস্তু পাইলে হারাইবা
৯।　বিশ্বাস করিলে নিশ্চ পাইবা
১০।　বিবাহ সিগ্র হইব।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬১।

শিরোনাম:রতিশাস্ত্র। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:শাস্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-৮। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীহরবল্লভদেবদাস। লিপিসন:১২১৯ সাল। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৬.৫×১১.৪সে.মি.।

প্রাপ্ত 'রতিশাস্ত্র' পুথিটি ১ থেকে ৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। এর লিপিকর শ্রী হরবল্লভ দেবদাস এবং লিপিসন ১২১৯ সাল। পুথিটি গাঢ় বাদামি বর্ণের তুলট কাগজে লেখা হয়েছে। কাগজ মোটা ও শক্ত। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন।

প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি স্মরণ ॥:
নমো গনেশায় ॥:
অথ রতি শাস্ত্র পুস্তক লিক্ষতে ॥:
প্রনমহু নারায়ণ সংসারের সার ।.
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার অধিকার ॥
কার শক্তি আছে তুমা স্তুতি করিবার।
কার শক্তি এ মহিমা বোসিব তুমার ॥:
ধান্যে বোসিতে নার দেব প্রজাপতি ।.
আমি মুড়ে তুমা পদে কি করিব স্তুতি ॥:
স্বরেস্মতি বন্দু মুই মাথার উপর ॥:
তাহান জে পতি বন্দি দেব গদাধর ॥:
ভবানির চরনে আমি করি নমস্কার ।.

রতি সাস্ত্র বিবেচিআ করিব প্রচার ৷:

শেষ পাঠ:

অশন্তস করি তুমা জাইতে না লয়ে মনে ।.
একচিত্তে সুন রাজা জন্মের লক্ষণে ৷:
সড়স দিনপ............................ ।.
এহা বোসি............ রক্ষা করিব পণ্ডিতে ৷:
এই মতে প্রাণ তবে সঞ্চরে গর্ভেতে ।.
অতএব আশ্রমে আমি জাইত নিশ্চিতে ৷:
এত সুনি জন্মজয়ে প্রণাম করিল ৷:
আশ্রমে সাঙ্কুল্য মুনি গমন করিল ৷:
রতি শাস্ত্র পুথি জেই সুনে ভনে কহে ।.
দিনে ২ জ্ঞান হএ পুন্য বাড়য়ে ৷*৷
ইতি রতিশাস্ত্র পুস্তক সমাপ্ত ৷*৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬২ ।

শিরোনাম:শ্রীরামচন্দ্রদিগ্বিজয় । লেখক নাম:জয়চন্দ্রনরপতিভবানীনাথ । বিষয়:কাব্য । পত্রসংখ্যা:১-২০৪ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর:শ্রীহরিদাস । লিপিসন:১২১৯ সাল । উপাদান:তুলট কাগজ । অবস্থা:ভালো । পরিমাপ: ৩৬.৮×১২.৫সে.মি. ।

'৮৬২' সংখ্যক পুথির নাম 'শ্রীরামচন্দ্র দিগ্বিজয়' । এর লেখক জয়চন্দ্র নরপতি ভবানীনাথ । ১ থেকে ২০৪ পৃষ্ঠায় এটি সম্পূর্ণ পুথি । পুথির লিপিকর শ্রীহরিদাস এবং লিপিসন ১২১৯ সাল । এটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে । পুথিটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন ।

প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি ৷
অথরামচন্দ্র লক্ষণ ভরথ শত্রঘ্ন: নদিগ্বিজই লিক্ষতে ৷*৷
বেদি রামায়নে............ পুরাণে ভারথেস্মৃত ৷:
আদি অন্তে মৈধ্যো হরি শর্ব্বত্রে............৷১৷
প্রনামহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন ।.
শ্রীরাম দেবতা বন্ধু কুমার লক্ষণ ৷:
গনেস দেবতা বন্ধু আর সরেস্বতি ।.
মহের্শর বন্ধু আর দেবি ভগবতি ৷:

শেষ পাঠ:

হরগৌরি গিয়া তবে আপনা ভুবন ।.
নিজ পুরে প্রবেশিলা আনন্দিত মন ৷.
ব্রম্মাপুরে চলি গেলা ব্রম্মা নারায়ন ।.
ইন্দ্রদেব শচি আর আনন্দ বদন ৷.

কুবের আনন্দে গেল আপন ভুবনে ।.
ডাকিনি যুগিনি গেল আনন্দ বদনে ॥.
সুন ধর্ম্ম নরপতি পাইবা সিংহাসন ।.
জখনে সুনিলা রাম লক্ষণ কথন ॥:
শ্রীরামচন্দ্র দিগবিজই পুস্তক সমাপ্ত ॥*॥
মঙ্গল দেবের সুত শ্রী হরি দাশাংশ
সয়ক্ষরে লেখিল রাম ইতিহাস ॥*॥
.... ।
......................................॥
ইতি সন ১২১৯ বাং মাহে ২৯ আশ্বিন ॥*॥
রোজ মঙ্গলবার ॥ঃ

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৪ ।

শিরোনাম:মহাভারত(দ্রোণপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১১৭। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৭.৫×১২.৫ সে.মি.

প্রাপ্ত '৮৬৪' সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ১১৭ পৃষ্ঠায় অসম্পূর্ণ। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থা ভাল। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি এবং কালির বর্ণ কালো। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় একটি ফুলের চিত্র রয়েছে। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটির লিপিকর একজন বলেই ধারণা করা যায়। এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধা কৃষ্ণায়: নারায়ন ° নমস্কৃতং নরচৈব নরত্তম °
দেবি ° স্বরেস্বতি ব্যাসততৌ জয় মদিবএৎ ॥
অথদ্রোন পর্ব্ব পুস্তক লেখীতৎ প্রণমহু নারায়ণ
নাম নিরঞ্জন ।.
জাহার কৃপাএ তরিএ বড় বন্দন ॥
স্বরেসতি প্রনমহু বিষ্ণুর বনিতা ।.
কৃষ্ণ সনে রাধা বন্দু রাম সনে সিতা ॥
একে ২ বন্দিমুঞ্জে সর্ব্ব দেবগন ।.
ভারথের কথা কহি সুন দিয়া মন ॥
শ্রীগোরু বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ।.
দ্রোন পর্ব্ব কথা কহি সুন দিআ মন ॥
মহভারথের শ্লোক ব্যাসের সঙ্গিত ।.
সপ্তম পর্ব্বেতে করিব..........রচিত ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

রণমধ্যে নির্ভয় দেখিআ কুরু রাজা ।.

সর্ব্ব সর্ন্যে রাজারে করিল্যা বড় পুজা ॥.
দুর্য্যধন রাজারে করিল আশীব্বাদ ।.
হরিসে কৌরবি সেনা পুরে সিঙ্গনাদ ॥
দুর্য্যধন সুন্য পড়ি ধনুতে দিল টান ।.
তবে ধনঞ্জয় বাণ করিল সন্দান ॥
সুনিআ কৌরবি সেনা লাগে চমৎকার ।.
অর্জুনে গণ্ডিব ধনু করিল টঙ্কার ॥.
দেখিআ কৌতুক হৈল পার্থ চক্রপানি ।
শ্রীকৃষ্ণ করিল রণে পঞ্চ জন্য ধ্বনি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৫ ।

শিরোনাম:মহাভারত(কর্ণপর্ব্ব) । লেখকের নাম:সঞ্জয় । বিষয়:মহাভারত । পত্রসংখ্যা:১-১৪৮ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর:অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । উপাদান:তুলটকাগজ । অবস্থা:ভালো নয় । পরিমাপ: ৩৩.৬×১১সে.মি. ।

প্রাপ্ত পুথিটি সঞ্জয় রচিত মহাভারতের কর্ণপর্ব । পুথির অবস্থা ভালো নয় । প্রথম পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থান ছেড়া । ১৪৩ থেকে ১৪৮ পৃষ্ঠার অবস্থাও তদ্রূপ । পুথির শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া না যাওয়ায় লিপিকর ও লিপিসন পাওয়া যায়নি ।

প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি স্মরণ: নম গনেসায় ॥
বেদেরামাঅন..................॥
..................................॥
শ্রীগুরু পাদপৌর্দ্য হৃদয়ে ধরিআ ।.
ভারথ সাস্ত্র লেখিবেক পয়ার করিআ ॥.
আদি পর্ব্বে.............জন্ম দ্রৌপদির বিহা ।.
.... পাণ্ডব গেল রাজ্য হারাইআ ॥
বনপর্ব্বে বনবাস দ্বাদস বৎসর ।.
অজ্ঞাতে আছিলা সব বিরাট নগর ॥

ভনিতা:

সঞ্জয়ে করিল কর্ণ পর্ব্ব প্রকাশ ।.
পণ্ডিতের অমৃত মুর্খের মনে হাস ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৬ ।

শিরোনাম:হরিশ্চন্দ্র । লেখকেরনাম:দীনভবানন্দ । বিষয়:কাব্য । পত্রসংখ্যা:১-১৭ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর:অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । উপাদান:তুলটকাগজ । অবস্থা:ভালো । পরিমাপ:৩৩/১০.৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত '৮৬৬' সংখ্যক পুথিটি রামায়ণের আদিকাণ্ডের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ অবলম্বনে কাব্য। পুথির লেখক 'দীন ভবানন্দ'। অসম্পূর্ণ এই পুথির শেষ পৃষ্ঠা না থাকায় লিপিকর বা লিপিসন পাওয়া যায়নি। এটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। কাগজের অবস্থা বিচার করে পুথিটি বেশ প্রাচীন মনে হয়। লিপিকরের হস্তাক্ষরও বেশ জটিল। পুথির অবস্থা বিচার করে একে ২০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বলে মনে হয়।

প্রথম পাঠ:

নমোগনেসায়: ॥
প্রনমহ নারায়ন সংসারের সার।
সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়ের অন্ত নাই জার॥
.... সন বন্দিয়া সানন্দে।
.... বরে কহে দিন ভবানন্দে ॥
সংসার অসার জান জল বিন্দু .... ।
.... জগত জনে সব বিষ্ণুর মায়া ॥
অনন্ত ব্রহ্মান্ড জান প্রভুর কারণ।
জিব জন্তু পশু................................॥

প্রাপ্ত পুথির মধ্য পাঠ:

রাজা বোলে সুন তুমি আমার বচন :।
কথার রমনি তুমি কহ বিবরণ:।
সকল আমার কথা সুনিছি তুমাতে:।
সকল বৃত্তান্ত তুমি কহিবা আমাতে:।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা পৃথিবির পতি:।
তাহান রমনি ছিল নাম শর্ব্বাবতি:।
বিশ্বামিত্র স্থানে রাজ্য ভূমি কৈল দান:।
বনবাসি তিনজন পাইল অপমান:।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৭।

শিরোনাম:রতিশাস্ত্র। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:শাস্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-১০। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৭×১৩সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৬৭' সংখ্যক পুথির নাম 'রতিশাস্ত্র'। পুথিতে লেখকের নাম লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ছেড়া। তুলট কাগজে লেখা পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথির অবস্থা ভালো। এতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পৃষ্ঠা রয়েছে। লিপিকরের হাতের লেখা পর্যবেক্ষণ করে একে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রথম পাঠ:

নমগনেসায় ॥.

প্রনমহ্ নারায়ন সংসারের সার ।.
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি অধিকার ॥.
কার সক্তি আছে তুমা স্তুতি করিবার ।.
কাহার সকতি আছে তুমা বোন্দ্যিবার ॥.
ধ্যানে বোন্দ্যিতেন দেব প্রজাপতি ।.
আমি মুড়ে তুমা পদে কি করিব স্তুতি ॥.
স্বরেস্বতি বন্দু মুই মাথার উপর ।
এহান জে পতি বন্দি দেব পুরন্দর ॥.
ভবানি চরণে আমি করি নমস্কার ।.
রতি শাস্ত্র বিরোচিআ করিব প্রচার ॥.

শেষ পাঠ:

অসন্তস করি তুমা জাইতে না লয় মনে ।.
একচিত্তে সুন রাজা জন্মের ....॥.
.... দিবস পর্জন্ত রিত্ত থাকয়ে পৌদ্যোত ।.
ইহা বোদ্যি রিত্ত রক্ষা করিব পণ্ডিতে ॥.
এই মতে প্রাণ সঞ্চরয়ে গর্ব্বেতে ।.
অতএব অশ্রমে জাইমু নিশ্চিতে ॥.
ইতি রতি সাস্ত্র পুস্তক সমাপ্ত ॥
নিজ পুস্তক শ্রী জয়বল্লভশর্ম্মন পরগনেকুরসা ।
মকাএ শ্রী হট্ট

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৮A ।

শিরোনাম:রামায়ন(আদিকাণ্ড) । লেখকেরনাম:কীর্তিবাস । বিষয়:রামায়ণ । পত্রসংখ্যা:৭৬ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর:অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । উপাদান:তুলটকাগজ । অবস্থা:ভালো নয় । পরিমাপ:৩৪×১০ সে.মি. ।

'৮৬৮A' সংখ্যক পুথিটি কবি 'কীর্তিবাস' রচিত রামায়নের 'আদিকাণ্ড'। পুথিতে ৭৬টি পৃষ্ঠা রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। এছাড়া অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ছেঁড়া। কিছু কিছু পৃষ্ঠার লেখাও অস্পষ্ট। পুথিটি অসম্পূর্ণ। লিপিকর এবং লিপিসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। শেষ পৃষ্ঠার মধ্যঅংশে একটি চিত্র রয়েছে। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে পুথিটিকে ২০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বলে মনে হয়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

পাত্র মিত্র লইআ রাজা মন্ত্রনা করিআ ।.
রাজাগন আনিতে দুত দিল পাঠাইয়া ॥
সয়ম্বর স্থান কৈল বিচিত্র নিরমান ।.
রাজাগন থাকিতে করিল দির্ব্বস্থান ॥.
তবে রাজা পৌছাতে কহিল ভক্তি করি ।.
আমার বচন লোক সুন মন করি ॥.

উত্তরে উত্তম দেশ আযোধ্যা নগরি ।.
মহারাজা দশরথ রাজ্য অধিকারি ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

মন্দদরি কন্যা নামে মন্দদরি ।.
রাবন করিলা বিহা দেখীআ সুন্দরি ॥.
মন্দদরির পুত্র হৈল নামে মেঘনাদ ।.
দেব দানবের সঙ্গে করি বিসম্বাদ ॥.
রথে চড়ি রাবন রাজা গেলা স্বর্গপুরি ।.
.... মনে উপাড়ীল মন্দ ময় গিরি ॥
নদ বন ভাগিআ বেড়ায়ে দশানন ।.
কুবেরে দেখাইআ দেবতা করিও মন ॥.
রাবনের সম বির নাহিক ভূবন ।
মহাযুদ্ধ ইন্দ্রজিত রাজার নন্দন ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৮B/Ka ।

শিরোনাম:জৈমিনি ভারত(দ্রোণপর্ব) । লেখকেরনাম:গোপিনাথ দত্ত । বিষয়:মহাভারত । পত্রসংখ্যা:১-৭০ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর:অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । উপাদান:তুলটকাগজ । অবস্থা:ভালো । পরিমাপ: ৩৫×১২সে.মি. ।

'৮৬৮B/Ka' সংখ্যক পুথিটি 'জৈমিনি ভারত' অন্তর্গত 'দ্রোণপর্ব' । লেখক 'গোপিনাথ দত্ত' । পুথিতে ১ থেকে ৭০ পৃষ্ঠা রয়েছে । পুথিটি অসম্পূর্ণ এবং এতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি । তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো । পুথির লিপিকর একজন এবং এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন ।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

নমগনেসায় ॥
প্রনমহু গুপি কান্ত নাথ নিরঞ্জন ।.
....॥.
.... গন করি নমস্কার ।.
........................আমী করিব পসার ॥.
ব্যাস দেবে ভারথ প্রসঙ্গ বিস্তারিলা ।.
জৈমুনিতে মুনিবরে সব সীখাইলা ॥.
জৈমিনি কহিলা তাকে রাজা জন্মজয় ।.
ধৃতরাষ্ট্র রাজা স্থানে কহিল সঞ্জয় ॥.
সেই কথা বিস্থারিব সুন এক মনে ।.
পয়ারো প্রবন্ধে তারে কহিব বাখানে ॥.
ভারথের ইতিহাস সুনিতে অমি ও ।.
এতেকে সুনয়ে জেই হৈয়া একচিত্ত ॥.
চন্দ্রবংসে মহারাজা নামে জন্মজয় ।.

পরম ধার্মিক পরক্ষিতের তনয় ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ত্রিজাতি আসিআছে সমর করিতে ।.
কার সক্তি যুজিবারে তুমার সাক্ষাতে ॥.
এহি নিবেদন করি তুমার চরণ ।.
জদি আজ্ঞা কর তবে করি গিয়া রণ ॥
দ্রোনাচার্য্যে বুলে মাও হৃষ্ট ছিল আমি ।.
বর দিল রনেতে অজিত হয় তুমি ॥.
আর জে কহিলা অভিমন্যের মরণে ।.
সে সকল কথা কহিতে না সহে পরাণে ॥.
আপনে জানহ তুমি ক্ষেত্রি ধর্ম্মিত ।.
তে কারণে কইলু মুই রণে বিপরিত ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৭B/Kha ।

শিরোনাম:অভিমুন্যবধ। লেখকেরনাম:গোপিনাথদত্ত। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:২৩-৫০। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো।পরিমাপ: ৩৪.২×১১.৫ সে.মি.।

মহাভারতের ঘটনাংশকে কেন্দ্র করে 'অভিমুন্যবধ' কাব্যটি রচিত হয়েছে। লেখক গোপিনাথদত্ত। কাব্যটি অসম্পূর্ণ। এতে ২৩ থেকে ৫০ পৃষ্ঠা রয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম ও শেষ অংশ পাওয়া যায়নি। যে কারণে লিপিকর ও লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। লিপিকরের হাতের লেখা জটিল। পুথির অবস্থা ভালো। পুথিটিকে ২০০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

পূর্ব্ব কথা কহি জদি সভার বিদিত ।.
তবে রতি বড় তুমি হইবা লজ্জিত ॥.
রতি বুলে কিবা কথা নাহি কহ কেনে ।.
কাহার কুলের কথা কেবা নাহি জানে ॥
জেই কথা জান কহ সভার গোচর ।.
সুনিআ...............আমী দিম প্রত্যুত্তর ॥
দুর্যধনে বুলে জদি কহিলা আপনে ।.
ক্ষেত্রিএর মধ্যে জম্বুবংস কেবা গন ॥
জজাতি সে সাপ দিআ বংসের বার কৈল ।.
তদবধি জম্মু বংশ নিন্দিত হইল ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৭/C ।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণকথা। লেখকেরনাম:মনোহরসেন। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালোনয়। পরিমাপ: ৩৩.৫×১০.৫সে.মি.।

'৮৬৮/C' সংখ্যক পুথিটি 'মহোহরসেন' রচিত 'সত্যনারায়ণকথা'। পুথির মাত্র একটি পৃষ্ঠাই পাওয়া গেছে। যে কারণে লিপিকর বা লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো নয়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

রাগ পাহাড়ি ॥
প্রভু সদাগরে কথা গেল আমারে ছাড়িআ: । ধূ: ॥
আমি নারি য়বাগিনি: পতি বিন বিরহিনি:
.... দহে কলেবর: ।:
দ্বাদশ বৎসর হইল: তেহ প্রভু ঘরে নৈল:
জামাতা সহিতে দেসন্তর:॥১॥
জেই ধন দিআ গেল: সকলি বেচিআ খাইল:
দিন জায়ে পন্ন নিরক্ষিআ :॥.
জাগিতে ২ রাত্রি: চক্ষু হইল খুর য়তি:
য়গ্নি জালি মরিমু পুড়িআ: ॥২॥
কান্দয়ে সাধুর নারি: সুরে উচ্চস্বর করি:
আর সঙ্গে সাধুর নন্দিনি: ॥.
কি মর কপালের লেখা: প্রভুর সনে নাহি দেখা:
কর্ম্ম দুস কি হইল না জানি: ॥৩॥
সদাগর কান্দে তথা: আর কান্দে জামাতা
বিলাপ করিআ দিবা রাত্রি :॥.
কহে মনুহর সেন: ভজ প্রভুর চরণে:
তবে তুমার হইব য়ব্যাহতি :॥৪॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৬৯।

শিরোনাম:মহাভারত(বিরাটপর্ব)। লেখকেরনাম:দ্বিজরাম চন্দ্র। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৭৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রী হরবল্লভদত্ত দাস। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ:৩৫.৫×১২.৫সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৬৯' সংখ্যক পুথিটি মহাভারতের 'বিরাটপর্ব'। পুথির লেখক 'দ্বিজরামচন্দ্র'। ১ থেকে ৭৬ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভাল। তবে ৬৯,৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৫,৭৬ পৃষ্ঠার বামপার্শ্বে ছেঁড়া। তাই কিছুটা অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এ কারণেই লিপিসন পাওয়া যায়নি।

প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি মাধব ॥: নমোগনেশায়॥:

অথ বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে ॥:শ্লোক ॥
শ্রুতি.......................................
....
....
....॥:
কহিএ পুরাণ সব প্রমাণ জাহার ।.
সেই বিষ্ণু প্রথমে করিলু নমস্কার ॥:
সর্ব্ব দেবময় হরি গঙ্গা তির্থময় ।.
তেমত সকল শাস্ত্র মহাভারথ......॥.
নৃপতি ব্রাহ্মণ নাম ভানু নারায়ণ ।.
কথাএ বোসাইল ভারথের শ্লোকগণ॥.
জন্মজয় রাজা কহে বৈসম্পায়ন মুনি ।.
অখনে বিরাট পর্ব্ব কথা কহ সুনি॥.
কিরূপে বিরাট রায্য পাণ্ডুর তনয় ।.
বসিলা অজ্ঞাত বাস কহ মহাশয় ॥.

শেষ পাঠ:

এই মতে বিরাটের দেশে রহিলা শব ।.
পাণ্ডব সহিতে তথা রহিলা ....॥
....................................পরাজয় ।.
ইহাকে সুনিলে শর্ব্ব কার্য সিদ্ধি হয় ॥.
ভক্তি করি বিরাট পর্ব্ব জে সুনে কয়ে ।.
.... পুরে জায়ে ॥.
........কালে বিরাট পর্ব্ব জেজন পড়াবে ।.
তার পিতা মাতা অবিরুন্দে স্বর্গে জায়ে...॥
.... কথন ।.
কহে দ্বিজরামচন্দ্র ভনে নারায়ণ ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭০A ।

শিরোনাম:জৈমিনিভারত(দ্রোনপর্ব্ব) । লেখকেরনাম:গোপীনাথ দত্ত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা: ১-২৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৫×১১.৫সে.মি. ।

প্রাপ্ত '৮৭০A' সংখ্যক পুথিটি 'জৈমিনিভারত'। মাহাভারতের 'দ্রোনপর্ব' পুথিটিতে বিধৃত হয়েছে। পুথির লেখক 'গোপীনাথদত্ত'। পুথির আরম্ভ এবং শেষ পাওয়া যায়নি। যে কারণে লিপিকরের নাম এবং লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথির শেষ পৃষ্ঠাটি অন্যান্য পৃষ্ঠার তুলনায় ছোট। তুলট কাগজে পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাগজ মোটা কিন্তু নরম। কিছু কিছু স্থানে লেখাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রাপ্ত পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিবদ্ধ এবং এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

দ্রৌপদিয়ে বুলে গুরু করহ সন্ধান ।.
দ্রোনাচার্য্যে বুলে তুমি আগে মার বাণ ॥
দ্রোপদি.......... স্বামী সেবকের নারী ।.
আগে হানিতে আমার কুল শক্তি ধরি ॥.
কুরু বংসের গুরু তুমি ধানুরি প্রধান ।.
তুমাতে সিখিআ পাছে পুরিমু সন্ধান ॥.
দ্রৌপদির বাক্যে হৃষ্ট হইয়া গুরুবর ।.
সন্ধান পুরি তবে হানিলেক সর॥.
তখন দ্রৌপদি ধনু লৈআ নিজ করে ।.
দ্রোণাচার্য্যের উপরে হানিল তিন সরে ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

কর্ণের বিক্রমে রতি হৈয়া অতি কুপে ।.
টঙ্কারিল ধনু রতি বড়ই প্রতাপে ॥.
তেন মতে রতিয়ে করিল সরজাল ।.
....॥.
এককালে কর্ণের ভেদিল সর্ব্ব অঙ্গ ।.
বাণ ভেদি বহিলেক রুধির তরঙ্গ ॥.
বাণ হানি কর্ণ বিরে সব বাণ কাটে ।.
কাটন না জায় বাণ কত আসি কাটে ॥
আর এক বাণ রতি সমর্মে হানিল ।.
মুহিত হইয়া কর্ণ রথেত পড়িল ॥.
দন্দ্ব যুদ্ধে রতি দেবি পাইলেক জয় ।.
পদবন্ধ রচি দত্ত গোপীনাথে কয় ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭০/B ।

শিরোনাম:জগন্নাথমঙ্গল। লেখকেরনাম:দ্বিজমুকুন্দ। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৫। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা:ভালো। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত জগন্নাথমঙ্গল কাব্যটি বৈষ্ণব দর্শনকে অবলম্বন করে রচিত। এর লেখক কবি দ্বিজমুকুন্দ। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে এটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিপিকৃত বলে ধারণা করা যায়। পুথির অবস্থা ভালো এবং এটিকে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি বলে অনুমান করা যায়।

প্রথম পাঠ:

শ্রী রাম কৃষ্ণায় নম ॥:
রাম নারায়ন অনান্ত মুকুন্দ মধুসূদন ।.

....॥
.... ।.
....॥.
প্রনমহু নারায়ন প্রভু দয়াময় ।.
জাহার স্বরনে সর্ব্ব পাপ হয়ে ক্ষয় ॥.
মহাপূর্ন্ন স্থান ক্ষেত্র উড়স্যা নগরি ।.
ইন্দ্র দিক্ষ নামে রাজা তাতে অধিকারি ॥.
তপে তপসি রাজা বোদ্ধি বৃহস্পতি ।.
ধর্ম পথ বিনে রাজা আর নাহি মতি ॥.
চিরকাল রাজ্য করি হরিস অপার ।.
মনে২ চিন্তে রাজা যুক্তি করি সার ॥.

ভনিতা:

দ্বিজ মুকুন্দে বলে জগন্নাথ মঙ্গল ।.
ভক্তি করি সুন লুক তরিবা সকল ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

তাহাতে নিস্থার করে আছে কুন জন ।.
হরি বিনে বান্দব নাই সুন...........॥.
হেন হরি নারায়ন না বল ছরাচরে ।.
দ্বিজ মুকুন্দে কহে জগন্নাথ শরে ॥.
হেনমত ইন্দ্রদিব পুরি নির্মাইয়া ।.
.........করি কহে ব্রহ্মার চরণে চিন্তিয়া ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭০/C ।

শিরোনাম:জৈমিনি ভারত(দ্রোণপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:গোপীনাথদত্ত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১৫১। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভদেবদাস। লিপিসন:১২১৯ সাল। উপাদান:তুলটকাগজ। অবস্থা: ভালো। পরিমাপ:৩৭.৫×১৩সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭০/C' সংখ্যক পুথিটি জৈমিনি ভারতের 'দ্রোণপর্ব'। লেখক গোপীনাথ দত্ত। ১ থেকে ১৫১ পৃষ্ঠায় এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির লিপিকর শ্রী হরবল্লভদেব দাশ এবং লিপিসন ১২১৯ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন। পুথির উপর অংশে কাগজ সামান্য ছেঁড়া এবং দু' একটি স্থানে লেখা অস্পষ্ট।

প্রথম পাঠ:

নমোগনেসায়:॥
প্রনমহু গুপিকান্ত নাথ নিরঞ্জন ।.
সরেশ্বতি প্রনমোহু ব্যাসের চরণ ॥
জতজত কবিগন করি নমস্কার ।.
ইতিহাস প্রথা আমি করিব পয়ার ॥

ব্যাসদেবে ভারথ প্রসঙ্গ বিস্থারিলা ॥
জৈমুনিতে মুনিতে মুনি বরে সব সিখাইলা ॥
জৈমিনি কহি তাকে রাজা জন্মজয় ।.
ধৃতরাষ্ট্র রাজা............ কহিল সঞ্জয় ॥.
সেই কথা-বিস্থারিব সুন এক মনে ।.
পয়ার প্রবন্ধে তাকে করিব কাখানে ॥.

শেষ পাঠ:

এ বলিআ দন্ডবতে প্রণাম করিলা ।.
আসির্ব্বাদ করি মুনি তপস্যাতে গেলা ॥:
অমৃত লহরি এই ভারত ইতিহাস ।.
জেই জন সুনে ভনে পুরে অবিলাশ ॥.
ভারথের যুদ্ধ কথা পরম কৌতুক ।.
হৃদয়ে সানন্দ হয়ে শ্রুতিমুখে সুখ ॥.
কিবা জ্ঞান আছে আমার ইহারে কহিতে ।.
তবে জে রচিল আমি প্রভুর কৃপাতে ॥.
পণ্ডিত সকল স্থানে এই নিবেদন ।.
ইহারে শ্রবণে কভু না হইবা অন্যমন ॥.
গোপিনাথ দত্তে ভনে হরিপদে আশ ।.
ভক্তিভবে রচিল ভারথ ইতিহাস ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭১ ।

শিরোনাম:শ্রীকৃষ্ণবিজয় । লেখকেরনাম:গুনরাজ খান । বিষয়:বৈষ্ণব কাব্য । পত্রসংখ্যা:১-৫৮,৬৪-৬৬,৭৪-৮৩,১১৭,১১৯,১২৩,১২৫-২৭৭ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর:হরবল্লভদেবদাস । লিপিসন:অজ্ঞাত । উপাদান:তুলটকাগজ । অবস্থা:ভালো । পরিমাপ: ৩৬.৫×১২.৪সে.মি. ।

প্রাপ্ত '৮৭১' সংখ্যক পুথিটি 'গুনরাজখান' রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য । এর উপজীব্য বিষয় বৈষ্ণব দর্শন । পুথিটি অসম্পূর্ণ এবং মাঝখানের বেশ কিছু পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি । ৪৭,৫৭,১৪১নং পৃষ্ঠায় চিত্র রয়েছে । ১-৫৮ পৃষ্ঠার অবস্থা ভালো । ৬৪,৬৫ এবং ৬৬ নং পৃষ্ঠার মাঝখানে ছেড়া । ৬৬নং পৃষ্ঠার অর্ধেক অংশ নাই এবং ৬৪,৬৫ এবং ৬৬নং পৃষ্ঠাগুলোর লেখা কিছুটা অস্পষ্ট । ৮৩ নং পৃষ্ঠার লেখাও অস্পষ্ট । পুথিটির লিপিসন পাওয়া যায়নি এবং লিপিকরের নাম উল্লেখ রয়েছে শ্রীহরবল্লভদেবদাশ । পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায় ।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব: ॥: নমগনেশায় ॥:
নারায়ন ° নমোস্কৃত ° নরশ্চৈব ° নরূত্তম ° ॥
....॥
....॥.
প্রথমে শ্রীজিলা শ্রীষ্টি মিন রূপ ধরি ।.

পাতালে প্রবেশি বেদ উদ্ধারিল হরি ॥.
কুর্ম্ম রূপ নারায়ন হইয়া দুয়জে ।.
প্রিষ্টেত রাখিলা শ্রীষ্টি রক্ষার কাজে ॥.
ত্রিতিয়ে বরাহ রূপ হৈলা চক্রপানি ।.
দুই দন্তে রাখিলেক লামিতে মেদিনি ॥.
চতুর্থ অবতার হরি নরসিংহ রূপে ।.
হিরন্যকৌ সিপু মারি বিদারিলা নখে॥.
পঞ্চমে বামন রূপে বলি ছলিলা পাতালে ।.
তিন পদে ত্রিভূবন রাখিলা গোপালে ॥.
সষ্টমে পুরূস রাম ক্ষেত্রির চরিত্র ।.
প্রিথিবি নিক্ষেত্রি করিলা সমোদিত ॥ঃ
সপ্তমে শ্রীরামচন্দ্র দশরথ পিতা ।.
সবংশে রাবন মারি উদ্ধারিলা সিতা ॥.
অষ্টমেত বলরাম কংস বধি হেলে ।.
গোপি সনে খেলে হরি কদমের তলে ॥.
নমমেত নিরঞ্জন সুন্য করি সার ।.
জপ তপ জগ্গ হুম সাস্ত্র করি বিচার ॥.
দশমেত কোল্কি রূপ ম্লেছের কারণে ।.
দস অবতার বন্দে গুনরাজ খানে ॥.

ভনিতা:

বর পাইআ দুই জন প্রদক্ষিন করি ।.
প্রণাম করিআ গেলা আপনার পুরি ॥.
হেন অদ্ভুত নর সুন এক মনে ।.
গোবিন্দ বিজই গুনরাজ খাঁনে ॥.

শেষ পাঠ:

জতেক আমার তেজ সব পরাক্রম ।.
সকল হরিআ হরি গেলা নিজাশ্রম ॥.
সেই রথ সেই ঘোড়া: সেই ধনুসর ।.
সেই সব রূপ বেস সেই আমি বির ॥.
হরি বিনে সব মোর হইল বিফল ।.
হরি জশ হরি প্রাণ হরি বোহি বল ॥.
হরির প্রভাবে সুখ নাহিক অন্যথা ।.
হরি বিনে আমার জিবন বড় ব্রেথা ॥.
এত বোলি ব্যাসের আশ্রমে প্রবেসিল ।.
ব্যাসের চরণ বন্দি সব নিবেদিল ॥.
সয়ক্ষর শ্রীহর বল্লভদত্তদাশ ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৩/A ।

শিরোনাম:মহাভারত(স্বর্গারোহন পর্ব)। লেখকেরনাম:ষষ্ঠীবর। বিষয়:মহাভারথ। পত্রসংখ্যা:১-১৯। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২১৮ সাল। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৫.৫×১৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭৩/A' সংখ্যক পুথিটি কবি 'ষষ্ঠীবর' রচিত মহাভারতের 'স্বর্গারোহন পর্ব'। ১ থেকে ১৯ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ খুব নরম ও পাতলা। ১ থেকে ১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজ পাতলা ও নরম, লেখা হালকা। ১৩নং পৃষ্ঠা থেকে কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি এবং লেখা স্পষ্ট। ১৭,১৮ এবং ১৯নং পৃষ্ঠার মাঝখানে ছেড়া। পুথিটির লিপিকর পাওয়া যায়নি তবে ১২১৮ লিপিসনের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ পুথিটি ১৯৪ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

সিদ্ধিদাতা গনেশ।:
বেদে রামায়ণে শৈচব...............
....
....
....
প্রসন্ন বদন করি কহে মুনিবর।.
পূর্ন্ন্য কথা ভারতের সুন নৃপবর॥.
সুনিলে অধর্ম্ম হরে অন্তে স্বর্গবাস।.
পুর্ন্য কথা ভারতের সুনিলে পাপ নাস॥.

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

জত অন্ন হয় জনে করিলে জজ্ঞ দান।.
তাহান অধিক পুর্ন্ন ভারত শ্রবন॥.
মাত্রি পিত্রি গঙ্গাজলে স্নান করাইলে।.
তাহান অধিক ফল ভারত সুনিলে॥.
সর্গে জদি মহারাজা জাইলা অধিপতি।.
এতদুরে সমাপ্ত করিলু এইমতি॥.
ইতি শ্রী যুধিষ্টির রাজা সর্গ আরূহন
পুস্তক সমাপ্ত হৈআছেন॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৩/B।

শিরোনাম:জৈমিনি ভারথ(অশ্বমেধপর্ব)। লেখকেরনাম:সুবুদ্ধিরায়। বিষয়:মহাভারথ। পত্রসংখ্যা:১-৯,১১-৪৩৭। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'জৈমিনিভারত' পুথির লেখক 'সুবুদ্ধিরায়'। পুথিটি অসম্পূর্ণ। ১ থেকে ৪৩৭ পৃষ্ঠার পুথিতে ১০নং পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনেরও উল্লেখ নেই। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির

অবস্থা ভালো নয়। ১ম,২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার অবস্থা খুব খারাপ। ৩য় পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে কিছুটা অংশ ছেড়া। ৪৩৭নং পৃষ্ঠার ডান দিকের অর্ধেক অংশ ছেড়া। পুথির ১৫নং পৃষ্ঠায় চিত্র রয়েছে। সম্পূর্ণ পুথিটির লিপিকর একজন।

প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ৷: নমোগনেসায় ৷:
অথ অশ্বমেধ পুস্তক লিক্ষ্যতে ৷*৷
নারায়ন ° নমস্কৃত ° নরঞ্চৈব নরুত্তম °৷ঃ
.... ।.
....৷.
নমো ২ জনার্দ্ধন ত্রিদেশ ঈশ্বর ।.
নমো ২ নন্দের নন্দন দামোদর ৷:
.... ।.
....৷.
জার পদ সেবি ইন্দ্রে পাইল অম্রাবতি ।.
অসুর বিনাস করি হৈল দেবপতি ৷.
হিমালএ নন্দিনি বন্দএ ত্রিজগতে ৷
বিপদ বিনাস হএ জাহারে স্বরিলে ৷.
নমো ২ মহামায়ার বন্দু এ চরনে ।.
জাহার প্রসাদে প্রচার হএ ত্রিভূবনে ৷.
হেন দুর্গা চরনে করি আ নমস্কার ।.
অশ্বমেধ পুথা আমি করিব পয়ার ৷.
দেবগুরু ব্রাহ্মন বন্দি মাতা পিতা ।.
শ্লোক ভাঙ্গি রচিবেক অশ্বমেধ পুথা ৷.

শেষ পাঠ:

মঙ্গল করন্তি রাধা কৃষ্ণ করি সঙ্গে ।.
মঙ্গল করন্তি গোপি গনে বড় রঙ্গে ৷:
মঙ্গল করন্তি দেব গুরু বৃহসপতি ।.
মঙ্গল করন্তি চন্দ্র রুহিনি সংহতি ৷.
মঙ্গল করন্তি পিত্রি মাত্রি লোক জতি ।.
মঙ্গল করন্তি কার্ত্তি সঙ্গে গনপতি ৷.
অশ্বমেধ জজ্ঞ নির্ব্বলা ধর্ম্মরাজ ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৩/C।

শিরোনাম:রামায়ণ(আদিকাণ্ড)। লেখকেরনাম:কির্ত্তীবাস। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:৩৭-৪০। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬.২×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭৩/C' সংখ্যক পুথিটি রামায়ণের অংশ বিশেষ। ৩৭ থেকে ৪০ পৃষ্ঠায় পুথিটি অসম্পূর্ণ। ৩৭নং পৃষ্ঠাটি ছেঁড়া। পুথিতে লিপিকরের নাম এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এটি তুলট কাগজে লেখা এবং কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। ৪০নং পৃষ্ঠার উপরের অংশে লেখা অস্পষ্ট।

প্রথম পাঠ:

গঙ্গার মাহাত্ম্য সুনি জগত প্রকাসে।.
আদ্যকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে ॥.
গঙ্গাতে বিদায় হৈআ ভগিরথ রাজা।.
নানাভক্তি স্তুতি করি কৈলা তান পুজা ॥.
তুমার চরনে মাও কুটী নমস্কার।
মর পিত্রিগন মাও করিলা উদ্ধার ॥.
দন্ডবত প্রণাম করি রাজা অধিকারি।.
ভগিরথ চলি গেল অযোধ্যা নগরি ॥.
ভগিরথ গেল জদি আপনার পুরি।.
জথা ইচ্ছা চলি জাইল দেবি সুরেস্বরি ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

আর জত মুনি গনে পাইআ মহাভয়ে।.
রাম২ ডাকি চারি ভিতে ভাগী জয় ॥.
মুনিগনে............. হুলাহুল মহাশব্দ সুনি।.
প্রাণ লৈআ পলাইলা ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনি ॥.
রাম২ করি ডাকে রাখিবারে প্রাণ।.
কথা গেলা রামচন্দ্র কর পরিত্রান ॥.
জজ্ঞ অন্ন বন্ধ কৈলাম তুমার আশ্বাসে।.
তুমা বিদ্যমানে আমা রাক্ষসে বিনাসে ॥.
মুনির করুনা বাক্যে ক্রোধাইলা রাম।.
ধনু হাতে দুই ভাই চলিলা সংগ্রামে ॥.
সিংহনাদ ছাড়ি রাম ধনু টুঙ্কারিলা।.
তারে সুনি রাক্ষস কটকে ভয় পাইলা ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/A।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডিরপাঁচালি। লেখকেরনাম:কাসিস্বরনন্দ। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:১-৭। লিপিকর: শ্রীজদুনন্দনদাস। লিপিসন:১২৭১ সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৯×১২.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি 'কাসিস্বরনন্দ' রচিত 'মঙ্গলচণ্ডিরপাচালি'। এই পুথিটির অবস্থা ভালো। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা, কাগজের বর্ণ বাদামি, কাগজ মোটা। পুথির প্রথম পৃষ্ঠার লেখা সামান্য ঝাপসা এবং শেষ পৃষ্ঠার বামপাশে গোল করে ছেড়া। এর লিপিকর একজন এবং এটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধা কৃষ্ণ স্তুতি ॥ অত মঙ্গল চণ্ডির পাচালি:
প্রনমহু য়াদি গোরুদেব বিশ্বেসর ।
জ্ঞান বাখানি জেন ত্রিদেশের ঈশ্বর ।
পার্ব্বতি চরন যুগে করি নমস্কার ।
গনেশ দেবতা বন্দি ত্রিলক্ষের সার ।
প্রনমহু কমলা দেবি নম সরেস্বতি ।
.... বন্দো গোরু বৃহসপতি ।
নিওত মঙ্গল চণ্ডি প্রশংশ হরিশে ।.
পাচালি প্রবন্ধে বলি প্রস্তাব বিশেসে ॥.
লৌক্ষপতি নাম শাদু উজানি নগরি ।.
শতে পুত্র পাইল তার না পাইল কুমারি ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ভক্তি ভাবে জেজনে করএ সেবন ॥
রায্য ধন লাব হএ পাপ বিমচন ॥
সত্রুয়াদি জত ইতি বিপদ হএ নাস ।
দিরবাবে সেবা কৈলে অন্তে সর্গ্যবাস ॥
একমন চিত্য হইয়া সুন সর্ব্ব লুকে ।
জেবা সুনে জেবা পরে চন্ডিকাজে বর দেয়ে তাকে ॥
প্রথিয়াদিত্য বারে দেবি জে করে সেবন ॥
দুক্ষ দারিদ্রতা নাহি সুখি সেই জন ॥
কাসিস্বর নন্দে বোলে হরি বল ভাই ॥
চন্ডির চরন বিনে যার লক্ষ নাই ॥ঃ॥
ইতি :: মঙ্গল চন্ডির পাচালি সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২৭১ সাল বাঙ্গালা মাহে
২০ ভাদ্র ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/B ।

শিরোনাম:রামায়ণ। লেখকেরনাম:কির্ত্তিবাস। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-২০। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩০×১০সে.মি.।

প্রাপ্ত 'রামায়ণ' পুথিটি মিলপেপারে লিখিত। কাগজ খুব পাতলা এবং এর অবস্থা ভালো নয়। প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যাংশে কাগজ গোলাকৃতি ছেড়া। ১০ থেকে ১৪ পৃষ্ঠার কাগজও বিভিন্ন স্থানে ছিন্ন। লিপিকরের হাতের লেখা বেশ আধুনিক কালের মনে হয়। পুথির কাগজ ও হাতের লেখা বিচার করে পুথিটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বলে ধারনা করা যায়। প্রাপ্ত পুথির শেষাংশ পাওয়া যায়নি। একারণেই এর লিপিকর বা লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি শ্বরণং
রামং লক্ষণং পূর্ব্বজং রঘুবরং..........
....
....
....॥০॥
প্রতমে বন্দনা করি শ্রীরাম চরন ।
তার শেশে বন্দনা করি.......... লক্ষণ ।
মনের শাদে বন্দি আমি ভ্যলিয়কের চরন ।
শ্লোক বন্দে রচিলেক গীত রামায়ন ॥::
ভ্যলিয়ক প্রশাদে হইল রামাঅন প্রচার ।
কিত্তিবাশের কৃপাতে বোজে শকল শংশার ।
শ্রীরাম চরনে মর শহশ্র প্রনাম ।
গোনের শাগর প্রভু দুর্ব্বাদল শাম ।
রামায়ন ভাগবত আগমন পুরান ।
সুর্জ বংশের কথা কিছু করিব বাখান ।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ অংশের পাঠ:</u>
শ্রীহরি শ্বরনং গতি ।
.... করিলেক বেলা সুভক্ষণ ।
পুরির অন্তরে রথ নামীল তখন ॥.
তবে হনুমান গেল রাম বিদ্যমানঃ
জিগ্যাশএ রঘূনাথ কহে হনুমান ॥.
কহ২ অহে বাপু পবন নন্দন ।
কুনু স্থানে রহিয়াছ মর বন্দুগন ॥.
কথ দুরে রহিয়াছেন জননি আমার :
এহার নিল্য একহ পবন কুমার ॥.
হনুমানে বোলে প্রভু কর অবদান ।
তুমার রথ খান শবের আগোআন ॥.
তান দুইপাশে দেখ দুইখান রথ ।
লক্ষনের ভাইর শঙ্গে চলিছেবরত ॥.
শেশবের চারিপাশে শব রাজাগন ।
তুমা হেন পুত্রে ধন্য মাএর জিবন ॥.
হনুমানের বচন সুনিয়া হরশীত ।
অনুক্রমে রহিলেক শষন্য শহিত ॥.
কির্ত্তিবাশ পণ্ডিতের কবিত্ত চমৎকার:
উত্তরা কাণ্ডের গিত জেই কৈল প্রচার ॥.::॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/C ।

শিরোনাম:রাধাকৃষ্ণলীলা। লেখকেরনাম:শ্রীগৌরকিসোরদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:খুবখারাপ। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৮.৮×১৩ সে.মি.।

'শ্রীগৌরকিসোরদাস' রচিত 'রাধাকৃষ্ণলীলা' পুথিটির অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিটি পৃষ্ঠাই জীর্ণ এবং ছিন্ন। তাই পুথির পাঠ লেখা সম্ভব হয়নি। এর উপাদান এবং অবস্থা বিচার করে এটিকে প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন পুথি বলে ধারণা করা যায়। পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র রয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/D।

শিরোনাম:পারিজাতহরণ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৮। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২১৮ সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'পারিজাত হরণ' পুথির সব পৃষ্ঠাই ছিন্ন এবং জীর্ণ। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা, কাগজের বর্ণ বাদামি। তবে প্রাচীনত্বের কারণে কাগজের চারিপাশের বর্ণ কালো হয়ে গেছে। পুথির লিপিসন উদ্ধার করা গেলেও লিপিকরের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এটি ১৯২ বছরের প্রাচীর পুথি। পুথির কাগজ মোটা এবং শক্ত এবং কাগজ উল্টাতে গেলে ভেঙ্গে যায়।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

..................................।
...রাধা কৃষ্ণ জএত ।
লক্ষি স্বরেস্বতি বন্দু বিষ্ণোর বনিতা ।
রাধা সনে কৃষ্ণ বন্ধু রাম সনে সিতা ।
প্রথমে কহিব বিষ্ণো ভাগবত........।
তার পাছে চাহি বিষ্ণো হরিবংশ.......।
অমৃত সমান কথা পারিজাত হরণ।
সুনিলে ইসব কথা কৃষ্ণ পরাহন ।
একদিন নারদ মুনি কৃষ্ণ গোন গাইয়া ।
চলিলা ইন্দ্রের পুরে বেনা বাজাইয়া ।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

ব্রাহ্মনের পদ রেনু দিলে পত্র সন।
দুই দিগে সমতুল হইল তখন।
সংসারেত বিষ্ণো নহে তাহার সমান।
ইহাতে হইতে...............ভগবান ।
কৃষ্ণকে উদ্ধার জদি করিলা রূক্ষিনি ।
চতুর্ভিতে সর্ব্বলুকে বোলে জএ মুনি।
মুনি বোলে রূক্ষিনি তুমি কত বোদ্ধিবান।
তুমি বলে উদ্ধারিলা দেব ভগবান।
পারিজাত হরণ কথা জেজনে সুনএ ।
....।

.... ।
.... ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/E ।

শিরোনাম:সনিদেবেরপাচালি। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-৫। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৪৩সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬.৫×১২ সে.মি.।

'সনিদেবের পাচালি' পুথিটিও অত্যন্ত জীর্ণ এবং ছিন্ন। তুলট কাগজে লেখা পুথির প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছিন্ন এবং কাগজ শক্ত হয়ে পৃষ্ঠা ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই পুথির কোথাও লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিসন উল্লেখ রয়েছে ১২৪৩ সাল অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ১৬৭ বৎসরের প্রাচীন । পুথি থেকে লিপিকরের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। লিপিকরের হাতের লেখা সুন্দর নয় এবং পুথিতে প্রচুর অশুদ্ধ বানান রয়েছে।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রীদুর্গাসহা:
নমস্তে দেব দেবায়ন............... ।
.... ।
অথ সনিদেবের পুস্তক .... ।
...........পাচালি আমি করিয়ে বিস্থার।
স্বরেস্বতির.....................করিয়া বন্দন ।
ভকতি করিআ বন্দি জত দেবগন ।
মাতা পিতা চরনে করি নমস্কার ।
সনির পাচালি কথা করি সুপ্রচার ।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

সনি সেবা পৃথিবিখে হইল প্রচার ।
সনির পুজার .... ।
সনি সেবা করি জেবা বানিজ্যেত জাএ ॥
নহেএ বিপদ তার বহু লব্য পাএ ।
সনি সেবা করি জেবা জাএ হেলা করি ।
সর্ব্বনাস হয়ে তার পুড়ে য়ন্তষপুরি ।
অসবন্দ পুরাণের কথা করিএ বাক্ষান ।
সনির পাচালি এই হৈল সমাধান ।
.... ।
.... ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/F ।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডীরপাচালি। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-৮। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২১৫ সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৫.৬×১১ সে.মি.।

'মঙ্গলচণ্ডীর পাচালি' পুথিটিও অত্যন্ত জীর্ণ এবং ছিন্ন। বিভিন্ন স্থানে লেখা মুছে হয়ে গেছে। পুথির প্রথম থেকে ৪নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা স্পষ্ট রয়েছে। তবে ৫ থেকে ৮নং পৃষ্ঠার অধিকাংশ অংশে লেখা অস্পষ্ট বা মুছে গেছে। যে কারণে পুথির শেষ পাঠ লেখা সম্ভব হয়নি। পুথিটির লিপিকর একজন এবং এটি ১৯৫ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধা মাধবস্তুতি:
অথ মঙ্গল চণ্ডির পাচালি:
প্রনম.......... গোরো দেব বিশ্বেসর ।.
জ্ঞান বাখানি জেন ত্রিদেসের ঈশ্বর ॥.
পার্ব্বতি চরন যুগে করি নমস্কার ।.
গনেস দেবতা.......................॥.
প্রনমহু কমলা দেবি নম সরেস্বতি ।.
বোক্তি বির জ্ঞানে বোন্ধ গোরু বৃহসপতি ॥.
নিওত মঙ্গল চন্ডি প্রসংস হরিসে ।.
পাচালি প্রবন্ধে বোলি প্রস্তাব বিসেসে ॥.
লৈক্ষপতি নাম সাধো উজানি নগরি ।.
সপ্ত পুত্র পাইল তার না পাইল কুমারি ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/G।

শিরোনাম:চানক্যশ্লোক। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:শ্লোক। পত্রসংখ্যা:৬। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন :অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩১×১০ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'চানক্য শ্লোক' পুথিটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো নয়। কাগজ ভঙ্গুর এবং বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাম নাম সার ।
অথ চানাক্যে শ্লোক: নানাশাস্ত্রধৃত...
....
সাস্ত্র চানাইক্কেন সার সগ্রহ ন। পদ ।
জত ইতি সাস্ত্র আছে নানান বিধান ।
রাজনিতি সমুচ্চএ জতেক বাখানে ।
সর্ব্বাবিজ সাস্ত্র এই নাইক খন্ডন ।

সার সগ্রহন এই সুন বোদ জন ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

শ্লোক: মাতা নিন্দা............................
.... ।
.... ।
.... ।
পদ: মাতা নিন্দা মহাপাপ জানিঅ নির্চ্চএ ।.
পিতা নিন্দা করে জদি অধোগতি হএ ৷৷.
গোরু নিন্দা করিলে নরকে হএ বাস ।.
বিপ্র নিন্দা করিলে কুল হএ নাস ৷৷.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/H।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণপাচালি। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-১০। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২১৮ সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭×১১.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'সত্যনারায়ণপাচালি' পুথিটি ১ থেকে ১০ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। তুলট কাগজে লেখা প্রাপ্ত এই পুথিটির অবস্থা ভালো নয়। কাগজের চারপাশে কালো বর্ণ হয়ে গেছে। শেষ পৃষ্ঠার ডানদিকে নিচে ছেড়া। কাগজ ভঙ্গুর এবং উল্টাতে গেলে ভেঙ্গে যায়। পুথিটি ১৯২ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরামনামসার:
ব্যাস বৃহসপতি বন্দু সঙ্কর ভবানি ।.
কহি....... বিবেচিআ সত্যদেবের কাহিনি।
চিত্ত দিআ সুন নর না হই য়ন্যমন।
......ভক্তি করি সুন সত্য দেবের .... ।
.... ।
করযোড়ে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডব নন্দন ।
সুন ২ নারায়ণ প্রভু ....গুননিধি ।
কলি যুগে য়বতার কৈলা কুন বিধি।

শেষ পাঠ:

সাধুকে প্রসন্ন্য হইলা সত্য নারায়ন।
রাজ্য সম্পদ জস কৃর্ত্তি বাড়ে দিনে ২ ।
কলি যুগে সত্যদেব জেজনে পুজএ ।
.... ।
দন্ডবত প্রণাম কর ভক্ত জে সকল ।
ভক্তি ভাবে ভজ সবে পুজ এ মাধব ৷৷.

ইতি সত্যদেবের পাচালি সমাপ্ত :॥:
ইতি সন ১২১৮ সাল বার মাহে১০
আশ্বিন রোজ শনিবার...........॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/I

শিরোনাম:অক্ষরচৌতিশাপুস্তক। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৪। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:জীর্ণ। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩২×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'অক্ষর চৌতিশা' পুস্তক পুথিটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি। আনুমানিক ২০০ বছরের প্রাচীন এই পুথিটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছেঁড়া ও পোকায় কাটা। যে কারণে পুথির পাঠ লেখা সম্ভব হয়নি। পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। প্রাচীনত্বের কারণে কাগজের বর্ণ কালো হয়ে গেছে এবং উল্টাতে গেলে ছিঁড়ে যায়।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/J।

শিরোনাম:কৃষ্ণচন্দ্রসতনাম। লেখকেরনাম:শ্রীজদুরামদাষ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৫। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৬০সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩১×৯.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'কৃষ্ণচন্দ্রসতনাম' পুথিটি ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি ১৭০ বছরের প্রাচীন হলেও কাগজ অত্যন্ত নরম। কাগজের নিচের অংশে কিছুটা ছেঁড়া। মধ্য অংশে সামান্য পোকায় কাটা। পুথিটির লিপিকর একজন। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী হরি:কৃষ্ণ চন্দ্র সত নাম লির্ক্ষতে:
গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ দেব দামুধর।
কৃষ্ণ চন্দ্র কর দয়া করুনা সাগর :॥:
জএ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালি।
শ্রীরাধিকার প্রাণধন মুকন্দ মুরারি :॥:

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

সুন সুনহ হে ভাই নাম সংকৃতন:॥
জেনাম স্বরন হয় পাপ বিমুচন।
হিরর্ন্ব কৈসরি ছিল বিপ্পা উদ্ধারক
প্রলাদকে করিলাএ উদ্ধার আপনে নারায়ণ :॥:
বলিকে ছলিতে প্রভু হইলাএ বাউল :॥
দ্রোপতির লজ্জা প্রভু কৈল্যা নিবারণ ।
এইনাম জেহি জনে জপে নিষ্ঠা কর্রি ॥:

মহাপ্রাণির স...... নাহি সেই সব প্রাণির ।
এই নাম জেই জনে প্রকাস করিল :॥:
তিন লক্ষ গঙ্গাজল দারুন করিল ::
অত সনামের পুস্তক সমাপ্ত শ্রীজদুরাম দাষ
সাকিন ....সন ১২৬০ মাহ শ্রাবন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/K ।

শিরোনাম:ভারথসাবিত্রী । লেখকেরনাম:সঞ্জয় । বিষয়:শ্লোক । পত্রসংখ্যা:২-৯ । লিপিকর: শ্রীতিলোকরাম দেবদাশ। লিপিসন:১১৯২ সাল। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ২৭.৫×৭ সে.মি. ।

প্রাপ্ত '৮৭৪/K' সংখ্যক পুথিটি 'সঞ্জয়' রচিত। 'ভারথসাবিত্রী'। তুলট কাগজে রচিত পুথিটির অবস্থা ভালো নয়। এর প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি এবং ২ থেকে ৭ পৃষ্ঠার মাঝখানে ছেঁড়া। প্রতি পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট। পুথিটির লিপিকর একজন । এটি ২১৮ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

..........প্রচার শ্লোক জত ইতি ।.
পাচালি কহিতে কার নাহিক সকতি ॥.
বেক্তরূপে সকলে না পারে বোজীবার ।.
তেকারণে পাচালি জে করিল প্রচার ॥.
.... জতেক বিবরণ ।.
সংক্ষেপে কহিব তাহা সুন সর্ব্বজন ॥.
ভারথ সাপিত্রি কথা সুন সর্ব্বজন ।.
সংক্ষেপে সঞ্জয় কহে ধৃতরাষ্ট্র স্থান ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ব্যাস মুখে সুত মুনি সুনিয়া কথন ।
পৃথিবিতে প্রচার কৈল পুন্যের কারণ ॥
শ্লোকবন্দে সকলে না পারে বোজীবার ।.
পাচালি করিল সব লুকে বোজিবার ॥.
শ্রবণে খণ্ডায় পাপ সুনে জেবা জন ।.
সঞ্জয়ে কহিল সব গোবিন্দ চরণ ॥
ভারথ পঠিতে জেবা অন্য কথা কহে ।.
নারকেত জাবে সেই কহিল নিশ্চয় ॥.
ভারথ সুনি জেবা শ্রদ্ধা করে ।.
মহাপাপ দুরে জায় বিপদ উদ্ধারে ॥.
জেজনে লিখয়ে পুথি মনাবিষ্টি করি ।.
ইহলুকে সুক ভুগী জায় বিষ্ণুপুরি ॥.
ইতি ভারথ সাবিত্রী পুস্তক সমাপ্ত ॥.

ইতি সন ১১৯২ সনে মাহে ২১ ফাল্গুন ৷৷::৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/L।

শিরোনাম:রামায়ণ(উত্তরকাণ্ড)। লেখকেরনাম:কৃর্ত্তিবাসপণ্ডিত। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:৪। লিপিকর: জদুনন্দদাশ। লিপিসন:১২৬৬সাল।অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩০×৯.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭৪/L' সংখ্যক পুথিটি কবি 'কৃর্ত্তিবাস' রচিত রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড'। পুথির মাত্র ৪টি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে। পুথিটি অত্যন্ত জীর্ণ। এর প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছিন্ন। কাগজ অত্যন্ত নরম ও ভঙ্গুর। জদুনন্দন দাস কর্তৃক লিপিকৃত পুথিটি ১৪৫ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

সেনাপতি কালজিত: .. ভকতে কহিল নিত:
এই মতে সুন্য করে শাজ।
কালজিতে চলি জাএ: সেনা সব চাদি চাএ:
ভাউগতি গেল সুন্য মাজ ।
রামায়ণ মহাপুতা: রচিত মুনির গাতা:
লাচাড়ি কহিল বহু ছন্দে ৷৷.
কিত্তিবাশ পণ্ডিতে গাএ: ভজিয়াছি শ্রীরামের পাএ:
এবে কহি পআর প্রবন্দে :: ৷৷ পয়ার চন্দ ::

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/M।

শিরোনাম:কলঙ্কভঞ্জন। লেখকেরনাম:মদনচান্দ। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৩৪। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৪০.৫×১৩.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭৪/M' সংখ্যক পুথিটি 'মদনচান্দ' রচিত 'কলঙ্ক ভঞ্জন' কাব্য। বৈষ্ণব ভাবাদর্শকে উপজীব্য করে কাব্যটি রচিত হয়েছে। ১ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠার এই পুথিটি অসম্পূর্ণ। এটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। পুথির কাগজ অত্যন্ত নরম ও ছিন্ন। প্রথম পৃষ্ঠাটি অত্যন্ত জীর্ণ। শেষ পৃষ্ঠাও পাওয়া যায়নি। এ ছাড়াও পুথির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট। সম্পূর্ণ পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী রাম নাম সার : ।:
অত কলঙ্ক উদ্ধার পুস্তক ৷৷:৷৷
প্রথমে বন্দনা করি নাথ নিরঞ্জন ।
দ্বিতীএ............................ ।

ত্রিতিএ বন্দিল বিষ্ণু ত্রিজগত পতি ।
তান দুই ভার্জা বন্দি লক্ষ্মি সরেস্বতি ।
বন্দি মাগ জগতের মাতা : ।:
..................................॥:

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এক হস্থে বাসি লইয়া দাড়াইয়া যে আছে ।
আর এক হস্ত দিয়া বেণু ঢাকি আছে ॥
জখন রাধিকা কুম্ভে ভরি লইলা জল ।
জএধ্বরি করি উঠে রমনি শকল ॥.
সুরশ অন্তর হইয়া চলিলা অবলা ।
সভার মৈদ্ধেত নিয়া কলসি রাকিলা ॥.
তবে বৌদ্ধ রাজে বলে রাধার গোচর ।
জল নিয়া ঢালি দেও কৃষ্ণের উপর ॥
সিতল রাধার জল পাইলা জখন ।
চৈতন্য পাইয়া উঠে নন্দের নন্দন ॥
.... রাণি আসি পুত্র লইলা কুলে ।
সতেক চুম্বন দিয়া রাধার কপালে ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/N ।

শিরোনাম:গয়ামাহাত্ম্য। লেখকেরনাম:অদ্ভুতআচার্য্য। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১-২,৯-১৩। লিপিকর: হরিদাস। লিপিসন:১২২২সাল। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৫.৫×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭৪/N' সংখ্যক পুথিটি 'অদ্ভুতআচার্য্য' রচিত 'গয়ামাহাত্ম্য' এর ৩ থেকে ৮ সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থাও ভালো নয়। কাগজ নরম এবং কাগজের বর্ণ বাদামি। এর লিপিকর হরিদাস এবং লিপিসন ১২২২ সাল অথার্ৎ পুথিটি ১৮৯ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি মাধব ॥:
অথ গয়ার মাহাত্ম্য পুস্তক লিক্ষতে ॥
ব্রহ্ম পুরাণের কথা সুন মন দিআ ।.
নারদে জিজ্ঞাসেন দেব সভাতে বশিআ ॥.
সনত কুমার নাম ব্রহ্মার তনয় ।.
তান ঠাঞি জিজ্ঞাসিলা করিআ বিনয় ॥.
সনত কুমার তুমি কহিবায় দড় ।.
সকল তির্থের মধ্যে কুন তির্থ বড় ॥.
জেকথা সুনিলে হএ পাপ বিমোচন ।.
কুন তির্থ আছে সুনি কহ বিবরণ ॥.

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

গয়া তির্থে পিণ্ড দিলে পিত্রি সর্গে জায় ॥.
জার নামে পিণ্ড দেয়ে সেই মুক্তি পায় ॥.
গয়ার মাহাত্ম্য এই সমাপ্ত হইল ।.
সনৎ কুমারে শব নারদেত কহিল ॥.
ব্রহ্ম পুরাণের কথা মাহাত্ম্য গয়ার ।.
অদ্ভুত আচার্যে কহে গয়া তির্থ সার ॥.
গয়ায় মাহাত্ম্য জেই সুনে ভনে গায় ।.
তার পিত্রিলোক জত বৈকুণ্ঠেত জায় ॥.
মাহাত্ম্য সুনিতে জে উপক্ষিআ জায় ।.
পাপে লিপ্ত হৈআ সেই নরকে পতয়ে ॥.
এই সত্য ২ কহিল নিশ্চয় ।.
মাহাত্ম্য সুনিলে তার শমনের নাহি ভয় ॥.
গদাধর পাদ পৌদ্য মনে করি আশ ।.
সয়ক্ষ লেখিল পুস্তক শ্রী হরিদাস ॥.
নিজ পুস্তক শ্রী জয় বল্লভ শর্ম্মণস ।.
....॥.
.... ।.
....॥.
ইতি সন ১২২২ সনে বাং মাহে ১৫ আগ্রন
রোজ বুধবার............................

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/০।

শিরোনাম:অক্ষরচৌতিশপুস্তক। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৪। লিপিকর: জদুনন্দনদাশ। লিপিসন:১২৬০ সাল। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৫.৮×১২.৫ সে.মি.।

'অক্ষরচৌতিশপুস্তক' গ্রন্থটি ১৫২ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথির অবস্থা ভালো তবে পুথিটি সম্পূর্ণ নয়। এতে মাত্র ১ থেকে ৪টি পৃষ্ঠা রয়েছে। পুথির লিপিকর 'জদুনন্দন দাশ' এবং লিপিসন ১২৬০ সাল। তুলট কাগজে লেখা, এর কাগজ পাতলা ও নরম। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। ২নং পৃষ্ঠার মাঝখানে গোলাকৃতি ছেড়া। পুথির লিপিকর একজন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরামনামসার: ।:
অত অর্ক্ষর চৌতিশ পুস্থক ::
য়াঞি নিরকিয়া বর্ম্মা করএ দিহান: ।:
য়াঞি য়াদি করি জত অক্ষর প্রমান:॥:
য়াঞি বেদিয়া কর আর্যায়া পরিচএ ।

য়াঞ্রু না হইয়া য়াঞি অন্তরে য়াচএ :৷:
কাএ বোলে কর মন গুরুতে বাকতি ।
করুনা হইয়া বজ প্রভু নিজপতি ৷

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

হরিবল ২ হরি বল ভাই ।
হরি বিনে অদমের অর্নু গতি নাই :৷:
অক্ষর চৌত্রিশ অক্ষর করিব নির্লুত্র ।
ভকত জনের হৈল পতের পরিচএ ৷.
ভজরে পামর মন ভজরে শ্রীহরি ।
শ্রীহরি বলিয়া নর জাই বাএ তরি ৷:::
ইতি অক্ষর চৌতিস পুস্তক সমাপ্ত সাক্ষর
শ্রীজদুনন্দন দাস........................৷
....৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/P।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডীরপাঁচালি। লেখকেরনাম:কালাচান্দ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৫। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১৮৫৭ খ্রী:। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩০×৯.৫ সে.মি.

'৮৭৪/P' সংখ্যক পুথিটি 'কালাচান্দ' রচিত 'মঙ্গলচণ্ডীরপাঁচালী'। পুথিতে ১ থেকে ৫ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে। পুথির অবস্থা ভালো নয়। মিলপেপারে লিখিত পুথিটির প্রায় প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাই ছেঁড়া। কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট। পুথির লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি, লিপিসন ১৮৫৭ খ্রী: অর্থাৎ পুথিটি ১৪৮ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

অথনিয়ত মঙ্গল চণ্ডি পাচালি আরম্ভ :৷:৷
নম ২ কোটীনম ভারতি চরণে: ।
কর দয়া হরি পৃয়া শেবক অজ্ঞানে :৷
আমী অতি পশূমতি............. শমান : ।
ইতস্তত জ্ঞান হত বর্ব্বর শমান :৷
তব গুনে বুবা জনে কৈতে পারে : ।
বিক্ষাৎ পণ্ডিত কত শেবে ....:৷
মহাকাল জেন ফল দেখীতে শূন্দর: ।
তেন মত শুভেশীত মম কলেবর: ৷
হংশের শমাজে বক শূভা নাহী পায়: ।
আমি তেন অভাজন পণ্ডীত সভায় : ৷
কর দয়া বিষ্ণু জায়া শেবকের প্রতি : ।
কৃপা কর পূর্ণ কর মনের আরতি :৷

কৃষ্ণদেব দ্বিজ কৃত পাচালি বিস্থার : ।
.... চাহী তারে করিতে উদ্ধার : ॥
এ কারণে উচরনে মাঘী অবিলাশ : ।
পণ্ডিত সমাজে জেন নহে উপহাশ : ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

পুরানেতে শংসঙ্কতে ছিল ইতি হাত : ।
ভাশাছন্দে কালাচান্দে করিল প্রকাশ :॥
শিরনত দন্ডবত কর শর্ব্বজনে: ।
পাচালি সমাপ্ত হৈল কালাচান্দে ভনে :॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/Q ।

শিরোনাম:অক্ষরচৌতিশপুস্তক। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৪। লিপিকর: শ্রীজদুনন্দনদাশ। লিপিসন:১২৬০শ্রী:। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৬×১১.৫ সে.মি.।

'৮৭৪/Q' সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথির লিপিকর শ্রীজদুনন্দনদাস এবং লিপিসন ১২৬০ সাল। এটি লিপি করা হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি কাগজ পাতলা ও নরম। ২নং এবং ৩নং পৃষ্ঠার কাগজ মধ্যখানে সামান্য ছেঁড়া। প্রাপ্ত পুথিটি ১৫২ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরামনামসার :১:
অত অক্ষর চৌতিশ পুস্তক ::
য়াঞি নিরকিয়া বর্ম্মা করএ দিহান : ।:
য়াঞি য়াদি করি জত অক্ষর প্রমাণ :॥:
য়াঞি বেদিয়া কর আর্থায়া পরিচএ ।
য়াঞি না হইয়া য়াঞি অন্তরে য়াচএ :॥:
কএ বোলে করমন গুরুতে বাকাতি ।
করুনা হইয়া বজ প্রভু নিজ পতি ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

হরিবল ২ হরি বল ভাই ।
হরি বিনে আদমের অনুগতি নাই :॥:
অক্ষর চৌতিস অক্ষর করিব নির্ণুএ ।
ভকত জনের হৈল পতের পরিচএ ॥.
ভজরে পামর মন ভজরে শ্রীহরি ।
শ্রীহরি বলিয়া নর জাই বাএ তরি ১॥:::
ইতি অক্ষর চৌতিস পুস্তক সমাপ্ত

সাক্ষর শ্রী জদুনন্দন দাস সাং.........

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/R ।

শিরোনাম:কিস্কিন্ধাকাণ্ড(রামায়ন)। লেখকেরনাম:কির্ত্তীবাস। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-২১। লিপিকর :হরিদাশ। লিপিসন:অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৮×১৩ সে.মি.

'৮৭৪/R' সংখ্যক পুথিটি 'কির্ত্তীবাস' রচিত রামায়ণের 'কিষ্কিন্ধাকাণ্ড'। পুথিতে ১ থেকে ২১ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে। এর লিপিকর হরিদাশ এবং লিপিসন পাওয়া য়ায়নি। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে পুথির অবস্থাও ভালো নয়। বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি স্বরন :॥:
অথ কিস্কিন্ধা কাণ্ড পুস্তক লিক্ষতে ॥:
কিস্কিন্ধা কাণ্ডের মন করি সুন সর্ব্বকথা ॥.
শ্রীরাম সুগ্রিব সনে করিলা মিত্রতা ॥:
যুধিষ্ঠির রাজা কহে কৃষ্ণের চরণ ।.
অরন্য কাণ্ডের কথা সুনিলু শ্রবন ॥:
সিতা জদি হরি নিল রাজা দশানন ।.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

নৃপতির আজ্ঞা পাইআ করিলা গমন ।.
আপনার সুন্য সাজি চলিলা তখন ॥.
সৈন্য দেখি হরসিত কমল লুচন ।.
সমুদ্রের তিরে জাইতে বোলিলা বচন ॥:
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বোলে পুথী রামায়ণ ।.
সুভক্ষন করি রামে করিলা গমন ॥:
মাহেন্দ্র সময়ে রামে করিলা গমন ।.
সমুদ্রের তিরে গেলা শ্রী রাম লক্ষণ ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/S ।

শিরোনাম:মহাভারত। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৩৫। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫×১১ সে.মি.।

'৮৭৪/S' সংখ্যক পুথির অবস্থাও ভালো নয়। এটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ নরম। কাগজের উপরের অংশে গোল করে ছেড়া এবং নিচের অংশে কালো হয়ে গেছে। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর

লিপিকর এবং লিপিসন পাওয়া যায়নি। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একজর লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত বলেই অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নির্ম্মল চৌখণ্ড ঘর: দস জোজন পরিসর :
চন্দ্র জিনিয়া জার সভা ১।২॥
জিনিয়া ইন্দ্রের পুরি: নানা চিত্র সাজ করি :
অমরা ভুবন সম সভা ॥
সভা দেখি সর্ব্বজন : হইলা বিস্মিত মন :
ধন্য ২ সবে প্রসংসিলা ॥৩॥
দেখি সভা বিরচন: সানন্দিত রাজা গন:
দুর্য্যোধনে মনে কষ্ট কৈলা ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

তবে সব চলি গেলা দারিকা ভবন ।
অন্ধের নিকট ধর্ম্ম চলিলা তখন।।
রাজ দারে গিয়া ধর্ম্ম হৈলা উপস্থিত।.
দন্তবত হৈয়া দারি পড়িল ভূমিত ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে সিগ্রে আন ধর্ম্মরাজ।.
আসিয়া নিলেক দারি অন্তপুরি মাজ ॥
পঞ্চ ভাই কৈলা অন্ধে চরণ বন্দন।.
গান্ধারির পদধুলি লৈলা পঞ্চজন ॥.
সিংহাসন দিলেন পাণ্ডব বসিবার।.
পূর্ব্ব .... যুধিষ্ঠিরে কৈলা সমাচার ॥.
সুনিয়া বোলিলা অন্ধে সুন যুধিষ্ঠির।.
ধর্ম্ম অবতার তুমি কারন সরির ॥
হিংসা বিবর্জিত সদা.........সুধির।.
....
....

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/T।

শিরোনাম:শতস্কন্ধবধ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১১। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩২×১১.৩সে.মি.।

'৮৭৪/T' সংখ্যক পুথিটি পত্রাঙ্কবিহীন এবং অসম্পূর্ণ। হাতে তৈরী তুলট কাগজে পুথিটি লিখিত হয়েছে। পুথির অবস্থা ভালো নয়। প্রথম পাঁচ পাতার অবস্থা বেশ খারাপ। কাগজের বর্ণ কালো হয়ে গেছে। পৃষ্ঠার উপরের ও নিচের কিছুটা অংশ ছেড়া। পুথির লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে একে একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলেই ধারনা করা যায়। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

সুন ভাই অনুজ লক্ষণ ।.
সতস্কন্ধ নামে রাবণ আছে একজন ॥.
লক্ষণে বোলেন প্রভু সুন নিবেদন ।.
তার সহিতে যুদ্ধ কুন প্রয়োজন ॥.
শ্রীরামে বলেন ভাই আছে এক কথা ।.
রাবণ নামে ছিল মারিনু সর্ব্বথা ॥.
সীতা বোলে সুন........ দেওর লক্ষণ ।.
সেবক বদিতে জাইল কমল লুচন ॥.
রাম নাম নিরবধি সদাএ ভাবে মনে ।.
হেন সেবক প্রভু রামে বধিবা কেমনে ॥.
লক্ষণে বলে সুন দেবরাজ ।.
সেবক বধিতে প্রভু হইব আকাজ ॥
এক রাবণে যুদ্ধে পাইছি বড় বেথা ।.
সুগেত মরিল পিতা রাবণে নিল সিতা ॥.
সেএ সকল তাপ প্রভু না সয়ে পরাণে ।.
তবে রাবণ সনে যুদ্ধে জাইবাও আপনে ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/U ।

শিরোনাম:পদাবলী। লেখকেরনাম:চণ্ডীদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:৫। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬.৫×১৩.৫ সে.মি.।

'৮৭৪/U' সংখ্যক পুথিটি 'চণ্ডীদাস' রচিত বৈষ্ণব পদাবলী। পুথিতে ৫টি পৃষ্ঠা রয়েছে এবং পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর লিপিকর এবং লিপিসনও পাওয়া যায়নি। এটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের মধ্যে মধ্যে পোকায় কাটা ছোট ছোট ছিদ্র রয়েছে। পুথির লিপিকর একজন এবং এটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

হরি হরি হরি হরি হরি কেনে বা এমন হইল ।
বিসম বাড়ব আনল ভিতরে ঃ
আমাকে ভরিআ ছিল ॥.॥ধ্রু॥
বএসে কিসর: ভেস মনোহর: অতি সুমধুর রূপ:
নয়ান যুগল: করম সিতল: লহরি সুধার সরূপ ৴.
নিজ পরিজন: সে নহে আপন: বচনে বিশ্বাস করি:৴.
চাইতে ২: পরানে সহিল : বুক বিদারিয়া মরি ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/V ।

শিরোনাম:মহাভারত। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৩। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন :অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫.৫×১২সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি মহাভারতের খণ্ডাংশ। পুথির লেখক 'সঞ্জয়' এবং পত্রসংখ্যা ৩। এর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। পুথির চারিদিকের কাগজ নরম ও ছেঁড়া। এর লিপিকর এবং লিপিসনও অজ্ঞাত। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে এর লিপিকর একজন বলেই ধারণা করা যায়। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাচীন পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী হরি ॥
গুরুদেব চরনেত করিআ প্রনতি ।.
সরেস্বতি বন্ধি গাইমু সবা পর্ব্ব পুথি॥.
নমো ব্যাস ঋসি পরাসর তনয় ।.
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিও মুনি মহাশয় ॥
জাহার মুখের কথা অমৃত সমান ।.
বিদিত করিলা পুথি ভারত পুরাণ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কামক্ষ্য পুন্যের উদয়ে ।.
ভাঙ্গিআ পুরান শ্লোক বাখানে সঞ্জয় ॥.
জন্মজয় রাজা আদি পর্ব্বজে সুনিআ ।.
বৈসম্পায়ন স্থানে বোলে ভক্তি যুক্ত হৈআ ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

বৈসম্পায়ন মুনি বোলে সুন জন্মজয় ।.
সভাপর্ব্ব পুথি এইসব সুধাময় ॥.
শ্লোক বন্ধে ভারথ না বোজে সর্ব্বজন ।
পদবন্ধে রচিলেক ব্যাস তপধন ॥.
হস্তিনাথে বসিয়া আছএ ধর্ম্মরাজ ।.
নারধ চলিয়া গেলা সেই সভা মাজ ॥.
সভা করি বসিআছে পাণ্ডব বন্দন ।.
ধর্ম্ম রাজ দেখিবারে আইলা নারায়ন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/W।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডিরপাঁচালি। লেখকেরনাম:কাশিশ্বরনন্দি। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:৬। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১১৮৩ সন। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩০×৯.৮ সে.মি.।

'কাশিশ্বরনন্দি' রচিত 'মঙ্গলচণ্ডিরপাঁচালি' পুথির অবস্থা বেশ খারাপ। প্রাচীনত্বের কারণে কাগজ লাল হয়ে গেছে। কাগজ খুব নরম। ধরলেই ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ১নং পৃষ্ঠার চারিদিক ছেঁড়া এবং

পৃষ্ঠার ডানপাশের লেখা মুছে গেছে। প্রাপ্ত পুথিটির লিপিকর একজন এবং লিপিকরের হাতের লেখা বেশ জটিল। পুথিটি ২২৭ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

.... সর্ব্বলুকে ।.
জেবা সুনে জেবা পড়ে চণ্ডিকাএ বর দেই তারে
.... দেবি যে করে সেবন ।.
দুঃখ দরিদ্রতা নাহি সুখি সেই জন ॥
কাশিশ্বর নন্দি কহে হরি বোল ভাই ।.
চণ্ডির চরণ বিনে আর লক্ষ্য নাই ॥.
ইতি মঙ্গল চণ্ডিকার পাচালি সমাপ্ত
ইতি সন ১১৮৩....................
....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৪/X।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৫। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন: অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ ২পত্র এবং মিলপেপার ৩পত্র। পরিমাপ: ৩৭.৫×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭৪/X' নং পুথিটি 'পদ্মাপুরাণের' অংশবিশেষ। পুথির কাগজ ও অবস্থা বিশ্লেষণ করে এটিকে দুইটি পুথির অংশ বলে মনে হয়। ২টি পত্র মিলপেপারে লেখা এবং পরবর্তী তিনটি পত্র তুলট কাগজে লেখা। প্রথম পত্রের ডান দিকে গোলাকৃতি ছেড়া। পরবর্তী তিনটি পত্রের বর্ণ লালচে এবং কাগজের অবস্থাও ভালো নয়। প্রাপ্ত পুথিটি অসম্পূর্ণ পুথি এবং ২টিই পদ্মাপুরাণের অংশ।

<u>প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:</u>

শ্রী হরি: লবের হাতে সুনার বিনা।
রাম গুন ২ গাএ
মনে কি আননে চলিয়া........। ধ্রু :
পদ্মা সনে বাদ করি ছএ পুত্র মৈল :
বানিজ্যেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা জলে ডুবাইল ॥:
.... বিড় মরন নানাবিদ দুঃখ ভূগ :॥
সবদুক্ষ্য পাসরিল দেখীএ লখাইর চান্দ মুখ :।
.... আমত্যগন মিলি পরস্পরে :
বিভা করাইতে গেল সাএ রাজা ঘরে: ॥
চম্পকের............. রাজা আনন্দিত মন :
বিবাহ উৎসব কার্য্য হৈল আরম্বন : ॥
সাজ পট্ট বস্ত্র মাল্য করিয়া ধারন।
মুনি মুক্তা প্রবাল আদি জত আবরণ :।
চতুস্পার্শে সখীগন হৈয়া সারি ২ :

লখাই করিল বিবা বিপুলা সুন্দরি : ৷৷
বাপে পুত্রে গেল চান্দ আপনার দেসে :
পরম হরিসে রাজা পুরিতে প্রবেসে : ৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৭৫ ।

শিরোনাম:মহামুদগর। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। লিপিকর:শ্রীহরবল্লভ দেব। লিপিসন:১২২০ সাল। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬.৫×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৭৫' নং পুথিটি ১ থেকে ১২ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ। মহাভারতের ঘটনাকে উপজীব্য করে পুথিটি রচিত হয়েছে। পুথির অবস্থা ভালো তবে ১নং পৃষ্ঠার মধ্যভাগে কাগজের বর্ণ লাল এবং পৃষ্ঠা ছিদ্র হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে এবং ব্যবহার করা হয়েছে কালো রং এর কালি। পুথির লেখা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে পুথির লিপিকর একজন। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। প্রাপ্ত পুথিটি ১৯১ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি মাধব ৷৷
অথ মহামুদগর পুস্তক লিক্ষতে ৷৷
বেদে রামায়ণেচৈব পুরাণে.........৷৷
....৷৷:১৷৷
আদি পর্ব্বে সবের জন্ম দ্রৌপদির বিহা ।.
সভাতে পাণ্ডব গেলা রাজ্য হারাইআ:
বন পর্ব্বে বনবাস দ্বাদশ বৎসর ।.
অজ্ঞাতে আছিলা তারা বিরাট নগর ৷৷.
উদ্যোগেতে কুরু পাণ্ডু সৈন্য সমুশ্চয় ।.
ভিস্ম পর্ব্বে ভিস্ম বির সমরে পড়য় ৷৷
দ্রোন পর্ব্বে দ্রোন বির হইল নিধন ।.
চক্রো যুদ্ধে পড়িলেক সুভদ্রা নন্দন ৷৷:
কর্ণ পর্ব্বে কর্ণকে বধি পার্থ বিরে ।.
শৈল্য পর্ব্বে শৈল্যকে মারিলা যুধিষ্ঠির ৷৷
গদাপর্ব্বে ভিমে বধিলেক দুর্যোধন ।.
শান্তি পর্ব্বে ভিস্মে কৈলা সমাকে শান্তন ৷৷
ঐশিকেত গর্ভভেদ অশ্বথামা কৈল ।.
সপ্তিক পর্ব্বেতে ব্যাসে সমাইকে বোদ্ধাইল ৷৷.
তার পাছে স্ত্রি পর্ব্বে নারির কান্দন ।.
দুঃখ সুখ ক্রমে হৈল শ্রাদ্ধ তর্পণ ৷৷:
ব্যাস আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাশ স্থানে ছিলা ।.
অনুশাসন পর্ব্বে ব্যাশে পাণ্ডব শান্তিলা ৷৷:
অশ্বমেধ পর্ব্বে যুধিষিঠরে জজ্ঞ কৈলা ।.

মুশল পর্ব্বেত জদু বংশ নাশ হৈলা ⁞.
দ্রোপদি শাহিতে পঞ্চ ভাই চলিলা ।.
সর্গ পর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির সর্গে গেলা ।.
অষ্টাদশ পর্ব্ব এই ভারথ বিশেশে ।.
ব্যাশে কহিলা শব অপূর্ব্ব রহস্যে ⁞.
এই অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারথয় ।.
ইতিহাস মতে কথা পুরূশত্তমে রয় ⁞.
একদিন শিব স্থানে জিজ্ঞাসে ভবানি ।.
ভারথের পুন্য কথা কহ সুলপানি ⁞.
অভিমুন্য বির জদি বধিলেক দ্রোণে ।.
তাতে অর্জুনকে কৃষ্ণে শান্তিলা কেমনে ⁞

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

পরমার্থ করি তবে পার্থের সহিত ।.
বোলিতে লাগীলা মহামুদগর বিদিত ⁞.
বোন্দিতে তুমার মন সুন মহাশয় ।.
পার্থ সঙ্গে করি আইলু তুমার আলয় ⁞
এতেক কহিলা জদি দেব গদাধরে ।.
অর্জুনের মায়া মহ সৰ খণ্ডাইবারে ⁞.
.... সুনিয়া অর্জুনে ।.
অভিমন্য শোগ তবে হৈল নিবারণে ⁞:
কৃষ্ণ বোলে কি সুনিলা কুন্তির নন্দন ।.
ভক্ত জেই হয়ে তবে এমত লক্ষণ ⁞.
পার্থ বোলে মহাপ্রভু সুনিলাম কানে ।.
এবার সমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবনে ⁞.
শ্রীকৃষ্ণে বোলেন সুন মহামুদগর ।.
বিদায় করহ জাই হস্তিনা নগর ⁞.
যুধিষ্ঠির রাজা তবে মনস্থাপ পায় ।.
অর্জুন লইআ কৃষ্ণ হইলা বিদায় ।.
ভূমিতে পড়িয়া শবে করিলা প্রণাম ।.
বাঞ্ছাকল্প...... হরি পুর মনস্কাম ⁞.
ইতি মহামুদগর পুস্তক সমাপ্ত ⁞*⁞
নিজ পুস্তক শ্রীজয়বল্লভশর্ম্মন ⁞
ইতি সৰ ১২২০................... ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮১ ।

শিরোনাম:কৃষ্ণমঙ্গল,(অক্রূরসংবাদ)। লেখকেরনাম:দ্বিজমাধব। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২৯। লিপিকর:শ্রীজদুনন্দনদাশ। লিপিসন:১২৬৫সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩৪.২×১২.৩ সে.মি.।

'দ্বিজ মাধব' রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যটি কলের কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ তামাটে এবং কাগজ পাতলা। পুথিতে ১ থেকে ২৯ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে। পুথিটি সম্পূর্ণ। এর লিপিকর শ্রী 'জদুনন্দন দাশ' এবং লিপিসন ১২৬৫। লিপিকররের হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটি ১৪৫ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ::: অত অক্রোর শংবাদ পুস্থক:॥.
শর্বদেব শীরমুনি জানিবা কারণ ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি প্রভু নারায়ণ ॥.
কৃষ্ণ ২ বলি জেই পতে চলি যাঅ ।
আপনে গোবিন্দ তাকে বাতাশ দুলাঅ ॥.
কৃষ্ণেমঙ্গল লিলা জার স্তুতি হয়ে ।.
তাহার শরিরে কোন পাপ নাহি রয়ে ॥.
কৃষ্ণের চরিত্র কথা গায় উচ্চশ্বরে ।
নিরবধি থাকেন কৃষ্ণ তাহান শরিরে ॥.
ভক্তের অদিন কৃষ্ণ জানিবা নিশ্চয় ।.
কৃষ্ণ ~~চক্র~~ দেখীয়া শমনে করে ভয় ॥.
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি জেবা অন্য পতে জাও ।
শেই জন মহা পাপি পুরাণেতে গায় ॥
সুন ২ ভক্ত লোক হইয়া একচিত্ত ।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজমাধব রচিত ॥
সুন ২ ভক্ত লোক হইয়া একমন ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

শ্রীকৃষ্ণ দেখিএ বসুদেব আনন্দিত মন ।
আইশ পুত্র কুলে করিয়ে প্রাণধন ॥.
বসুদেব দৈবকির দুক্ষ গেল দুরে ।
পাইয়া ব্রহ্মাণ্ড পতি হরিশ অন্তরে ॥.
বসুদেব দৈবকির বন্দন মুচণ ।
চতুদিগে হরি ধনি করে শর্ব্বজন ॥.
বসুদেব দৈবকি কৃষ্ণ করি কুলে ।
স্নান করাইল নিয়া সুভাশিত জলে ।
স্নার করি দুই ভাইএ শ্রম দুর হয় ।
ভোজন করিলা রাম কৃষ্ণ দয়াময় ॥.
উগ্রশেন আনি কৃষ্ণ রাজ্য শমপিলা ।
বসুদেব দৈবকির ঘরে কৃষ্ণ গেলা ॥.
সুন ২ ভক্ত লুকাইয়া একচিত্ত ।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥
ইতি অক্রোর শংবাদ পুস্তক সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮২।

শিরোনাম:মহাভারথ,(সভাপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৪৩। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭.৮×১১.৫ সে.মি.।

'৮৮২' সংখ্যক পুথিটি 'সঞ্জয়' লিখিত মহাভারতের 'সভাপর্ব্ব'। পুথির অবস্থা ভালো নয়। প্রথম পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট। প্রায় সব পৃষ্ঠার লেখাই বিভিন্ন স্থানে মুছে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠার মধ্য অংশ দ্বিখণ্ডিত। পুথির লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। পুথিটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজ নিচের অংশে কালো হয়ে গেছে। এই পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

মুনি বুলে সুন ইন্দ্র কহি হে তুমারে।.
ধর্ম্ম দরশনে জাই হস্তিনা পুরিতে ॥.
মহারাজা যুধিষ্টির ধর্ম্ম পরায়ন।.
জনম শফল হয় তাহনে দরশন ॥
হেনকালে দেবগতি দেখে তপধন।.
পাণ্ডু রাজা বশি আছে সবাতে তখন ॥
যার জত রাজা বসিয়াছে ইন্দ্রে সনে।.
তুমি কেনে নিচাসনে কহ মর স্থানে ॥.
মুনির বচন সুনি পাণ্ডো নৃপবর।.
কর জোড় করি বোলে মুনির গোচর ॥.
রাজসুহি জজ্ঞ জেই কৈল পৃথিবিত।.
সেই সে বসিতে পারে ইন্দ্রের সহিতে ॥.
না করিলু জজ্ঞ য়ামি পৃথিবি মাঝার।.
য়কালেত ব্রহ্ম শাপে হইনু সংহার ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮৩।

শিরোনাম:শ্রীরামেরস্বর্গারোহন। লেখকেরনাম:ভবানিদাস। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৩৪। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫.৫×১২ সে.মি.।

'ভবানি দাস' রচিত 'শ্রীরামেরস্বর্গারোহন' পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। প্রাচীনত্বের কারণে কাগজের নিচের অংশ গাঢ় বাদামি বর্ণ হয়ে গেছে এবং পৃষ্ঠা উল্টাতে গেলে কাগজ ভেঙ্গে যায়। পুথিটি অসমাপ্ত। এর লিপিকর এবং লিপিসন পাওয়া যায়নি। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরামচন্দ্রায়নমঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাঃ
বেদ রামায়নচৈব পুরাণে ভারতস্তর্থা ।
আদৌ অন্তের মধ্যে হরি সর্ব্বত্রে গিয়তা ০॥০
প্রণমহ নারাহন জগত জিবন ।
.... ।
.... ।
.... ।
নবদ্যিপদ্ধার বন্ধু য়তি রস ধন্য ।
জাহাতে য়বাতির্ম্ব হইলা ঠাকুর চৈতন্ন্য ।
নিগমে জে কল্পতরু কেবা তারে জানে ।
জগত ভরাইলা প্রভু প্রেম করি দানে ।
গঙ্গার সমিপে পুরি মথুরাতে গ্রাম ।
তাহাতে যাছয় হরি কবি ভবারি দাস নাম ।
সিসুকাল হনে তার য়ার নাই চিত্য ।
কণ্ঠে সরেস্যতি বৈসে...............বিত্য ।
দেবতার কৃপা হনে হইল প্রকাশ ।
শ্রীরামের সর্গারূহন করিতে য়বিলাস ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

গঙ্গা স্নানে সরিরেত নাহি রহে পাপ ।
চন্দ্রের কিরনে জেন নাহি রহে তাপ ॥.
পাপ তাপ দুক্ষ নাস হয়ে সাদু সঙ্গে ।
কল্প তরু সেবিলে দুক্ষ নাহি রয়ে হঙ্গে ॥.
দেবতা ব্রাহ্মণে তির্থ করি বাসে বন ।
পরলুক মুক্ত হয়ে বোলে সাদু জন ॥.
সাধু সঙ্গ হলে কথা কহিতে না পারি ।
সাধু সঙ্গ হলে ভেদ পায়ে নবদ্বারি ॥.
নবদ্বার ভেদিলে সে পায়েন নিশ্চএ ।
নবদ্বারে অভ্যন্তরে য়াছে দয়ামএ ॥.
পরম দ্বারখানে আছয়ে সাধু জন ।
বড় ভাগ্যবন্তে পায়ে তার দরসন ॥.
দরসন পাইলে মাত্র পড়ায় বিচার ।
অবিচারে জাইতে নারে দ্বিতিয় দ্বার ॥.
বিচার করিলে প্রাণের সন্তস জন্মায় ।
সন্তস দ্বারি আর ঘরেত আছয় ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮৪ ।

শিরোনাম:বীরবাহুরযুদ্ধ(রামায়ণ)। লেখকেরনাম:অদ্ভুতাচার্য্য। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-২৮। লিপিকর:শ্রীমাধবরামদাস। লিপিসন:১২২৩ সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫.৫×১২.৫ সে.মি.।

'৮৮৪' সংখ্যক পুথিটি 'অদ্ভুতাচার্য্য' রচিত 'বীরবাহুরযুদ্ধ'। রামায়ণের ঘটনাংশকে কেন্দ্র করে কাব্যটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। পুথিটি ১ থেকে ২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এর লিপিকর 'শ্রীমাধবরাম দাস' এবং লিপিসন '১২২৩' সাল। পুথির অবস্থা ভালো নয়। বিভিন্ন স্থানে লেখা মুছে গেছে। বিশেষ করে প্রথম পৃষ্ঠার লেখা প্রায় অস্পষ্ট। পুথির নিচের অংশে কাগজ কালো হয়ে গেছে। এটি ১৮৮ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:

শ্রীরাম: য়থ বিরবাহুর যুদ্ধ লিক্ষতে::
শক্তিছেল পরিহরি উঠিলা লক্ষণ ।.
চারিদারে সিংহনাদ করে বানরগণ ।
পুরে থাকি প্রাণ ভয় পাইল রাবন ।.
নিচ্যয় জানিলু মর নিকটে মরন ।
মারিলে নামরে রাম পায় পরে প্রাণ ।.
ভাবিয়া .... ।
চিন্তিত রাবন রাজা ভবে মনে ২ ।.
নর বানর হাতে সত য়পমানে ।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জয় ২ নান্দ কৈলা সকল বানর ।
হেনকালে ইন্দ্র যাইলা রামের গোচর ।.
হস্থিরে তুলিয়া রথে চলিলা সত্তর ।
য়মরাবতিতে গিয়া রহিল য়াপনে ।.
ইন্দ্রের বাহন হইয়া রহে সেই স্থানে ।
হস্থিতে য়মৃত বৃষ্টি কৈলা দেবেশ্বর ।.
মরেছিল জত সৈন্য উঠিল সত্তর ।
বিস্ময় হইলা তবে রামচন্দ্র মনে ।.
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র বিভিসন স্থানে ।
বিরবাহু রথ ছিল হস্থিনে যুদ্ধে ।.
এমত................. হেন রাক্ষসে ।
বিভিসনে বোলে প্রভু নারায়ন ।.
মন্দাধরি হনে য়ষ্ট বিরের জনম ।
ইতি বিরবাহুর যুদ্ধ সমাপ্ত :
জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখক
দুস নাস্থিকং :.....................
....
ইতি সন ১২২৩ বাং মাহে ১৯ চৈত্র

রোজ সমবার থাকিতে সমাপ্ত :

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮৫।

শিরোনাম:বিবেকেরযুদ্ধ। লেখকেরনাম:গঙ্গাদাসসেন। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২৪। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২৫সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬×১২.৫সে.মি.।

'৮৮৫' সংখ্যক পুথিটির নাম 'বিবেকের যুদ্ধ'। এর লেখক 'গঙ্গাদাস সেন'। মহাভারতের বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে কাব্যটি রচিত হয়েছে। পুথিতে ১ থেকে ২৪টি পৃষ্ঠা রয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির অবস্থা ভালো নয়। বিভিন্ন স্থানে লেখা মুছে গেছে। বিশেষ করে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার লেখা প্রায় অস্পষ্ট। পুথির নিচের অংশের কাগজ কালো হয়ে গেছে। তাছাড়া পৃষ্ঠা উল্টাতে গেলে কাগজ ভেঙ্গে যায়। পুথির লিপিসন ১২২৫ সাল অর্থাৎ প্রাপ্ত এই পুথিটি ১৮৬ বছরের প্রাচীন। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

<u>প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:</u>

বরূন বান কুমারে জে যুড়িল ধনুকে ।
বরূনদেব আপনে জে আইলা সমরে ॥.
এড়িল বরূন বান সুধর্ন নন্দন ।
অগ্নি নিবারন করি রাখে সৈন্যগন ॥.
সিলা বৃষ্টি করে কুমার সৈন্যের উপর ।
কি কর্ম্ম করিব পার্থ চিন্তাএ ফাপর ॥.
মহাসিলা বৃষ্টি সৈন্য স্থানে ২ পড়ে ।
তা দেখিআ ধনঞ্জয় বাড্যবান এড়ে ।
বাড্যবানে সিলা বৃষ্টি উড়াইল গগনে ।.
ক্রর্ধ হইল কুমার জে জম দরসনে ॥.
ডাকিআ বোলএ তবে সুন পাণ্ডব নন্দন ।
মর পিতৃ মাইলাএ কিসের কারণ ॥.
এতেক তর্পিআ জদি বুলিল কুমার ।
ক্রদ হইআ অর্জুনে বোলএ মার ২ ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮৬।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকেরনাম:নারায়ণদেব। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৮৮। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২১০ সাল। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৪.৬×১০.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'নারায়ণদেব' রচিত 'পদ্মাপুরাণ'। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা মোটামুটি ভালো। তবে প্রথম তিন পৃষ্ঠার কয়েকটি স্থানে লেখা অস্পষ্ট। পুথিটির কাগজের বর্ণ লালচে এবং কাগজ বেশ নরম। প্রাপ্ত এই পুথিটি ২০১ বছরের প্রাচীন এবং পুথিটির লিপিকর একজন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:</u>

কাতর দেখিয়া নারি: কহে চান্দ অধিকারি:
পুত্রজন সহিতে আপনে:
সুবর্ণ কলম ধরি: লেখে চান্দ অধিকারি:
দেখি সুনাই হাসে মনে মনে ॥৩॥
মাসা পক্ষ থিতি বারে: লেখি দিল চন্দ্রধরে:
সুনেকে হরিস হইল মনে. ।।।.
বলে চন্দ্র সদাগরে:
আর্শিবাদ করে দেবগণ. ।।: ।।

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

পদ্মাবতি বোলে আমা তোমার প্রসাদে ।.
পুজিল য়ামারে চান্দে হারিয়া বিবাদে ॥.
ভাল হইল চান্দের খণ্ডিল বিসম্ভাদ ।.
এত বোলি ইন্দ্রেত করিলা য়াসির্ব্বাদ ॥.
তবে পদ্মাবতি বোলে সুন পুরন্দর ।.
অনিরুদ্র উসা এই তোমার গোচর ॥.
পূর্ব্বে য়ামি এথা হনে নিছিলু একারে ।.
প্রতিজ্ঞা য়াছিল এই দিতে দেব পুরন্দরে॥.
ইন্দ্র সর্ম্মাসন করি জাএ বিসহরি ।.
উসা অনিরুদ্ধ দুই সন্তুসি করি ॥.
এই মতে সর্ব্ব কথা হইল সমাধান ।.
জেই জনে সুনে গায়ে সর্ব্বাত্রে কৈল্যান ॥.
জেই জনে মনসা পুজিতে করি য়াস ।.
য়কালে না হএ মৃত্যু সত্র হএ নাশ ॥.
জে জনে মনুসা পুজা পারে করিবার ।.
জে পুনি করএ বাঞ্ছা সিদ্ধি হএ তার॥.
ধনে জনে জস নিত্তি দিনে ২ বাড়ে ।.
য়রূপি সকল হএ দারিদ্রতা ছাড়ে ॥.
কাএ মনে বাক্যে জেই মনুসা পূজএ ।.
পৃথিবি মণ্ডলে তার নাই কিছু ভয় ॥.
য়পুত্রের পুত্র হএ দারিদ্রের ধন ।.
পদ্মাকে ভজিলে জাএ তরিয়া সমন ॥.
ইতি পদ্মাপুরাণ পুস্তক সমাপ্ত ॥.
মতি ভ্রম হইয়া জদি ঐক্ষর পড়ি থাকে ।.
পণ্ডিতে পাইলে পুনি উদ্ধারিব তাকে ॥.
ইতি মাহে ১৯সা জৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার
১ এক প্রহর থাকিতে সমাপ্ত ইতি
সন ১২স দশ বাং ইতি ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮৭।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকেরনাম:নারায়ণদেব। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:২-৬৭। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩২x১০.৪ সে.মি.।

'৮৮৭' সংখ্যক পুথিটি 'নারায়নদেব' রচিত 'পদ্মাপুরাণ'। পুথির অবস্থা ভালো নয়। প্রাচীনত্বের কারণে কাগজ বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে কাগজ কালো হয়ে গেছে এবং পৃষ্ঠা উল্টালে কাগজ ভেঙে যায়। বিভিন্ন পৃষ্ঠার মাঝে মাঝে কাগজ চেড়া। পুথির শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া না যাওয়ায় লিপিকর এবং লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। লিপিকরের হাতের লেখা বেশ জটিল।পুথিটি ২০০ বছরের অধিক প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

.... কুটি নাগ লৈআ আইল সিগ্রগতি:।
তা দেখিআ হরসীত হইল পোদ্ধাবতি ॥.
অনন্ত বাসুকি নাগ আসিলক...............:।
লক্ষকুটি নাগ তার সঙ্গে করি লৈআ ॥.
দরসনে ভএ পাএ সরসে পলায়:।
....॥.
পোদ্ধাকে প্রণাম করে মাও ২ বোলি:।
সতেক চুর্মন দিলা তার মাথে তুলি ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮৮(ক)।

শিরোনাম:চৈতন্যমহাপ্রভুরপাচালি। লেখকেরনাম:জগন্নাথ। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১০। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:মিলকাগজ। পরিমাপ: ২৮.৩x৮.৫ সে.মি.।

'৮৮৮(ক)' সংখ্যক পুথির নাম 'চৈতন্যমহাপ্রভুরপাচালি'। এর লেখক 'জগন্নাথ'। পুথিতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পৃষ্ঠা রয়েছে। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভাল। কাগজ পাতলা এবং লিখিত হয়েছে কালো কালিতে। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটিকে একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলেই অনুমান করা যায়। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রীদুর্গা ॥ অথ চৈতন্যমহাপ্রভুর পাচালি: ॥
বান্দু গুরু নিস ভক্তানিস নিষাবতার কাল ॥
তৎপ্রকার শাস্ত শ্যতৎ শক্তি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যসঙ্গক: ॥
প্রণমহু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ॥
কলি ঘুর মুচন আনন্দস্কন্দ :।
প্রণমহু আদ্দৌত চন্দ্র করুনা অপার।
জাহার কৃপাএ হৈলা গৌর অবতার ॥

জয় গুসাই প্রণমহ্ন চৌহাষ্টি মহন্ত:
গদাধর পণ্ডিত আদি বৈষ্ণব অনন্ত: ॥
গৌর অবতার জত বৈষ্ণবের গণ ॥
অনন্ত অপার বিছু নাজাএ গনন।
সকলের পাদপৌদ্ধ প্রণতি করিয়া ॥
নিত্যানন্দের কৃপা কিছু কহি বিস্থারিয়া ॥
চন্দ্রসেন নাম রাজা বিদ্যা পুরনাথ।
অকশ্মাৎ তাল রাজ্য পড়িল উৎপাত ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

শর্ব্বথা জানিয় সুগ কিছু নাহি তার।.
মহাপ্রভুর কৃপা হইব তাহার।
লক্ষি দেবি হরিশে থাকিবা তার ঘর।.
ইহ কালে শুখ ভুগ করে জেই জন ॥.
অন্তকালে হৈব তার বৈকণ্ঠে গমন।.
বিদ্যাপুর হনে জেই শাধু লুক আইলা।
দেশ ভাশা মতেতে পুস্থক লিখি দিলা ॥
শাধু পুর হতে জেন আশিলা এথাতে ॥
নিজ ভাষা মতে লেখি রাখে জগন্নাথে।
জগন্নাথ নাম মুড়া গৌড় দেশে স্থিতি ॥
শপ্নে ও চৈতন্য পদে নাহিক ভকতি।
পতিথ পাপন নাম শুনি সাধু মুখে ॥
অতএব আশা করি উদ্ধারিতে মুখে ॥
এই বাঞ্ছা করি প্রভু চরনে তুমার।
এশব সাগর হনে করহ উদ্ধার ॥

শ্রী সদয়চন্দ্র শর্ম্মন।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৮৮(খ)।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণপাচালি। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭.৮x৭.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'সত্যনারায়ণ পাঁচালি' পুথির একটি খণ্ডিত পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠার উপরিভাগে কিছুটা অংশ ছেঁড়া। এজন্য পুথির প্রথম দুটি লাইনের পাঠ উদ্ধার হয়নি। পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। লিপিকরের হস্তাক্ষর স্পষ্ট। পুথিটি আনুমানিক প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

....
সত্যদেব স্মরি জেএবা করে কুন কার্য্য ॥
ধন জন আদি করি কিবা ভূমি রাজ্য ॥

.... ।
....॥
মাসে ২ জেই পুজে সত্য নারায়ন ॥
পুন্য সুখি হইবেক সেই মহাজন।
এই মতে পৃথিবীতে হইবেক ধন্য।
অল্প তপস্যাএ বহু করিবেক পুন্য ॥
দয়ার সাগর প্রভু দেব ভগবান।
হৃষ্ট হৈয়া নৃপতিকে দিলা কুলদান ॥
কৃষ্ণ যুধিষ্টিরে তবে করিয়া মিলন।
দ্বারিকাতে গেলা প্রভু দেব ভগবান ॥
হস্থিনা নগরে গেলা পাণ্ডব নন্দন।
কেমতে জাইবা সঙ্গে তার হৈল মন।
সদা প্রভু গোবিন্দর মহিমা য়পার ॥
কাল পাইআ সেই প্রজা করিলা প্রচার ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মন রূপ ধরিয়া কবটে।
বসিলেক গীআ প্রভু ভগীরতির তটে ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯০।

শিরোনাম:মনিহরণ। লেখকেরনাম:গুনরাজখান। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩২x৮.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'গুনরাজখান' রচিত 'মনিহরন' কাব্য। ১ থেকে ১২ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত। কাগজের বর্ণ বাদামি। পুথির শেষে লিপিকর তার নাম উল্লেখ করেননি এবং তারিখ উল্লেখ করলেও সন উল্লেখ করেননি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীকৃষ্ণ চরণে গতি: ॥
কৃষ্ণ অবতার কথা সুন এক মনে।.
সত্যভামা বিহা কৃষ্ণ করিলা জেমনে:॥
গোবিন্দের শখা ছত্রাজিত মহাশয়।.
কৃষ্ণ মিত্র করি বৈশে দ্বারিকা নিলয়ে ॥.
সমুদ্রের তিরে গিয়া রাজা একাশ্বরে।.
নিরাহারে সুর্জ শেবা দ্বাদশ বৎসরে ॥.
এবে হৃষ্ট হইলা তবে দেব দিবাকর।.
অদিষ্ঠান হৈয়া বুলে মাগ রাজা বর ॥.
সূর্য্যের বচনে রাজা ভূমিতে লুটিয়া।.
কর যুড়ে মাগে বর প্রণতি করিআ ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

তবেক শ্রীহরি মোনি হাতে করি লইল।
বলভদ্র স্থানে দিয়া বিনোয়ে বোলিল।.
মদে মত্ত থাক তুমি মোনির গনেয়ে।.
সত্যভামা নহি জানে মর মনে লয়ে ॥.
তেকারনে মোনি জুর্গ উগ্রর ভবনে।.
পবিত্রে থাকিলে সুক হৈব সর্ব্বকালে ॥
ইতি মোনিহরন পুস্থক সমাপ্ত ॥:॥
ভিমো স্যাপি রনে ভঙ্গং মনিলাঞ্চ মতিভ্রুমো:
জথা দৃষ্টং তথা লেখিতং লেখক
নাস্থি দুসক ॥:॥ মাহে ২০ ভাদ্র রোজ
বোদবার :॥১॥ নিজ পুস্তক শ্রী রুদ্রুরামশর্ম্মা।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯১।

শিরোনাম:শিবরাত্রিব্রতকথা। লেখকেরনাম:দ্বিজরতিদেব। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৮। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অসম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩২.৪x৮.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৮৯১' সংখ্যক পুথির নাম 'শিবরাত্রি ব্রতকথা' এবং লেখক 'দ্বিজরতিদেব'। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে ১ থেকে ১৮ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে পুথিটির লিপিকর একজন বলেই ধারনা করা যায়। প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমগনেসায়: ॥
প্রনমহু বৃহসপতি তুমার চরন।.
অবিনাশিগননিধি অনাদি নিরঞ্জন ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে ধ্যানে নাহি পাএ।.
হেনশিব জগদিশ ভিকারি সদাএ ॥.
সকল সম্পদ হএ দারিদ্র পালাএ।.
সেবকেরে ইন্দ্র .... লিলাএ ॥.
সেই শিব পাদ পদ্য বন্দিয়া সানন্দে।.
মহা পুর্ন্য কথা য়ামি কহি পদবন্দে ॥.
শিব রাত্রি চতুদশি ব্রত উপবাস।.
জেন মতে অবনিতে হইল প্রকাষ ॥.
শে সকল কথা কহি সুন ভক্ত জনা।.
ভক্তি ভাবে সুন জদি তরিবা শমন ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

স্বামির বন্ধন দেখি মৃগির নয়নে: ।:

কি বোল বোলিয়া পৃআ বাহ মর স্থানে: ॥
মৃগেকে দেখিআ মৃগি কি বোল বোলিল: ।
দুইজনে বিলাপিয়া শেষে কি বোলিল: ॥
হরিনি আশিয়া জদি কান্দিআ কান্দিআ: ।
দেখি কি বোলিল ব্যাধ বনে লুকাইয়া: ॥
কহিবা শেষব কথা না কর আলস্য :
ধন্য ২পৃয়া তুমার বচনের দৃশ্য: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯২।

শিরোনাম:তিরাক্ষজরপ্রস্থাব। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৫। লিপিকর: শ্রীমাধবচরণসমদাস। লিপিসন:১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভাল। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৮x১৪ সে.মি.।

'তিরাক্ষজরপ্রস্থাব' পুথির লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথিটি ৫ পত্রে সম্পূর্ণ। এটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের নর্ণ গাঢ় বাদামি এবং এতে ব্যবহৃত হয়েছে কালো কালি। পুথির অবস্থা ভালো। এটি ১৭৬ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীনমগনেশাও :॥
অথ তিরাক্ষজরপ্রস্থাবমীদং ॥
পাটুনি এ বলে সুন নইআ চান্ডাল ॥
ব্রাহ্মনের কৈন্যা কোনে কৈলে এই হাল:॥
পরমঙ্গল ভট্টাচার্য্য তার কৈন্যা আনি: ।
কথাএ লইআ জায় কহ সত্যবানি: ॥
নছড়িনি চান্ডাল কহে সুনহ খেত্তানি: ॥
মহাশএর কৈন্যা আমার ঘরে চলিছে আপুনি।
নিশ্চয় কৈন্যা ব্রাহ্মণের ঘরে পাঠাই দিব: ।
তবে সে আপনা ঘরে চলি জাইব:॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

আমার জন্মের কথা কহিতে গিআ তারে: ।
সেই ক্ষনে এড়ি দিআ জাইমু তাহারে: ॥
জত ধন দান পাইমু এই...............: ।
কতেক তাহারে আমী পারি কহিবার: ॥
ধন আন গিআ তুমি রাজার জে ঘরে: ।
সেসে তুমি এড়ি দিও জাইতে আমারে: ॥
এতসুনি পাটুনি গেল রাজার ঘরে: ।
তিরক্ষে জার কথা কহিল সত্তরে ॥:
তিরক্ষে আছিল সুনি হরসীত ।.

পাটনি কহিতে জাএ অতি সিগ্রগতি ‖
কালিক আগে কহে কথা হরসীত মনে: ।
তিরক্ষে আসীআ কৈল বদন চুমন ‖:‖
গঙ্গা সাক্ষাতে আসী মিলে দুই জন: ।
তিরাক্ষে বলেন সুন পাটনি নন্দন: ‖
জন্ম কথা কহিতে কহিতে .... সেই ঠাই: ।
ই বলি তিরক্ষে তবে হইল বিদায়:: ।
নিজ ঘরে চলি জায় আনন্দিত মন: ।
এই মতে তিরক্ষে প্রস্থাপ হইল সমাপন: ।
ইতি তিরাক্ষজরপ্রস্থাপ সমাপ্ত: ‖
লিখীতং শ্রীমাধব চরণ সমদাস সাং ইং
সিআল দাড়িআ আমান পরগনে
তরপ সন ১২৩৫ বাঙ্গালা মাহে শ্রাবন ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯৩ ।

শিরোনাম:রামায়ণ । লেখকেরনাম:অজ্ঞাত । বিষয়:রামায়ন । পত্রসংখ্যা:১-২০ । লিপিকর:অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । অসম্পূর্ণ । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ:৪২.৫x১৪.৫ সে.মি. ।

‘৮৯৩’ সংখ্যক পুথিটি রামায়ণের খণ্ডাংশ । পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি । লিপিকর এবং লিপিসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি । পুথিটি অসম্পূর্ণ । পুথির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ । কাগজের বর্ণ বাদামি এবং ব্যবহৃত হয়েছে কালো কালি । পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন ।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীদুর্গাসহায়: শ্রীগুরুবেনোম.:
রামচন্দ্র বলে জেজায়ন্তিসীতাহরতি রাবন ⁒
ভিবিসন ভবেৎ মত্রি তেন লঙ্কা পরাজিতা ‖১‖
রাম ২ বোল ভাই বদন ভরিয়া ।.
ভবসিন্ধু রঘুনাথ নিবা উদ্ধারিয়া ‖.
ইন্দ্রজিত বধ জদি করিল লক্ষণ ।.
হরসিত দেবগণে করএ নাচন ‖.
স্বর্গেতে দুমদুমি বাদ্য আনন্দ অপার ।.
এতদিনে লঙ্গেশ্বর হইল সংহার ‖.
ধন্য ২ লক্ষন রামের সহদর ।.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

লাচাড়ী ভাটিয়াল রাগ*
কান্দে মহিরাজার ঘরনি: ‖.
হাহা প্রভু প্রণেশ্বর: কি লৈয়া বঞ্চিব ঘর:

এমতে রহিব অবাগিনি ॥১॥.

মায়াবল অহঙ্কারে: প্রবেসীলা লঙ্কাপুরেঃ

হরিআ আনিলা পিতৃি বৈরি ॥

তখনে না হৈল কালে: অখনে হারাইল প্রাণ:

সুন্য হৈল কাঞ্চন নগরি ॥২॥:

ইন্দ্র আদি দেবগণ: ত্রাসে কাপে ত্রিভূবন:

সকল জিনিলা মায়াবলে ॥.

ভদ্রকালি বর পাইয়া: দিগ বিজয় হৈয়া:

নিচিন্তে আছ এ রসাতলে ॥৩॥:

বিধি হৈল বিমতি: নাচিলা রঘুপতি:

জিবন আরাইলা অহঙ্কারে ॥.

ছাড়িয়া কাঞ্চন পুরি: আমাকে অনাত করি:

হাহা প্রভু গেলা জমঘরে ॥৪॥

তুমা মুখ না দেখিআ: অনলে দগদে হিয়া:

আমার হইব কুন গতি ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯৪।

শিরোনাম:রামায়ণ। লেখকেরনাম:কীর্ত্তিবাস। বিষয়:রামায়ন। পত্রসংখ্যা:১-২২। লিপিকর:শ্রীরাখুরাম পাল। লিপিসন:১২০৫সাল। সম্পূর্ণ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৪২.৫x১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি কবি কীর্ত্তিবাস রচিত রামায়ণের কিস্কিন্ধা কাণ্ড। পুথির অবস্থা ভালো। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি এবং কালির বর্ণ কালো। পুথির ২০নং পৃষ্ঠার বাম ও ডান পাশে কালো কালিতে ফুল পাতার ছবি আঁকা আছে। প্রাপ্ত পুথিটি লিপি করা হয়েছে ১২০৫ সালে অর্থাৎ পুথিটি ২০৬ বছরের প্রাচীন। সম্পূর্ণ পুথিটি লিপি করেছেন একজন লিপিকর। লিপিকরের হস্তাক্ষর স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

নমোগনেসায়: নারায়ন নমোস্কৃতং ....:

....

বৈকুণ্ঠের পতি রাম চারি বেদে গায়।.

অন্তকালে রাম বিনে না দেখি উপায় ॥.

রামের বিজয় সুন বালির মরন।.

পূর্ব্ব কথা রামায়ণ সুন দিআ মন ॥.

কিস্কীন্ধা কাণ্ডে রহস্য সুন কহি কথা।.

শ্রীরামে সুগ্রিবে বনে করিলা মিত্রতা ॥.

রাম লক্ষন দুই ভাই ধনু ধরি হাতে।.

সিতার উদ্দেশে রাম চলিলা প্রভাতে ॥.

জথা নিআ আছে সিতা তথা আমি জাইমু।.

সবংশে রাবন মারি সিতা উদ্ধারিমু ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এতেক বোলিয়া দেবি করিলা গমন ।.
প্রণাম করিলা তবে শ্রীরাম লক্ষণ ॥.
জামুমানে বুলে প্রভু সুন রঘুবল ।.
কেমতে বান্ধিব বল সমুদ্রের জল ॥.
.... মদে বোলে বন্দি রঘুনাথ ।.
যুক্তি করে সুগ্রিব রাজা যুড়ি হাত ।.
বানর কটক সনে আছে রঘুবর ।.
কিত্তিবাস পন্ডিতে ভনে জুড়ি দুই কর ॥
বানর সব লৈআ চিন্তা করে রাম নারায়ণ ।.
এই হনে কিস্কিন্ধা কাণ্ড হৈল সমাপন ॥. ইতি ।.
স্যাক্ষরমিদং শ্রী রাজু রাম পাল নিজ
পুস্তক শ্রী সানন্দ রাম দেব...............
..............................ইতি সন
১২০৫ সাল...........................* ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯৫ ।

শিরোনাম:রামায়ণ(অরণ্যকাণ্ড) । লেখকেরনাম:কীর্ত্তিবাস । বিষয়:রামায়ণ । পত্রসংখ্যা:১-১২ । লিপিকর: শ্রীরাজিবলোচনশর্ম্মা । লিপিসন:১১৮৭ সাল । সম্পূর্ণ । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ :৪১.৪×১৩.৫ সে.মি. ।

'৮৯৫' সংখ্যক পুথিটি 'কীর্ত্তিবাস' রচিত রামায়ণের 'অরণ্যকাণ্ড' । পুথির লিপিকর 'শ্রীরাজিবলোচনশর্ম্মা' এবং লিপিসন ১১৮৭ সাল । পুথিতে ১ থেকে ১২ সংখ্যক পর্যন্ত পৃষ্ঠা রয়েছে এবং এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি ।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীহরি: ॥ অথ অরণ্যা কাণ্ড লিক্ষতি ॥
বেদে রামায়ণ..........................
....॥
সুর্পনখার দুর্গতি দেখিআ দশানন ।
পাত্র মিত্র ডাকি রাজা বোলিল বচন ॥
মহদরমহ পার্ষ ভাই দুইজন ।
প্রহস্থ বিভিসনে ভেটে দশানন ॥
অতিকাএ ইন্দ্রজিত আইলা দুইবির ।
জাহার বিক্রমে দেবতা নয়োস্থির॥
দেবান্তর নরান্তর আইলা দুইজন ।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইলা কুম্ভকর্ণের নন্দন ॥

অতিকাএ আসিল রাজার বড় পৃতি।
সুরপুত্র মকরাক্ষ্যে আইলা সিগ্রগতি ॥
পিত্রিসুগে মকরাক্ষ্য বোলে বারে ২।
আজ্ঞাকর রাজা কি কার্য করিবারে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ভাল ২ কাষ্ঠ জত বাছিআ আনিলা।
পক্ষি সংহারিতে রামে চিতা সাজাইলা ॥
ধর্ম অগ্নি জালে রামে অতি বিলক্ষণ।
চিতার উপরে পক্ষি তুলে দুইজন ॥
পক্ষিরে দাহন করি কমললোচন।
জলেত নামিআ কৈলা স্নান তর্পন ॥
রামের সমাদে পক্ষি গেল স্বর্গবাস।
অরন্যাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস ॥
স্নান করি দুই ভাই চলিলা সিখরে।
হাতেত গান্ডিব করি দুই সহদরে ॥
সিতার উদ্দেশ করি চলে দুইজন।
জথা গিআ উদ্দেশ পাএ করিল গমন ॥
সুগৃব রাজা বসি আছে লৈআ পাত্রগন।
সেই স্থানে উত্তরিলা কমললোচন ॥
বালী রাজা ক্রোধ দেখি সুগৃব হুতাস।
অরণ্যাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ॥
ইতি অরণ্যাকাণ্ড পুস্থক সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯৭।

শিরোনাম:রামায়ণ। লেখকেরনাম:কির্ত্তিবাসপণ্ডিত। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-১৬২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১১৯১ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৪২.৫×১৫ সে.মি।

প্রাপ্ত '৮৯৭' সংখ্যক পুথিটি কবি 'কির্ত্তিবাস' রচিত 'রামায়ণ'। এখানে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, কিস্কিন্ধাকাণ্ড এবং লঙ্কাকাণ্ড বিধৃত রয়েছে। পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে, কাগজ মোটা তবে বেশ নরম। গাঢ় বাদামি রং এর তুলট কাগজের উপর কালো কালিতে পুথিটি লিপিকরা হয়েছে। পুথিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি, তবে এটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত। পুথির অবস্থা ভালো। এটি ২২০ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নারায়ন নমোস্কৃতং.................. ।.
দশরথ মহারাজা সূর্য্য কুলের নাথ ।.
তেজ কুল প্রকাসিত জগত বিক্ষ্যাত ॥.

দানে জজ্ঞে সিল বড় অজধ্যাপতি ।.
পুত্র তুল্য প্রজা পালে ধর্ম্মে বড় মতি ॥.
চারিপুত্র সহিতে দশরথ মহারাজা ।.
ইন্দ্রসম বিক্রম পালয় সব প্রজা ॥.
ধনুক ভাঙ্গিয়া তবে রাম হৃসিকেস ।.
বিভাহ করি চারি ভাই আসিলা নিজ দেশ ॥.
কৈসল্যা সুমিত্রা কেকৈ সখিগন লৈয়া ।.
চারিপুত্র বধু তুলে মঙ্গল করিআ ॥.
চারিপুত্র বধু গেলা জার ২ ঘর ।
শ্রীজয় মঙ্গল ধ্বনি অজধ্যা নগর ॥.
আনন্দে পুলক তনু রাজা দশরথ ।.
নানা রত্ন দিআ দ্বিজ সন্তসে সমস্ত ॥.
আর নানা ধন দিআ তুসে রাজাগণ ।.
তুমা আসির্ব্বাদে কৈল্যান হৌক চারিজন ॥.
রাজাগণ প্রজাগণ করিআ বিদায় ।.
কেকৈর মন্দিরে তবে রাজা চলি জায় ॥

ভণিতা:

বানরে রাক্ষসে রন: দেখি হাসে দেবগন:
ইন্দ্র আদি করে উপহাস ॥
স্বরেস্বতি চরন: সিরে করি বন্দন:
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥ পয়ারছন্দ॥*

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ইবলিআ রামচন্দ্রে ধরি তার হাতে ।.
হরিস হইআ কুল দিলা রঘুনাথে ।.
তবে হনুমান বলে প্রণাম করিআ ।
তুমার চরণ আমি না জাইমু ছাড়িয়া ॥
হনুমান ভঙ্গি দেখি কমললুচন ।.
আসির্ব্বাদ দিআ কৈলা হরসিত মন ॥.
রাম নাম জত দিন থাকে পৃথিবীত ।.
তবেত থাকিবা তুমী হইআ পুজিত ॥.
ইতি শ্রীরামায়ণ সমাপ্ত ।* ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯৮ ।

শিরোনাম:মহাভারত(শান্তিপর্ব) । লেখকেরনাম:ভানুনারায়ণ । বিষয়:মহাভারত । পত্রসংখ্যা:১-১১ । সম্পূর্ণ । লিপিকর:শ্রীকেশবরামধরদাস । লিপিসন:১২৪৩সাল । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ:৪৩.৫×১৫ সে.মি. ।

প্রাপ্ত ৮৯৮ সংখ্যক পুথিটি 'ভানু নারায়ণ' রচিত মহাভারতের 'শান্তিপর্ব'। ১ থেকে ১১ পৃষ্ঠায় এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি ১২৪৩ সালে শ্রীকেশবরামদাস দ্বারা লিপিকৃত। পুথির অবস্থা ভালো। তুলট কাগজে লেখা পুথির বর্ণ গাঢ় বাদামি। পুথিটিতে ব্যবহৃত হয়েছে কালো কালি। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। প্রাপ্ত পুথিটি ১৬৮ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমোগনেসায়।
নারায়ণনমস্কৃতং........................।
....॥
অথ শান্তিপর্ব্ব ॥
এতদুরে ঐসিক পর্ব্বের সমাধান।
তার পাছে শান্তি পর্ব্ব কর অবধান ॥
ভারথের পুন্য কথা সুন পুন্যবন্ত।
পদে ২ কৌতুক জে ধর্ম্ম নাহি অন্ত ॥
দুর্যোধন রাজা জদি পরিল সমরে।
তার পাছে জে হইল কহি সুন তারে ॥
ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ জে কহেন সঞ্জয়ে।
দ্বিজ রাম চন্দ্র ভানু নারায়ণে কহে ॥
॥ লাচারি ॥ রাগ দির্ঘছন্দ॥
নৃপতি পড়িল জবে: সঞ্জয় কহিল তবে:
ধৃতরাষ্ট্রে সুনিল প্রভাত।
হৈল জেন বজ্রাঘাত: আকাসেত চন্দ্রপাত:
কর্ণে জেন বর্সিল নির্ঘাত ॥
সকল পৃথিবি পতি: অস্ত্রে সাস্ত্রে মহামতি:
রণে ইন্দ্র মাহেন্দ্র সমান ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

পাণ্ডবের রূপ দেখী প্রসংসয়ে নারি।
সাফল তবস্বা কৈলা দ্রুপদি সুন্দরী ॥
সত্যের ভগীনি দেবি কুন্তি মহামতি।
তাহার উদয়ে বির পঞ্চ উৎপতি ॥
প্রসংসয়ে দেবগন ব্রাহ্মণ সম্মাণে।
প্রশংসয়ে নারি গনে জত পুরজনে ॥
চন্দ্র উদয়ে জেন উস্বাসি সাগরে।
লুক সকলে উঠে বির বৃক্ষ ধরে ॥
পুরজনে স্তুতি করে রাজার গোচর।
সভা মৈদ্ধে রাজা হৈলা ধর্ম্ম নরেস্বর ॥
ভাগ্যে জয়ে পাইলা তুমি সত্রু হৈল ক্ষয়ে।
চিরকাল রাজ্য কর ধর্ম্ম কর জয় ॥
ধৃতরাষ্ট স্থানে গেলা ধর্ম্ম নৃপবর।

দ্বারেত রহিআ আছে মঙ্গল বিস্থর ॥
সান্তি পর্ব্ব মহা কথা কেবল রশ ময়ে।
পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট স্থানে কহিছে সঞ্জয়ে ॥
সেই কথা সুনিলেক রাজা জন্মজয়।
ব্যাস মনি কহিলেক পুণ্য উদয়ে ॥
ধর্ম্ম অক্ত কাম সুনিতে বাড়ে জয়ে।
মহাপাপি সুনে জদি পাপ নষ্ট হয়ে ॥
পড়ে সুনে জেইজন শান্তি পর্ব্ব কথা।
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য়ে সর্ব্বথা ॥ ইতি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৮৯৯।

শিরোনাম:মনসারপাচালি। লেখকেরনাম:পণ্ডিতজানকিনাথ,শিবরামদাস,গোপীকান্তদ্বিজ,ষষ্ঠীবর,নারায়ণ দেব। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৪-১৮৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো নয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৮.৫×১৩ সে.মি.

'৮৯৯' সংখ্যক পুথির নাম 'মনসার পাঁচালি'। পুথিটি খণ্ডিত। এতে একাধিক লেখকের নাম পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন, পণ্ডিত জানকিনাথ, শিবরামদাস, গোপীকান্তদ্বিজ, ষষ্ঠীবর, নারায়ণদেব। পুথিতে ৪ থেকে ১৮৮ পত্র বর্তমান এবং ১-৩,৭৬,৮৮-৯০ এবং ১৮৯ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পত্রাভাব। প্রথম ৭ পৃষ্ঠা ছিন্ন। মধ্যের কিছু পত্রের উপরিভাগ নেই বলে কিছু কিছু প্রথম লাইনে দু'একটি শব্দ কাটা পড়ে গেছে। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ নেই। তবে হাতের লেখা পর্যবেক্ষণ করে পুথিটিকে একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলে ধারনা করা যায়। প্রাপ্ত পুথিটির লিপিকাল ২০০ বছরের কম বলে অনুমান করা যেতে পারে।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:</u>

সনুকার তিরস্কারে বোলে পুনি ২।.
কাক বুলে মর ঘরে য়ানিলে ডাকিনি ॥
যাতি নাহি গোত্র নাহি সিব সুতা বোলে।.
মহেসের কুমারি সুনিছ কুন কালে ॥.
অভয়ার .... জেবা সুনে ।.
পরিত্যাগ করি মুনি গেল কি কারণে॥.
ডাল২ পলাইয়া গেল লঘু জাতি।.
মর পুরে য়াসি নাম ধরে পদ্যাবতি ॥.
বেঙ্গ খাএ বেঙ্গ খায়ে থাকে খালে বিলে।.
ইহাকে.............. কুন লুকে ডালবলে ॥.
দুক্ষ পাইয়া পদ্যাবতি বেথায়ে আকুলি।.
চান্দের বাড়ির মানে ভাঙ্গিল কাকলি ॥.
চান্দে পদ্যায় বাদ হৈল এই হান।.
পণ্ডিত জাকিনাথে মধুর সম্ভান ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

বেউলা বলে জেই ক্ষণে মরিল লাখাই।
সত্তরে পুড়িয়া তারে কৈল খাই খাই ॥
একাশ্বরি ভাসি আইলু ভুরার উপর।
কথা পাইমু লোক্ষিন্দরের রত্তিম পাঞ্জর ॥
অসার মুনিশ্বের সরিল ফুলে তিনদিনে।
দুর্গন্ধে রহিতে নারে রক্ত মাংস গনে ॥
মরা তনু পাইলে ভুত হএত প্রবেস।
দেখিতে সরির নরেহে বিপরিত ভেস ॥
স্ত্রিজাতি দেখি ডরাই প্রদিপের ছয়া।
একাশ্বরি কেমনে ভাসিমু মরা লৈয়া ॥
বাম বুদ্ধি......... জাতি দেখি লাগে ভএ।
.... আনিমু মরা জিবন সংসএ ॥
জদি প্রতএ মাসি জাও মর বুলে।
সশনে দেখএ গিয়া গুঞরি কঙ্গাল ॥
তাকে সুনি পদ্মাবতি লাগে বলিবারে ।
কহিতে লাগিল কথা নেতার গুচরে ॥
আপনে বুলএ লখাই করিছে দাহন।
কেমতে করিমু আমি সরির গঠন ॥
না জিয়াইমু লখাইকে চলিয়া জাইমু ঘর।
বিদাএ কর জাউক বেউলা চম্পক নগর ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯০০।

শিরোনাম:পদ্মাপুরাণ। লেখকেরনাম:জানকিনাথ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৯৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩০×১১ সে.মি.।

'৯০০' সংখ্যক পুথির নাম 'পদ্মাপুরাণ'। লেখক 'জানকিনাথ'। পুথিতে ১ থেকে ১৯৬ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে। এটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। কাগজ খুব নরম। বিভিন্ন পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট। বিশেষ করে শেষ পৃষ্ঠার অবস্থা খুব খারাপ। পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথির লিপিকর একজন। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে পুথিটিকে প্রায় ২২৫ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। পুথিটি অসম্পূর্ণ।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী পদ্মাবতি ॥ পাণ্ডিত জানকিনাথ মনুসার দাস ।.
পদবন্দো পদ্মা পুরাণ করিল প্রকাশ ॥
প্রথমে উপজিল সৃষ্টি জেন মতে ।.
তবে নাগ জন্মিলা কাস্যপ কদ্রু হতে ॥
মাত্রি সাপ নাগলুকে পাইলা জেনমতে ।.

সাপমুক্ত হৈল বক্ষার মুখ হতে ॥
জরৎকারু বিহা অস্থিকের জন্মকথা ।.
সর্ব্বসাপ জজ্ঞো রক্ষা পাইলা তার কথা ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯০১/B ।

শিরোনাম:সাবিত্রিব্রতকথা। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:২৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:২৯×১১.৪ সে.মি.।

'সাবিত্রিব্রতকথা' পুথিটি ১ থেকে ২৩ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। মিল পেপার লিখিত পুথিটির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম তিন পৃষ্ঠার মধ্য অংশ পোকায় কাটা। তাছাড়া সমগ্র পুথিরই ডানদিকের উপরের অংশ ছেঁড়া। বিশেষ করে ২২ নং পৃষ্ঠার উপরে এবং পাশের অংশ ছেঁড়া বলে পৃষ্ঠার প্রথম লাইনটি বিলুপ্ত। পুথিটির লিপিকর একজন। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং বেশ আধুনিক। প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ১৭০ বছরের প্রাচীন বলে মনে হয়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

ওঁনমোগনেশায়।
দেবগুরু দ্বিজ ঋষি প্রণাম করিয়া।
ভারথের কথা কহি পাচালী রচিয়া ॥
জুধিষ্টির রাজা যদি গেলা বনবাসে।
মার্কন্ড মুনিতে তবে জিজ্ঞাসিলা স্তুতি ভাষে ॥
নানা ধর্ম্ম কথা মুনি শুনিছি বিশেষ।
পতিব্রতা কথা আছে না পাইলামি উদ্দেশ ॥
মুনি বলে শুন রা কহি পুন্য কথা।
এক নারী পৃথিবীতে ছিল পতিব্রতা ॥
সমুদ্র দেশের রাজা অশ্বপতি নাম।
মহা তপস্বী সেজে অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

রিসিকে বন্দিআ কন্যা কথা কএ তত্তে: ।
জমরাজা দরসন হইল জেমতে ॥
আপনে মাগিআ পাইল পঞ্চবর।
সসুরের রাজ্যপদ নঅন পসর ॥
জেমতে পাইল বাপের পুত্র বর।
আপনে পাইল বর সতেক কোঅার: ॥
জেমতে জম হস্তে স্বামি উদ্ধারিল।
পূর্ব্বাপর জত কথা সকলি কহিল ॥
সাবিত্রির জত কথা প্রসংসা বিস্তর।
দুর্ম্মসেনে রাজা পাইল আপনা নগর ॥
অশ্বপতি রাজাএ পাইল সতেক কুঅর।

মার্কন্ড মুনিএ কৈলা সাবিত্রির কথা ॥
ত্রিভুবনে ব্যাপিত সাবিত্রি পতিব্রতা।
ইতি সাবিত্রিব্রত সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯০১/C।

শিরোনাম:সাবিত্রিব্রত। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:৯। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩০×৯.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৯০১/C' সংখ্যক পুথিটি মিল পেপারে লিখিত একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির প্রথম ও শেষ অংশ পাওয়া যায়নি। যে কারণে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথিটি মিল পেপারে লেখা এবং পুথির অবস্থা ভালো।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

মুহি য়ভাগি কুমারি:
আমি ঐ সে জিব জন্তু প্রাণ নাহি হরি:।
এর স্বামি রাজার কুমার সত্যবাণ:।
তাহার কর্ম্মের ফলে দৈবের নির্ব্বান:
তাহারে নিবারে মুই আসিলু চলিআ:
পতিহিন হৈআ ঘরে কিছু কি লাগিআ
এত সুনি সাবিত্রি কুমারি জতি সতি:
কন্দিআ বোলএ জম রাজাতে ভগতি:
তুমি ঐসে জম রাজা বোলি............কর্ম্ম:।
হেন নারি তরে ঘরেত রাকিআ :
মর স্বামি নিতে আইলা আপনে চলিয়া:।
সাবিত্রির বিনয় বানি তখনে সুনিয়া:।
বোলিবারে লাগে জম মহা দুক্ষি হৈয়া:।
রাজার কুমারি তুমি বুদ্ধি অশুমার:।
তুমিত না জান সংসার বেবহার:।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

দেখিআ য়ানন্দ বাপ মাও:।
দুই জনে বন্দিলা গুরুর দুই পাত্র:।
সাবিত্রিরে জিগ্যাসা করএ মুনিগন:।
কালি কেনে রইলা অরন্য বিতর:।
মাথা ব্যেতাএ স্বামি হৈল অচেতন:।
তার কাছে পাছে মুই আছিল সর্ব্বক্ষণ:।
কর.....কর মাগ কথা কঅ সার:
কুনুদেব দরসন হইল তুমার:।
জেমতে জম হস্তে স্বামি উদ্ধারিল:

পুর্ব্বপর জত কথা সকল কইল: ।
মাকুন্দ্র মুনিএ কৈলা সাবির কথা: ।
ত্রিভুবনে ব্যাপিত সাবিত্রি প্রতিব্রতা: ।
সুনিলে পতি জিহে চিরকাল: ।
লক্ষিএ............ নারিএ প্রতিকাল: ।
ইতি সাবিত্রি ব্রত সমাপ্ত :

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯০২ ।

শিরোনাম:ষষ্ঠীব্রতপাচালি । লেখকেরনাম:অজ্ঞাত । বিষয়:পাচালি । পত্রসংখ্যা:১-১২ । সম্পূর্ণ । লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন:১৭৩১ শকাব্দ । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ:৩৫.৫×৫ সে.মি. ।

'৯০২' সংখ্যক পুথির নাম 'ষষ্ঠীব্রতপাচালি'। এতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথিতে ১ থেকে ১২ সংখ্যক পত্র রয়েছে। পুথির অবস্থা ভাল নয়। প্রতি পৃষ্ঠার উপরের অংশ ছেঁড়া। তাই প্রতি পৃষ্ঠার উপরের কিছুটা শব্দ বা লাইন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পুথির লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। তবে হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথির লিপিকর একজন বলেই ধারণা করা যায়। পুথিটি ১৯৬ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

নাপারিল বিদ্যাধরে গমন করিতে ।.
সকল জানিআ কৈল আপনার মতে ৷৷
কথ দিন পর হৈল বিভার সময়ে ।.
বিভায়ের লগ্ন তবে হৈল সুভযায় ৷৷
বিদ্যাধরে বুলে তবে সুনহ জননি ।
মাহি কিরুপাক্ষা আনি দেয়গ আপনি ৷৷
মুক্ষ চন্দ্রিকা হৈতে বুলে মায়ের গোচর ।
নহে চলি জাইব আমি দেশ দেশান্তর ৷৷
এতেক সুনিআ সুবর্ন রাজের গন ।
....৷৷
.... ।
শুক্ষে রাজ্য করে সুর্ন রাজার সহিতে ৷৷
স্তপ করে সুর্ন রাজা সষ্ঠির চরণে ।.
তুমি দেবি ভগবতি ভূবন বিধানে ৷৷
আদ্যাশক্তি মহামাআ শষ্ঠির বত্যক ।
হিমাল নন্দিনী দেবী মহিমা অপার ৷৷
তুমি জারে কর কৃপা জগত জননী ।.
অনন্ত ব্রভান্ডো নহে ব্রহ্ম..........৷৷
তুমার প্রসাদে পাইলু পুত্র বিদ্যাধর ।
আপনা কৃপায়ে হৈলু ধনের ইশ্বর৷৷
তোমার চরনে জেই করয়ে ভকতি ।
ধন পুত্র সম্পদ আপনা কৃপা প্রতি ।

এক বর মাগ গোসাঞি সংসারের সার ॥
সেই কির্ত্তি পৃথিবিতে রৌহুক আমার ॥
জেই জনে এই ব্রত করে পৃথিবিতে ।.
পুত্রা পৌত্র ধনে ধান্যে হৈবেক নিশ্চিতে ॥
জেজনে .... করি কথা না সুনয় ।.
অপুত্রা দরিদ্র হয়ে আপনা দুশয় ॥
জেজনে সষ্ঠির কথা সুনে বা সুনায় ।
সংসার আপদ ছাড়া সষ্ঠির কৃপায়॥
জেজন সষ্ঠির ভক্ত হয়ে নর নারি ।
ইহলুকে সুক ভূগ মিলে স্বর্গ পুরি॥
ইতি সষ্ঠির পাচালী সমাপ্ত ॥*॥
শকাব্দ ১৭৩১............... ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯১০/A ।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডীপাচালী। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-৩,৫-৯। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরাজকৃষ্ণসর্ম্মা। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ: ৩৫.৫×৮.৮ সে.মি.।

'৯১০/A' সংখ্যক পুথিটি 'মঙ্গলচণ্ডীপাচালী'। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে ১ থেকে ৩ এবং ৫ থেকে ৯ সংখ্যক পত্র রয়েছে। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে মিল পেপারে এবং এর অবস্থা ভালো। পুথির লিপিকর 'শ্রীরাজকৃষ্ণসর্ম্মা' কিন্তু লিপিসন পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত পুথিটি আনুমানিক ১৮০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

ওঁনমগনেশায় ।
প্রনমহু গনপতি দেবী স্বরেশতি: ॥
.... ভবানি পদে করিএ ভগতি:॥
নিত্ত মঙ্গল চণ্ডী করি নমস্কার ॥
পহার পদবন্ধে পুতা করিআ প্রচার ॥
নিত্থ মঙ্গল চণ্ডী শর্ব্ব সিদ্ধি ময় ॥
আপদ হনে তার জেই চন্ডিকে পূজয়: ॥
হেন জানি ভজ চণ্ডী শুন গ্যাত ভাই:॥
পূজিলে মঙ্গল চণ্ডী ভক্তি মুক্তি পাই :॥
পূর্ব্বের বৃতান্ত কহি চণ্ডী বিবরণ: ॥
জে আছিল সমাচার সুন দিয়া মন ॥:॥
লক্ষপতি নামে সাধু মহাদান বন্ত :॥
সংক্ষেপে কহিয়ে শুনজে ছিল আদি অন্ত:॥
সেই লক্ষপতি গেল বানিয্য করিতে:॥
ধনপতি সাধু সঙ্গে মিলিলেক পতে:॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

পুত্র কুলে করি গেল পুরির ভিতর ॥
সকল রমনিগণে দিলেক জুকার: ॥
মঙ্গল চণ্ডীর বরে পুত্র জিআইল: ।
সষুর সসিরী পদে প্রণাম করিল: ॥
শশুরিএ বলে কন্যা মনিস্ব নহে: ॥
.... দেবতার কন্যা জানিআ নিশ্চয়: ॥
বর কন্যা বোলে আমি নাহএ দেবতা: ॥
লক্ষপতির কৈন্যা আমি জানিঅ নিশ্চয় ॥
....:॥
নিঅথ মঙ্গল চণ্ডী জেকরে পূজন:॥
ধনপতি শদাগর হৈআ শব হিত:॥
নিঅথ মঙ্গল চণ্ডী পূজেন নিতি:॥
নিঅথ মঙ্গল চণ্ডী শঙ্কাতে দেবতা: ।:॥
সেবকের ফল দাতা জানিঅ সর্ব্বতা: ॥
কৃষ্ণ দেব দিজ বানি অপ রহস্য:॥
মঙ্গল চণ্ডী কথা পঠিব অবশ্য: ॥
না পঠে পাচালি জেবা করি অবহেলা:॥
শর্ব্বতা জানিয় তাকে বিদিহে বঞ্চিলা: ॥
প্রতি করিবারে জেবা করেন পূজা:॥
ধনে জনে বাড়ে সেই আর হএ রাজা: ।
নিঅথ মঙ্গল চণ্ডী প্রথক্ষ পাইআ:॥
সর্ব্বলুকে পূজে মানে হরসিত হৈআ: ॥
অশার সংসার ভাই প্রভু কর আশা: ॥
অন্তকালে তরিবারে ভবানি ভরসা ॥
হিতি মঙ্গলচণ্ডী পাচালি সমাপ্ত: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯১০/B ।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডীব্রত। লেখকেরনাম:জনার্দ্দন। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-২৫। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীগৌরচরণসর্ম্মণ। লিপিসন:১৭৪৮শকাব্দ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ:৩৩×৮.৮ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'মঙ্গলচণ্ডীব্রতপাচালী' পুথিটি তুলট কাগজে লেখা সম্পূর্ণ পুথি । ১থেকে ২৫ পৃষ্ঠায় পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথির অবস্থা ভাল। তবে শেষ পৃষ্ঠার দুটি স্থানে সামান্য ছেড়া। সম্পূর্ণ পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত। এটি ১৭৮ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

ওঁনমোহনেশায়: ।
তুমীত মঙ্গল চণ্ডী কার্ত্তিকের আই ।.

তুমাকে স্বরণ কৈলে কুন বিঘ্ন নাই ॥:
....॥:
পূজিব মঙ্গল চণ্ডী এক চিত্য হইআ ॥:
আদি দেব নারায়ন য়ংঙ্কর শ্বরণ ।.
বন্দিআ মঙ্গল চণ্ডী করিল শ্বরণ ॥.
মঙ্গল চণ্ডীর পদে করি নমষ্কার ॥
মহামায়া রোপে দেবি ধরিছে সংসার ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

দশভুজা রূপ হৈয়া হিমাল নন্দিনি ।.
খলুনাকে কুল করি বসিলা য়াপুনি:॥
কুল মদ্ধে অগ্নি জদি হৈল নিবারণ. ।.
পরম সুন্দর রূপ ধরিলা খলুন ।॥
ধন্য ২ খলুনাও বড় মহাসতি. ।.
তুমাকে দেখিলে পুন্য বাড়ে নিতি ২ ॥
এই মতে জ্ঞাতি সবে প্রসংসা করিলা ।.
ভুজন করিয়া গৃহে কত্তরে চলিলা ॥
.... জদি থাকে বন্দি জন ।.
ভবানি স্বরনে হয়ে বন্দন মুচন ।.
নিধনিয়ার ধন হয়ে নিত্ত বাড়ে ষুক ।.
অপুত্রা হয়ে সে জে দেখ পুত্র মুক ॥.
বিভার কারনে জদি করএ ভকতি ।.
দিব্য কন্যা আশি তার হয়ে উপস্থিত ॥
এইসব কথা জেবা করেএ ভকতি ॥
বিসম ষংষ্কট হনে পায়ে অব্যাহতি ॥
জেই জনে নিত্ত পঠে চণ্ডীর পাচালি ।.
মঙ্গল চণ্ডীর বরে বাড়ে ঠাকুরালি ॥
মঙ্গল চণ্ডীর পদে আছিল জে য়াশ ।.
কহে কবি জনার্দ্দন ভবানির দশা : ॥ :
ইতি মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত পাচালি সমাপ্ত :॥* ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯১০/C ।

শিরোনাম:নিয়তমঙ্গলচণ্ডীপাচালী। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-১২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:গৌরচরণসম্মর্ণ। লিপিসন:১২৩৩বঙ্গাব্দ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৩× ৯.৪ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'নিয়তমঙ্গলচণ্ডীপাচালী' পুথিটি ১৭৮ বছরের প্রাচীন পুথি। পুথিটি তুলট কাগজে লিখিত এবং এর অবস্থা ভালো ।১থেকে ১২ পৃষ্ঠার সম্পুর্ণ পুথি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সম্পূর্ণ পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

ওঁনমোগনেশায়:॥
প্রণমহু গনপতি দেবি শরেস্বতি ॥
সংঙ্কর ভবানি পদে করিআ ভকতি ॥
নিওত মঙ্গল চণ্ডী করি নমস্কার ।.
পআর প্রবন্ধে পুতা করিল প্রচার ॥
নিওত মঙ্গল চণ্ডী সর্ব্ব সিদ্ধিময় ।.
আপদ দলে তার জেই চণ্ডীকে পূজয় ॥
হেন জানি ভজ চণ্ডী সুন গ্যানি ভাই ।.
পূজিলে চণ্ডীকা দেবি ভক্তি মুক্তি পাই ॥
পূর্ব্বের বৃতান্ত কহি চণ্ডী বিবরণ ।.
জে আছিল সমাচার সুন দিআমন ॥
লক্ষপতি নামে সাধু মহাধনবন্ত ।.
সংক্ষেপে কহিএ সুন জে ছিল আদি অন্ত ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

মঙ্গল চণ্ডীর বরে পুত্র জিয়াইল ।.
সশুর সম্বুড়ি পদে প্রণাম করিল ॥.
শাশুড়িএ বলে কৈন্যা মনিস্ব নহে ॥
কিবা কুন দেবের কৈন্যা জানিবা নিশ্চয় ।.
বর কন্যা বুলে য়ামি না হই দেবতা ।
লক্ষপতির কৈন্যা আমী জানিয় সর্ব্বথা ॥
নষ্টধন নষ্ট পুত্র পাত্র সেইক্ষন ।
নিয়ত মঙ্গল চণ্ডী জেকরে পূজন ॥
ধনপতি সদাগর হৈয়া সাব হিত ।
নিয়ত মঙ্গল চণ্ডী পূজে নিতি নিতি ॥
নিয়ত মঙ্গল চণ্ডী সাক্ষাতে দেবতা ।
সেবকের ফলদাতা জারিয় সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণদেব দ্বিজ বানি অপূর্ব্ব রহস্য ।
মঙ্গল চণ্ডীর কথা পঠিব অবস্য ॥
নাপঠে পাচালী জেবা করি অপহেলা ॥
সর্ব্বথা জানিয় তাকে বিধিএ বঞ্চিলা ॥
প্রতি করিবারে জেবা করে তান পূজা ।
ধনে জনে বাড়ে সেই আর হএ রাজা ॥
নিয়ত মঙ্গল চণ্ডী প্রর্থক্য পাইয়া ।
সর্ব্বলুকে পূজে তানে হরসিত হৈয়া ॥
অসার সংসার ভাই........ কর আস ।
অন্তকালে তরিবারে ভবানি ভরসা ॥*॥
ইতি নিয়ত মঙ্গল চণ্ডী পাচালি সমাপ্ত ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯১০/D।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডীব্রতপাচালী। লেখকেরনাম:কবি জনাদ্দন। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-১৭। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরাজকৃষ্ণসর্ম্মণ। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:কলের কাগজ(Mill paper)। পরিমাপ:৩৭.৮×৮.৮সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথির অবস্থা বেশ ভালো। ১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠার এটি একটি সম্পূর্ণ পুথি। এটি রচিত হয়েছে কলের কাগছে। কাগজের বর্ণ বাদামি এবং কালির বর্ণ কালো। এই পুথিটিও আনুমানিক ১৮০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

ওঁ নমগনেশায় ॥
তুমিত মঙ্গল চণ্ডী কার্ত্তিকের আই :॥
তুমারে স্বরণ কৈলে মনে বিঘ্ন নাই :॥
অষ্ট তন্ত লদ্বর্ব্বাফল সহস্র লইআ :॥
পূজিব মঙ্গল চণ্ডী এক চিত্যাইআ। :
আদিদেব নারায়ন সঙ্কর চরন:।
বন্দিআ মঙ্গল চণ্ডী করিল স্বরণ :॥
মঙ্গল চণ্ডীর পদে করি নমস্কার :॥
মহামাআ রোপে বিদরিছে সংসার :॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি দেবী গৌর বর্ণ ধারা।
দিব্যবস্ত্র পরিদা সুবর্ণ মেঘলা :॥:

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ধন্য ২ খলুনাও বড় স্বতি : ।:
তুমারে দেখি নৈপুন্য বারে নিতি : ।:
এই মতে গ্যাতি সবে প্রশংসা করিলা : ।:২২২:
ভুজন করিআ গৃহে শর্ত্তরে চলিলা : ।:
নিল জে মন্দিরে জদি তাকে বনিজন : ।:
ভবানি শ্বরনে হএ বন্দন মুচন : ।:
নিধনিআর ধন হএ নিত্ত বারে শুক : ।:
অপুত্রা হএ শেজে দেখে পুত্র মুক : ।:
বিভার কারনে জদি করএ ভগতি : ।:
দিব্য কন্যা আশি তার হয়ে উপস্থিতি : ।
এইশব কথা জেবা করহে ভগতি : ।:
বিশম সংকটে হেন পাএ অব্যাঅতি : ।:
জেই জনে নৃত্ত পটে চণ্ডীর পাচালি : ।:
মঙ্গল চন্ডির বরে বারে ঠাকুরেআলি : ।:
ধনে জনে পুত্রে পৌত্রে বারে ঠাকুরেআলি : ।:
মঙ্গল চণ্ডীর পআছিল জেয়াশ : ।:

কহে কবি জনাদ্দনে ভবানি প্রশাদ : ।:॥
ইতি মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত পাচালি : ।: সমাপ্ত ।:
। শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মন :॥ নিজ পুস্তক মিদং . ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯১৫ ।

শিরোনাম:মঙ্গলচণ্ডীপাচালী। লেখকেরনাম:দ্বিজজনার্দ্দন। বিষয়:পাচালি। পত্রসংখ্যা:১-২৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীআনন্দরামশর্ম্মন। লিপিসন:১২২৫সন। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ: ২৯.৫×৬ সে.মি.।

'৯১৫' সংখ্যক 'মঙ্গলচণ্ডীরপাচালি' পুথির লেখক 'দ্বিজজনার্দ্দন'। পুথির বিষয়বস্তু পাচালি এবং এর পত্রসংখ্যা ১ থেকে ২৪। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে মিলপেপারে কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি এবং কালির বর্ণ কালো। পুথির অবস্থা ভালো। তবে ২৩নং পৃষ্ঠার বামদিকে নিচের অংশ সামান্য ছেঁড়া। পুথিটি ১৮৭ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

অথ মঙ্গল চন্ডি পাচালি ॥
আদি দেব নারায়ন সঙ্কর চরণ।
বন্দিয়া মঙ্গল চন্ডি করিএ স্বরণ:।
মঙ্গল চন্ডির পদে কুটি নমস্কার।
মহামায়া রুপে দেবি ধরিছে সংসার:।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর দেবি গৌর বর্ণ ধারা।
পট্টবস্ত্র পরিধান সুবর্ণ মেকলা ॥
মুনিময় মুকুট মন্ডিত সিরদেস।
কনক কুন্তল কর্ণে সুভিছে বিসেস ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

পুত্র সনে সাধু আইলা আপনা হরিসে ।.
নৌকা লাগাইল গিয়া আপনার দেশে ॥
ধনপতি শ্রীপতি আইলা সুনিয়া ।.
লহনা খলুনা আইলা নিবারে আর্ঘিয়া:॥
সুর্জ্য অর্ঘ্য দিয়া তবে খলুনা যুবতি ।.
স্বামি পুত্র দেখিয়া উষ্ঠ হৈল মতি ॥
বার বৎসরে আইলা সাধু ধনপতি ।.
মঙ্গল চন্ডিকা কৈলা অব্যাহতি।
ইহারে সুনিয়া রাজা বিক্রমাকে সরি ।.
শ্রীপতিকে বিয়া দিলা আপনার কুমারি॥
মঙ্গল চন্ডির দাস দিজ জনার্দ্দন ।.
পাচালি করিল .... হইবার কারণ ॥
ভাব ছিল মন্ত্র ছিল পুজাহিন জনা ।.

মঙ্গল চন্ডিকা পুরি জায় জথা তথা ॥
অন্য ভয় দেখিয়া স্বরিয় মাএক নাম ।.
.... সম্পূর্ণ হইল সিদ্ধি: মনস্কাম ॥
ইতি মঙ্গল চন্ডি পাচালি সমাপ্ত:॥
....
ইতি সন ১২২৫ বাঙ্গলা: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯২৭।

শিরোনাম:মহাভারত(আদিপর্ব)। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৬-২১৪। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীপ্রাণকৃষ্ণসেন। লিপিসন:১৬৮২শকাব্দ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩১.৫×১১ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৯২৭' সংখ্যক পুথিটি 'সঞ্জয়' রচিত মহাভারতের আদিপর্ব । পুথিটি ৬ থেকে ২১৪ পত্র বিশিষ্ট। অর্থাৎ পুথির প্রথম ৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি । এটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে । কাগজে বর্ণ বাদামি এবং লিখিত হয়েছে কালো কালিতে । পুথির অবস্থা ভালো নয় । ২০৮ থেকে ২২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কয়েকটি স্থান ছিন্ন । তাছাড়াও কিছু কিছু পৃষ্ঠা লেখা অস্পষ্ট । প্রাপ্ত পুথিটি ২৪৪ বছরের প্রাচীন এবং এর লিপিকর একজন ।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

পরিক্ষিত সুত আমি নাম জন্মেজয়।
চন্দ্রবংশে জন্ম বসি হস্তিনা পুরয় ॥
সম্মত না হৈয়া যদি না দেহ উত্তর।
দিবাম পুরুষ বধ তুমার উপর ॥
কন্যা বোলে তবে সে করিতে আমি পারি ।
সমা হতে কর যদি মুক্ষ পাটেশ্বরী ॥
রাজা বোলে তুমার জে অবিষ্ট জেমোন ।
না করি অন্যথা করো পালিব বচন ॥
ই বোলিয়া কন্যা ধরি তুলিল রথয় ।
করিয়া গন্ধর্ব্ব বিহা আনিল ঘরয় ॥
কন্যা পাইয়া জন্মেজয় সানন্দিত আছে ।
এই মতে কত দিন গেল সেই বসে ॥
কুমারিও রাত্রী দিনে রাজারে সে ভক্তি।
সকলের মুক্ষ করি রাখিল নৃপাতি ॥
বিধাতার নির্ব্বন্দ খন্ডাইতে পারে কে।
না জারে ভুগিল ভুগ কর্ম্মে আছেজে ॥
পিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়া বসিছে জন্মেজয় ।
বাম পাষে মহাদেবী মুক্ষ আসনয় ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪১।

শিরোনাম:গোবিন্দবিজয়। লেখকেরনাম:গুনরাজখান। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৫৮। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৪১×১৪.৫ সে.মি.।

'৯৪১' সংখ্যক পুথিটি 'গুণরাজখান' রচিত। 'গোবিন্দবিজয়'। পুথির বিষয়বস্তু বৈষ্ণব কাব্য এবং পত্রসংখ্যা ১ থেকে ৫৮। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে পুথিটি সম্পূর্ণ । প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরামনামসত্য ॥
নারায়ণ নোমকৃতং নোরাচৈব নোরোত্তমং ।.
.... ।
.... ।
প্রনমহু নারায়ণ নাথ নিরঞ্জন ।.
চারিবেদ কৈলা প্রভু যুগের কারণ ॥
প্রনমহু মহাদেব সৃষ্টি সংহারক ।.
স্বর্গপতি প্রণমহু..................॥
স্বরেস্বতি বন্ধু আর সকল দেবতা ।.
জাহার প্রসাদে হয় সরস কবিতা ॥
সর্ব্ব দেব দ্বিজগনে বন্দিআ চরন ।.
প্রথমে কহি সুন শ্রীকৃষ্ণের জনম ॥
দেবতা ভবনে আছে জগত জননি ।.
প্রতক্যে শরূপ দেবি জগত তারিনি ॥
জাহার প্রসাদে ইন্দ্র জগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগনে জারে করে পূজা ॥
সুম্ভ নিসুম্ভ আদি করি আরাধন।
...................................॥
তাহাকে স্মরণ আমা হৈল আচম্বিত ।.
মুক্তি পদ কহি কিছু কৃষ্ণের চরিত ॥
গোসাইর জন্ম কথা কি বুলিতে পারি ।.
লোকহিত কারণে জগত অবরি ॥
কলি ভরত রনে শ্রী ভাগবত কারণ ।.
সুনহ পণ্ডিত সার একচিত্য মন ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

কৃষ্ণ স্থানে গিআ রাজা কৈল সন্নিধান ।.
নানা রত্ন দিআ কৈল উসা কন্যা দান ॥
হস্তি হয় রথ দিল জৌতুক করিআ।
দাসদাসি দিল জত রতনে ভুসিআ ॥

.... হরসিত হৈআ ॥
অনিরুদ্র সঙ্গে করি রথেত তুলিআ ॥
দারিকা আসিআ কৃষ্ণ মোহলের করি।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক দারিকা নগরি ॥
হেন অদ্ভুত নর সুন এক মনে।.
কৃষ্ণের বিজয় হৈল উসার হরনে ॥
সুনিলে মুক্ত হয়ে নাহিক বিস্ময় ॥
গোনরাজ খানে বোলে গোবিন্দ বিজয়।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪২।

শিরোনাম:উষাহরণ। লেখকেরনাম:গুনরাজখান। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:৫৮-১০৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৪১×১৪.৫ সে.মি.।

'৯৪২' সংখ্যক পুথিটিও 'গুনরাজ খান' রচিত। পুথির নামা 'উষাহরণ'। বৈষ্ণব ভাবাদর্শকে উপজীব্য করে পুথির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এতে ৫৮ থেকে ১০৬ পৃষ্ঠা বর্তমান। পুথির প্রথম অংশ পাওয়া যায়নি। এতে লিপিকর এবং লিপিসনেরও উল্লেখ নেই। হাতের লেখা পর্যবেক্ষণ করে পুথিটি একজন লিপিকরের লিপিকৃত বলেই অনুমান করা যায়। পুথির শেষ পৃষ্ঠার লেখা কিছুটা অস্পষ্ট।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

॥ উষাহরণ॥.................॥ বান রাজার যুিদ্ধ ॥
একদিন দারিকায়ে কৃষ্ণের কুমার।.
প্রদুব সহিতে গেলা করিতে বেহার ॥
প্রভাস নিকটে রম্য কানন ভিতরে।.
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে কৃড়া করয়ে বেহারে ॥
কৃড়া করে রৌদ্রে পুনি ত্রিৰায়ে বিকল।.
সকল অরন্য চাহি না পাইলা ফল ॥
এক গোটা কোপ তথা দেখে কত দুরে ॥
সকল জাদব গেলা জল খাইবারে ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ অংশ থেকে পাঠ:</u>

হরি প্রাণ হরি তেজ হরি বুদ্ধি বল।.
হরি বিনে .... সকল বিফল ॥
এসব হইলে দু:ক্ষ নাহিক অন্যথা।.
হরি বিনে আমার জিবন বড় ব্যথা ॥
এত বোলি ব্যাসের আশ্রমে প্রবেসিলা ।.
ব্যাসের আশ্রমে গিআ মনে দু:খি হৈলা ॥
আশ্রমে প্রবেশ করি ব্যাসকে দেখিআ ।.
দণ্ড প্রণাম কৈলা কর জেড়ে হৈআ ॥

আসির্ব্বাদ করি ব্যাস অর্জুন তোসিলা।.
বিমলা বিস্ময় রূপ তাহারে দেখিলা ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৪/C।

শিরোনাম:মহাভারত(গদাপর্ব)। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১৪। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরামদেবশর্ম্মণ। লিপিসন:১৭০১ শকাব্দ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৪১.৩×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত মহাভারত(গদাপর্ব) পুথিটি ১ থেকে ১৪ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠার হাতের লেখার সাথে অন্যান্য পৃষ্ঠার হাতের লেখার মিল নেই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে ১৩ পৃষ্ঠার পর্যন্ত কালির কারণে লেখা কালো হয়ে গেছে। পুথিটি লেমিনেট করা । প্রাপ্ত পুথিটি ২২৫ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:
শ্রীদুর্গা: ॥
জয় জয় দিবাকর জয় গনেশ্বর।.
জয় জয় দৈবকি নন্দন দামোদর ॥.
জয় জয় সদাসিব দেবী ভগবতি।.
জয় জয় লক্ষ্মী দেবী জয় সরেস্বতি ॥.
নমহু সংকর দেব নম বানেশ্বর।.
ভস্মানু লেপন জটাধর দিগম্বর ॥.
অসুর সংহারি গদাধরি নাগশ্বরি।.
বাসুকি পতিহারী জয় ত্রিপুরারী ॥.
নির্ম্মল সুন্দর হেম সুক্ষ কলেবর।.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:
সুন সুন নরলোক হইআ দিব্যজ্ঞান।.
গদাপর্ব্ব পুথা এই হইল সমাধান ॥
সুনিলে অধর্ম হয়ে পরলোকে মুক্তি।
জেবা সুনে ভারত করিআ ভকতি ॥
অপূর্ব্ব অমৃত কথা পরলোকে তরি।.
জেই জনে হেলা করে পুরুশ বা নারি ॥
তার গতি................................ ।
জমদূতে করিবেক তাহারে বিনাশ ॥
কৃষ্ণ জপ ২ কৃষ্ণ বোল মুখে।.
অবশ্য তরাইবা হরি জদি কৃপা থাকে ॥
জেই জনে পঠে সুন এই তত্ত্ব সার।.
অবস্য হইব মুক্তি জান বরে মার ॥
সুভমস্থ শকাব্দ ১৭০১ সার ভাদ্রস্য
ত্রোয়দশ দিবসে রোজ সুক্রবার ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৪/D।

শিরোনাম:ক্রিয়াযোগসার। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:৩৭-৪৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ: ৪২.৫×১৫ সে.মি. ।

'৯৪৪/D' সংখ্যক পুথির নাম 'ক্রিয়াযোগসার'। পুথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথির আদ্য এবং অন্ত্যে খণ্ডিত। প্রথম থেকে ৩৬ পর্যন্ত পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। যে কারণে লিপিকর এবং লিপিসনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে।কাগজ নরম ও হলুদ বর্ণের। প্রতিটি পৃষ্ঠারই উপরের ও নিচের অংশ ছেঁড়া। অনেক স্থানেই লেখা অস্পষ্ট।

<u>প্রাপ্ত পুথির থেকে পাঠ:(৪৩নং পৃষ্ঠা)</u>

সত্য ২ কহি আমি সুন তপধন।
রাম নাম লইতে না হইয় অন্যমন: ৷৷
কোটী জন্ম পাপ জদি হইব মুচন:।
অন্যমন ছাড়ি বোল রাম নারায়ণ:৷৷
সত্যবতি সুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার:।
শ্লোকবন্দে রচিলেক কৃয়াজোগসার:৷৷.
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে:৷৷.
করিল অনন্তরামে হরি গুনানন্ধে:৷৷.
বিসারদ পদে সেই কেনু অভিপ্রায়:।.
পদবন্ধে রচিলেক চতুর্থ অধ্যায়:৷৷.
মুনি বোলে পুন্য কথা সুন দ্বিজবর:।.
জাহারে সুনিলে হয়ে পুন্য বহুতর:৷৷.
হরির মহিমা কথা অমৃত লোহরি:।.
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি:৷৷.
ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রি বৈশ্য শুদ্র জত ইতি:।.
তারথ জননী জেই হরি পদে মতি:৷৷.
সেই সে বৈষ্ণব জন সুন তপোধন:।.
সদায়ে প্রসন্ন তারে দেব নারায়ণ:৷৷.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৫।

শিরোনাম:রামায়ণ। লেখকেরনাম:দ্বিজভবানীনাথ। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:৬-১৫১। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১৭৩৭ শকাব্দ। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ :৪৩.৫×১৪.৫ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি 'দ্বিজভবানীনাথ' রচিত রামায়ণের খণ্ডাংশ। পুথির প্রথম ৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। হাতে তৈরি কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো। এটি ১৮৯ বছরের প্রাচীন পুথি এবং এর লিপিকর একজন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

আপনে রহিবা দেশে নগর রাখিয়া।
ভরত জাইতে বোলে পশ্চিমে চলিয়া ॥
তার শখা হৈয়া জাউক বির শত্রুঘন।
চক্রসনা জিনি জাইব জমের সধন ॥
সুনিয়া ভরত বিরে বলিল বচন।
এমত না বোল মোরে প্রাণের লক্ষণ ॥
তুক্ষি সে জানিলা অস্ত্র নানা দেশে গিয়া।
আক্ষি অভ্যাসিল অস্ত্র সদেশে রহিয়া ॥
সত্রুঘনে জানে অস্ত্র তোক্ষার প্রশাদে।
কেনে আজ্ঞা কর মোরে শমর প্রমাদে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ব্রহ্মা আদি দেবগন বিদাএ করিয়া।
বিভিশন আদি রাজা দেয় পাঠাইয়া ॥
রাম লক্ষনের কির্তি ব্যাপিল শংসার।
চারি ভাই চলি গেল ঘরে আপনার ॥
জেই জনে শুনে রাম ইতিহাস কথা।
নাহিক জমের দাএ শুনহ শর্ব্বতা ॥
......................................।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হএ হরি পুরে আশ ॥
অপুত্রার পুত্র হএ নির্দ্ধনের ধন।
অন্তকালে চলি জাইব বৈইকুন্ড ভুবন ॥
জাইতে বৈইকুন্ড পুরি আশা করি মন।
একচিত্য হইয়া শুন রাম বিবরণ ॥
রাম নাম লইয়া জদি মরএ কুকুর ।
ধর্ম্ম রাজে বোলে তুক্ষি আক্ষার ঠাকুর ॥
হেন রাম পদে জার চিন্তা নাহি মন ।
ভারত ভূমিত জার জন্ম অকারণ ॥
রাম নাম লইতে জেবা অন্য কথা কহে ।
অন্তকালে তার তনু নারকে পাড়এ ॥ এ ॥
এহি প্রভু রাম ভাব শুন জ্ঞানি ভাই।
কলির ভব তরাইতে সারবন্ত নাই ॥
জয়চন্দ্র নরপতি বিনএ বচনে ।
রচিল ভবানিনাথে শ্রীরাম চরণে ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৬/A।

শিরোনাম:অক্ষরচৌতিশা। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৫। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৯৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭.২×১২ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'অক্ষর চৌতিশা' পুথিটির হাতের লেখা বেশ জটিল। পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত এবং এটি ১১৩ বছরের প্রাচীন। ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথির অবস্থাও ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীনমগনেশায়।
আদি অনাদি নম দেব নিরঞ্জন ।.
ভুমিতে পড়িয়াব নম শ্রীগুরুচরণ ৷৷
আজি শে য়িশ্বর গুরু আজি শে প্রধান।
আজি বানি ভক্তের কিয়াচে ধ্যান ৷৷.
....।
....৷৷.
খাইতে খাইতে আর প্রভাতে উঠিতে ।
আজি ঠিক হইবে জার দেখিব শাহিস্কাতে ৷৷
কি লহি আশিলাম ভবে কি ন দিয়া জাহিব ।.
আঁজিবা বিনাস আমি কেমনে পার হইব ৷৷.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৬/B।

শিরোনাম:জ্ঞানচৌতিশা। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৫। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীরামকান্তদাস। লিপিসন:১২৪১ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭.২×১২.৭ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৯৪৬/B' সংখ্যক পুথিটি 'জ্ঞানচৌতিশা'। এতে লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠায় এটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথিটি লিপি করা হয়েছে ১২৪১ সালে অর্থাৎ ১৭০ বছর পূর্বে এবং এর লিপিকর শ্রীরামকান্তদাস। পুথির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী রাধা কৃষ্ণায় নম য়থ জ্ঞান চৌতিশা ৷৷
কদাচিত্ত না ছারিয় য়াপনারজন ।.
কুটুম্ব য়াধিন হৈলে জিবন বিফল ।.
কুছিত য়াচার কর্ম কভু না করিয় ।.
কুবুদ্ধি লোকেরে কভু ইষ্ট না বলিয় ।.
খর কথা না কহিয় সভার সাক্ষাত ।.
খেদ হৈয়া উপক্ষিয়া না কর বিবাদ ।.
খেমা দিয়া জৌবন রাখিয় পরম সুখে ।.

সুনতা বারাইলে পুন হাসিবেক লোকে ।.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

হরি পার কেহ নাহি তরাইতে ভব।
হরিহর ব্রহ্ম এক করহ ভাবন।
য়ন্তকালে মুর্ত্তি তাকে দেখে নারায়ন ।.
ক্ষেমা শান্তি জে পুরুশের শরিরেতে সয়ে ।.
...................তার সর্ব্বলোকে কয়ে ।.
ক্ষেনেক প্রকারে জেহি করিবারে চায়ে ।.
খনেক য়াচার হেন বুজি য়ভিপ্রায় ।.
ইতি জ্ঞান চৌতিশা পুস্তক সমাপ্ত।
ইতি সন ১২৪১ সন তারিখ ৭ পৌষ
রোজ রবিবার সঅক্ষর মিতি শ্রীরামকান্ত দাষ ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৭।

শিরোনাম:মহাভারত। লেখকেরনাম:গোপীনাথদত্ত। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৪৭। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২০৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৮×১২ সে.মি.।

'৯৪৭' সংখ্যক পুথিটি মহাভারতের অংশ বিশেষ। লেখক 'গোপীনাথদত্ত'। ১ থেকে ৪৭ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। তবে লিপিসনের উল্লেখ রয়েছে ১২০৮ সাল। অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ২০৪ বছরের প্রাচীন। পুথিটি লিপিকরা হয়েছে তুলট কাগজে। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ছেঁড়া হলেও সম্পূর্ণ পুথির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমোগনেসায়:॥
নারায়নং নমস্কৃতং নরোশ্চৌবং নরোত্তমং দেবিং
সরস্বতি ব্যাস..................................॥
ভারথের পুন্য কথা অমৃতন।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি ॥
সঞ্জয় বোলে রাজা সুনহ অখর।
অপরাজ কহি সুন তাতে দিয়া মন ॥
অভিমর্ন্য মরন সুরিয়া সুরপতি।
জয়ন্ত পাঠাইল আরঐরাবত হাতি ॥
দেবতা গন্দর্ব্ব আর জতেক অপছরি।
অভিমন্য লইল ঐরাবতের উপরি ॥
নাচএ নিত্য কিসব গাইনে গাহে..।
প্যরিজাত পুস্প বিষ্টি ধুমধাম বাজিত ॥
মুনিগন মিলিয়া করএ জয়বাদ।

পুষ্প লই চন্দনে করএ আসির্ব্বাদ ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ধৃতরাষ্ট্রে বোলে সুত ইকি বিপরিত।
নারি যুদ্ধে হত হইল জয়দৃত ॥
বুজিল কুসল নাহি পাপ দুর্জোধন।
অকারনে যুদ্ধ করে মিত্যুর কারন ॥
পাণ্ডবে পাইব রাজ্য জানি নিশ্চএ।
অকারণে আসা করে পুত্র মহাসএ ॥
তার পরে কি হইল সুনরে সঞ্জয়।
সুনিয়া বিপদ কথা সরির দহএ ॥
সঞ্জয় বোলেন সুন রাজা কুরু...।
মধুমাসে মিষ্ট জেন................॥
সঞ্জয় বোলেন সুন রাজা মহাশএ।
অতি বিড়ম্বন কথা সরিরে না সহএ ॥
জয়দ্রেত মোহ দেখী সুভদ্রা তখন।
চুলে ধরি বান্দে তারে রথ চাকাসন ॥
রথ লইয়া গেল দেবি রুক্মিনি নিকট।
দেখীয়া দ্রোপদি আদি হাসে খট ২ ॥
ইতি দ্রোপদি যুদ্ধ সমাপ্ত:-

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৮।

শিরোনাম:গৌরাঙ্গসন্ন্যাস। লেখকেরনাম:নরোত্তমদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীগোবিন্দমিত্র। লিপিসন:১২২২সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৯×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৯৪৮' সংখ্যক পুথির নাম 'গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' এবং এর বিষয়বস্তু বৈষ্ণব দর্শন। পুথিতে ১ থেকে ১৮ সংখ্যক পত্র রয়েছে। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো। তবে প্রত্যেক পৃষ্ঠার মধ্য অংশ ছেঁড়া। এ কারণে পুথির মধ্য অংশের লেখা লুপ্ত হয়ে গেছে। পুথির লিপিকর শ্রী গোপিনাথমিত্র এবং লিপিসন ১২২২ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ১৮৯ বছরের প্রাচীন।

প্রাচীন পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণায়নম ॥. অথ সন্যাস ॥.
শোনহ ভকতগন করহ শ্রবন।
যে রূপে করিলা গৌর সন্যাস গ্রহণ ॥.
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া জাবে নদিয়া হইতে।.
নিমাভাগে লক্ষ্মি দেবি লাগিল কান্দিতে ॥ধুয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া জাবে অলক্ষ্মি প্রবেশ হবে।
লক্ষ্মি য়লক্ষ্মির কথা সুনিয়া মানিনি।.

কান্দিতে২ গেল জথা সচিরানি ॥
শোন২ সচিমাতা নিবেদন করি।
নদিয়া ছাড়িয়া গৌর হবে দন্ত ধারি ॥ধুয়া ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

অদ্বৈত ঘরনি কান্দে: কেসাবস নাহি বান্দে।
প্রভুর বলি ডাকে উচ্চস্বরে।
............নিত্যানন্দসঙ্গে: আপনা কির্ত্তনরঙ্গে
আর কে নাচিবে মোর ঘরে ॥
অবধৌত বিশ্বম্বরে:.........................
করে হাহাকার ॥
এবে কেন দুইটি ভাই: কি দোশে ছাড়িয়া জাই:
শান্তিপুর করিআ আন্দার ॥
নদিআনিবাসিজত.......... তারাকান্দে অবিরত
লেটাইয়া২ খিতিতলে :
....
....
ইতি শন্যাস গ্রহন্ত সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৪৯।

শিরোনাম:শনিরপাঁচালী। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাঁচালী। পত্রসংখ্যা:১-৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৬২সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭.৫×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত পুথিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের। এটি ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে লিপি করা হয়েছে। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট এবং আধুনিক। ১ থেকে ৪ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। পুথির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীদুর্গা:সনির পাচালী: লিখিত ॥
প্রনামহ সনিদেব ...... নন্দন।
ইন্দ্রয়াদিবে বন্দি জত মুনিগন ॥
তারপরে বন্দিয়ামী লক্ষি সরেস্বতি:
........গনেস বন্দি দেবি ভগবতি:
তার পরে বন্দি শ্রী গুরুচরন:
সনির পাচালি কিছো করিব রচন ॥
পূর্ব্বকালে য়াছিলেক দারিদ্র ব্রাহ্মণ:
ভিক্ষার লাগীয়াগেল রাজার সধন:
ব্রাহ্মণ দেখীয়া রাজা বোলীল তখন:
য়ামার বালক তুমী পঠা ব্রাহ্মণ:

সন্তি করি বিপ্র গেল য়াপনার ঘরে:
পরদিন সেই দিজ য়াসিল সত্তরে:
রাজা বোলে জায় বিপ্র পাঠশালা ঘরে:
বলেক পঠাএ দিজ য়াসিতে জাইতে:

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সেই দেশে য়াছিলেক ডোমের কুমাড়ি:
নানাগুন ধরে সেই রূপে বিদ্যাধড়ি:
মানস করিল সেই সবার গোচর:
মোকে বিবা করে জদি সাধুর কুহক:
তাবেসে পুজিব শনি নানা দৰ্ব্বো দিয়া:
শনির কৃপাএ সাধু মিলিলে য়াশিয়া:
বিবাহ করিল সেই ডুমের কুমাড়ি:
শনিদেব পুজা করে...............॥
হইল শনির পূজা সকল সংসারে ।
করিলে শনির পূজা ধনে পুত্রে বাড়ে ॥
শনিদেব পুজিলে শনির ভএ নাই:
শনির পৃতে হড়ি২ বোল সৰ্ব্বভাই:
ইতি সন ১২৬২...................॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫০ ।

শিরোনাম:রাইরাজা। লেখকেরনাম:বংশীদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:৬। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২১ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭×১৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৯৫০' সংখ্যক পুথির নাম 'রাইরাজা' লেখক 'বংশীদাস' এবং বিষয়বস্তু 'বৈষ্ণব কাব্য'। ৬ পত্রে পুথিটি সম্পূর্ণ। এটি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লিপি করা হয়েছে অর্থাৎ পুথিটি ১৯১ বছরের প্রাচীন। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধা কৃষ্ণায় নম ॥ অথ রাই রাজা ॥
বৃন্দাবন মাজেতে সকল সখীগন।
তাহার মৌদ্ধে সোভা করে শ্রীনন্দের নন্দন ॥
বিনোদিনি রাধিকা সুভিত শ্যামের বামে।
রূপ হেরি মুরচিত কত কুটী কামে ॥
শ্যাম অঙ্গে পরসিতে রাধিকা বিভোল।
মুরছি পড়য় ধনি নাগরের কোল ॥
রাধারে মুৰ্চ্ছিত দেখী সুনাগর হরি:
রাধার হিয়ার হার নাগরে কৈল চুরি ॥
গজমতি হার নৈল নন্দের নন্দন।

কহে বংস্বির মুরতি পাইলা চেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাই হিয়ার পানে চায়।
কাচলি উপরে হার দেখীতে না পায় ॥
রাধিকা ধরিয়া বোলে ললিতার হাতে।
নিধু বনে হার চুরি হইল আচম্বিতে ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ব্রাহ্মনের বেস ধরি নন্দের নন্দন।
রাধার জৌবন দান করিলা গ্রহণ ॥
পুরহিত ললিতা বিসখা অদিষ্টতা।
মন্ত্র পটি করে দান.........ভানুসুতা ॥.
জেবন করিলা দান কৃষ্ণের পিরিতে।
এহি মন্ত্র পাঠে রাই হাসিতে ২ ॥
তিল তুলসি দিয়া হরিস অন্তরে।
ভাগ্যবতি রাধিকা জৌবন দান করে ॥
স্যামের দক্ষিন করে তিল জল দিয়া।
আপনার দেহ দিলা কৃষ্ণে সমর্পিয়া ॥
হাসি রসবতি বোলে মধুর বচন।
দানের দক্ষিনা দেও সর্ব্ব মুনিগন ॥
সর্ব্ব দোস ক্ষেমা করি করিবা পালন।
বংস্বিদাসে বোলে মোর এই নিবেদন ॥১২॥
ইতি রাইরাজা গ্রহন্ত সমাপ্ত
সহস্কর শ্রীরাম মোহন মিত্র সাকিম দেওভোগ
ইতি সন ১২২১ সন-

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫১।

শিরোনাম:কোকিলসংবাদ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৯.৫×১৩ সে.মি.।

'৯৫১' সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ১২ পত্রে সম্পূর্ণ। পুথির নাম 'কোকিল সংবাদ। লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লেখা, পুথির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ছেঁড়া। পুথিটি আনুমানিক ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণায়নম ॥:
য়থ কোকিল সম্বাদ লিক্ষতে ॥:
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ য়ার ভক্তগন।
ভূমিগত হৈয়া বন্দ মুই তিন চরন ॥:
কহিতে য়নন্ত লিলা কাহার সকতি ।:

য়তি মুড়মতি য়ামি না জানি ভকতি ॥:
য়জ্ঞান দেখিয়া জদি প্রভুর কৃপা হএ।:
কহিব কুকিল সম্বাদ য়তি রসময় ॥
কৃষ্ণ ছারি গেল জদি মথুরা নগরি।
বৃন্দাবনে রাধিকা কহিল একাস্বরি ॥
জত পুস্প লতা ছিল........... হইল।
সুনিয়া কুকিল পাখি কান্দিতে লাগিল ॥
নিবান্দবা হইল সকল বৃন্দাবন।
ভূমিতে পরিয়া রাধা হৈল য়চেতন ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

দণ্ডবত করিয়া কুকিল পাখি গেল।
রাধাকৃষ্ণ দুই জন বৃন্দাবনে রৈল ॥
রাধিকা বোলেন কৃষ্ণ ভান ঠাকুরুন।
য়ামাকে ছারিয়া তুমি ছিল কোন ভাল ॥
য়ার স্থানে জাও জদি য়ামারে ছারিয়া।
তুমি বৃক্ষ য়ামি লতা রহিব ধরিয়া ॥:
তবে জদি ছার মোরে য়পরাধ দেখিয়া।
পতিত পবন নাম ধর কি লাগিয়া ॥
কৃষ্ণ বোলে রাধা তুমী য়ামার জিবন।
তোমাকে ছারিয়া য়ামি না জাব এখন ॥
তবে জদি কোন খানে জাই জদি য়ামি।
তোমার য়ামার ভিন্ন না জানিয় তুমী ॥.
আগে রাধা পাছে কৃষ্ণাহার কারণ।
কৃষ্ণানন্দে হরি২ বল সর্ব্বজন ॥
রাধাকে ছাড়িয়া জদি কৃষ্ণ নাম লএ।
য়মৃত ছারিয়া জেন গরল ভক্ষএ ॥:
কুকিল সম্বাদ কথা য়তি রসময়।:
সংক্ষেপে .... ভক্তি লভ্য হএ॥
ইতি কুকিল সম্বাদ সমাপ্ত ॥:

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫২।

শিরোনাম:বংশিসংবাদ। লেখকেরনাম:আকিঞ্চন দাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫.৫×১২ সে.মি.।

'৯৫২' সংখ্যক পুথিটি 'আকিঞ্চন দাস' রচিত 'বংশিসংবাদ'। বৈষ্ণব ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে পুথির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। পুথির লিপিকর ও লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথির

অবস্থা ভালো। তবে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার মধ্য অংশ গাঢ় রং হয়ে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠার মধ্য অংশ গোল হয়ে ছেঁড়া শেষ পৃষ্ঠার মধ্য অংশে লেখা মুছে গেছে।। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ য়থ বংসি সম্বাদ ॥
রাই বোলে প্রাননাথ সোনহ বচন।
খেলাইব তোমার সঙ্গে সাদ য়াছে মন ॥
কোন খেলা খেলাইব কহো য়হে স্যাম।
রত্নে জড়িত পাশা য়তি য়নুপাম ॥
হারি জিনি করি দির্ব্ব নিকটে রাখিব।
জিনিলে সে দির্ব্ব নিব হারিলে য়ামি দিব ॥
রাই বোলে শোন য়হে নাগর পণ্ডিত।
বুজিয়া কয়হ পন জে হয়ে উচিত ॥
রসেতে য়াবেশ হইয়া: প্রাণনাথের মুখ চাইয়া:
কহিয়াছে রসবতি রাধা।
ধর মোর বেসর: য়াপনা আঞ্চলে কর:
মোহন মুরুরি রাখা বান্দা ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

মুরুরি সিখিবে কি বিনোদিনি রাই।.
সোনার বরন মুখে বাশি বাজে নাই ॥
সোনার বরন রাই তবে কনে কর।
ধড়ায়াটি বান্দ রাই পিতবাস পৌর ॥
ধড়ায়াটি বান্দ রাই চুড়া পৌর মাথে।
খিলাইব য়ামি তোকে বাশি দিয়া হাতে ॥
এখনি শিখাব বাসি ধর বাম হাতে।
বাকা হইয়া দাড়াইলে....................॥
বাকা হও বাসি লও ফুক দেও মুখে।
বাকা মপ্যে য়ারি নাম রহুক তোমাকে ॥
সুনিয়া হাসিয়া কহে বিনোদিনি রাই।
থাকুক বেনু বাশিটি শিখার কাজ নাই ॥
তবে রাই স্যামের বাশিটি দিল করে।
অকিঞ্চনে বোলে স্যাম য়ানন্দ য়ন্তরে ॥
রাধা কৃষ্ণ লিলা খেলা সুনে জেবা জন।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডি জায় বৈকুণ্ঠ ভূবন।
ইতি বংসি সম্বাদ সমাপ্ত ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫৩।

শিরোনাম:মোহমুদগর। লেখকেরনাম:পরশুরামদাস। বিষয়:পুরাণ। পত্রসংখ্যা:১-২২। সম্পূর্ণ। লিপিকর :অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫.৫×১১.৫ সে.মি.।

'৯৫৩' সংখ্যক পুথির অবস্থা ভালো। পুথিটি লিপিকরা হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের অবস্থা ভাল তবে পৃষ্ঠায় চারপাশ ছেঁড়া। প্রাপ্ত 'মোহমুদগর' পুথিটি 'পরশুরাম দাস' রচিত। পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে পুথির আখ্যান গড়ে উঠেছে। পুথিটি সম্পূর্ণ। এর লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান করা যায় যে, পুথিটি ২০০ বছরের অধিক প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

য়ত মুদগর উপক্ষা ॥.
কপট করিয়া ভক্ত কৃষ্ণ দন্ড করি ।.
পরসুরাম দাশে কহে কৃষ্ণ নমস্কারি ॥
কেশব চরিত্র কথা দেখাইল য়র্জ্জুনেরে ।.
সেই কথা মহাশয় দেখাও আমাকে ॥
এতেক সুনিয়া বোলে দেব নারায়ন ।
কহিব বৈকুন্ঠ কথা....................॥
ভারথের মধ্যে পড়িলেক সুভদ্রানন্দন ।
চক্রকরি জায় ধ্রাত করিল নিধন ॥
পুত্র সোকে ধনঞ্জয়ে আকুল হইল ।
মায়া করি মহা প্রভু তাকে বুজাইল ॥
তার চিত্য নিবারিতে শ্রী ভগবান ।
কহিতে লাগিল কথা য়র্জুনের স্থান ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

পরমার্থ ভাবে বসিলা নারায়ন ।.
সকলে মিলিয়া পুজে কৃষ্ণের চরন ॥.
আনন্দে শকলে বসি হরি২ বোলে ।.
কৃষ্ণ য়বশেশে তবে প্রশাদ বাটীল ॥
.... হইল পরে কৈল আচমন ॥
সকলে প্রণাম কৈল কৃষ্ণের চরন ॥
তা সভার সঙ্গে কৃষ্ণ বিদাএ হইলা ।
পার্থ সঙ্গে তথা হতে দেশেতে চলিলা ॥
ধাতক দেখিয়া য়র্জুন দন্ডবত হইলা ।.
তবে কৃষ্ণ ওষ্ঠ হইয়া য়র্জুনেরে কোল দিলা ।
য়র্জুনের মায়া মোহ সকল হইল পাত ।.
আপনে দ্বারিকা গেএি জগত নাথ ॥
ইতি মহামুদগর পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫৪।

শিরোনাম:রাধিকারবারমাসি। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীভানোনাথদাস। লিপিসন:১২৫৪সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৭.৫×১২.২ সে.মি.।

প্রাপ্ত '৯৫৪' সংখ্যক পুথিটি একটি 'বারমাসি' কাব্য। রাধিকার বার মাসের দু:খ যন্ত্রণার বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এ কাব্যে। চার পত্রে পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথির লিপিকর 'শ্রীভানোনাথ দাস' এবং লিপিসন '১২৪৫' সাল অর্থাৎ পুথিটি ১৬৭ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধা কৃষ্ণায় নম ॥
য়থ রাধিকার বারমাশি ॥
কান্দে রাধ চন্দ্রমুখি দিবশ রজনি।
গোবিন্দ ছাড়িআ গেল মুই য়ভাগিনি ॥
বৈশাখ মাসের দুক্ষ সুন দিয়া মন।
আমারে ছাড়িআ গেল শ্রীনন্দের নন্দন ॥
কে মোর কাড়িয়া নিল গজমতি হার।
তোমার রাতুন পদ না দেখিব আর ॥
চিন্তাএ আকুল মুই হইল বিখল।
য়ভাগি রাধার চক্ষু কত আছে জল ॥
ভ্রমরা......... করে মৌউরে পেখম।
বৃন্দাবনে নাহি সুনি কুকিলার পঞ্চম ॥*॥
জেষ্ঠ মাসের দুক্ষ বি কহিব কারে।
আমারে রাখিআ গেল দুক্ষের মাজারে ॥
কান্দিতে ২ আমার তনু হইল শেশ।
আমার মরন কালে প্রভু ভিন্ন দেস ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

প্রাণনাথ না দেখিআ মোর প্রান ফাটে।
পিরিতের ভরাভরি রাখিলাম ঘাটে ॥
শয়নে সপনে আমি দেখি শ্যাম রায়।
জাগিতে২ কৃষ্ণ কেবা লইআ জাএ ॥
জথা চৈত্র মাসের দুক্ষ ফুটে চাপার কলি।
দুখে মর কাল জিনি বিদরে মোর প্রাণি ॥
মাধবির কাল পুস্প ফুটে থাক ২।
কাহারে জোগাব পুস্প গোবিন্দ নাহি মোর ঘরে।
গৃহে জাইতে নারি আমি কৃষ্ণ নাহি ঘর।
....॥
দিবা নিসি ভেদ নাই রাধার কর‍্যনা।
নয়নের জল জেন সমান জমুন।॥
জানিআ রাধার ভাব করিল পরি প্রাণ।

য়নুরাগ করি কৃষ্ণ রাখিল রাধার প্রাণ ॥
বৃন্দাবনে নিকঞ্জে রহিল রাধা কৃষ্ণ।
মিলন হইআ........................
ইতি শ্রী রাধিকার বারমাস সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২৪৫ তারিখ ৩ শ্রাবন
শ্রী ভানোনাথ দাস ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫৫।

শিরোনাম:শ্রীকৃষ্ণঅষ্টোত্তরশতনাম। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণব কাব্য। পত্রসংখ্যা:২পত্র। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ:৩৬.৫×১২সে.মি.।

'৯৫৫' সংখ্যক পুথিটি ২ পত্রে সম্পূর্ণ। পুথির নাম 'শ্রীকৃষ্ণঅষ্টোত্তরশতনাম' বিষয়বস্তু বৈষ্ণবকাব্য। পুথিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি কিন্তু লিপিসন ১২২২ সাল এর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ পুথিটি ১৯০ বছরের প্রাচীন। এটি তুলট কাগজে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:
শ্রীরাধা কৃষ্ণানম: অথ শ্রীকৃষ্ণশতনাম লিখতে ॥
গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ দেব দামোদর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করূনা সাগর ॥
জয়বাবা গোবন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রী রাধার প্রানধন সুনন্দ মুড়ারি ॥
নন্দেরনন্দন বনে নিকুঞ্জ বেহারি।
বংশি বদন শ্যাম সুন্দর গোবৰ্দ্ধনধারি ॥
হরিনাম বিনেরে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফল জনম জায় বৈয়া দিনে ২ ॥
দিনজাবে মিছা কাজে আএ জাবে নিন্দ্রে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরনার বিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে শংশারেত আইলা।
মিছা মায়াতে মজীয়া মুর্খ হইয়া রহীলা ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:
দারিকা দারিদ্রনাথ দারিদ্র ভঞ্জন:।
দশ্রামহে দ্রোপদির লজ্যা নিবারন:॥
শরূপে সভার হএ গোলোক বশতি ।:
বৈকুণ্ঠ খিরোদ আর কমলার পতি:॥
বাসুদেব বিশাখর গোবৰ্দ্ধন ধারি ।:
ত্রিভঙ্গ গন্ধনের চান্দ মোহোন মুরারি ॥
রশ মহে সরি সুনাগর অনুপাম ।:

নিকুঞ্জ বেহারি হরি নব মনেশ্যাম ॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর ।:
তারক ব্রহ্ম শোনাতন পরম ইশ্বর ॥
কল্পগুরূ কমল লোচ হৃশিকেশ ।:
পতিত পাবন গুরূ বিদ্ধ্যা উপদেষ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাউত্তর জৎ পঠেত ।:
ইতি সন ১২২২ শা তারিখ ১২ জৈষ্ঠ
রোজ বৃহশপতিবাড় ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫৬।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণপাঁচালী। লেখকেরনাম:দ্বিজরামকৃষ্ণ। বিষয়:পাঁচালী। পত্রসংখ্যা:১-১২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরামলোচন। লিপিসন:১২৫০সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ:৩৯×১৩.২সে.মি.।

'৯৫৬' সংখ্যক পুথিটি 'সত্যনারায়ণপাঁচালী' লেখক 'দ্বিজরামকৃষ্ণ'। পুথিতে ১ থেকে ১২ সংখ্যক পত্র রয়েছে। তুলট কাগজে এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। লিপিকরের হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন। পুথিটি ১৬২ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নম নম নিরাঞ্জন পুরুস প্রধান ।.
স্রিষ্টী স্থিতি প্রলএ জে জাহার য়বধান ॥.
সৌত্তজে গে হোমাপ্রভু সৌত্ত নারায়ন ।.
য়নন্ত ব্রহ্মন্ড ইতি জাহার স্রিজন ॥.
কলী জোগ হতে হইল সৌত্ত য়বতার ।.
ধর্ম্ম রাজা সুদিষ্টীএ করিল প্রচার ॥.
কলীর মোচন জদি করিল নারায়ন ।.
কড় জোড়ে জীজ্ঞাসিল পাণ্ডব নন্দন ॥.
কহ কহ নারায়ন প্রভু শুন নিদি ।.
কলি য়বতার জোগ করিলা হেন বিদি ॥.
দুষ্ট কলি য়বতার দেখিতে লাগে ভএ ।.
কহ কহ নারায়ন কৃষ্ণ মোহাসএ ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সেইত প্রশাদ তবে পড়িয়া ছিল জথা ।.
নড় দিয়া সুবতী চলীয়া গেল তথা ॥.
সিগ্র করি খাহিলেক সেইত প্রসাদ ।.
মুখে দিয়া বোলে প্রভু ক্ষেম য়পরাদ ॥.
এই রূপে ক্রেপা জদি করিল নারায়ন ।.
স্বামী সঙ্গে ভাসে নৌকা সেই ধনে জন ॥

স্বামীকে দেখীয়া কৈন্নায়.......গেল বেথা ।.
সদাগর য়ানন্দিত দেখীয়া জামাতা ॥
সসুর জামাতা দুই পুরি মৌদ্ধে গীয়া ।.
সৌত্তকে মোহা প্রভু পুজীলেক গীয়া ।.
দ্বিজরাম কৃষ্ণে কহে সুন শর্ব্বজন ।.
সর্ব্বত্রে দেয় বর সৌত্ত নারায়ন ॥
ইতি সৌত্ত নারান পাচালী সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ শ্রাবন ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫৭ ।

শিরোনাম:রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড)। লেখকেরনাম:অদ্ভুতাচার্য্য। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-২৭। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ: ৩৭.৫×১২.৫সে.মি.।

'৯৫৭' সংখ্যক পুথিটি রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড'। এত লব ও কুশের যুদ্ধ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুথিতে লেখকের নাম গঙ্গাদাসসুত অদ্ভুতাচার্য্যের নাম উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ভনিতা অংশে কৃর্ত্তিবাসের নাম পাওয়া যায়। পুথিটি ১ থেকে ২৭ পত্র সম্বলিত এবং খণ্ডিত । যে কারণে লিপিকর এবং লিপিসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমো শ্রী গনেসায় নম নারায়ন নমকৃিং নরঞ্চেব......
....
....
.... সমাপ্ত ॥
সম্পূর্ণ সময় গর্ভ সোভা জোগভাল।
প্রসবিল সিতার দুই জমক ছাওআল ॥
বদন সম্পূর্ণ নাসিকা হস্ত বদ কর।
সিস্যে গিয়া জানাইল মোনির গোচর ॥
সিতার গরে জন্মিআছে দুইটি কোঞঁর।
বার্ত্তা পাইয়া হরিস হইল মোনিবর ॥
সর্ত্তরে চলিয়া গেলা সিতার গোচর।
দেখিয়া হরিস বড় হইলা মোনিবর ॥
একহাতে কোস পত্র আর হস্তে জব।
এহি হেতু নাম থুইল কোস আর লব ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ অংশ থেকে পাঠ:

জার জেহি অলঙ্কার পৌরাও নিয়া তথা।
রামচন্দ্র হেন প্রভু পড়িআছে জথা ॥
ধনু লৈয়া কাক ছিল রাখহ সত্তর।

আন নজানিয়া এথা সিতা মাগে বর॥
কুন্ড সাজাইল সীতা মরণ নিশ্চয়।
তাহা দেখি লব কুস ভাবিল হৃদয় ॥
পিত্রি বদ হৈল আগে পাছে মৈল মাতা।
অনাথ হইল মরা দাড়াইবো কথা ॥
এহি কথা দুই ভাই মনেত ভাবিয়া।
দুই কুন্ড সাজায় দুই ভাইর লাগীয়া ॥
লব কুস কুন্ডের কথা কেহ না সুনিল।
প্রদক্ষিন করিতে সিতা রাম প্রণামীল ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫৮।

শিরোনাম:লক্ষ্মণচন্দ্রকলাবিবাহ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-১৫। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ: ৩৭×১২.৫সে.মি.।

'৯৫৮' সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ১৫ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পুথি। পুথির নাম 'লক্ষণচন্দ্রকলাবিবাহ'। রামায়ণের ঘটনাংশকে উপজীব্য করে পুথি। বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। তুলট কাগজে লিপিকৃত পুথিটির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কিছু কিছু লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পুথিতে লিপিকর ও লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে পুথিটিকে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন মনে হয়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাম চন্দ্রায়নম ॥ অথ চন্দ্রকলার বিহা ॥
রাম রাম প্রভু রাম জিবের জিবন।
জে রাম স্বরনে হয়ে পাপ বিমোচন ॥
প্রথমে বন্দিব রামের নিলকান্ত তনু।
দক্ষিণে দুর্জয়েশ্বর বামে দির্ব্ব ধনু ॥
বন্দনা করিব রামের.............. কেশ।
দুর্ব্বাধনে শ্যাম তনু নবিন বএশ ॥
বন্দনা করিব রামের ভুরূ দুই গোটা।
বিকশিত পদ্য জেন নয়ানের ছটা ॥
বন্দনা করিব রামের কৌশল্যা জননি।
জাহার উদরে রাম জন্মিলা য়াপুনি ॥
বন্দনা করিব রামের দশরথ পিতা।
শ্রী রামের জানকি বন্দম চন্দ্রমুখি সিতা ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

বিবাতে দুই ভাই মোর দেখা পাইল।
পুত্র হেন রঘুনাথে য়ামাকে বলিল ॥

সমুদ্র বান্দিয়া কৈল সর্ব্ব শৈন্য পার।
পুরিয়া শকল লঙ্কা কৈল ভস্বকার ॥
কতবা কহিব য়ামি য়াপনা বিক্রম ॥
দেবরাজ কেহ নহে মোর শম ॥
এহি পরিচয়ে আমি দিল পদতলে।
ইসব সুনিয়া কন্যা হরসিতে বোলে ॥
তবে কন্যা বন্দিলেক স্বামির চরণ।
প্রেমভাবে য়ালিঙ্গন দিলেন লক্ষণ ॥
প্রেমেতে মজিয়া মন সুরতি ভুঞ্জিল।
নানা য়শ্র জত ইতি কন্যাএ জানাইল ॥
প্রভাত হইল রাত্রি উদিত পবন।
আশিয়া মিলিল সৈন্য করিয়া গমন ॥
শিগ্রগতি সুবরাজ শভাতে মিলিল।
ইন্দ্রেকে.............. করি বিদাএ হইল ॥
ইতি লক্ষণ চন্দ্রকলার বিবাহ সমাপ্ত ॥
ইতি শন ১২৩২ তারিখ ১১ য়ার্শ্বিন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৫৯।

শিরোনাম:রামায়ণ(সুন্দরকান্ড)। লেখকেরনাম:অদ্ভুতাচার্য্য। বিষয়:রামায়ণ। পত্রসংখ্যা:১-৩৭,৩৯-৪৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীজয়গোবিন্দনন্দিদাস। লিপিসন:১২২২সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Hand madepaper। পরিমাপ:৩৮.৫×১৩.২সে.মি.

'৯৫৯' সংখ্যক পুথিটি ১৯০ বছরের প্রাচীন। এটি রামায়ণের 'সুন্দরকাণ্ড' এবং লেখক অদ্ভুতাচার্য্য। প্রাপ্ত পুথির পত্রসংখ্যা ১-৩৭, ৩৯-৪৮। অর্থাৎ ৩৮ সংখ্যক পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। ৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে ২৫ সংখ্যক পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাগজের নিচের অংশ পোকায় কাটা। পুথির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীগুরুবেনম ॥
অথ সুন্দরাকান্ড লিক্ষতে ॥:
বেদে রামায়ণে চৌ...............॥
....॥
প্রণমহু রঘুনাথ ত্রিভুবন সার।
জাহার স্মরণে হএ পাতকি উদ্ধার ॥
কসল্যা নন্দ রাম জানকি জীবন।
দুর্ব্বাদিল স্যাম রাম কমললোচন ॥চ॥
সঙ্ক চক্র...........................॥
পুনি ২ প্রণমহু রাম রূপ হরি ॥
আদ্য খন্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিহা।
অজধ্যাতে গেল রাম ভরথকে রাজ্য দিয়া ॥

অরণ্যাতে সীতা হরি নিল দসানন।
কিস্কিন্দাতে মীত্র নব্য বালির নিধন ॥
সুন্দরাতে সেতু বন্দ কঠক হৈল পার।
লঙ্কা কাণ্ডে রাবণ রাজা স্বংসে সংহার ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সুবর্ণ পর্ব্বতে রাম হরসিত হৈয়া।
জুক্তি করে রামচন্দ্র জাম্মুবান লৈয়া ॥
সিতা দেবি সুনিলেক রাম হৈল পার।
সড়মাকে পক্ষি করি পাঠাএ জানিবার ॥
আচম্ভিত আসি পক্ষি হইল গুচর।
হরসিত হৈল দেখী রাম গদাধর ॥
কহিলেন বার্ত্তা গিয়া সিতা দেবি স্থান।
হরসিত হৈল সিতা স্থির কৈল প্রাণ ॥
"অদ্ভুত আচার্জ্য কবি"
অদ্ভুত আচার্জ্যে কহে শ্রীরাম চরিত্র।
সুন্দাকান্ডে কহিলেক সুন্দর চরিত্র ॥
পার হৈআ বানর গণে করে সিংহনাদ।
বার্ত্তা সুনি রাবন রাজা ভএত প্রমাদ ॥
সুবর্ণ পর্ব্বতে কৈল রাম................ ।
সুন্দা কান্ড সমাপ্ত হইল রসমএ ॥
এহি হনে সুন্দা কান্ড হৈল সমাপন।
লঙ্কা কান্ডের কথা সুন দিআ মন ॥
সুনহ পাঠক সব করি নিবেদন।
পদভঙ্গ হৈলে সবে করিবা রচন ॥
পাঠক সভেকে বলি মীনতি করিয়া।
মাত্রাপদ হিন হৈলে দুস না লইবা ॥
জত্ন করি লিখীআছি করি প্রাণ পন।
.................বাজে সুন সর্ব্বজন ॥
ভিম স্যাপি রণে ভঙ্গ মনিলাঞ্চ মতিভ্রম:
জথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিখক
নাস্তি দুসক ॥
স্বয়ক্ষর মীদং শ্রীজয় গোবিন্দ নন্দি সাং
শরাইল ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬০।

শিরোনাম:নিমাইসন্ন্যাস। লেখকেরনাম:ত্রিলোচনদাস, বাসুদেবঘোস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২০। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৪১ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmade paper। পরিমাপ:৩৯.৫×১৩.৫সে.মি.।

'৯৬০' সংখ্যক পুথিটি 'ত্রিলোচন দাস' এবং 'বাসুদেব ঘোষ' রচিত 'নিমাই সন্ন্যাস'। পুথির বিষয়বস্তু বৈষ্ণব সাহিত্য। ১ থেকে ২০ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রীরাধা কৃষ্ণায়নম য়থ নিমাই সন্নাস ।.
সোনহ ভকতগন করহ শ্রবণ ।.
জেরূপে করিল গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ ।
গৌরাঙ্গ ছারিয়া জাবে নদিয়া হইতে ।.
নিশা ভাগে লক্ষি দেবি লাগিল কান্দিতে ॥ ধ্রু ॥
গৌরাঙ্গ ছারিয়া জাবে য়লক্ষি প্রবেশ হবে ।
লক্ষি য়লক্ষির কথা সুনিয়া মাল্যানি ।.
কান্দিতে২ গেল জথা সচিরানি ॥.
সোন ২ সচিমাতা নিবেদন করি ।.
নদিয়া ছারিয়া গৌর হবে দন্ডধারি ॥
গৌরাঙ্গ ছারিয়া জাবে নদিয়া য়ান্দার হবে ।
সন্যাস করিব পুত্রে সোনে সচিমাতা ।.
স্তব্ধ হৈয়া বৈসে রাণি মুখে নাহি কথা ॥.
য়াকাস ভাঙ্গিয়া পরে মস্তক উপর ।.
য়চেতন হৈল সচি মুর্চ্ছিত য়ন্তরে ॥.

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

সচিমাতা প্রবোদিয়া তার পদধুলি লৈয়া
নিরল্পক্ষে জাত্রা প্রভু কৈল ।.
এরূপ কান্দিয়া বলে গৌর জাবে লিলাচলে ।
শান্তিপুরে ক্রন্দন করিল ॥.
............মুরলি কান্দে কেসবেস নাহি বান্দে
প্রভু বলি ডাকে উচ্চস্বরে ॥.
করি নিত্তানন্দ সঙ্গে য়াপনা কির্ত্তন রঙ্গে
য়ার কে নাচিবমোর ঘরে
য়বধৌত বিশ্বাক্ষর নরহরি গদাধর
কত রূপে করে হাহাকার ।.
............দুইটি ভাই কিদোসে ছারিয়া জাই
শান্তিপুর করিয়া য়ান্ধার ॥
নদিয়া নিবাসিজত তারা কান্দে য়ভিরথ
লোটায়া২ খিতিতলে ।
বাসুদেব.........বানি গন্ধনে হইল জদি
তেমতি হইল শান্তিপুরে ॥
কোনও প্রথম সন্ধ্যায় সন্যাসি গৌর বিগ্রহ
লক্ষিকান্ত ভবেৎ স্বামি দারু ব্রহ্ম শোনাতন ॥

ইতি নিমাই সন্যাস গ্রহন্ত সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২৪১ সন তারিখ ১ মাগ ।.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬১ ।

শিরোনাম:রামায়ণ । লেখকেরনাম:কীর্ত্তিবাস । বিষয়:রামায়ণ । পত্রসংখ্যা:৭৬-২০৯ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর :অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । অবস্থা:ভালোনয় । উপাদান:Handmadepaper । পরিমাপ:৩৬.৫×১১.৫ সে.মি. ।

'৯৬১' সংখ্যক পুথিটি 'কীর্ত্তিবাস রচিত 'রামায়ণ' । পুথির প্রথম ও শেষ অংশ পাওয়া যায়নি । এর পত্রসংখ্যা ৭৬ থেকে ২০৯ । শেষ অংশ পাওয়া না যাওয়ায় লিপিকর এবং লিপিসনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি । পুথিটি রচিত হয়েছে তুলট কাগজে এবং এর অবস্থাও ভালো নয় । শেষ দিকের পৃষ্ঠার অবস্থা বেশ খারাপ । কাগজ ছেড়া ও লেখা অস্পষ্ট । বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিপিকৃত এবং প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন ।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

বাপ বিদ্যমানে বির মাগিল মেলানী ।.
পুরির ভিতরে জায় দেখিতে জননি ॥.
ইন্দ্রজিত প্রবেশ করিল অন্তসপুরি ।.
ইন্দ্রজিত দেখি দার ছাড়িল দুয়ারি ॥.
মাএক দেখিতে বির গেল বাপ পুরি ।.
সঙ্করের পূজা অরথিছে মন্দোধরি ॥.
দক্ষিনে কুমারি সব বামে বধুগন ।.
....॥.
কায়মন বাক্যে পূজে দেব পঞ্চানন ।.
সোবর্নের বাটি টিএ লইছে গন্ধচন্দন ॥.
কেহো লইয়া আছে মাল্য পরম সেভেন ।.

ভণিতা

বার বার জাই পুত্র তোমার কারণ ।.
সাবধান হইয়া তবেত করিয় রন ॥
রাবণের বচনে দেবি জায় কাবার ।
কিৰ্ত্তীবাস লঙ্কা কাণ্ড রচিল সুসার ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬২ ।

শিরোনাম:স্বপ্নবিবরণ । লেখকেরনাম:অজ্ঞাত । বিষয়:স্বপ্নতত্ত্ব । পত্রসংখ্যা:১-৫ । সম্পূর্ণ । লিপিকর: শ্রীচন্দ্রমনিদাষ । লিপিসন:১২৫৬সাল । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ:৩৭.৫×১৩ সে.মি. ।

'৯৬২' সংখ্যক পুথির নাম 'স্বপ্নবিবরণ'। পুথির বিষয়বস্তু স্বপ্নতত্ত্ব। পুথিতে ১ থেকে ৫ সংখ্যক পত্র রয়েছে। এর লিপিকর শ্রীচন্দ্রমনি দাষ এবং লিপিসন ১২৫৬ সাল। তুলট কাগজে রচিত পুথির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মধ্য অংশ থেকে কাগজ ছেড়া ও লেখা অস্পষ্ট। পুথিটি সম্পূর্ণ।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়ত ॥:॥
কৃষ্ণ২ তিনবার জে করে সরন।
.... সমুদ্রেত হইবে তরন ॥
জল ভেদি পদ্য জেন হয়েত প্রকাশ।
পাপরাশি দুর করি পুর্ন্ন জে প্রকাশ ॥
প্রণামহু ব্যাস মুনি দেবলোকের গুরু।
বেদসাশ্র বিসারদ বঞ্চো কল্পতরু ॥
তাহান তনএ বন্দম সুর তপধন।
একচিত্ত হইয়া সোন সপ্ন বিবরণ ॥
সপ্ন বিবরণ লোক লোক সোন সাবধান।
রাত্রিতে দেখিলে সপ্ন দিবায় বাখান ॥
পন্ডিত সুজন স্থানে কহিতে যুয়ায়ে।
ভাল মন্দ সপ্ন কথা কইব সর্ব্বদায়ে ॥
যুদিষ্টির রাজা জদি বনবাশে গেলা।
রাত্রি জোগে জত সপ্ন দেখিতে পাহিলা ॥
শরিয়া সেসব কথা কহে ব্যাস স্থানে।
কি দেখিলে কিবা ফল কহো তপধনে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সপ্ন কথা সুনিয়া বাখান জেবা নরে।
নানা ব্যাধি পিড়া তার না হএ সরিরে ॥
সপ্ন দেখিলে কইবেক জ্ঞানির স্থানে।
সুভ সুভ বিস্তারিয়া কহিব প্রমাণে ॥
মন্দ সপ্ন দেখিলে জদিবা নকবে।
উত্তম ফল সুভ সিদ্ধি সেই ক্ষণে লভে ॥
নিগুরুর জে বিজ তন্ত্র সোন সাবহিত।
অজ্ঞানির স্থানে না কইবা কদাচিত্ত ॥
মনেতে ভাবিয়া দেখ বেদ করি দড়।
বুঝএ পন্ডিত জন নাহি বুঝে ঘড় ॥
অতি...........গোপ্ত কথা য়জ্ঞানির স্থানে।
না কইয় জথা তথা সোন সাবধানে ॥
পণ্ডিত সকলে মিলি করে য়র্থচার্য।
য়বর্শ সপ্নকথা দড়াইতে পাট ॥
লিখীতং শ্রীচন্দ্র মনি দাষ............ সন ১২৫৬
সাল ....॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৩।

শিরোনাম:জোগসার। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:তন্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫.৭×১২.২সে.মি.।

'৯৬৩' সংখ্যক পুথিটি ৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুথির নাম 'জোগসার। তন্ত্র বিষয়ক এই পুথিটির নাম 'জোগসার'। তন্ত্র বিষয়ক এই পুথিটির লেখকের নাম ও লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। এটি ১২২২ সনে লিপিকৃত। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থাও ভালো। পুথিটি ১৯০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীগনেশায়নম ॥
অথ জোগসার ॥
পার্ব্বতি জিজ্ঞাসা করে শঙ্করের ঠাই।
রতি সঙ্গম কথা শুনিবারে চাই ॥
বসিবারে আজ্ঞা তবে করিলা শঙ্করে ॥
মনের হরিসে তবে বোলেন পার্ব্বতিকে।
প্রিতি দিন হয়ে স্ত্রি পুরুসে সঙ্গম।
নিত্য২ নহে কেনে শিশুর জনম ॥
শিবে বোলেন এহি কথা সোনহ পার্ব্বতি।
জন্ম ভোগ পাইলে তবে হয়েত সন্ততি ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এতেক সুনিয়া দেবি পুলকিত মতি।
করজোড় হইয়া সিবেরে করে স্তুতি ॥
দন্ডবত হইয়া দেবি পড়িয়া চরনে।
হস্তে ধরি য়ালিঙ্গন দিলা ত্রিলোচনে ॥
সিব দুর্গার সর্ব্বাদ এহি সোন লোক সবে।
ভক্তি করি শুনিলে য়বশ্য জ্ঞান হবে ॥
অবজ্ঞা করিলে পুনি না হইবে ভাল ॥
এহি কথা দুর্গা স্থানে কহিলা তৎকাল ॥
ইতি জোগসার পুস্তক সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২২২ তারিখ ২৬ জৈষ্ঠ ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৪/A।

শিরোনাম:জ্ঞানচৌতিশ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:তন্ত্র। পত্রসংখ্যা:১-৪। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২২২ সন। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ:২৪.৫×৯.৫ সে.মি.

'৯৬৪/A' সংখ্যক পুথিটি 'জ্ঞানচৌতিশ'। পুথিতে লেখকের নাম ও লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। এই পুথিটিও ৪ পত্রে সম্পূর্ণ। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো। পুথিটি ১৯০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীনমগনেসায়নম:
অথ গ্যান চৌতিস লিক্ষতে ॥.
আজি আদি চৌতিসের অক্ষরের ভির্ন্ন
আজি সে গ্যান সৌরূপ অক্ষরের চির্ন্ন ॥
আজি আলাপ জে সব অক্ষরের গ্যান পাত্র।
অঞ্জলি দিয়া বন্দিব মাথাএ ॥
কদাচিত্য না ছাড়িয় আপনার বন।
কুটুম্ব .... হইলে জিবন বিফল ॥
কুহিত আচার কর্ম কভো না করিয়।
কুচক্রিয়া লোকেরে ইষ্ট না বলিয় ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সংসার সমুদ্র থাকিতে গর্ব্ব কর কেনে।
সকল ধন্দের বাজি ভাবি চাহ মনে ॥
হরি২ বোল ভাই এবার।
হরি বিনে গতি নাহি ভব তরিবার ॥
হরি সে পরম ধন হরি সে জিব।
হরি বিনে বন্দু নাহি ইতিন ভূবন ॥
ক্ষিতি তলে জন্মিল প্রভু লোক নিস্তারিতে।
...... রাম রার্জ মাগিব তাহাতে ॥
ইতি সন ১২২২ তারিখ ১৮ শ্রাবন ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৪/B।

শিরোনাম:লক্ষ্মীচরিত্র। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২০৮সন। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:২৫×১০ সে.মি.।

প্রাপ্ত 'লক্ষ্মীচরিত্র' পুথিটি ২০৪ বছরের প্রাচীন। পুথিতে লেখকের নাম এবং লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম পৃষ্ঠার মধ্য অংশ দ্বিখণ্ডিত। ১ থেকে ৭নং পৃষ্ঠার পরিমাপ ২৫×১০ সে.মি. কিন্তু শেষ পৃষ্ঠার পরিমান ১৯.৫×৮.২ সে.মি.। ৮ পত্র সম্বলিত পুথিটি সম্পূর্ণ।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমোগনেসায় ॥ শ্রী কৃষ্ণায় নমো।
নারায়ণ নমসকৃত ° নরঞ্চৈব নরূত্তম °
....॥

প্রণামহু নারায়ণ লক্ষ্মিকান্ত পতি।
তদন্তরে প্রণামহু দেবি সরোস্বতি ॥
গনেস দেবতা বন্দোম গৌরির নন্দন।
হরগরি প্রণামহ জত দেবগণ ॥
.......................ইন্দ্র কত আর।
চন্দ্র সূর্য্য প্রণামহ বিদিত সংসার ॥
ব্যাস আদি প্রণামহে জত মুনিগন।
আপ্ত গুরূ বন্দোম মাত্যি পিত্যির চরণ ॥
সরস্বতি দেবি জদি হএ অনুসার।
স্তরে লক্ষ্মি গুণ কিছু করিমু প্রচার ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সর্ব্বথা না থাকে জার এমত চরিত।
তাহারে তেজিএ আমি কহিল নিশ্চিত ॥
এহি সব সৌভাগ্য নারি স্বামি সেবা করে।
সসুর সাসুড়ি সেবা স্তরে নিরন্তরে ॥
নিরবধি থাকি আমি সেই নারির ঘরে।
এহি সৌত্য২ আমি কহিল তোমারে ॥
সুন২ সর্ব্বজন লক্ষ্মির চরিত্র।
সুনিলে অলক্ষি হরে সরির পবিত্র ॥
লক্ষির চরিত্র পঠে সুনে ভক্তি হইয়া।
অলক্ষ্মি আলস্য ছাড়ে লক্ষ্মি করে দয়া ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র জে লেখীয়া রাখে ঘরে।
ধনে ধান্য পুত্রে পৌত্রে বাড়ে নিরন্তরে ॥
ইতি লক্ষ্মীর চরিত্র পুস্তক সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১২০৮ বাঙ্গালা সন ১১১১ ত্রিপুরা।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৫।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণেরপাঁচালী। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:পাঁচালী। পত্রসংখ্যা:২-১৬। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীসিবপ্রসাদসর্ম্মণ। লিপিসন:১২০০ সাল। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ :৩৫.৪×১১.৫ সে.মি.।

'৯৬৫' সংখ্যক পুথির নাম 'সত্যনারায়ণেরপাঁচালী'। পুথিটিতে ২ থেকে ১৬ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ২ থেকে ৪ পৃষ্ঠার অবস্থা বেশ খারাপ। কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পুথির লিপিকর শ্রীসিবপ্রসাদসর্ম্মন এবং লিপিসন ১২০০ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ২১২ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ [পৃ:৫]

ইষ্ট মীত্র বন্ধু নাহি নাহি কোন জন।.

অতি কষ্টে মাগিলে হএ দুই জনের অর্ন্ন ৷৷
সর্ব্বদিন ভিক্ষা কৈলে না পুরে উদর ।.
সর্ব্বদা খুদাএ মোর পোড়এ অন্তর ৷৷
আর এত দুক্ষ মোর সরিরে না সএ ।.
গঙ্গাতে ডুবিয়া আমী মরিব নিশ্চএ ৷৷.
ব্রহ্ম বধ দিব আমি গোবিন্দ উপর ।.
তোমার সাক্ষ্যাতে প্রান দিব অযান্তর ৷৷.
ব্রাক্ষনক কথা সুনি দয়া হেল অতি ।.
নারায়ণে বোলে সুন বিপ্র মহামতি ৷৷.
সত্যদেব মহাপ্রভু ত্রিদস ইশ্বর ।.
তান সেবা কর তামি পাইবা জুগ্যবর ৷৷

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জয়মুনি কহন্তি কথা ভক্তি করি মনে ।.
সকলেকে দেয় বর সত্য নারায়ণে ৷৷.
হরিবোল২ হরি বোল ভাই ।.
সত্যদেব বিনে প্রভু আর কেহ নাই ৷৷.
সত্যদেব মহাপ্রভু জেবা করে হেলা ।.
নিশ্চএ জানিয় তার কভু নহে ভালা ।.
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কর জেবা হয় ভক্ত ।.
সত্যদেব পূজাতে হইবা অনুরক্ত ৷৷
সত্যদেব নারায়ণ পুরুস প্রধান ।.
তান সেবা করিলে জে সর্ব্বত্রে কল্যাণ ৷৷::৷৷
ইতি শ্রী সত্যনারায়ণ পাচালি সমাপ্ত ৷৷::৷৷
যথা দষ্টং তথা........................
১২০০ সন..................................৷৷

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৬ ।

শিরোনাম:রামায়ণ । লেখকেরনাম:অদ্ভুতাচার্য । বিষয়:রামায়ণ । পত্রসংখ্যা:১-৭৫ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । অবস্থা:ভালোনয় । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ:৩৫.৫×১১ সে.মি. ।

'৯৬৬' সংখ্যক পুথিটি অদ্ভুতাচার্য রচিত 'রামায়ন' । পুথিতে ১ থেকে ৭৫ সংখ্যক পত্র রয়েছে। পুথির শেষাংশ পাওয়া যায়নি। প্রথম দুই পৃষ্ঠা ছেঁড়া এবং কয়েকটি পৃষ্ঠার কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট। পুথিটি অস্পষ্ট। পুথিটি অসম্পূর্ণ এবং এর অবস্থাও ভালো নয়। সমগ্র পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এটিকে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পুথি বলে ধারণা করা যায়।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ সহায় ৷৷ শ্রী গনেসায়নম ।

রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন ॥
যে রাম স্মরনে হএ পাপ বিমোচন।
রাম২ বোল ভাই বিরলে বসিয়া ॥
কলি ভবসিন্ধু জদি জাইহ তরিয়া।
সমুদ্রের পার হইলা কমললোচন ॥
.... ।
সুগ্রিবের উরুতে রাম করিলা সয়ন ॥.
রামের দুই পাও হাতে লইলা দুইজন ॥
দক্ষিন কর লইআছে..........নন্দন ॥
বাম কর লইয়াছে পবন নন্দন।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

কেহো গজ কান্দে কেহো ঘোএ আসোয়ার।
তাহাকে দেখিয়া পলায় বানর পাটোয়ার ॥.
গড় ছাড়িয়া পলায় বানর রাখিয়া পরান।.
সবেমাত্র রহিল অঙ্গদ হনুমান ॥.
হাসিয়া বলিল কুম্ভ কর্ণের কুমার।.
এহি লঙ্কাপুরি পুড়িলা এবার ॥.
পুনরুপি যাইলা বেটা লঙ্কা পুড়িবার।.
আজি মোর হাতে তোর নাহিক নিস্তার ॥.
কুম্ভ বলিল জদি এত য়হঙ্কার।.
হাসিয়াত হনুমানে লাগিলা কহিবার ॥.
হনুমানে বোলে বেটা কুম্ভকর্ণের তয়ন।
আজি মোর হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥
এতেক কহলা জদি পবন কুমার।.
তুলিল পাথর গোটা কুম্ভ মারিবার ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৭।

শিরোনাম:পাণ্ডববিজয়। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:পৌরাণিককাব্য। পত্রসংখ্যা:২-২০। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীরামকৃষ্ণ। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৫.৫×১২.৩ সে.মি.।

'৯৬৭' সংখ্যক পুথির প্রথম পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ২ থেকে ২০ পষ্ঠায় পুথিটি অসম্পূর্ণ। পুথির নাম 'পাণ্ডববিজয়' এবং লেখক 'সঞ্জয়'। এতে উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ। কাগজ দুইভাজ করা। কাগজের বর্ণ গাঢ় বাদামি। পুথির লিপিকর 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। পুথিটি আনুমানিক ২০০ বছরের প্রাচীন। পুথির অবস্থা ভালো।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:

সম্ভাসি য়াসিলে ভাই পঞ্চজন।

.... য়ানি দিল রত্ন সিঙ্গাসন ॥.
কুরু............. করিয়া কহে রাজা জুদিস্টি ।.
জেকথা ....॥
নিবেদন কৈহল সব কৃষ্ণের চরন ।.
পিত্রি কার্জে বন্ধ হইল না দেখি উপায় ॥
তোমি পরে ভুবনেত নাহিক সহায় ॥
জদি কার্জ সিদ্ধি নহে সুন নারায়ণ ।.
য়বশ্য .... কেবা করিতে জিব জীবন ॥
জুদিষ্ঠিরে শান্তাইয়া বোলে মুনিবর ।.
কোন কার্জ লাগি তোমি দুক্ষ ভাব সব ॥.
ভাইসব আছে তোমার বির য়বতার ।.
জহ্ন বংশ সাথে য়ামি স্বহাএ তোমার ॥.
কোন কার্জ লাগি তোমার বিকল হইছে চিত্য ।.
কোন কার্জ তোমার য়সাদ্ধ প্রিথিমিত ॥.

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

দুর্জোধন হতে হইব কুরু বল ক্ষয় ।.
জে কহিল কুন্তি সতি কিছু বের্থ্য নহে ॥.
গান্ধারি সহিতে চিন্তা পাইল বিশেষ ॥.
সভা পর্ব্ব পোথী জানিয় এত দুরে ।.
সঞ্জয় কহিল কথা মধুর পয়ার ॥.
বিজয় পাণ্ডব কথা য়মৃত লাহরি ।.
সুনিলে য়ধর্ম হরে পরলোকে তরি ॥.
খাণ্ড বন্ধ হস্তে রাজা ধর্মের নন্দন ।.
শ্রীরাম কৃষ্ণ :

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৮।

শিরোনাম:সুদামচরিত্র। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৮। অসম্পূর্ণ। লিপিকর :অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬×১১.২ সে.মি. ।

'৯৬৮' সংখ্যক পুথির অবস্থাও ভালো। পুথির নাম 'সুদাম চরিত্র'। পুথিতে লেখক লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ১ থেকে ৮ পৃষ্ঠায় পুথিটি অসম্পূর্ণ। পুথির বিষয়বস্তু বৈষ্ণব সাহিত্য। পুথিতে লিপিকরের হাতের লেখা বেশ জটিল।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

নমগনেশায়।
কহ ২ সুকদেব পরিক্ষিত বোলে।
জে জে কথা গোবিন্দ করিলা............॥
শেই বাক্য কহ গোশাঞিই হইআ শাবস্থিতৎ ।.

শুনিবার............হইছে সুধম চরিতৎ ॥.
শুন ২ মোহারাজা শাবস্থিতিৎ হইআ।
দরিদ্র...............সঙ্কেপ করিআ ॥.
আছিল কৃষ্ণের শখা বির্প একজন ।.
শুনহ তাহার কথা হইআ একমন ॥.
অবন্তি নগরে ঘর ব্রাহ্মণের সুতৎ ।.
কইব তাহার কথা শুনিতে অদভুত ॥.
সুধাম তাহার নাম জগত বিধিতৎ।
শব্ব্য শাস্ত্র জানে সেই বিচারে পণ্ডিতৎ ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির</u> শেষ পাঠ:

তখনে সুধাম বির্পে জানিল নিশ্চএ ।.
এতেক সম্পদ দিল কৃষ্ণ মোহাশএ ॥.
ব্রাহ্মণি সইতে বির্প গেল নিজ ঘরে ।.
লক্ষ্মি নারায়ণি শবে বশিল একাত্যরে ॥.
সুবর্ণের............ দাশিএ দিল জল ।.
ব্রাহ্মনিএ পরে নিল চরন কমল ॥.
পদদক পান কৈল চরণেত ধরি ।.
আনন্দ শাগরে ভাশি কইতে না পারি ॥.
আগোর চন্দন দিল সকল শরিরে ।.
দিব্ব্য বশ্র আনি দিল পরিবার শুরে ॥.
নানা উপহার দিয়া ভোজন করাইল ।.
...............................শুদ্ধি কৈল ॥.
রত্নমন্ত্র পুরিখান ইন্দ্রের নির্ম্মাণে ।.
এত ধনে মত্য হইল সুধাম ব্রাহ্মণে ॥.

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৯/A।

শিরোনাম:গৃহচিকিৎসা(যোগসংগ্রহ)। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:বৈদ্যক। পত্রসংখ্যা:১-২৫। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:২৭×১২ সে.মি.।

'৯৬৯/A' সংখ্যক পুথির নাম 'গৃহচিকিৎসা' বা 'মুষ্টিযোগ সংগ্রহ'। এর লেখক অজ্ঞাত। বিভিন্ন রোগের ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি এই পুথিতে বিধৃত হয়েছে। পুথিতে ১ থেকে ২৫ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের অংশ ছেঁড়া। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। পুথির অবস্থা ভালো।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম অংশ থেকে পাঠ:</u>

॥১॥ ভিঙ্গরাজ সহ দেবী শ্বেত অপরাজিতার মূল শ্বেত.......... গোরচনা একত্র করিয়া তিলোক করিলে সর্ব্বলোক বস্য হয় ॥২॥ রোহিত পিত্য গোরচনা ভরিয়া বাম হস্তের কনিষ্টাকে তিলোক করিলে সর্ব্বলোক বস্য হয় ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৯/Q।

শিরোনাম:মনসামঙ্গল। লেখকেরনাম:জানকীনাথ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৫-৩৪/৫৫/৫৮-৭০।। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৪৫.৫×১২.৫সে.মি.।

প্রাপ্ত '৯৬৯/Q' সংখ্যক 'মনসামঙ্গল' পুথিটির অবস্থা ভালো নয়। পুথিটি অসম্পূর্ণ। এর পত্রসংখ্যা ৫ থেকে ৩৪,৫৫ এবং ৫৭ থেকে ৭০। ৫৫ থেকে ৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাম দিকে প্রায় অর্ধ পত্র ছিন্ন। ৫ থেকে ২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৃষ্ঠার উপরের অংশ ছিন্ন। এর লিপিকর এবং লিপিসন পাওয়া যায়নি। লিপিকরের হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:(৩৪নং পৃষ্ঠা)

মনোসা বন্দিয়া মাথে।. পণ্ডিত জানকি নাথে।.
অর্দ্ধভাগ দিলা বসুমতি।৩। পয়ার ॥
পদ্যা লৈয়া তপবনে গেলা মুনিবর।
কৌতুকে কহিলা পদ্যা মুনির বাসর ॥
একদিন সখিগন করিয়া সংহতি।.
জলেত লামিয়া স্নান করে পদ্যাবতি ॥
সূর্য্য নামে এক মুনি আসিলা আচম্বিত।.
পদ্যারে দেখিয়া মুনি মদনে মহিত ॥
কামে হতচিত্য হৈয়া কিছু নাহি গনি।.
মধুর বচনে মুনি কহিলেক বাণি ॥
কাহার নন্দিনি তুমি দেও পরিচয়।.
আলিঙ্গন দিয়া মর খন্ডাও সংসয় ॥
সুনিয়া মুনির মুখে ইসকল কথা।.
রাম রাম বলি পদ্যা লামাইল মাথা ॥
পদ্যাবতি নাম মর সঙ্কর নন্দিনি।.
জরৎকারু মহামুনি তাহান গৃহিনি ॥
পতিব্রতা সতি আমি অধর্ম্ম না জানি ।.
আরবার এইমত নাবল মহামুনি ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৬৯/R।

শিরোনাম:মহাভারত(অনুশাসনপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:সঞ্জয়। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:৩-৪। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীহরগোবিন্দসেন। লিপিসন:১৭০১শকাব্দ। অবস্থা:ভালোনয়। উপাদান:তুলট কাগজ। পরিমাপ:৪১×১৩.২ সে.মি.।

'৯৬৯/R' সংখ্যক পুথিটি ২ পৃষ্ঠা (৩-৪) সম্বলিত একটি অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির নাম মহাভারত (অনুশাসন পর্ব) এবং লেখক সঞ্জয়। তুলট কাগজে লেখা পুথিটির অবস্থা ভালো। শ্রী হরগোবিন্দ সেন কর্তৃক পুথিটি লিপিকৃত। ১৭০১ শকাব্দে লিপিকৃত এই পুথিটি ২২৬ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জার২ নিজ স্থানে গেলা সর্ব্বজন ।.
মহা উল্লসিত হৈলা জত প্রজাগণ ॥
দ্রোপদি সহিতে রাজা রত্নের মন্দিরে ।.
কতুহলে রজনি বঞ্চিলা যুধিষ্ঠিরে ॥
কুন্তি গান্ধারি ধৃতরাষ্ট নরপতি ।.
পরম সানন্দে সবে বঞ্চিলেক রাত্রি ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধারা ।
ইহলোক পরলোকে হয়েত নিস্থার ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি ।.
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥
জম্মজয় মহারাজা জগত পূজিত ।
অনুশাসন পর্ব্ব সুনিল নির্চ্চিত ।.
সত্যবতি সুত মহামুনি ব্যাস ।
স্লোকবন্দে ভারত করিল প্রকাশ ।
সেই শ্লোক অনুসারে পয়ার প্রবন্ধে ।
সঞ্জয়ে কহিল কথা সুনহ সানন্দে ॥
ইতি অনুশাসন পর্ব্ব সমাপ্ত ::॥:
ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনি কোপি মতিভ্রম:
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখোকো নাস্তি
দোসক :॥:॥ শকাব্দ ১৭০১ মাহ ২৫ ভাদ্র রোজ
রোববার নিজ পুস্তক শ্রী হরগোবিন্দ সেন
সয়াক্ষর শ্রী কৃষ্ণ স্বরণে: ।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:৯৭০/J ।

শিরোনাম:বিষনাশকঝাড়ফুক ও ঔষধ। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মন্ত্র। পত্রসংখ্যা:১। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৩×৭.৬ সে.মি.।

'৯৭০/J' সংখ্যক পুথিটি মন্ত্র বিষয়ক। এতে বিষনাশক ঝাড়ফুক ও বিভিন্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ রয়েছে। পুথিতে লিপিকর এবং লিপিসনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পুথিটি তুলট কাগজে লাল কালি দিয়ে লেখা। ১ পত্র সম্বলিত এটি একটি অসম্পূর্ণ পুথি।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

ওঁ সিদ্ধ: ।। কাঁলপানি কালহরন কালপদুজল
নহে কমল জাতি নাগ্নে ইতত্ব স্মর্বো.........
..............................ত তাই বিষ মার
সোনার ব্যারি রূপার নলি বিষের কধো অন্ত
পখাল গঙ্গা দুর্গ্গার..........................॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১০৬৭/H।

শিরোনাম:সত্যনারায়ণপাঁচালি। লেখকেরনাম:দ্বিজবিশ্বেস্বর। বিষয়:পাঁচালি। পত্রসংখ্যা:১-১৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীঅক্ষয়চন্দ্রশর্ম্মা। লিপিসন:১২৭৩ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৩৭×৭.৫ সে.মি.।

১০৬৭/H সংখ্যক পুথিটি 'সত্যনারায়ণপাঁচালি'। এর লেখক দ্বিজবিশ্বেশ্বর। ১ থেকে ১৩ পৃষ্ঠায় পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথির লিপিকর শ্রীঅক্ষয়চন্দ্রশর্ম্মা এবং লিপিসন ১২৭৩ সাল। তুলট কাগজ লেখা পুথির অবস্থাও ভালো। এটি ১৩৯ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী গুরুবেনম: ॥
নারায়ন নমস্কৃত্যো মিতি ॥
নমো নমো নমো সত্য নারায়ণ
অনাথের নাথ প্রভু পঠিত পারেন ॥
নমো নমো নমো লক্ষীকান্ত দয়াময়।
সত্য রূপে বিনাসিলা জগতের ভয়।
কমলা সহিতে বন্দো দেব নারায়ন।
গুরুজনাদেব বন্দো দ্বিজগন।
ভক্তি ভাবে প্রণাম করি গনেশ চরণ।
স্বরস্বতি চরনে করিয়া প্রণতি
প্রণাম করিয়া কহি সত্য আস্কাতি।
সাতানন্দ নামে দ্বিজ নীসিপুরে বাষ।
তাহাতে সত্যের সেবা প্রথমে প্রকাষ।
দারীদ্র দেখিয়া দয়া কৈলা গদাধর।
মহিমা প্রকাষ কৈল জগত ঈশ্বর।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

ইহলোকে ধনপুত্র পাইল লক্ষপতি
অন্তকালে হৈল তার বিযুত লোকেস্থিতি।

কহিলাম সকল কথা শুন বুধজন
মনের মানশে পূজ সত্যনারায়ন
.... নরপতি অপজ্ঞা করিল
সুখের .... উঠিল সর্ব্বাংশে মজিল।
দ্বিজ বিশ্বশ্বরে কহে সত্যের প্রতাপে।
শ্রী হরি প্রশাদে কহে পয়ার সঙ্খেপে ॥
এহি হৈতে পাচালি হইল সমাধান
বিষ্ণু প্রীতি হরি ভাই বোল সর্ব্বজন ॥
ইতি শ্রী সত্য নারায়ন পাচালি সমাপ্ত ॥
শ্রী অক্ষয় চন্দ্র শর্ম্মা লেখক ॥
সন ১২৭৩ সাল তারিখ ১৫ ভদ্র বৃহসপতি
বারে বেলা একপ্রহর থাকিতে ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১০৮৭/B।

শিরোনাম:ওঝামন্ত্র। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:মন্ত্র। পত্রসংখ্যা:৪৩। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:খারাপ। উপাদান:তালপাতা। পরিমাপ:৩০×৩ সে.মি.।

প্রাপ্ত '১০৮৭' সংখ্যক পুথিটি 'ওঝারমন্ত্র' তালপাতায় রচিত পুথিটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। সম্পূর্ণ পুথি পোঁকায় কেটে পাঠের অযোগ্য করে ফেলেছে। তাছাড়া প্রাচীনত্ত্বের এবং উপাদানের কারণে তালপাতা হাতে নিলেই ভেঙ্গে যায়। যে কারণে পুথিটি লেমিনেশন করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই পুথি থেকে পাঠ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১০৯২।

শিরোনাম:বরেন্দ্রকুলপঞ্জী। লেখকেরনাম:দ্বিজস্যামরামচন্দ্র। বিষয়:কুলপঞ্জী। পত্রসংখ্যা:৫০০। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৩২ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ: ৪৫.৫×১১.৫ সে.মি.।

'১০৯২' সংখ্যক পুথির নাম 'বরেন্দ্র কুলপঞ্জী'। পুথির লেখক 'দ্বিজশ্যামরামচন্দ্র'। ৫০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। পুথির অবস্থা ভালো। তবে ভিতরের বিভিন্ন পৃষ্ঠা ছেঁড়া। পুথিতে লিপিকরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ১২৩২ সনে এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ১৮০ বছরের প্রাচীন।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১০৯৭।

শিরোনাম:মহাভারত(বিরাটপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:কাশীদাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৬৬। সম্পূর্ণ। লিপিকর:পৃতরামমণ্ডল। লিপিসন:১১১৯ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ:৩৫×১২ সে.মি.।

'১০৯৭' সংখ্যক পুথিটি 'মহাভারত' অর্ন্তগত বিরাট পর্বের সম্পূর্ণ পুথি। এর লেখক কাশীদাস। পুথিতে ১ থেকে ৬৬ সংখ্যক পত্র রয়েছে। ১১১৯ সালে 'পৃত রাম মণ্ডল' পুথিটি লিপি করেছেন। পুথিটির উপাদান তুলট কাগজ এবং এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে কালো কালি। লিপিকরের হাতের লেখা বেশ জটিল। পুথির অবস্থা ভালো। তবে প্রথম পৃষ্ঠার মধ্য অংশ সামান্য ছেঁড়া। এটি ২৯৩ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী রাধা কৃষ্ণ ।.
সুন২ য়রে ভাই হয়্যা এক চিত্য।
সুক দেব কহে সুনে রাজা পরিক্ষিত ॥
দারিদ্র সুদামা নামে এক দ্বিজবর:॥
অবন্তি নগরে মুনি বহু কাল ঘর ॥
করে ভিক্ষা দেহ রক্ষা করে দিনে২।

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

মহাভারথের কথা অমৃত লহরি ।.
কাহার সকতি ইহা বর্ণিবারে পারে ॥
পাণ্ডবের উদয় সুনে জেই জন ।.
সর্ব্ব পাপ হরে তার ব্যাশের বচন ॥.
সেই কথা কহি আমি পাচালির মত ।.
এতদুরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১০৯৮।

শিরোনাম:দাতাকর্ণ। লেখকেরনাম:দ্বিজকবিচন্দ্র। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৯। সম্পূর্ণ। লিপিকর: শ্রীউদ্ধবপালদাশ। লিপিসন:১০৮৭ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmadepaper। পরিমাপ: ৩৪.৫×১২ সে.মি.।

মহাভারতের ঘটনাংশকে উপজীব্য করে প্রাপ্ত 'দাতাকর্ণ' পুথিটি রচিত হয়েছে। পুথির লেখক 'দ্বিজকবিচন্দ্র' । এটি সম্পূর্ণ পুথি । এতে ১ থেকে ৯ সংখ্যাক পৃষ্ঠা রয়েছে। পৃষ্ঠার উপরে সামান্য ছেড়া। কিন্তু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট এবং 'দাতাকর্ণ' পুথিটি ২২৭ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণায় নম: ।
অথ দাতা কর্ণের পালা লিখ্যতে ॥
বৈসম্পায়অন মুনি উদ্যেগ পর্ব্বে কয়: ।
মহাভারথের কথা সুনে জন্মেজয়:॥
পাপ তাপ দুরে জায় গোবিন্দ গুন গানে: ।
সুমেরূ সমান সম্ভ দ্বিজে দেয় দানে:॥
তথাচ নাহয় মহাভারথ সমান: ।
কহিয়ে তোমায় আমি করহ শ্রাবন:॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

জন্মেজয় কহে...............সাঞি সুনিতে সুন্দর: ।
বিস্তার করিয়া দেখি কহ মুনিবর:॥
সুর্জ্জ্য বংশে হরিশ্চন্দ্র জেমন ছিল দাতা: ।
কহ দেখি মুনিবর সুনি তার কথা:॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় শ্রী............... ।
নেশ্বার দক্ষীন দিগে পাল্লোএ বসতি:॥
কর্ণ দাতার পালা সমাপ্ত:॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১০৯৯ ।

শিরোনাম:বৃহন্নিগম। লেখকেরনাম:ত্রিলোচনদাস। বিষয়:বৈষ্ণবসাহিত্য। পত্রসংখ্যা:১-৩৫। সম্পূর্ণ। লিপিকর:রিদঅনাথদাস। লিপিসন:১২৬৫ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:মিলপেপার। পরিমাপ: ৩৪×১২ সে.মি.।

'১০৯৯' সংখ্যক পুথিটির নাম 'বৃহন্নিগম' এবং লেখকের নাম 'ত্রিলোচন দাস'। বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পুথিটি সম্পূর্ণ। এর লিপিকর রিদঅনাথ দাস এবং লিপিসন ১২৬৫ সাল। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে কলের কাগজে (Mill paper)। পুথির অবস্থা ভালো, তবে পৃষ্ঠার ডান ও বাম দিকে কাগজ গাঢ় বাদামি বর্ণ হয়ে গেছে। এটি ১৪৭ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী হরিকৃষ্ণ ॥
গুরুভক্তি সদা স্থাপ্যং ন কাল কুরুতে গুরু ।.
....
....
প্রথমে বন্দিব গুরু দেবের চরন ।.
ক্রৃপা করি জ্ঞানাঞ্জন দিলা জেই জন ॥.
হেন গুরু সেবা অর্থ কিছু না রাখিব ।.
জাতি কুল প্রানধন সকলি সপিব ॥
গুরুর চরনে জার ভক্তি না জন্মিল ।.
সেই অপরাধে লোক কৃষ্ণ না পাইল ॥
শ্রী গুরু বলএ জারে সেইত সামান্য ।.
তাহা জে জানিতে পারে তারে কহি ধন্য:॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সুনহ সকল ভক্ত রস পক্কসার ।
অষ্ট অঙ্গ গ্রন্থ সুত্র করিলা প্রচার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদ করি সার ।.
শ্রী কবিরাজ গোসাঞী পদ ভরসা আমার ।.

ভক্তগন পদরেনু সদা মোর য়াশ ।.
বিদহ নিগম কহেন ত্রিলোচন দাশ ॥.
ইতি বিদহ নিগম গ্রন্থ সমাপ্ত ॥*॥
॥০॥ ৪॥৮॥৯॥১০॥১১॥*॥*॥
ইতি সন ১২৬৫ সাল তা: ৩০ ভাদ্র
লিখি শ্রীরিদঅনাথ দাশ ॥০॥
সা:বাকাদহ ॥.শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল
হরিবোল হরিবোল হরিবোল :॥
ভরসামম প্রান-

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০০/A ।

শিরোনাম:মহাভারত(অশ্বমেধপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:কাশীরামদাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১০৮। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১০৭৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৪.৮×১১.৮ সে.মি.।

'কাশীদাস' রচিত মহাভারতের এই পুথিটি বেশ প্রাচীন। পুথিটি তুলট কাগজে রচিত হয়েছে। কাগজ পাতলা । তবে ভিতরের কয়েকটি পত্র সামান্য পোকায় কাটা। পুথির অবস্থা ভালো। পুথিতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। তবে হাতের লেখা বিশ্লেষন করে এটি একজন লিপিকর দ্বারাই লিপিকৃত বলে ধারনা করা যায়। এটি ৩৩৪ বৎসরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ॥ অশ্বমেধ পর্ব্ব ॥
জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন।
কোন২ কর্ম্ম কৈল পিতামহ গন ॥
পঞ্চভাই যুধিষ্টির হস্তিনা নগরে।
কি কর্ম্ম করেন সুনি কহ মুনি বরে ॥
বৈসম্পায়ন বলে সুন জন্মেজয়।
রাজা হইলা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
কিন্তু উপরোধে রায্য নিল যুধিষ্ঠির।
প্রজার পালন করে ধার্ম্মিকসরের ॥
রামের পালনে জেন অজোধ্যার প্রজা।
তেন মতে পৃথিবি পালেন ধর্ম্মরাজা ॥
অপালন নাহিধন বলে প্রজাজন।
সুন রাজা ধর্ম্ম পার্থ বলে সর্ব্বজন ॥
সুনি যুধিষ্ঠিরে তাহা নাহি লয় মনে।
সতত থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

সারথি চাপিয়া রথে কৃষ্ণের সঙ্গেতে।
বিদায় হইয়া সভে গেলা দ্বারকাতে।
রহিলেন পঞ্চভাই হস্তিনা নগরে।
রার্য্য ভোগ করে ভিমার্জুন নৃপবরে ॥
সুন জন্মেজয় রাজা কহিল তোমারে।
অশ্বমেধ জঙ্গ সাঙ্গ হইল এতদুরে ॥
অশ্বমেধ জঙ্গ কথা সুনে যেই জন।
তাহারে করেন ক্রিপা দেব নারায়ন ॥
অচলা কমলা তার থাকয়ে ভবনে।
আয়ু বৃদ্ধ হয় তার একথা শ্রবনে ॥
কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তস্বর্গে বাস হয় ব্যাসের ভারতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তারি ॥
সুন ওরে ভাই হইয়া একমন।
কাশিরাম দাশ কহে ভারথ কথন ॥
ইতি অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত ॥
ইতি সন ১০৭৮ সাল তারিখ ২০ পৌস ॥
রোজ শুক্রবার ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০০/B।

শিরোনাম:মহাভারত(অশ্বমেধপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:কাশীরামদাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-১৫২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১২৬৪ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Handmade paper। পরিমাপ:৩৪×১২ সে.মি.।

এই পুথিটিও 'কাশীরাম দাসের' মহাভারত। পুথিটি সম্পূর্ণ। এতে ১ থেকে ১৫২ সংখ্যক পত্র রয়েছে। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। এতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। পুথির লিপিসন ১২৬৪ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ১৪৮ বৎসরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাম কৃষ্ণ ॥
অথো অশ্বমেধ পর্ব্ব লিক্ষতে ॥
....
....
......................................॥*॥
জন্মেজঅ রাজা বলে শুন তপোধন ।.
কোন২ কর্ম্ম কৈল্য পিতামোহগন ॥
পঞ্চভাই যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে ।.
কি কর্ম্ম করিল ত্রিহো জিজ্ঞাশী তোমারে।

বৈশম্পায়ন বলে সুন জন্মেজঅ ।.
রাজা হৈলা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
কিন্তু উপরোধে রাষ্ট্র নিলা যুধিষ্ঠির।
প্রজার পালন করে ধাম্মিকেশ্বরের ।.
রামের পালনে জেন অজধ্যার প্রজা ।.
তেমত পীথিবি পালে যুধিষ্ঠির রাজা ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:
তবে মোহ দিআ কৃষ্ণ দেশে পাঠাইলা ।.
রথ পর চড়ি কৃষ্ণ দ্বারখা আইলা ॥
রহিলেন পঞ্চভাই হস্তিনা নগরে ।.
রাষ্ট্র ভোগ করে তবে পঞ্চ সহদরে ॥.
অশ্বমেধ জঙ্গ সাঙ্গ হৈল এতদুরে।
সুন জন্মেজঅ রাজা কহিলাম তোমারে ॥
অশ্বমেধ জঙ্গ কথা সুনে জেই জন ।.
তাহারে করেন কৃপা দেব নারাঅন ॥
অচলা কমলা তার থাকেন ভূবনে।
আউ বির্দ্ধি হঅ রাজা একথা শ্রবনে.
ইহাতে............না হঅ নরপতি ।.
অন্তে .... হঅ ব্যাসের ভারথি।
বিজঅ পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি ।.
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
পূর্ণ্য কথা ভারথের সুনিলে পবিত্র।
অশ্বমেধ জঙ্গ কাশীদাস বিরচিত ॥
এই কথা জেই জন একচিত্তে সুনে।
সর্ব্ব সীদ্ধ হঅ তার ভারথ শ্রবনে ॥
গোবিন্দের পদদুটি........... করিবন্দ।
কাসীদাস বিরচিল হইআ আনন্দ ॥
ইহার শ্রবনে জত সুখ লবে নর।
তাদিসী নাহিক সুখ ভারথ ভিতর।
বাসের বচন এই ইথে নাঞি আন।
পআর প্রবন্ধে সুনি সতে বার গান ॥*॥
ইতি অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০১/A।

শিরোনাম:মোহমোচন। লেখকেরনাম:বাণীকণ্ঠ। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-২৬। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীগোসাঞিদাস। লিপিসন:১২৪৮ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:Millpaper। পরিমাপ: ৩৪.৫×১১.৮ সে.মি.।

'১১০১/A' সংখ্যক পুথিটি 'বাণীকণ্ঠ' রচিত 'মোহমোচন'। বৈষ্ণব ভাবাদর্শকে উপজীব্য করে পুথির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। পুথিটি সম্পূর্ণ। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে কলের কাগজে (Mill paper) । কাগজ পাতলা ও সাদা। পুথির লিপিকর শ্রীগোসাঞিদাষ এবং লিপিসন ১২৪৮ সাল। লিপিকরের হাতের লেখা জটিল। এটি ১৬৩ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ ॥ অথো মোহমোচন লিক্ষ্যতে ॥
....
....॥
পাথমেতে আদি সর্গ কোহেন জেসব ।.
তাহাতে বুঝবে সব কোরি অনুভব ॥
দ্বিতিয়েতে ....জেসকল কথা ।.
জমেতে নারদে হৌল জেসব বেবস্তা ॥
ত্রিতিয়েতে সুন সডে সেস সর্গ পুথি ।.
জা সুনিলে হয় দেহে বিষ্ণুতে ভকতি ॥
এ মোহমোচন পুথিতে যুক্ত হয় মন ।.
অবস্য তাহারে কৃপা করে নারায়ন ।.
এ মোহ মোহচন পুথি জার নাহি ডর ।.
তাহার পাসান হিয়া কেবল পামর ॥
অল্প বুদ্ধে মুক্ষ লোক ফিরে রাত্র দিনে ।.
সঙ্গে ২ ফিরে কাল তাহা নাহি জানে ॥
বস্বরেতে তিনকাল তিগুন জঞ্জাল ।.
সিতকাল গ্রীস্মকাল আর বশ্বাকাল ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এতদুরে হইল সাঙ্গ সে সর্গ সায় ॥
আদি সর্গ সে মধ্যম সর্গ সে সর্গ কথা।
সুনিলে সে সব কথা খণ্ডে সব বেথা ॥
ব্যাধি নাই থাকি থাকএ য়রোগ।
ঘুচএ জমের দুখ মিলে নানা ভোগ ॥
বাণিকণ্ঠে আসির্ব্বাদ কর সব্বজন ।.
সমাপ্ত হইল গ্রন্ত এ মোহমোচন ॥
ইতি মোহ মোহমোচন পুস্তক সমাপ্ত ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০২।

শিরোনাম:মহাভারত(দ্রোণপর্ব্ব)। লেখকেরনাম:কাশীদাস। বিষয়:মহাভারত। পত্রসংখ্যা:১-৬২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রীমোথুরমোহন। লিপিসন:১৪২২ সন। অবস্থা:ভালো। উপাদান:হাতেরতৈরীকাগজ। পরিমাপ:৩৩×১১.৫ সে.মি.।

'১১০২' সংখ্যক পুথিটি 'মহাভারত' অর্ন্তগত 'দ্রোণপর্ব'। লেখক 'কাশীদাস'। ১ থেকে ৬২ পৃষ্ঠায় পুথিটি সমাপ্ত। ১নং পৃষ্ঠায় উপরের কোনায় সামান্য ছেঁড়া। তাই প্রথম তিন লাইনের ১টি করে শব্দ বিলুপ্ত। ২ থেকে ৯ পৃষ্ঠার বামদিকে ছেঁড়া। পুথিতে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ এবং কালো কালি। পুথির সার্বিক অবস্থা ভালো। তবে বিভিন্ন পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট। এর লিপিকর শ্রী মোথুরমোহন এবং লিপিসন উল্লেখ আছে ১৪২২ সন যা লিপিকরের ভুল বলে মনে হয়। এটি বাংলা সন হতে পারেনা। পুথির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এটিকে শকাব্দ বা খ্রিষ্টাব্দও বলা যায়না।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী কৃষ্ণ।
অথো দ্রোণ পর্ব্ব লিখ্যতে:।
বৈশম্পায়ন বলে সুন পরে........।
সমরে পড়েন আজি ভীস্ম মহাশয়::।
দশ দিন যুদ্ধ করে যারে সেনাগন:।
ভীস্ম জদি পড়েন আকুল দুর্জোধন: ॥
হাহা ভীস্ম শব্দ করে করএ রোদন:।
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগন:॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

বৈকুণ্ঠের নাথ কৃষ্ণ প্রভু নারাঅন:।
একমন চিত্তে ভাই ভজ নারায়ন:॥
তারবে সংসার অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন:।
দ্রৌণ পর্ব্ব সমাধান অপূর্ব্ব কথন:॥
রচেন.................. সুত কাশিদাস নাম:।
দ্রৌণ পর্ব্ব শুন কথা অপূর্ব্ব আখ্যান:॥
এতদুরে দ্রোণ পর্ব্ব হইল সমাপ্ত: ।ঃঃঃঃঃঃঃঃ:।

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৩/A।

শিরোনাম:অম্বিকামঙ্গল। লেখকেরনাম:শ্রীমুকুন্দকবিকঙ্কন। বিষয়: কাব্য। পত্রসংখ্যা:৩/৫-৮/১০-২৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:হাতেরতৈরীকাগজ। পরিমাপ: ৩১×১২ সে.মি.।

'১১০৩/A' সংখ্যক পুথিটি 'শ্রীমুকুন্দরাম কবিকঙ্কন' রচিত 'অম্বিকামঙ্গল'। পুথিটি অসম্পূর্ণ । এর পত্রসংখ্যা ৩,৫ থেকে ৮ এবং ১০ থেকে ১৬। অর্থাৎ ১,২,৪ এবং ৯ সংখ্যক পত্রগুলি পাওয়া যায়নি। এর লিপিকর এবং লিপিসন পাওয়া যায়নি। পুথির অবস্থা ভালো। এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। পুথিটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

শ্রী শ্রী হরি॥ বসন্ত রাজা ॥:॥
ধনপতি বলে ভেয়্যা: সুনহ সকল নেয়্যা

রাখ ডিঙ্গা......... ।
দেখে .... সতদল: যত পরিমিত জল:
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গাখান ॥
মনোহর কমল উদ্যান ।
ধন্য সিংহলের রাজা: কিবা করে সিব পূজা ।
কিবা পূজা করে ভগবান ॥
সেত রক্ত নিল পিত: সতদল বিকসিত:

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

স্বামি য়াসিবেন ঘরে করিয়া কামনা ।
প্রিতি দিন ভাগবত সুনেন লহনা ॥
দিনে২ ভাগবত সুনেন লহনা ॥
দিনে২ ভাগবত শ্রবনের কালে ।
কৃষ্ণ কথা সুনে পুত্র লহনার কোলে ॥
নগরে ছাত্তাল সঙ্গে নির্ত্ত কর‍্যা খেলা ।
অনুরূপ হয়্যা কেবা এসেন নিকটে ।
কৃষ্ণের য়াবেসে ছিরা করিল সকটে ॥

ভনিতা:

সভাসাক্ষি করি রাজা বন্দে ধনপতি ।
শ্রী করি কঙ্কন গান মোধুর ভারথি ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৩/B ।

শিরোনাম:মনসামঙ্গল । লেখকেরনাম:সীতারাম । বিষয়:কাব্য । পত্রসংখ্যা:১ । অসম্পূর্ণ । লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন:অজ্ঞাত । অবস্থা:ভালো । উপাদান:হাতেরতৈরীকাগজ । পরিমাপ:৩২.৩×১১.৩ সে.মি. ।

প্রাপ্ত ১১০৩/B সংখ্যক পুথিটি 'মনসামঙ্গল' কাব্যের একটি পত্র । পত্রে লেখকের নাম উল্লেখ রয়েছে সীতারাম । তুলট কাগজে লেখা পত্রটির অবস্থা ভালো । তবে লিপিকরের হাতের লেখা জটিল । অনুমান করা যায় সে, এটি কোন একটি সম্পূর্ণ মনসামঙ্গল কাব্যের পত্র বিশেষ ।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

আমারে ধরিয়া লয়্যা চল সর্ব্বজন:
বহিয়া লয়া চল জত দেবগন:॥
দেবতা ধরিয়া তোলে সুমেরু সিখর: ।
তুলিতে নারিল সবে পড়িল ফাপর:॥
সুনিঞা দেবের বাক্য অখিলার পতি: ।
আপনে গেলেন হরি দেবতা সংহতি: ॥
গোবিন্দ সুমেরু গিরি তুলিলা কৌতুকে: ।

কুমুদ কমল জেন তুলিলা বানরে: ॥
পর্ব্বত লইয়া সভে করিলা তগমন: ।
ক্ষিদে রন্ধনে গিয়া দরসন: ॥
কেমনে হইব দধী নাহিক অম্বল: ।
হরি সঙ্গে হৃতিক দেবতা সকল : ॥
লঙ্কায় তেতুল আছে জাবে কোন জন: ।
জদি জাইতে পারে দেবতা পবন: ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৩/C ।

শিরোনাম:মনসামঙ্গল। লেখকেরনাম:সীতারামদাষ। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:৩। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:শ্রী রাজমোহন। লিপিসন:১২২১ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৩.৫×১১.৫ সে.মি.।

১১০৩/C সংখ্যক পুথিটিও 'সীতারামদাষ' রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অংশ। পুথিটির মাত্র ৩টি পত্র পাওয়া গেছে। এর লিপিকর শ্রী রাজমোহন এবং লিপিসন ১২২১ সাল। পুথির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ। কাগজের অবস্থা ভালো। এটি ১৯১ বছরের প্রাচীন পুথি।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

বিনায়ে বিনায়ে কান্দে তিনলোকের মা।
কান্দে ধরি ভগবতি কান্দিলা বিস্তর।
প্রাণের গোসাঞি কেন না দেহ উত্তর।.
মুখে লাল ভাঙ্গে হরের চক্ষু নাহি মেলে।
কাহার জুগতি পেয়্যা কালকুট খেলে ॥
কেবল আমারে তুমি করিলে অনাথ।
ঘনঘন হানে মাতা কপালে আঘাত ॥
গোরিকে রাখিয়ে কোথা গেলে মহাসয়।
পুড়িব তোমার সঙ্গে কহিল নিশ্চয় ॥
অগ্নিকুন্ড জালি দেহ গুহ গজানন।
প্রভুর সহিত জার তেজিয়ে জিবন ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

ব্রহ্মাকে না করে ডর: সদা পূজে পুরহর:
আর..............কারে নাহি মানে।
সিব প্রাণ সিব ধন: সিব পদে বহে মন:
নিষ্ঠা জেন বির হনুমানে ॥
চাম্পাই নগর পুরি: বৈসে অধিকারি:
সত্য গঙ্গা দামুদর কুলে।
....

....
....
....
সিতারাম দাষ গায়:   মথন হইল সায়
হরি২ বল সর্ব্বজন ॥
ইতি সমুদ্র মন্থন পালা সমাপ্ত ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৪।

শিরোনাম:পাষণ্ডদলন। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১৯। সম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:১২১৩ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৬×১২.৫ সে.মি.।

'১১০৪' সংখ্যক পুথিটি ১ থেকে ১৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুথির নাম 'পাষণ্ড দলন'। এতে লেখক এবং লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। কাগজের অবস্থা ভালো। এটি ১৯৯ বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ্যানম ॥
....
....
................................॥১॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ বন্দো সানন্দিতে।
জাহাসম সুসিতল নাহি তৃজগতে ॥
জেপদ আশ্রয় মাত্র অঙ্গ বিদ্ধ হয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম সদা আস্বাদয় ॥
তংবন্দে বৈষ্ণবাং গুরু পাদানন্দ সুসিতলং।
জৎ প্রসাদৎ মম...........ভক্তি সাস্ত্র বিলেকনং ॥২॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ বন্দো করি বুকে।
পরম কারন ইহলোক পরলোক ॥
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরিবন্দো দয়ার অবাধ।
নিত্যানন্দ চন্দ্রবন্দো প্রেম গুননিধি ॥
ভূমিতে পড়িয়া বন্দো অদ্বৈত চরন।
মহাপ্রভু আনি ধন্য করিল ভূবন ॥
বন্দিব গৌরাঙ্গ চান্দ সচিব তনয়।
স্বয়ং ভগবান জারে সর্ব্বসাস্ত্রে কয় ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

পার্ব্বতি বলেন সুন প্রভু হে সঙ্কর।
মাসামোহে পসু হত্যা করে জেই নর ॥
একবিংসতি পসু যোনিতে তার জন্ম।
তাহার নিস্তার নাহি বিনা ভক্তি ধর্ম্ম ॥

কালি পুরাণে ॥
মোহেন................................ ।
....২০৩
এইত কহিল গৌরী সঙ্করের প্রতি ।
পসুবধ ভাগির হয় নরকে বসতি ॥
পদ্মপুরাণে হরগৌরীর বচন ।
পসুবধ ভাগি করে নরক ভক্ষন ॥
তথাহিজয়মুনিভারথে ॥
যুপ .... ।
..................................২০৪
ইতি পাষণ্ড দলন সমাপ্ত ॥০॥
যথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষেতে দোস নাস্তিক ॥
ভিমস্যাপী রনেভঙ্গ মনিলাঞ্চ মতিভ্যম ॥
ইতি সন ১২১৩ সাল তারিখ ২৩ কার্ত্তিক ॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৫ ।

শিরোনাম:নন্দবিদায় । লেখকেরনাম:দ্বিজকবিচন্দ্র । বিষয়:কাব্য । পত্রসংখ্যা:১-৬ । সম্পূর্ণ । লিপিকর: অজ্ঞাত । লিপিসন:১২০৭ সাল । অবস্থা:ভালো । উপাদান:তুলটকাগজ । পরিমাপ:৩২×১১.৫ সে.মি. ।

‘১১০৫’ সংখ্যক পুথিটি ‘দ্বিজকবিচন্দ্র’ রচিত ‘নন্দবিদায়’ কাব্য । পুথিতে ১ থেকে ৬ সংখ্যক পৃষ্ঠা রয়েছে । এর অবস্থা ভালো, তবে বিভিন্ন স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে । পুথির লিপিকর অজ্ঞাত এবং লিপিসন ১২০৭ সাল । লিপিকরের হাতের লেখা বেশ জটিল । পুথিটি সম্পূর্ণ । এটি ২০৫ বছরের প্রাচীন পুথি ।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রীকৃষ্ণ ॥ অথ নন্দ বিদায়: ॥
হেথা কৃষ্ণ না দেখিয়া নন্দ ভাবয়ে বিস্ময় ।
নগর ভিতর খোজে স্থির...................॥
শ্রিদাম সূদাম বলে রাম কৃষ্ণে দেখ ।
সিঙ্গা বেনু মুরলিতে এ্যায় বল্যা ডাক ॥
নন্দ বাক্য সুনিয়া বাজায় সিঙ্গা বেনু ।
উদ্বস্বরে ডাকহ আশ্য রাম কানূ ॥

<u>প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:</u>

শ্রিদামা আগে গোধন রাখে বৃন্দাবনে: ।
সভে মেলি জায়................নন্দের ভবনে:॥
জসোদা কৃষ্ণের গুন পাসরিতে নারে ।
সদাই জাগয়ে চিত্তে রাম দামোদর ।
গোপিগনে নানা দু:খে দিবস গোয় ।

অবিরত ভাব তার কৃষ্ণ গুন গায় ॥
এই মতে সকল রহেন ব্রজপূরে: ।
বসুদেব মথুরাতে নানা কায্য করে।
হরি২ বল সর্ব্বে পালা............. ।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥
ইতি নন্দবিদায় সমাপ্ত সন ১২০৭ সাল
তারিখ ২১ চৈত্র রোজ শুক্রবার তিথি
চতুদশি বেলা এক প্রহরে সময়ে.........
....॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৬/A।

শিরোনাম:প্রার্থনা। লেখকেরনাম:নরোত্তমদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর :অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:হাতেতৈরিকাগজ। পরিমাপ:৩৪×১২ সে.মি.।

'১১০৬/A' সংখ্যক পুথিটি বৈষ্ণব বিষয়ক কাব্য। পুথির নাম 'প্রার্থনা' লেখক 'নরোত্তম দাস'। ১ থেকে ৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুথিটি অসম্পূর্ণ। পুথির শেষ অংশ পাওয়া যায়নি। যে কারণে লিপিকর ও লিপিসন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজ। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে পুথিটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত বলেই ধারনা করা যায়। প্রাপ্ত পুথিটি দুইশত বছরের প্রাচীন।

<u>প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:</u>

শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায়নম ॥
গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছঅ জনে:
লঞা ফিরে নানা স্থানে:
বিসয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥
হঞা মাআর দাস:
ধরি নানা অভিলাষ:
তোমার স্মরণ গেল দুরে।
অর্থলাভ এই দোসে:
কপট বৈষ্ণব বেসে:
ভ্রমিঞে ফিরয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক সুখের পরে:
লঞাছেন ব্রজপুরে:
কৃপা তোর গলাতে বান্ধিঞা।
দৈব মাআ বলাৎকারে:
খসাইঞা সেই ডোরে:
ভব.........দিঞেছ ফেলিঞা ॥
পুন জদি কৃপা করি:
এই জনের ফোসে ধরি:

টানিঞা তোলহ ব্রজপুরে।
তবে সে দেখিএ ভাল:
নতুবা পরাণ গেল:
কহে হিন নরোত্তম দাসে ৷৷১৷৷

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

হরি হরি আর কবে হেন দসা হব।
ছাড়িঞা পুরুস দেহ:
প্রকৃতি হইব সেহ:
দোহার অঙ্গে চন্দন পরাব ৷৷
টানিঞা বাধিব চুড়া:
নবগুঞ্জা তাহে বেড়া:
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার
পিত বসন অঙ্গে:
পরাইব সখি সঙ্গে:
বদনে তাম্বুল দীব তার ৷৷
দোহার রূপ মনোহারি:
দেখিব নআন ভরি:
নিলাম্বরে তাহারে সাজাঞা।
রতনে জাদব আনি:
গাথিব বিচিত্রব...........

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৬/B।

শিরোনাম:প্রার্থনাপদাবলী। লেখকেরনাম:নরোত্তমদাস। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১-১২। সম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:তুলটকাগজ। পরিমাপ:৩৪.৫×১২ সে.মি.।

'১১০৬' সংখ্যক পুথিটি 'নরোত্তমদাস' রচিত 'প্রার্থনাপদাবলী'। বৈষ্ণব ভাবাদর্শ অবলম্বনে পুথিটি রচিত হয়েছে। ১ থেকে ১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুথিটি সম্পূর্ণ। পুথির লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। পুথিটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তুলট কাগজে। কাগজের অবস্থা ভালো। লিপিকরের হাতের লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পুথির লিপিসন ১২০০ সাল অর্থাৎ প্রাপ্ত পুথিটি ২১২ বছরের প্রাচীন।

প্রাপ্ত পুথির পথম পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ৷৷
অথ প্রার্থনার পদাবলি লিক্ষতে ৷৷
গৌরাঙ্গ বলিতে হব পুলক সরির।
হরি হরি বলিতে নআনে বহে নির ৷৷
আর কবে নিতাই অঙ্গের করুনা হইব।
সংসার বাসনা মোর কবে ওচ্ছ হব ৷৷

বিসয় ছাড়িঞা কবে সুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরচ শ্রীবৃন্দাবন।
রঘুনাথ বল্যে হইব আহুতি।
কবে হাম .... জুগল পিরিতি ॥
কবে সে হইব রূপের দাস অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥১॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

এইবার দআ কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিত পাবন নাম তোমা বিনে নাঞি ॥
জাহার নিকটে গেলে পাপ দুরে জায়।
এমন দআল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥
গঙ্গার পরস হইলে............. পাবন।
দরসনে পবিত্র করয়েত আগুন ॥
হরিঠাঞি অফরাদ নাহি পরিত্রাণ।
তোমা সভার হৃদয়ে গোবিন্দ বিশ্রাম ॥
প্রতি জন্মে করি আস চরণের ধুলি।
নরোত্তমে কর দআ আপনার বানি ॥৩০॥
ইতি প্রার্থনার পদাবলী সমাপ্ত ॥*॥
সন ১২০০ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ ॥*॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৬/C।

শিরোনাম:গুরুদক্ষিণা। লেখকেরনাম:শ্রীকবিভূসন। বিষয়:বৈষ্ণবকাব্য। পত্রসংখ্যা:১০,১৩,১৫,১৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকর:অজ্ঞাত। লিপিসন:১১০৭ সাল। অবস্থা:ভালো। উপাদান:হাতেতৈরিকাগজ। পরিমাপ:৩৫×১২.৩ সে.মি.।

'১১০৬/C' সংখ্যক পুথিটি খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ। পুথির নাম 'গুরুদক্ষিণা' এবং লেখক 'শ্রীকবিভূসন'। পুথিটিতে ১০,১৩,১৫ ও ১৬ সংখ্যক পত্র রয়েছে। লিপিকরের নাম পাওয়া যায়নি। লিপিসনের উল্লেখ রয়েছে ১১০৭ সাল। অর্থাৎ পুথিটি ৩০৫ বৎসরের প্রাচীন। পুথিটি তুলট কাগজে কালো কালিতে লেখা। এটি একজন লিপিকর দ্বারা লিপিকৃত।

প্রাপ্ত পুথির প্রথম পাঠ:

পুত্র হইলে পুত্র খায় সেই অভাগিনি।
আপনি পুত্রেরে দেখি কোলেতে আপনি ॥
পুনিরূপি পুত্র মোরে পাসরে সকল।
নিসিতে খুজিয়া বুলি হইয়া বেকল ॥
পুত্র ২ বলিয়া কান্দিয়া অচেতন।
রোদন করেন বসে দুখ্খেতে ব্রাহ্মন ॥
তাহাতে আমার পুত্র বড় গুনবান।

স্মরণ করিতে পুত্রের না রহে পরান ॥
পুত্র ২ বলিয়া কান্দিয়া উচ্চ্যস্বরে।
অচেতন হইয়া পড়ে মেদনি উপরে ॥

প্রাপ্ত পুথির শেষ পাঠ:

প্রেমেতে পুলক অঙ্গ কৃষ্ণ করে কোলে।
চুম্বুন করিল দোহে বন্দন কোমলে ॥
আনন্দে রসেতে দোহে হইলা বিভোর।
দৈবকি রোহিনি আসে পুত্র কৈল কোলে ॥
সম্বাস করিল আসি উগ্রসেন রাজা।
উর্দ্ধ বাহু করি আন্যা মধুরার প্রজা ॥
আনন্দ হইয়া কৃষ্ণ আপন ভবন।
দৈবকি রোহিনি আসি নিছনি করিল বদন ॥
রত্ন সিংহাসনেতে বসিলা দুই ভাই।
শ্রীকবি ভূসন ভনে কৃষ্ণ মুখ চাই ॥.॥
গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১১০৭ সাল তারিখ
২০ পৌষ রোজ শনিবার তিথি কৃষ্ণ পক্ষে
ত্রিয়োদশি।..................................॥

ক্রমিক সংখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ:১১০৬/E।

শিরোনাম:উষাহরণপালা। লেখকেরনাম:অজ্ঞাত। বিষয়:কাব্য। পত্রসংখ্যা:১। অসম্পূর্ণ। লিপিকর: অজ্ঞাত। লিপিসন:অজ্ঞাত। অবস্থা:ভালো। উপাদান:হাতেতৈরিকাগজ। পরিমাপ:৩১.৫×১১ সে.মি.।

'১১০৬/E ' সংখ্যক পুথিটি এক পৃষ্ঠার অসম্পূর্ণ পুথি। পুথির নাম 'উষাহরণ পালা'। এর লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। পুথির লিপিকর বা লিপিসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তুলট কাগজে লেখা পুথির অবস্থা ভালো। তবে কিছু কিছু স্থানে লেখা অস্পষ্ট।

প্রাপ্ত পুথি থেকে পাঠ:

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ॥
উষাহরণ পালা লিক্ষতে ॥
বানপুত্র বানরাজে: সদাই সঙ্কর পূজে:
ঠাকুরানি সম্পদ কারন।
অনাহারে নিরাহারে : অনেক.....করে:
পূজা করে হরের চরন ॥

লেখক সূচি

লেখকের নাম — পৃষ্ঠা

অ

অদ্ভুতাচার্য্য- ৭১ ১৪৭, ২১২, ২৬৯, ২৭১

অনন্ত মিত্র- ৮৮

অনন্তরাম- ১১৬,১৭৩

আ

আকিঞ্চন দাস- ২৬৩

উ

উইলিয়ম কেরি- ১০২

ক

কবিকঙ্কন- ১০১

কবিকর্ণ- ২৪

কবিচন্দ্র- ২২,২৩,২৬, ৩৪,৩৭,১১৮,১২৪

শ্রীকবিভূষণ- ৩০০

কবিরাজ ঘোষ- ৭৭

কবীন্দ্রপমেশ্বর- ১৫১

কালাচান্দ- ২১৪

কালীদাস- ১১৭,১২৫

কাশীদাস- ৮২,১৩৪, ২৮৬, ২৯২

কাশীরাম দাস- ২৬,২৭,২৮,২৯, ৩০,৩১,৩২,৩৩, ১৩০,১৩২,১৫৭, ১৫৮,১৬০, ১৬৪, ১৬৫,২৮৯,২৯০

কাশিশ্বর নন্দি- ২১৯

কাসিস্বর নন্দ- ২০২

কিংকর- ১২৩

কীর্ত্তিবাস- ৮৮,১৯১

কৃর্ত্তিবাস- ৪৬,৮৯,১৩৫, ১৩৬,২০১,২০৩, ২১০,২১৫,২৩৫, ২৩৬,২৩৭,২৭৩

কৃষ্ণদাস- ১৭,১২৫,১২৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজ- ১,৭৯,৯৬,১১৯

কেতুকা দাস- ৩৫

খ

খনা- ৭৪

ক্ষেমানন্দ- ৩৫

গ

গঙ্গাদাসসেন- ২২৬

গুনরাজ খান- ৪৯,১৪৬,১৯৮, ২৩১,২৫১,২৫৩

গোপীকান্ত দ্বিজ- ২৪০

গোপিনাথ দত্ত- ১৯২,১৯৩,১৯৫, ১৯৭

গোপীনাথ দত্ত- ২৫৮

গোবিন্দ মিশ্র- ১৬

শ্রীগৌর কিসোর দাস- ২০৪

গৌরসুন্দর শর্ম্মন- ১০৭

চ

চন্ডীদাস- ৯৯,২১৮

চানক্য- ১৮১

জ

জগন্নাথ- ১৩৯,২২৯

শ্রীজদুরাম দাস- ২০৯

কবি জনাদ্দন- ২৪৮

দ্বিজজনাদ্দন- ২৪৯

জনার্দ্দন- ২৪৬

জয়চন্দ্রনরপতি ভবানীনাথ- ১৮৭

জয়ানন্দ কবি- ১৩১

জানকীনাথ- ১৭৫

পন্ডিত জনাকীনাথ- ১০৪,১৪১,২৪০

শ্রীজীবন- ৭৬

ত

ত্রিলোচন দাস- ২৭২,২৮৮

তীর দাস- ১৩৪

দ

দণ্ডকুমুদ- ৭৮
দানোদর- ১০
দাসভবানী- ১৭৮
দ্বিজকবিচন্দ্র- ২৮৭,২৯৭
দ্বিজজনার্দ্দন- ২৪৯
দ্বিজদুর্গারাম- ৮
দ্বিজবংশী দাস- ১০৪,১১৩
দ্বিজবর- ৪৮
দ্বিজবিশ্বেস্বর- ২৮৪
দ্বিজভবানীনাথ- ২৫৫
দ্বিজমাধব- ১১২
দ্বিজমুকুন্দ- ৪২,১৬২,১৯৬
দ্বিজমোহন- ৮
দ্বিজরতিদেব- ২৩২
দ্বিজরাম- ১৬,৪১
দ্বিজরামকৃষ্ণ ২৬৮
দ্বিজরামচন্দ্র- ১৭৭,১৯৪
দ্বিজরামেশ্বর- ১২৯
দ্বিজশত্রুঘ্ন- ৭২
দ্বিজস্যামরামচন্দ্র- ২৮৬
দীনভবানন্দ- ১৭০,১৮৯
দু:খীশ্যামদাস- ৭, ৯০
দুক্ষিতদ্বিজ- ১০৯

ধ
ধনঞ্জয়- ৩৬

ন
নরোত্তম দাস- ৯৭,৯৯,২৫৯, ২৯৮,২৯৯
নারায়ণদেব- ১৩৯,১৪১,১৭৫, ২২৭,২২৮,২৪০

প
পরশুরাম দাস- ২৬৪
পার্ব্বতীনাথ- ১৬৩

ব
বংশীদাস- ২৬১
বাণীকণ্ঠ- ২৯১
বাসুদেব ঘোষ- ২৭২
বিদুবর ঘোষ- ১৪৮,১৪৯,১৫০
বিদ্যাপতি- ৯৯
বৃন্দাবন দাস- ৭৮
বৈদ্যজগন্নাথ- ১০

ভ
ভবানি দাস- ২২৪
ভরত পণ্ডিত- ২৩
ভাগবত চার্য্য- ১৮০
ভানুনারায়ণ- ৫৯,২৩৮
ভারতচন্দ্র- ৫৬,৮৪,১১০
ভোলাশ্রীনাথ- ১৭

ম
মদনচান্দ- ২১১
মনোহর সেন- ১৯৩
মাধব - ২০,১৬১
মালাধর বসু - ১৪৬
শ্রীমুকুন্দবাবিকঙ্কন- ২৯৩
শ্রীমুকৃন্দ দাস- ৯৮
মুরারীকবি- ১৭৫
মৈত্রজীবন - ১২২

য
যদুনন্দন দাস- ২১

র
রতনদাস মাধুজ্যা- ১৩৮
রসময় কবিরাজ- ৮৬
রাধামোহন- ৪
রামচন্দ- ১৩৭
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ- ৯৩
রামনারায়ণ- ৫
রামনারায়ণ ঘোষ- ১৬৩
রামেশ্বর নন্দী- ১৭৬
রায়বিনোদ- ১০৩,১৪৫

ল
শ্রীলক্ষীকান্তগোস্বামীভক্তিভূষণ- ১৮
লোকনাথ সেন- ১৪২,১৪৩,১৪৪
লোচন দাস- ৬

শ

শঙ্কর- ৮৭
শিবরাম দাস- ২৪০

ষ

ষষ্ঠীবর- ১৩৯,১৭৫,১৯৯,
২৪০

স

সঞ্জয়- ১৫৯,১৮২,১৮৯,
২১০,২১৬,২২৩,
সঞ্জয়- ২৫১,২৮০,২৮৩
সিবানন্দকর- ১২
সীতারাম- ২৯৪
সীতারামদাষ- ২৯৫
সুবুদ্ধিরায়- ২০০

হ

হরিদাস- ১৭২
শ্রীহৃদয়রাম- ১২১

বিষয় সূচি

বিষয়	ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা	বিষয়	ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা
কবিতা	১০১/বি	৫৭	কাব্য	৭১৩	১২৬
কাব্য	৪	১	"	৭১৪	১২৭
"	৭	৫	"	৭১৬	১২৯
"	১০	৭	"	৭১৯	১৩১
"	১৮/বি	১২	"	৭৪৩	১৪৫
"	১৮/এফ	১৪	"	৭৪৭/এ(ক)	১৪৮
"	১৮/কে	১৬	"	৭৪৭/এ(খ)	১৪৯
"	১৮/এল	১৬	"	৭৪৭/এ(বি)	১৫০
"	৪৬/সি	২২	"	৮৩৩	১৬১
"	৪৬/ডি	২৩	"	৮৪৩	১৬২
"	৫৯/এ	২৩	"	৮৪১	১৬৮
"	৫৯/এ	২৬	"	৮৪২	১৬৯
"	৬২/এ	৩৩	"	৮৪৩	১৭০
"	৬২/বি	৩৪	"	৮৪৭	১৭৩
"	৬২/সি	৩৫	"	৮৪৮	১৭৪
"	৬২/ডি	৩৬	"	৮৪৯	১৭৫
"	৬২/ই	৩৭	"	৮৫৩	১৭৮
"	৭৯/এ	৪৯	"	৮৬২	১৮৭
"	১০১/এ	৫৬	"	৮৬৬	১৮৯
"	১২৪/সি	৭০	"	৮৭৪/আই	২০৮
"	২১০	৮৪	"	৮৭৪/জে	২০৯
"	৩৩৩/সি	১০০	"	৮৭৪/ও	২১৩
"	৩৫০	১০৩	"	৮৭৪/পি	২১৪
"	৩৭৪	১০৪	"	৮৭৪/কিউ	২১৫
"	৩৯৮/এইচ	১০৫	"	৮৭৫	২২০
"	৪৪২/ও	১০৬	"	৮৮১	২২২
"	৫৪০/বি	১১০	"	৮৮৩	২২৪
"	৫৪০/সি	১১০	"	৮৭৪/আই	--
"	৫৫৯/এ	১১২	"	৮৮৫	২২৬
"	৫৭১	১১৩	"	৮৮৬	২২৭
"	৬০৮/এল	১১৪	"	৮৮৭	২২৮
"	৬২২/কিউ	১১৬	"	৮৯০	২৩১
"	৬৬৭/আই	১১৭	"	৮৯১	২৩২
"	৬৭২	১১৮	"	৮৯২	২৩৩
"	৬৭৩	১১৯	"	৮৯৯	২৪০
"	৬৭৯	১২২	"	৯০০	২৪১
"	৬৯১	১২৩	"	৯৫৪	২৬৫
"	৭১০	১২৪	"	৯৬৪/বি	২৭৭
"	৭১১	১২৫	"	১০৯৮	২৮৭

বিষয়	ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা
কাব্য	১১০৩/এ	২৯৩
"	১১০৩/বি	২৯৪
"	১১০৩/সি	২৯৫
"	১১০৪	২৯৬
"	১১০৫	২৯৭
"	১১০৬	৩০১
কাহিনীকাব্য	১১	৮
"	৭৫	৪৪
কুলপঞ্জিকা	৪৪৯/বি	১০৭
"	১০৯২	২৮৬
গিতা	২১/এ	১৯
চিকিৎসাশাস্ত্র	১৮৯/সি	৭৫
জীবনীকাব্য	২০৭	৭৯
"	২৯৮/এ	৯৬
জ্যোতিষ	১৫৩/পি/খ	৭৪
"	২০০/আই	৭৫
"	৮৬০	১৮৫
জ্যোতিষশাস্ত্র	৩২৬/টি	১০০
তত্ত্ব	২৩৯/এ	৯৩
"	২৩৯/বি	৯৪
তন্ত্র	১৫৩/এফ	৭২
তন্ত্র	৯৬৩	২৭৫
"	৯৬৪	২৭৩
দর্শন	৪৫৫/এইচ	১০৮
পত্র	২০/বি	১৮
প্রবাদপ্রবচন	১৮/সি	১৩
পাঁচালি	১৮/এ	১২
"	৫৯/বি	২৪
"	৫৯/সি	২৫
"	৭২	৪০
"	৭৫	৪৩
"	৭৮	৪৮
"	২১৫	৮৭
"	৫৪০/এ	১০৯
"	৭৮৩	১৫৫
"	৮৬৭/সি	১৯৩
"	৮৭৪/এ	২০২
"	৮৭৪/E	২০৫
"	৮৭৪/F	২০৬

বিষয়	ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা
পাঁচালি	৮৭৪/H	২০৮
"	৮৭৪/W	২০৯
"	৮৮৮/খ	২৩০
"	৯০১/B	২৪১
"	৯০১/C	২৪২
"	৯০২	২৪৪
"	৯১০/A	২৪৫
"	৯১০/B	২৪৬
"	৯১০/C	২৪৭
"	৯১০/D	২৪৮
"	৯১৫	২৪৯
"	৯৪৯	২৬০
"	৯৫৬	২৬৮
"	৯৬৫	২৭৮
"	১০৬৭/H	২৮৪
পাঁচালিকাব্য	৭৯/বি	৫১
পুরাণ	১২	৮
"	৭৭	৪৭
"	৮১	৫৩
"	৮২	৫৫
"	২০৮	৮১
"	২১৬	৮৮
"	৬৭৪	১২১
"	৭২১	১৩৩
"	৭২৬	১৩৮
"	৭৩৬	১৩৯
"	৭৩৭	১৪১
"	৮৪৪	১৭০
"	৮৬৭/বি/খ	১৯৩
"	৮৭৪/এন	২১২
"	৯৫৩	২৬৪
পৌরাণিককাব্য	৭১	৩৯
"	৭৩/বি	৪২
"	৯৬৭	২৮০
পৌরাণিকবৃত্তান্ত	৮০	৫২
বৈদ্যক	৫৪২/Y	১১১
"	৯৬৯/A	২৮২

বিষয়	ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা
বৈষ্ণবকাব্য	৯	৬
"	১৬	১১
"	১৮/এইচ	১৪
"	২১/বি	২০
"	২১/সি	২১
"	২০৩	৭৬
"	২০৪	৭৭
"	২০৫	৭৮
"	২১৮	৯০
"	৩২৪/ডি	৯৭
"	৩২৪/W	৯৮৩
"	৩২৪/X	৯৯
বৈষ্ণবকাব্য	৭১২	১২৫
"	৭১৫	১২৮
"	৭২৫	১৩৭
"	৭৪৪	১৪৬
"	৮২৮	১৫৬
"	৮৩৯	১৬৬
মন্ত্র	১৮/এন	১৭
"	১৪৬/এন	৭২
"	৯৭০/জে	২৮৪
"	১০৮৭/বি	২৮৬
মনসামঙ্গলকাব্য	১৩	১০
মহাভারত	৬০/বি	২৭
"	৬০/সি	২৮
"	৬০/ডি	২৯
"	৬১/এ	৩০
"	৬১/বি	৩১
"	৬১/সি	৩২
"	৬১/ডি	৩২
"	১০২/ক	৫৮
"	১০২/খ	৫৯
"	১০২/গ	৬১
"	১০২/ঘ	৬২
"	১০২/ঙ	৬৩
"	১০২/চ	৬৪
"	১০২/ছ	৬৫
"	১০২/জ	৬৬
"	১০২/ঝ	৬৬

বিষয়	ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা
মহাভরত	১০২/ঞ	৬৭
"	২০৯	৮২
"	৭১৭	১৩০
"	৭২০	১৩২
"	৭২২	১৩৪
"	৭৪৮	১৫১
"	৭৪৯/এ	১৫২
"	৭৫০	১৫৩
"	৭৫১	১৫৪
"	৮২৯	১৫৭
মহাভারত	৮৩০	১৫৮
"	৮৩১	১৫৯
"	৮৩২	১৬০
"	৮৩৫	১৬৩
"	৮৩৬	১৬৪
"	৮৩৮	১৬৫
"	৮৪০	১৬৭
"	৮৫০	১৭৬
"	৮৫১	১৭৭
"	৮৫৬	১৮২
"	৮৬৪	১৮৮
"	৮৬৫	১৮৯
"	৮৬৮/বি/ক	১৯২
"	৮৬৯	১৯৪
"	৮৭০/এ	১৯৫
"	৮৭০/সি	১৯৭
"	৮৭৪/এস	২১৬
"	৮৭৪/ভি	২১৮
"	৮৮২	২২৩
"	৮৯৮	২৩৮
"	৯২৭	২৫১
"	৯৪৪/সি	২৫৩
"	৯৪৭	২৫৮
"	৯৬৯/আর	২৮৩
"	১০৯৭	২৮৩
"	১১০০/এ	২৮৯
"	১১০০/বি	২৯০
"	১১০২	২৯২
রামায়ণ	৬২/এফ	৩৮

বিষয়	ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা
রামায়ণ	৭৬	৪৬
”	১২৬	৭১
রামায়ণ	২১৭	৮৯
”	৬১৯/বি	১১৫
বৈষ্ণবকাব্য	৮৪৬	১৭২
”	৮৫৪	১৮০
”	৮৭০/বি	১৯৬
”	৮৭১	১৯৮
”	৮৭৩/এ	১৯৯
”	৮৭৩/বি	২০০
”	৮৭৪/সি	২০৪
”	৮৭৪/এম	২১১
”	৮৭৪/ভি	২১৮
”	৮৮৮/ক	২২৯
”	৯৪১	২৫১
”	৯৪২	২৫৩
”	৯৪৪/ডি	২৫৪
”	৯৪৬/এ	২৫৬
”	৯৪৬/বি	২৫৭
”	৯৪৮	২৫৯
”	৯৫০	২৬১
”	৯৫১	২৬২
”	৯৫২	২৬৩
”	৯৫৫	২৬৭
”	৯৬০	২৭২
”	৯৬৮	২৮১
”	১১০১/এ	২৯১
”	১১০৬/এ	২৯৮
”	১১০৬/বি	২৯৯
”	১১০৬/সি	৩০০
বৈষ্ণবতত্ত্ব	২৭৭	৯৫
বৈষ্ণবসাহিত্য	২০/এ	১৭
	১০৯৯	২৮৮
ব্যাকরণ	৩৪৩/ই	১০২
”	৭২৩	১৩৫
”	৭২৪	১৩৬
”	৭৪০	১৪২
”	৭৪১	১৪৩
”	৭৪২	১৪৪
ব্যাকরণ	৭৪৬	১৪৭
”	৮৬৮/এ	১৯১
”	৮৭৩/সি	২০১
”	৮৭৪/বি	২০৩
”	৮৭৪/এস	২১০
”	৮৭৪/আর	২১৫
”	৮৭৪/টি	২১৭
”	৮৯৩	২৩৪
”	৮৯৪	২৩৫
”	৮৯৫	২৩৬
”	৮৯৭	২৩৭
”	৮৪৫	২৫৫
”	৯৫৭	২৬৯
”	৯৫৮	২৭০
”	৯৫৯	২৭১
”	৯৬১	২৭৩
”	৯৬৬	২৭৯
শাস্ত্র	২১২	৮৫
”	৮৫৭	১৮৩
”	৮৫৮	১৮৪
”	৮৬১	১৮৬
”	৮৬৭	১৯০
শ্লোক	৮৫৫	১৮১
”	৮৭৪/জি	২০৭
”	৮৭৪/জে	২১০
সূচিপত্র	১৮/আই	১৫
স্তব	৭৩/এ	৪১
স্তোত্র	১২৪/বি	৬৯
স্বপ্নতত্ত্ব	৯৬২	২৭৪
স্মৃতি	১০৮/জে	৬৮
	২২০	৯১
স্মৃতি	২২৯/বি	৯২

গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

চৈতন্যচরিতামৃত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। চৈতন্যদেবের জীবনকথা আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্য প্রথম মানবজীবনভূমিতে প্রবেশ করে। মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল মূলত দেবদেবী বা ধর্মনির্ভর। কাহিনীকাব্যের যে প্রচলন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য থেকে শুরু হয়েছিল, জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে এসে সেই কাহিনীতে অলৌকিক রসের সঙ্গে মানবরস সংযুক্ত হয়েছে। এখানে চরিত্রপাত্রদের সকলেই মানুষ, বিভিন্ন কর্মে সক্রিয়, নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের লক্ষ্যে চরিত্রগুলো উপস্থাপিত হলেও তাদের মানবিক কর্মকাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। চৈতন্যদেব তাঁর মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমেই সমগ্র বাংলাদেশে যে ভাব আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, তা ধর্ম,বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের মর্তলীলা, চৈতন্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত সংহত আকারে একাব্যে রূপ দান করেছেন যা 'বাঙ্গালি মনীষার এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র' হয়ে আছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে মানুষের জীবন নিয়ে, তার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এমন সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিরল।

পদামৃত সমুদ্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬।

'রাধামোহন ঠাকুরের' 'পদামৃত সমুদ্র' বৈষ্ণব পদাবলী বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম আলোচিত। সমালোচকরা গ্রন্থটির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ এই পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত হওয়ায় এবং এতে লিপিবদ্ধ পদ অন্য আরো সংকলনে বিধৃত থাকায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা এর বিস্তৃত আলোচনা করেননি। কাব্যটির সূত্রপাত ঈশ্বর বন্দনা দিয়ে। টীকা সম্বলিত গ্রন্থটির অধিকাংশ টীকাই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বৈষ্ণব পদাবলীর সংগীত এবং কাব্যগুণের প্রাধান্য দান এই পাণ্ডুলিপিটির বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ পদকর্তার পদই পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পদকর্তারা হলেন গোবিন্দ দাস, রাধামোহন দাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, যদুনন্দন, অনন্তদাস, কবিশেখর, বড়ুচণ্ডীদাস, বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি। প্রত্যেকটি পদের শুরুতে রাগ ও তালের উল্লেখ রয়েছে। যেমন কেদার, ভৈরবীরাগ, গৌরিরাগ, মঙ্গলরাগ ধানসীরাগ, তোড়ি, গান্ধার ইত্যাদি। বিস্তৃত টীকাসম্বলিত পাণ্ডুলিপিখানি বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নৈষধ পুস্তক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭।

মহাভারতের বনপর্ব অন্তর্গত নল দময়ন্তী কাহিনী অবলম্বনে এ কাব্য রচিত। 'মহাভারত' মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। এটি আঠারটি পর্বে সম্পূর্ণ। এ পর্বগুলির সাথে যুক্ত হয়েছে অসংখ্য কাহিনী ও তত্ত্বকথা। 'নৈষধপুস্তক' কাব্যটি এমনি একটি কাহিনী নির্ভর করে রচিত হয়েছে। নিষধরাজ রাজা বীরসেনের পুত্র নল এবং বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ংবর, বিবাহ, বিবাহে ঈর্ষান্বিত কলির নলের দেহে প্রবেশ, তাকে রাজ্যচ্যুত এবং পরিশেষে নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলন নৈষধ পুস্তকের বিষয়বস্তু।

সন্ন্যাস গ্রহণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯।

চৈতন্যদেবের জীবনের একটি অধ্যায় এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র মাতা শচীদেবী। চৈতন্যদেবের বাল্যনাম ছিল নিমাই। ২৪

বৎসর বয়সে নিমাই কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্য নামে খ্যাত হন। সে সময় অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং পুরীতে নীলাচলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাংশই এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

গোবিন্দমঙ্গ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০।

'মালাধব বসু' ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যটি 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ এ সময়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় কবি এ কাব্য রচনা করেন। রাগরাগিনীযুক্ত এ কাব্যটি রাধাকৃষ্ণ প্রেমপ্রতীকে ভক্তিবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত বলে ধারণা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য প্রচার কবির উদ্দেশ্য ছিল, সে হিসেবে 'বিজয়' বা 'মঙ্গল' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

সভারঞ্জন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১।

সভারঞ্জন পাণ্ডুলিপিটি একটি কাহিনীকাব্য। কাব্যের ঘটনাস্থল সংগ্রামসিংহের পুত্র মানসিংহের রাজসভা। চরিত্রগুলো ঐতিহাসিক হলেও কাব্যের কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। মানসিংহ অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা। তাঁর রাজত্বে প্রত্যেক প্রজাই সুখে বসবাস করতো। মানসিংহ ছিলেন শিল্পরসিক।তাঁর রাজসভায় গল্পকাররা বিভিন্ন ধরনের গল্প বিবৃত করতেন এবং রাজা তা উপভোগ করতেন। পাণ্ডুলিপিটিতে এ রকমই গল্পের খণ্ডাংশ বিধৃত হয়েছে।

কালিকা পুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১২।

"সাধারণত: পুরাণ অর্থে বুঝায় ব্যাসাদি মুনি প্রণীত শাস্ত্র।" প্রাচীনকালে বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। পুরাণ দুইভাগে বিভক্ত। মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ উভয়েরই সংখ্যা ১৮। ১৮টি উপপুরাণের মধ্যে কালিকাপুরাণ অন্যতম। ভিন্ন ভিন্ন দেবীর পূজা এই পুরাণে লিপিবদ্ধ। যেমন গিরজা, ভদ্রকালী, কালী, মহামায়া প্রভৃতি। এই পুরাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে আদ্যাশক্তির পূজা।

পদ্মাপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৩।

মনসামঙ্গল কাব্য কোথাও কোথাও পদ্মাপুরাণ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাপের অধিষ্ঠান দেবী মনসা যার অপর নাম কেতকা ও পদ্মাবতী। পদ্মাপুরাণ সম্পর্কে 'বাঙলারকাব্য' গ্রন্থে হুমায়ুন কবির লিখেছেন পূর্ব বাংলার নদনদী বহুল নিসর্গ বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর প্রাধান্য অথবা বেহুলার অভিযান-এ সমস্ত প্রসঙ্গের আধিভৌতিক তাৎপর্য কেবলমাত্র কষ্টকল্পনা। কিন্তু নদীমাতৃক বানিজ্য নির্ভর সমৃদ্ধ নরনারীর হিংসা ও প্রেম তেজ ও সাহস এবং বিপুল অধ্যবসায়ের কাহিনী হিসেবে তাদের মূল্য অপরিমেয়। পদ্মাপুরাণ কাব্যে দৈবের সঙ্গে মানুষের কঠিন সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যা উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে মানবিক প্রেরণার উৎস ছিল।

রাধাকৃষ্ণ প্রেম বর্ণনা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৫।

বৈষ্ণব ভাবাদর্শ অবলম্বনে রচিত পদ। রাধার প্রেমানুভূতি হৃদয়াবেগ প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঋতু বৈচিত্র্যে রাধার হৃদয়ানুভুতি কীর্তন আকারে এ পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বৈষ্ণবপদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৬।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৈষ্ণব কাব্য বা বৈষ্ণব পদাবলী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই পদাবলীর সৃষ্টি এবং চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদ সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ। পদাবলী সাহিত্য মূলত বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। বৈষ্ণবের ভগবান ও ভক্তের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে পরমাত্মা বা ভগবান এবং রাধাকে জীবাত্মা বা সৃষ্টির রূপক মনে করে তাদের বিচিত্র প্রেমলীলা মধ্যে ধর্মীয় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, প্রমুখ পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। কবি আলাওলও সার্থক পদাবলী রচনা করেন। মূলত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পদাবলী সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ হলেও বর্তমান কাল পর্যন্ত এর ধারা প্রবাহিত।

সত্যপীরের পাঁচালি ও সত্যনারায়ণের পুঁথি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -১৮/এ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে আরবি ফার্সি শব্দমিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল-যা পুথিসাহিত্য বা পাঁচালি সাহিত্য নামে পরিচিত। মধ্যযুগের অবসানের আগেই এই ধারার সূচনা এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাতের পরও এর অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে কাব্যধারার উৎপত্তির পশ্চাতে যুগপ্রভাব বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোঘল শাসনের শেষ দিকে এদেশে ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, ইতিহাসের পটে কাল্পনিক কাফের দলন কাহিনী, পীরের কাছে দেবদেবীর পরাজয় বরণ ও পীরের প্রতিষ্ঠালাভের উপাখ্যান-এসময়ের কাব্যগুলিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই পুথি সাহিত্যেরই একটি বিশেষ ধারা যা 'সত্যপীরের পাঁচালি' নামে পরিচিত। সত্যপীরের অলৌকিকত্ব ও মাহাত্ম এর উপজীব্য বিষয়। ধর্মপ্রতিষ্ঠায় সত্যপীরের সাথে অবিশ্বাসী অশুভ শক্তির বিরোধ, সত্যপীরের অসাধারণ ক্ষমতা বলে বিজয় অর্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এই কাব্যগুলোতে ঘোষিত হয়েছে। এই কাব্যগুলোর সাহিত্যিক মূল্য সামান্য হলেও বিপুল জনপ্রিয়তা একে অসাধারণত্ব দিয়েছে। সত্যপীরের পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে ফকির গরিবুল্লাহর পুথি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সত্যপীরের পাঁচালির অসম্ভব জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে হিন্দু কবিরা দেবতা নারায়ণের সঙ্গে সত্যপীরকে যুক্ত করে রচনা করেন সত্যনারায়ণের পাঁচালী। মঙ্গলকাব্যের মতো সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে দেবতা সত্য নারায়ণের সঙ্গে অবিশ্বাসী অশুভ শাস্তির বিরোধের মধ্য দিয়ে সত্যনারায়ণের জয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়েছে। নারায়ণকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ থেকে হিন্দু কবিরা সত্যনারায়ণের পাঁচালী কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। রামেশ্বর সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচয়িতা কবিদের মধ্যে জনপ্রিয়।

লক্ষ্মীর চরিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -১৮/বি।

লক্ষ্মীর চরিত্র গ্রন্থে লক্ষ্মীদেবীর বন্দনার পাশাপাশি একজন আদর্শ নারীচরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত তার বর্ণনা রয়েছে।

বচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -১৮/সি।

'বচন' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা কর হয়। ছড়া জাতীয় এসব রচনায় এদেশের প্রাচীর যুগের ফলিত জ্যোতিষ আবহাওয়া ও কৃষি সম্পর্কিত বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। এসবের মধ্যে বিবৃত হয়েছে নীতিকথা ও বহুদর্শী উপদেশ। এগুলোকে ভূয়োদর্শন হিসাবেও আখ্যায়িত করা যায়। বচনগুলোর কোনো লিখিত নিদর্শন না থাকায় এবং এগুলো লোকমুখে প্রচলিত হওয়ার ফলে এর ভাষাও হয়ে পড়েছে আধুনিক।

সুধন্বাসংহার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -১৮/এফ ।
সুধন্বাসংহার ১৮৪ বৎসরের প্রাচীন কাব্য। মধ্যযুগের কাব্য ছিল মূলত ধর্ম নির্ভর। সুধন্বাসংহার কাব্যটি রাজা, রাজপুত্র, দেবদেবী প্রভৃতি চরিত্রের সমন্বয়ে একটি কাহিনী কাব্য।

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/এইচ।
পুথির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

বৈদ্যকসূচী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -১৮/আই।
পাণ্ডুলিপিটি চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক কোনো একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির সূচিপত্র অংশ। এতে বিভিন্ন রোগের নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।

পৌরাণিক কাব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮/জে।
মধ্যযুগের সাহিত্যে পুরাণ প্রসঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র ও প্রসঙ্গ অবলম্বনে কবিগণ নানা ধরনের কাব্য রচনা করেছেন। পুরাণের বিষয়বস্তু, ঘটনা বা চরিত্র পাত্রদের অবলম্বন করে যে কাব্যগুলো রচিত হয়েছিলো তাই পৌরাণিক কাব্য নামে অভিহিত।

সিমন্তহরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -১৮/এল।
কবি দ্বিজরাম রচিত 'সিমন্ত হরণ' পাণ্ডুলিপিটি কাহিনীকাব্য। দেবদেবী বন্দনার মধ্য দিয়ে কাব্য শুরু এবং পরিশেষে মানবের বীরত্বগাঁথা বর্ণনায় কাব্যের সমাপ্তি।

আপদউদ্ধার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -১৮/এম।
'আপদ উদ্ধার' শিরোনামে পাণ্ডুলিপিটিতে কয়েকটি মন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। মধ্যযুগে মানুষের মন্ত্র, তন্ত্র ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসেরই বহি:প্রকাশ ঘটেছে এই পাণ্ডুলিপিতে।

স্বরূপ প্রকাশ বর্ণন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -২০/এ।
স্বরূপ প্রকাশ বর্ণন পাণ্ডুলিপিটি বৈষ্ণব ভাবাদর্শ সম্বলিত। কবি কৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শন এই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু।

পত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ -২০/বি।
এটি পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লিখিত একটি পত্র। পত্রলেখক শ্রীলক্ষীকান্তগোস্বামীভক্তিভূষণ সম্পাদক শ্রীলবাবুনলিনীকান্তভট্টশালীকে 'নারায়নোপনিষদ' প্রকাশের জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেন।

শ্রীমদভাগবতগীতা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১/এ।
মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এতে বর্ণিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁদের বধ করতে হবে ভেবে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অর্জুনের সারথিরূপেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে

উৎসাহিত করার জন্য যে উপদেশ দেন, তাকেই শ্রীমদ্ভগবদগীতা বলা হয়। এর প্রধান বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোতা অর্জুন। এতে সাতশত শ্লোক রয়েছে। এ কারণেই এর অপর নাম 'সপ্তশতী'।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১/বি।

দ্রষ্টব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০

উজ্জ্বল কিরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-২১/সি।

বৈষ্ণব দর্শন অবলম্বনে রচিত কাব্য। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে 'উজ্জ্বল রসের বিষয়' বিবেচনা করে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণব দর্শন বর্ণিত হয়েছে।

সিবরামের যুদ্ধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪৬/সি।

সিবরামের যুদ্ধ পাণ্ডুলিপিটি রামায়ণের ঘটনাংশকে উপজীব্য করে রচিত। সীতা অপহরণের পর রাম ও লক্ষ্মণের সীতা অন্বেষণ এ পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষির চরিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪৬/ডি।

দ্রষ্টব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালিয় সংগ্রহ-১৮/বি।

সত্যনারায়ণের পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৯/বি।

দ্রষ্টব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালিয় সংগ্রহ-১৮/এ।

সত্যপীরের কথা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৯/সি

দ্রষ্টব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালিয় সংগ্রহ-১৮/এ।

শিবরামের যুদ্ধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৯/ডি

দ্রষ্টব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালিয় সংগ্রহ-৪৬/সি।

মহাভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬০/এ-৬১/ডি।

মহাভারত:

ভারতীয় মহাবংশচরিত ও কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধবর্ণনাত্মক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত মহাকাব্য। মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ। এটি ১৮ পর্বে সমাপ্ত। এই ১৮ পর্বের মধ্যে একশত পর্বাধ্যায় রয়েছে। এক লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট এ মহাকাব্য পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাকাব্য। বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে ৩ বৎসরে মহাভারত রচনা করেন। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মতানুসারে মহাভারতের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কিছু বেশি। অপরদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মনে করেন মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে পঞ্চম অব্দের মধ্যে রচিত।

মহাভারতের আঠারটি পর্ব নিম্নরূপ:

১। আদিপর্ব: আদিপর্বের প্রথমে মহাভারত রচনার পরিপ্রেক্ষিত বিবৃত হয়। অতঃপর প্রতীপ রাজার পুত্র শান্তনুর পুত্র ভীষ্মদেবের জন্ম ও জীবন বৃত্তান্ত, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, দুর্যোধনাদি শত কৌরব এবং পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র কুরু পাণ্ডবদেব অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের হাতে রাজ্যভার অর্পন করেন। পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠত্বে কৌরবরা ঈর্ষান্বিত হতে থাকে এবং পাণ্ডবদের ধ্বংস করার নানা চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

সভাপর্ব: ভীষ্মদেব ও বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের খান্ডবপ্রস্থ দান করেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যের রাজা হন। ময়দানব কৃষ্ণের নিদের্শে যুধিষ্ঠির জন্য পৃথিবীর সমগ্রদেশ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ এক মনোরম রাজসভা নির্মাণ করেন। একদিন নারদমুনি পাণ্ডব সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁদের রাজসূয় যজ্ঞ করার উপদেশ দেন। পাণ্ডবগণ রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য পৃথিবীর সমগ্র রাজাদের জয় করেন এবং ধনরত্ন সংগ্রহ করে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে এসে দুর্যোধন হতভম্ব এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে পাণ্ডবদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহবান করেন, খেলায় পরাজিত হয়ে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ বার বৎসরের বনবাস এবং একবৎসরের অজ্ঞাতবাস বরণ করেন।

বনপর্ব: রাজ্য ছেড়ে পাণ্ডবগণ প্রথমে কাম্যকবনে প্রবেশ করেন। সেখানে ভীম কির্মিক রাক্ষসকে হত্যা করেন। কাম্যক বন থেকে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে গমন করেন। অর্জুন মহাদেব দর্শনে হিমালয়ে যান। ইন্দ্র অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে যান। সেখানে অর্জুন দেবতাদের কাছ থেকে নানা অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করেন। অর্জুনকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতা নানা অস্ত্র প্রদান করেন। এরপর পাণ্ডবরা নানা জায়গা, নানা তীর্থ ঘুরে উপস্থিত হন বদরিকা আশ্রমে। দুর্যোধন পাণ্ডবদের অবস্থা দেখার জন্য নানা সময়ে বনে আগমন করেন এবং নানারূপ দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে পাণ্ডবদের দ্বারা উদ্ধার হন। এমনি করে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর শেষ হয়। বিরাটপর্ব:পাণ্ডবগণ এক বছর অজ্ঞাতবাস অতিবাহিত করার উদ্দেশে বিরাট নগরে প্রবেশ করেন এবং শ্মশানে বিশাল শমীবৃক্ষে তাঁদের সমস্ত অস্ত্র লুকিয়ে রাখেন। এর পর তাঁরা পৃথক পৃথক ছদ্মবেশে বিভিন্ন নাম নিয়ে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিরাট রাজদরবারে অধিষ্ঠিত হন। এভাবে দশমাস অতিবাহিত হওয়ার পর বিরাট রাজার শ্যালক কীচক দ্রৌপদীকে রাজসভায় নানাভাবে অপমান করেণ। দ্রৌপদী ভীমেব সঙ্গে পরামর্শ করে কীচক হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং ভীম কীচককে হত্যা করে। অন্যদিকে দুর্যোধন চর পাঠিয়ে সবর্ত্র পাণ্ডবদের খোঁজ করেন এবং কীচক হত্যার সংবাদ শুনেন। এ সময় ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাট রাজ্য আক্রমন করে গোধন হরণের পরিকল্পনা করেন। কৌরবগণ এই পরিকল্পনায় যোগ দেন এবং বিরাট গোশালা আক্রমন করেন। অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার কারণে অর্জুন বিরাট রাজকুমার উত্তরের সারথি হয়ে যুদ্ধ করে কৌরবদের পরাজয় ঘটান। এ সময় পাণ্ডবগণ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

উদ্যোগপর্ব: বার বছর বনবাস এবং এক কছর অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা কৃষ্ণের সাথে পরামর্শ করে অর্ধেকরাজ্য ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়ে হস্তিনায় পুরোহিত প্রেরণ করেন। কৌবরগণ পাণ্ডবদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। পাণ্ডব ও কৌবর উভয় পক্ষই যুদ্ধের পরিকল্পনা করে মিত্রপক্ষ সংগ্রহে তৎপর হয়। অর্জুন এবং দুর্যোধন উভয়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন। কৃষ্ণ দুর্যোধনকে তাঁর শক্তিশালী নারায়ণী সেনা প্রদান করেন এবং অর্জুন গ্রহণ করেন স্বয়ং কৃষ্ণকে। তবে কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। স্বয়ং কৃষ্ণ পুনরায় শান্তি প্রস্তাব বিনয়ে কৌরব দরবারে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কুন্তীও মাতৃপরিচয়ে কর্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে বিমুখ হন। কর্ণের কাছে

ব্যর্থ হয়ে কুন্তী কৃষ্ণের নিকট পুত্রদের ক্ষাত্রধর্ম ও বীরত্বের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হতে বলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

ভীষ্ম পর্ব: যুদ্ধের নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে উভয় পক্ষ যুদ্ধসজ্জা শেষ করে। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য দিব্যচক্ষু দিতে চাইলে ধৃতরাষ্ট্র এ ভাতৃকলহ স্বচক্ষে দেখার পরিবর্তে বিবরণ শুনতে চাইলেন। ব্যাসদেব তখন সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেন এবং সঞ্জয় হস্তিনায় বসে যুদ্ধ অবলোকন করে ধৃতরাষ্ট্রকে তা বর্ণনা করেন। কৌরবপক্ষের সেনাপতি নিযুক্ত হলেন ভীষ্মদেব এবং পাণ্ডবপক্ষের ধৃষ্টদুন্ন। অর্জুন সারথি কৃষ্ণকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামাতা এবং অন্যান্য গুরুজনদের দেখে যুদ্ধ ত্যাগের চেষ্টা করলে কৃষ্ণ নানা হিততত্ত্বের মাধ্যমে অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। যুদ্ধের নবমাদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নিয়ে ভীষ্মের নিকট আসেন। ভীষ্ম তাদের তাঁর মৃত্যুর উপায় বলে দেন এবং দশম দিনের যুদ্ধে অর্জুন ভীষ্মের পতন ঘটান।

দ্রোণপর্ব: ভীষ্মের পতনের পর কৃপাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে কৌরবগণ দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। দ্রোণাচার্যের নেতৃত্বে কৌরবগণ পাঁচদিন যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অর্জুনপুত্র অভিমন্যু কৌরবপক্ষের জয়দ্রথ ইত্যাদি বহু বীরের মৃত্যু হয়। পঞ্চম দিন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহায়তার দ্রোণাচার্যকে হত্যা করেন। অতপর কৌরবগণ অর্জুন হত্যার সংকল্প নিয়ে কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন।

কর্ণপর্ব: দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর কৌরবগণ কর্ণকে সেনাপতি করে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই পর্বে যুধিষ্ঠির কর্ণের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু পরবর্তীতে অর্জুন কর্ণকে হত্যা করেন। অপরদিকে দুঃশাসনের সাথে ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে দুঃশাসনের পতন হয়। ভীম তার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে দু:শাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করেন।

শল্যপর্ব: শল্যপর্বে কৌরবগণ শল্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এ যুদ্ধে দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপ ব্যতীত কৌরব পক্ষের সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে দুর্যোধন দ্বৈপায়নহ্রদের জলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

গদাপর্ব: গদাপর্বে দুর্যোধনের পতন বিবৃত হয়েছে। দ্বৈপায়নহ্রদে লুকিয়ে থাকা দুর্যোধনের সন্ধান পেয়ে যুধিষ্ঠির তাকে নানারকম র্ভসনা ও তিরস্কার করে যুদ্ধে আহবান করে। দুর্যোধনের সাথে ভীমের গদাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ভীম দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করে তাকে পরাস্ত করেন। অতঃপর অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কৃপ পাঞ্চপাণ্ডব হত্যার প্রতিজ্ঞা করেন এবং দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্ব দান করেন।

সৌপ্তিক পর্ব: এ-পর্বে অশ্বত্থামার সৈনাপত্যে কৃতবর্মা ও কৃপ পাণ্ডব শিবিরে গমন করে দেখতে পান সেখানে স্বয়ং শিব দ্বাররক্ষার দায়িত্বে। অশ্বত্থামা নানাপ্রকার স্তুতি করে শিবকে দ্বার উম্মোচন করতে বাধ্য করলেন। শিবিরে প্রবেশ করে অশ্বত্থামা প্রচুর সৈন্য নিধন করেন এবং পঞ্চপাণ্ডব মনে করে দ্রৌপদীর পাঁচ সন্তানকে হত্যা করে দুর্যোধনের নিকট নিয়ে আসেন। দুর্যোধন তাদের মাথায় হাত রেখে বুঝতে পারেন এরা পঞ্চপাণ্ডব নয়, দ্রৌপদীর পঞ্চতনয়। তখন দুর্যোধন হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ-ত্যাগ করেন। দুর্যোধন যুদ্ধ করে বীরের মতো প্রাণত্যাগ করেন বলে তাঁর স্বর্গে গতি হয়।

স্ত্রীপর্ব: কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ শেষে নিস্তব্ধ কুরুক্ষেত্র। সমস্ত কুরুনারীদের হাহাকার ধ্বনিতে বিহ্বল হস্তিনানগর। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী শোকে ক্রোধে অন্ধপ্রায়। তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সঞ্জয়, বিদুর, কৃষ্ণ, ব্যাসদেব। এরপর মৃতদের শ্রাদ্ধকার্যে সকলেই নিয়োজিত হলেন।

শান্তিপর্ব: শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির মৃত আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য বীরদের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করে ভাগীরথীর জলে তর্পণ করেন। জ্ঞাতিযুদ্ধে সমস্ত কুলধ্বংসের পরিণাম দেখে যুধিষ্ঠির রাজ্যত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণে মনস্থির করলে ব্যাসদেব নানা হিত তত্ত্বের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং যুদ্ধের পাপ স্খলনের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পরামর্শ দেন।

অভিষেক পর্ব: কৃষ্ণের অনুমোদনে পাণ্ডবগণ দিব্যরথে চড়ে হস্তিনায় গমন করেন। পুরবাসীগণ পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে পাণ্ডবদের সম্ভাষণ করেন। আড়ম্বরের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতা ও অন্যান্যদের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করে শান্তিতে বসবাসের নির্দেশ দেন।

অশ্বমেধপর্ব: সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও জ্ঞাতি বন্ধুদের শোকে যুধিষ্ঠির সর্বদাই ভারাক্রান্ত থাকেন। এ অবস্থায় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য কৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের পরামর্শ চান। তাদের পরামর্শে ও ভ্রাতাদের সাহায্যে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকেন। এ সময় উত্তরা সন্তান প্রসব করলে পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কৃষ্ণ তার জীবনদান করে। যুধিষ্ঠির উত্তরাপুত্রের নামকরণ করেন পরীক্ষিত।

আশ্রমিক পর্ব: যজ্ঞ সমাপনের পর সকলে নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রস্থান করেন। ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থধর্ম পালনের জন্য যুধিষ্ঠিয়ের নিকট বনবাস গমনের অনুমতি চাইলেন। যুধিষ্ঠির বনগমন থেকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেও সফল হলেন না। ধৃতরাষ্ট্র মৃতপুত্রাদির শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে বনে গমনের উদ্যোগ নেয়। তাঁর সাথে গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর সহযাত্রী হলেন। কিছুকাল পর যুধিষ্ঠির সবাইকে দর্শনের উদ্দেশ্যে আশ্রমে উপস্থিত হন। অতঃপর অগ্নিদেব সমস্ত বন দহন কালে ধৃতরাষ্ট্রাদি স্ব স্ব আসনে উপবেশন করে ধ্যানে মগ্ন হন এবং অগ্নিদেব বনের সঙ্গে তাঁদের সকলকে দহন করেন। যুধিষ্ঠিরাদি সকলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রাদির ঔর্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এসময় তাঁরা যদুবংশ ধ্বংসের সংবাদ পান।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব: মহাপ্রস্থানিক পর্বে পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রয়াণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। আভিরের সময়ে নিহত বৃষ্ণিবংশের সকলের শ্রাদ্ধ সমাপন করে যুধিষ্ঠির রাজকার্য পরিত্যাগে সিদ্ধান্ত নেন। দ্রৌপদী ও অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁর সঙ্গী হলেন। যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে রাজ্যভার অর্পণ করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের নিয়ে উত্তর মুখ হয়ে মহাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে তাঁরা হরগিরি পর্বতে উপস্থিত হন। এখানেই পর্বত শিখরে উঠতে গিয়ে দ্রৌপদী দেহ ত্যাগ করেন। এরপর একে একে সহদেব নকুল, অর্জুন ও ভীমের পতন হয়। একাকী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয় এক কুকুর। তাকে সঙ্গী করে পথ পরিক্রমা করে যুধিষ্ঠির চন্দ্রকান্ত মুনির অশ্রমে উপস্থিত হন। ইন্দ্র রথ পাঠালেন বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে আসার জন্য। যুধিষ্ঠির পথের সাথী কুকুরকে ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে সম্মত হলেননা। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ কুকুরের রূপ ত্যাগ করে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যুধিষ্ঠির স্বর্গরাজ্যে পদার্পন করে।

স্বর্গারোহণ পর্ব: স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সাক্ষাৎ পান। তিনি স্ত্রী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে একস্থানে থাকার জন্য ইন্দ্রকে অনুরোধ জানান। ইন্দ্র মায়ানরক নির্মাণ করে যুধিষ্ঠিরকে নরকযন্ত্রনা প্রত্যক্ষ করান।

স্বজনদের আর্তনাদ দেখে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখ পান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 'অশ্বত্থামা হত' এরূপ চাতুরি করে দ্রোণাচার্যকে হত্যা করানোর অপরাধে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন করানো হয়। অতঃপর পাপমুক্ত হয়ে সকলে স্বর্গভোগ করতে থাকেন।

একাদশীর পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬২/A।
পুথিটি বৈষ্ণব দর্শন অবলম্বনে রচিত। এতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিবৃত হয়েছে।

নন্দ বিদায়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬২/B।
নন্দবিদায় পুথিটি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল ও পরবর্তীকালের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পদ্মাপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬২/C।
পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যের অংশ বিশেষ।

লক্ষীমঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬২/D।
লক্ষী দেবীর মাহাত্ম্য ও বন্দনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অঙ্গদরায়বার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬২/E।
রামায়ণের ঘটনাংশকে নিয়ে কাব্য।

রামায়ণ(আদ্যখণ্ড): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৬২/F।
রামচন্দ্রের জন্ম ও বাল্যকাল লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সহস্র গিরিবধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭১।
পুরাণ প্রসঙ্গ এবং রামায়ণের ঘটনাংশ কেন্দ্র করে কাব্য।

সত্যপীরের পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২।
সত্যপীরেরপাঁচালির অনুরূপ।

সুধন্যারস্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৩/A।
দেবতার স্তুতি ও বন্দনামূলক কাব্য।

সূর্য্য বংশের উৎপত্তি কথা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৩/B।

তিন লক্ষ পীরের পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪।
সত্যপীরের পীরের পাঁচালির অনুরূপ।

সিতবসন্ত পুস্তক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৫।
এটি একটি কাহিনীকাব্য। রাজা সুরসেন ও তার দুই পুত্রকে নিয়ে কাব্যের কাহিনী গড়ে উঠেছে।

রামায়ণ(উত্তরকাণ্ড): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৬।
উত্তরকাণ্ড রামায়ণের শেষাংশ। উত্তরকাণ্ডে অযোধ্যায় ররিেমরাজ্যশাসন, সীতার বনবাস, লব-কুশের জম্ম, সীতার নির্দোষিতা প্রমাণ পুনর্মিলন ও মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে।

কালিতা পুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৭।
আঠারটি উপপুরাণের মধ্যে কালিকা পুরাণ অন্যতম। এতে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমন: গিরিজা, দেবী, ভদ্রকালী, কালী, মহামায়া প্রভৃতি পূজা এই পুরাণে লিখিত আছে। মূলত: আদ্যাশক্তির পূজা এই পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সত্য পীরের পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৮।
দ্রষ্টব্য:................................১৮/এ

মনিহরণকৃষ্ণবিজয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৯।এ।
শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও বন্দনা বিষয়ক কাব্য।

সত্যনারায়ণের পুথি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৯।বি।
দ্রষ্টব্য...১৮/এ।

ইতিহাস পুস্তক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮০।
পৌরাণিক যুগের ইতিহাস এই পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কৃষ্ণঅবতার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮১।
দেবী চণ্ডিকার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য। রাজা ছত্রাজিতের কাহিনীর আবরণে চণ্ডীদেবীর পূজা ভক্তিরসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

রামচরিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮২।
রামায়ণের কাহিনী অবলম্বর করে রামের চরিত্র বর্ণনামূলক।

বিদ্যাসুন্দর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০১।এ।
বিদ্যাসুন্দর:
বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কাহিনী। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের অর্ন্তগত। প্রকৃতপক্ষে কালিকামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যধারার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কালিকামঙ্গলের নামে একাব্যে বিদ্যাসুন্দরের প্রেমসুন্দরের প্রেমকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সুপ্রাচীন। এই প্রণয়কাহিনীর প্রথম রূপ দেন সংস্কৃত কবি বিহলন 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কাহিনী এরকম: রাজকুমার সুন্দর কালিকাদেবীর পূজা করে রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যাকে বিয়ে করা বর পায়। সুন্দর বিদ্যাকে পাবার উদ্দেশ্যে বীরসিংহের রাজ্যে এক মালিনীর গৃহে ছদ্মবেশে আশ্রয় নেয়। মালিনীর সাহায্যে বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের পরিচয় হয় এবং একসময় গান্ধর্বমতে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। রাজার কাছে এ সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেলে রাজা সুন্দরকে প্রাণদণ্ড দেন। কিন্তু সুন্দর কালীর স্তব করাতে কালী আবির্ভূত হয়ে বিদ্যাকে সুন্দরের হাতে সমর্পণ করার জন্য রাজাকে আদেশ দেন। রাজা সুন্দরের প্রকৃত পরিচয়

পেয়ে মহাসমারোহে বিদ্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সুন্দর বিদ্যাকে নিয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর সাবিরিদ খান প্রমুখ কবি এই কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন।

ব্যবস্থা কবিতা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০১ /বি।
পাণ্ডুলিপিটি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রথা ও বিধি নিষেধ সম্পর্কিত কাব্য।

মহাভারত আদিপর্ব: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০২ /ক ।
দ্রষ্টব্য................................ ৬০/এ-৬১/ডি।

ইন্দ্রজাল বিদ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০৮/জে।
পাণ্ডুলিপিটি লেখা সুন্দর ও কারুকার্যময় করার বিভিন্ন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বিষ্ণুচক্র মাহাত্ম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১২৪/বি।
দেবদেবীর বন্দনা ও স্তোত্র এই পাণ্ডুলিপির প্রতিপাদ্য বিষয়।

রামায়ণ(সুন্দরকাণ্ড): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১২৬/ ।
সুন্দরকাণ্ডে রামের লঙ্কাযাত্রা ও লঙ্কায় উপস্থিতি বর্ণিত হয়েছে।

বিষঝাড়া মন্ত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৪৬/এন।
মানবদেহকে বিষমুক্ত করার মন্ত্র।

হাড়মালা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৫৩/এফ।
এটি তন্ত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপি।

খনার বচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৫৩/পি/ঘ।
খনার বচন:
খনার বচনে, মানবজীবনের যেসব অভিজ্ঞতা দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতো তাই ছড়ার আকারে রূপ লাভ করেছে। এসবের মধ্যে নীতিকথা ও বহুদর্শী উপদেশ প্রতিফলিত হয়েছে। ড: দীনেশচন্দ্র সেন খনার বচনকে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন। ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর কতগুলোকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলে ধারনা করেছেন। ড: নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এগুলো প্রাকতুর্কি আমলের রচনা। খনার বচন ও ডাকের বচনের মধ্যে বিষয়গত ঐক্য রয়েছে। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। খনার বচনে কৃষি ও আবহাওয়ার প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এগুলোকে বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের লোকদর্শন বা লোকবিজ্ঞান-এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খনার বচন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও এগুলোর লিখিত রূপ না থাকায় এবং মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হওয়ায় এর ভাষায় প্রাচীনত্বের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়না।

চিকিৎসা সংগ্রহ বিভিন্ন রোগের ভেষজ ঔষধ প্রস্তুত পদ্ধতি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১৮৯/সি।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০৩/।
কাব্যের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অনুরূপ। এতে নৌকাখন্ডের ঘটনা বিবৃত হয়েঝে।

চৈতন্যমঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০৪/।
শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শন বিষয়ক কাব্য।

চৈতন্যভাগবত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০৫/ ।
জীবন ও দর্শন এ পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু। এ কাব্যে ভাগবতের প্রভাব থাকায় চৈতন্যভাগবত নামকরণ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য:চৈতন্য ভাগবত।

চৈতন্যচরিতামৃত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০৭/ ।
চৈতন্য চরিতামৃতের অনুরূপ।

ভাগবত(দ্বাদস্কন্ধ): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০৮/।
হিন্দুধর্মের আঠারটি মহাপুরাণের অন্যতম ভাগবত পুরাণ। এতে পৌরাণিক ব্রাহ্মন্য ধর্মের মূল আদর্শ সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথার বর্ষনাভঙ্গিতে। অর্থাৎ ভাগবতে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলার বিবরণ বিজড়িত হয়ে আছে। এর রচনাকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আধুনিক গবেষকগণ ভাগবতকে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা বলে মনে করেন। ভাগবত বারটি স্কন্ধে বা পর্বে বিভক্ত। প্রথম নয়টি স্কন্ধে বিভিন্ন গল্প আখ্যান ও তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে এবং দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও পরবর্তী লীলা স্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব ভক্ত সমাজের প্রভাবে শেষ তিন পর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা পায়। এ জনপ্রিয়তা থেকেই ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত।

মহাভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২০৯/।
দ্রষ্টব্য: মহাভারত আদিপর্ব।

বিদ্যাসুন্দর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১০/।
দ্রষ্টব্য: বিদ্যাসুন্দর।

রতিশাস্ত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১২/।
এতি স্ত্রী পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

সত্যপীরের পাঁচালী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১৪/।
২১৪/ সত্যপীরের পাঁচালী: দ্রষ্টব্য: সত্যপীরের পাঁচালী।

ফ্যসারার পালা বা সত্যপীরের পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১৫/।
দ্রষ্টব্য: সত্যপীরের পাঁচালী।
জৈমিনিভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১৬/।
দ্রষ্টব্য জৈমিনিভারত
শত স্কন্ধ রাবণ বধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১৭/।
পাণ্ডুলিপিটি 'অদ্ভুত রামায়ণ' গ্রন্থের অংশবিশেষ।
গোবিন্দমঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১৮/।
পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাধরবসু ভাগবতের অনুবাদমূলক কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অনুবাদ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য 'গোবিন্দবিজয়' ও 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমপ্রতীকে ভক্তিবাদ প্রচারই ছিল এ কাব্যের উদ্দেশ্য।

হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্ম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২২০/।
এই পাণ্ডুলিপিটিতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও আচার ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হস্তামলক ভাষ্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২২৯/।
এই পাণ্ডুলিপিটিতেও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে।

বৃহদব্রহ্মান্ড তত্ত্ব: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১০/।
হিন্দুধর্মের তত্ত্ব এই পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ইন্দ্রের দশ অবতার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২১০/।
হিন্দু ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ।

ইন্দ্রের দশ আবতার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২৩৯/।
দেবরাজ ইন্দ্রের বিভিন্ন রূপ ও স্বরূপের বর্ণনা রয়েছে এ পাণ্ডুলিপিতে।

উপাসনা তত্ত্ব: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২৭৭/।
বৈষ্ণব তত্ত্ব অবলম্বনে উপাসনার বিভিন্ন তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।
চৈতন্যচরিতামৃত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২৯৮/এ।
চৈতন্যচরিতামৃতের অনুরূপ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৩২৪/V।
'নরোত্তমদাস' রচিত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পাণ্ডুলিপিটি বৈষ্ণব দর্শন অবলম্বনে রচিত।

অমৃতরত্নাবলী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২২৪/W।
অমৃতরত্নাবলী: শ্রীমুকুন্দদাস রচিত বৈষ্ণব কাব্য।

পদসংগ্রহ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-২২৪/X।

পদসংগ্রহ: বিভিন্ন পদকর্তাদের রচিত বৈষ্ণব কাব্য।

জ্যোতিষ ও খনার বচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৩২৬/T।
খনার বচনের অনুরূপ।

কাব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৩৩৩/G।
কবিকঙ্গন মুকুন্দরামে কোনো একটি কাব্যের অংশবিশেষ।

কলিলক্ষণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪৪২/O।
মহাভারতের অংশবিশেষ।

মেলবন্ধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪৪৯/B।
বংশপরিচিতিমূলক কাব্য।

আত্মনিরূপণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৪৫৫/H।
পাণ্ডুলিপিটি শ্রুতি শাস্ত্রের একটি অংশ।

সত্য পাচাঁলী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৪০/A।
সত্যদেবের পাঁচালীর অনুরূপ।

বিদ্যাসুন্দর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৪০/B।
বিদ্যাসুন্দর: দ্রষ্টব্য বিদ্যাসুন্দর।

বিদ্যাসুন্দর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫০৪/C।
দ্রষ্টব্য বিদ্যাসুন্দর।

মুষ্টিযোগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৪২/Y।
ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা।

জাগরণ পুথি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৫৫৯/A।
দ্বিজমাধব রচিত কাব্য।

ধ্রুবচরিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭১৯/।
বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ক কাব্য।

মহাভারত(সভাপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২০/।
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

বিরাটগিতা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২১/।
দ্রষ্টব্য গীতা।

মহাভারত(নারীপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২২/।
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২৩/।
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২৪/।
লঙ্কাকাণ্ড/দ্রষ্টব্য রামায়ণ

কৃষ্ণলীলামৃত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২৫/।
বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক কাব্য।

অমরকুস: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭২৬/।
পৌরাণিক কাব্য।

পদ্মপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৩৬/।
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

পদ্মপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৩৭/।
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

রামায়ণ(লঙ্কাকাণ্ড):ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪০/।
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

রামায়ণ(অরণ্যকাণ্ড): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪১/।
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

লবকুশের যুদ্ধ(রামায়ণ): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪২/।
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

পদ্মাপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৩/।
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

মনিহরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৫/।
পুরাণ বিষয়ক কাব্য।

অদ্ভুত রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৬/।
দ্রষ্টব্য অদ্ভুত রামায়ণ।

সত্যনারায়ণের পুস্তক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৭ /A(Ka) ।
দ্রষ্টব্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৭/A(Kha)
দ্রষ্টব্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

সত্যনারায়ণের পাচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৭/B
দ্রষ্টব্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

মহাভারত(কর্ণপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৮
দ্রষ্টব্য মহাভারতের কর্ণপর্বের অংশ বিশেষ।

মহাভারত(কর্ণপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৪৯/A
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

মহাভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৫০/
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

মহাভারত(বিরাটপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৫১/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের বিরাট পর্বাংশ।

শনি পূজার পাঞ্চালি:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৭৮৩/
দ্রষ্টব্য..................

একাদশী মাহাত্ম্য:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮২৮/
পাণ্ডুলিপিটি বৈষ্ণব ভাবধারা সম্বলিত কাব্য।

মহাভারত (নারীপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮২৯/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের নারী পর্বাংশ।

মহাভারত (গদাপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩০/
গদাপর্বাংশ।

মহাভারত (গদাপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩১/

গদাপর্বাংশ।

মহাভারত (মুঘলপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩২/
মুষল পর্বাংশ

হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩৩/
মহাভারতের ঘটনাংশকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্য।

জগন্নাথ মঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩৪/
পৌরাণিক কাব্য।

নৈষধ পর্ব্ব: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩৫/
দ্রষ্টব্য নৈষধ পুস্তক।

মহাভারত (শল্যপর্ব):ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩৬/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের শল্যপর্ব।

মহাভারত (শল্যপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩৮/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের শল্যপর্ব।

পাষণ্ডদলন:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৩৯/
পুথির বিষয়বস্তু বৈষ্ণবদর্শন।

মহাভারত (ঐষিকপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪০/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের ঐষিকপর্ব।

প্রহ্লাদ চরিত্র:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪১/
পৌরানিক কাব্য।

শ্রীকৃষ্ণ দোলপূজা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪২/
বৈষ্ণব বিষয়ক কাব্য।

তুলসী মাহাত্মা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪৩/
হিন্দুধর্মশাস্ত্র বিষয়ক কাব্য।

হরিবংশ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪৪/
পৌরাণিক কাব্য।

সন্ন্যাস কাব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪৬/
বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক কাব্য।

ক্রিয়াযোগসার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪৭/
পুরাণ বিষয়ক কাব্য।

চন্দ্রমুখী সমাচার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪৮/
রোমান্টিক কাব্য।

পদ্মপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৪৯/
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

মহাভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫০/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের আদিপর্ব।

মহাভারত(উদ্যোগপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫১/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের উদ্যোগপর্ব।

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫৩/
পুরাণ কাহিনী অবলম্বন করে রচিত কাব্য।
প্রেমতরঙ্গিনী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫৪/
ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।

চানক্য শ্লোক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫৫/
চানক্য রচিত 'চানক্যসারসংগ্রহ' গ্রন্থের অংশবিশেষ। এতে ১০৮টি শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে।

মহাভারত(ভীষ্মপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫৬/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের ভীষ্মপর্ব।

তত্ত্বমূলক কাব্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫৭/
দ্রষ্টব্য.................

রতিশাস্ত্রভেদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৫৮/
দ্রষ্টব্য রতিশাস্ত্র।

ভাগ্যগণনা চিত্রাবলী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬০/
জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক পাণ্ডুলিপি।

রতিশাস্ত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬১/
দ্রষ্টব্য রতিশাস্ত্র।

শ্রীরামচন্দ্র দিগ্বিজয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬২/
পৌরাণিক কাব্য।

মহাভারত(দ্রোণপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৪/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের দ্রোণপর্ব।

মহাভারত(কর্ণপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৫/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের কর্ণপর্ব।

হরিশ্চন্দ্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৬/
মহাভারতের ঘটনাংশ অবলম্বনে রচিত কাব্য।

রতিশাস্ত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৭/
দ্রষ্টব্য রতিশাস্ত্র।

রামায়ণ(আদিখন্ড): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৮A/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

জৈমিনি ভারত(দ্রোণপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৮B/ক
দ্রষ্টব্য জৈমিনি ভারত।

অভিমন্যু বধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৮B/খ
মহাভারতের ঘটনাংশ কেন্দ্র করে কাব্যটি রচিত।

সত্যনারায়ণ কথা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৮C/
দ্রষ্টব্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

মহাভারত(বিরাটপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৬৯/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের বিরাটপর্ব।

জৈমিনি ভারত(দ্রোণপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭০/এ
দ্রষ্টব্য জৈমিনি ভারত।

জগন্নাথ মঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭০/বি
দ্রষ্টব্য ভাগবত।

জগন্নাথ মঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭০/সি
দ্রষ্টব্য ভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭১/
ভাগদবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত কাব্য।

মহাভারত (স্বর্গারোহন পর্ব):ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/এ
মহাভারতের স্বর্গারোহন পর্ব।

জৈমিনি ভারত:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/বি
দ্রষ্টব্য জৈমিনি ভারত।

রামায়ণ আদিকাণ্ড:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/সি
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

মঙ্গল চণ্ডির পাঁচালী:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/এ
চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম প্রচার মূলক কাব্য।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/বি
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

রাধাকৃষ্ণলীলা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/সি
বৈষ্ণব দর্শন ও ভাবাদর্শমূলক কাব্য।

পারিজাত হরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/ডি
পুরাণ বিষয়ক কাব্য।

শনিদেবের পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/ই
শনিদেবের মাহাত্ম এবং পৃথিবীতে তার পূজা প্রতিষ্ঠা এ কাব্যের বিষয়বস্তু।

মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/এফ
চণ্ডীদেবীর মাহাত্মা ও পূজা প্রচারমূলক কাব্য।

চানক্য শ্লোক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/জি
দ্রষ্টব্য চানক্য শ্লোক।

সত্য নারায়ণ পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/এইচ

সত্য নারায়ণ পাঁচালী: দ্রষ্টব্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

অক্ষর চৌতিশ পুস্তক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৩/আই
কাহিনী কাব্য।

কৃষ্ণ চন্দ্র শতনাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/এ
শ্রীকৃষ্ণের শতনাম এবং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমূলক কাব্য।

ভারথ সাবিত্রী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/জে
ভারথ সাবিত্রী: মহাভারতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাঁচালী কাব্য।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/এল
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

কলঙ্ক ভঞ্জন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/এম
বৈষ্ণব ভাবাদর্শমূলক কাব্য।

গয়ামাহাত্ম্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/এন
বায়ুপুরাণের ঘটনাংশকে কেন্দ্র করে গয়ার মাহাত্ম্যমূলক কাব্য।

অক্ষর চৌতিশ পুস্তক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/ও
তত্ত্বমূলক কাব্য।

মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/পি
চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রতিষ্ঠামূলক কাব্য।

অক্ষর চৌতিশ পুস্তক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/কিউ
দ্রষ্টব্য অক্ষর চৌতিশ পুস্তক।

কিস্কিন্ধাকান্ড(রামায়ণ): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/আর
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

মহাভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/এস
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

শতস্কন্ধ বধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/টি
রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাব্য।

পদাবলী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/ইউ
বৈষ্ণবদর্শন সম্বলিত পদ।

মহাভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/ভি
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/ডব্লিউ
দ্রষ্টব্য মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

পদ্মাপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৪/এক্স
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

মহামুদগর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৭৫/
মহাভারতের ঘটনা উপজীব্য করে রচিত কাব্য।

কৃষ্ণমঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮১/
ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।

মহাভারত(সভাপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮২/
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

শ্রীরামের স্বর্গারোহন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮৩/
রামচন্দ্রের স্বর্গে গমনের ঘটনা এ কাব্যে বিবৃত হয়েছে। কাব্যের বিষয়বস্তু রামায়ণের অংশবিশেষ।

বীরবাহুরযুদ্ধ (রামায়ণ): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮৪/
রামায়ণের রাবণপুত্র বীরবাহুর বীরত্বগাঁথা ও যুদ্ধবর্ণনা এ কাব্যের বিষয়বস্তু।

বিবেকের যুদ্ধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮৫/
মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি ঘটনা এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

পদ্মাপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮৬/
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

পদ্মাপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮৭/
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

চেতন্য মহাপ্রভুর পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮৮/ক
চৈতন দেবের বন্দনা ও তাঁর জীবনগাঁথা এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

সত্যনারায়ণের পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৮৮/খ
দ্রষ্টব্য সত্য নারায়ণের পাঁচালী।

মনিহরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯০/
ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।

শিবরাত্রি ব্রত কথা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯১/
'শিবরাত্রি চতুদশি ব্রত উপবাস' যেভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একাব্যে তাই বর্ণিত হয়েছে।

তিরাক্ষ জর প্রস্তাব: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯২/
এটি একটি কাহিনী কাব্য।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯৩/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯৪/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯৫/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯৩/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

মহাভারত(শান্তিপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯৮/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের শান্তিপর্ব।

মনসার পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৮৯৯/
দেবী মনসার মর্ত্যে আগমন ও পূজা প্রতিষ্ঠা এ কাব্যের বিষয়বস্তু।

পদ্মাপুরাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯০০/
দ্রষ্টব্য পদ্মাপুরাণ।

সাবিত্রি ব্রত কথা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯০১/
মহাভারতের একটি উপকাহিনী অবলম্বন করে পতিব্রতা নারীর কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সাবিত্রি ব্রত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯০১/সি

দ্রষ্টব্য সাবিত্রিব্রত কথা।

ষষ্ঠীব্রত পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯০২/
দেবি ভগবতির মহিমা কীর্তনমূলক কাব্য।

মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯১০/এ
দ্রষ্টব্য মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালি।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯১০/বি
দ্রষ্টব্য মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালি।

নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯১০/সি
দ্রষ্টব্য মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালি।

মঙ্গল চণ্ডীব্রত পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯১০/ডি
দ্রষ্টব্য মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালি।

মঙ্গল চণ্ডী-পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯১৫/
দ্রষ্টব্য মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালি।

মহাভারত(আদিপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯২৭/
দ্রষ্টব্য মহাভারত।
গোবিন্দ বিজয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪১/
গুণরাজখান ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণে গোবিন্দবিজয় কাব্য রচনা করেন। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে।

উষাহরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪২/
এই কাব্যটিও গুণরাজ খান রচিত বৈষ্ণব ভাবাদর্শমূলক কাব্য। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাকে বৈষ্ণব দর্শনে রূপায়িত করে কাব্যে প্রচারিত হয়েছে।

মহাভারত(গোদাপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৪/সি:
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

ক্রিয়াযোগসার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৪/ডি:
পুরাণ বিষয়ক কাব্য।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৫/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ

অক্ষর চৌতিশা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৬/এ
অক্ষর চৌতিশা।

জ্ঞান চৌতিশা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৬/বি
জ্ঞান চৌতিশা:

মহাভারত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৭/
দ্রষ্টব্য মহাভারত।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৮/
শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাব্য।

শনির পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৪৯/
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবনকথার আড়ালে শনিদেবের পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী এই পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য।

রাইরাজা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫০/
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু।

কোকিল সংবাদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫১/
কোকিলসংবাদ পাণ্ডুলিপিটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাঁথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বংশি সংবাদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫২/
রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাঁথা অবলম্বনে কাব্য।

মোহমুদগর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫৩/
পৌরাণিক কাব্য।

রাধাকার বারমাস: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫৪/
রাধার বারমাসের দুঃখ যন্ত্রণার বর্ণনা এ কাব্যের বিষয়বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণ অষ্টোত্তর শতনাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫৫/
শ্রীকৃষ্ণের শতনামের বন্দনা।

সত্যনারায়ণ পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫৬/
দ্রষ্টব্য সত্য নারায়ণের পাঁচালি।

রামায়ণ(উত্তরকান্ড): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫৭/

দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

লক্ষণ চন্দ্রকলা বিবাহ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫৮/
পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু রামায়ণের ঘটনাংশ।

রামায়ণ (সুন্দরকান্ড): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৫৯/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

নিমাই সন্ন্যাস: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬০/
শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী এ পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু।

রামায়ণ:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬১/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

স্বপ্ন বিবরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬২/
পুথির বিষয়বস্তু স্বপ্নতত্ত্ব। পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে: স্বপ্ন বিবরণ লোক সোন সাবধান। রাত্রিতে দেখিলে স্বপ্ন দিবায় বঞ্জান। রাত্রিতে দেখা কোনো স্বপ্নে কি ফলাফল তাই বর্ণনা করা হয়েছে এই পাণ্ডুলিপিতে।

জোগসার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৩/
জোগসার:

জ্ঞান চৌতিশ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৪/
জ্ঞান চৌতিশ:

লক্ষীচরিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৪ বি/
একজন আদর্শ নারীর গুণাবলী এ পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু।

সত্য নারায়ণের পাঁচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৫/
দ্রষ্টব্য সত্যনারায়ণের পাঁচালি।

রামায়ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৬/
দ্রষ্টব্য রামায়ণ।

পাণ্ডববিজয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৭/
কাব্যটি মূলত মহাভারতের সভাপর্বের অংশবিশেষ। পাণ্ডবদের বিজয়গাঁথা একাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সুদামচরিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৮/

পাণ্ডুলিপিটিতে কৃষ্ণের সখা সুদামের চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

গৃহচিকিৎসা(যোগসংগ্রহ): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৯/এ
বিভিন্ন রোগের ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে।

মনসামঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৯/কিউ
মর্ত্যলোকে মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী এ কাব্যের বিষয়বস্তু।

মহাভারত(অনুশাসনপর্ব্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৬৯/আর
দ্রষ্টব্য মহাভারতের অনুসশাসন পর্ব।

বিষনাশক ঝাড়ফুক ঔষধ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-৯৭০/জে
পাণ্ডুলিপিটি মন্ত্র বিষয়ক। এতে বিষনাশক ঝাড়ফুক ও বিভিন্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ রয়েছে।

সত্যনারায়ণ পাচালি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০৬৭/এইচ
দ্রষ্টব্য সত্যনারায়ন পাঁচালি।

ওঝামন্ত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০৮৭/বি
পুথির বিষয়বস্তু বিষনাশক মন্ত্র।

বরেন্দ্র কূলপঞ্জী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০৯২/
বরেন্দ্রবংশ কুলতালিকা পুথিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মহাভারত(বিরাটপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০৯৭/
দ্রষ্টব্য মহাভারতের বিরাট পর্ব।

দাতাকর্ণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০৯৮/
মহাভারতের অন্যতম চরিত্র কর্ণ। তিনি দয়াশীলতা ও দানে অদ্বিতীয় ছিলেন। পাণ্ডুলিপিটিতে কর্ণের এই দানশীলতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

বৃহন্নিগম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১০৯৯/
বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ।

মহাভারত(অশ্বমেধ পর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০০/এ
দ্রষ্টব্য মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব।

মহাভারত(অশ্বমেধ পর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০০/বি

দ্রষ্টব্য মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব।

মোহমোচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০১/এ
বৈষ্ণব ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে পুথির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে।

মহাভারত(দ্রোণপর্ব): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০২
দ্রষ্টব্য মহাভারতের দ্রোণপর্ব।

আম্বিয়া মঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৩/এ
কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষ।

মনসামঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৩/বি
মনসামঙ্গল: দ্রষ্টব্য মনসামঙ্গল।

মনসামঙ্গল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০০/সি
দ্রষ্টব্য মনসামঙ্গল।

পাষন্ডদলন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৪
পদ্মাপুরাণ অন্তর্গত হরগৌরির বচন অংশ অবলম্বন করে রচিত কাব্য।

নন্দ বিদায়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৫
ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত কাব্য।

প্রার্থনা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৬/এ
নরোত্তম দাস রচিত বৈষ্ণব ভাবাদর্শ সম্বলিত কাব্য।

প্রার্থনা পদাবলী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৬/বি
বৈষ্ণব ভাবাদর্শ সম্বলিত কাব্য।

গুরুদক্ষিণা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৬/সি
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমূলক কাব্য।

উষাহরণ পালা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ-১১০৬/ই
পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত পালা কাব্য।